ভোট মঙ্গল।

সজীব পুতুলো নাচ।

(ব্যঙ্গ নাট্য)

(নাচওয়ালাগণ উপস্থিত, কেলুয়ার প্রবেশ)

(গীত)

ঝাড়ু লাগাতা হাম যাঁহা যাতা,
নাম মেরা কেলুয়া।
হাম অনারারি, নেহি ভাত পাতা,
খাতা হাম হালুয়া॥
যাঁহা তলাও রহেতা, হুঁয়া জরিমানা,
বাগিচা রাখ্‌নে মানা,
ছোটী ছোটী সব নর্দ্দামা থা,
সরাপ পিকে গিরনে মুস্কিল হোতা,
শোনেকো জ্যাগা কুচ থোড়ি মিলতা,
ছোটী নর্দ্দামা হাম বুজায় দিয়া,
যেতনা সড়ক থা নর্দ্দমা কিয়া,
হোড় চল্‌তা, পায়ের লেতা,
মজেমে গিরতা দল দলুয়া।

না-ও। তুমি কে গা?

কলু। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তোমার ঝাঁটা হাতে, ঝাঁট দে বেড়াও পথে পথে।

কলু। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি মেতর, তোমার ভারি জোর; তুমি চলে গেলে পাণ দেয়।

দল। পইস্ পইস্ পইস্।

(ভুলুয়ার প্রবেশ)

(গীত)

নেহি করেগা মেতর কা কাম,
লেগা কমিসানি।
বোলা হামকো মেরা রূপী জানী।
ভোট আলবৎ লেগা, যো নেহি দেগা,
মেরা গোস্সা হোগা;
হাম পচাশ রূপেয়া দেতা খাজনা,
সরাপ পিকে কেতনা জরিমানা;
বহুৎ রোজসে করতা হায়
হাম কাপ্তানী।

না-ও। ওগো তুমি কে গা?

ভুলু। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তোমার নাম ভুলুয়া, তোমার ভাই কেলুয়া, তোমার জানী রূপী; সরকার থেকে পেয়েছ লাল টুপি, এবার কমিসানি নেবে, না ভোট পেলে ঘরে ময়লা দেবে।

ভুলু। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তোমার গোস্যা বড়, তোমার দেখ্‌তে সবাই জড় সড়।

ভুলু। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তোমার জানীর সঙ্গে বড়

[illegible] বড় বড় বুদ্ধি—আর বড়

[illegible] —পি।

([illegible]ওয়ালীর প্রবেশ)

(গীত)

[illegible] মত দেনে হোগা,

[illegible] তো ঝুম্‌কা।

[illegible] ছাড়ি চলা বাগা ঝুমকা।

[illegible] হুয়া তেরা বেইমানী,

[illegible] নাহি পিগা সরাপ পানী,

[illegible]ওয়ালী দেখাও নাকে ঝুমকা ॥

[illegible]। ওগো তুমি কে গা ?

[illegible]। পি—পি—পি।

[illegible]। কি বল্লে, তোমার নাম রূপী, তোমার [illegible] পেয়েছে রাঙা টুপি। তুমি নথ না [illegible] বাবুর চল, নিদেন ঝুম্‌কো চেঁড়ি, [illegible] পাড়ি; চল্‌বে না আর ময়লার গাড়ী।

(জল-গাড়ীওয়ালার প্রবেশ)

(গীত)

ছিটাতা মিঠা পানী, মিলা গাড়ী ঘোড়া,

মুখ পর হুকুম হায় বহুত কড়া ॥

বর পানী দেগা,

যেস্‌কা সাজ ধুতি, ওস্‌কো ছিটায় দেগা,

রেণ্ডী দেখ্‌নেসে পিছে ভাগা,

হুকুম হায় রোখ্‌নে ছুড়ি,

হামকা জাস্তা থোড়ি,

পানী ছিটানে বহুত হায় পিনে থোড়া ॥

মা-ও। ওগো তুমি কে গা ?

জল-গা। পি—পি—পি।

মা-ও। কি বল্লে, তুমি সরকারী লোক, লোকের কাপড় ভিজাতে অমি ঝোঁক রাস্তার হোক বা না হোক।

জল-গা। পি—পি—পি।

মা-ও। কি বল্লে, তোমার ঘোড়া, ঘোড়া দেখ্‌লে বুড় মড়া আর পড়ে যাচ্ছে, দাঁড়াও না কখন পথ ছেড়ে।

জল-গা। পি—পি—পি।

মা-ও। ছেড়ে, ছেড়ে, ছেড়ে।

জল-গা। পি—পি—পি।

মা-ও। কি বল্লে, কার মায়া হলো সব চল্লে।

[নাচওয়ালা ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

(গীত)

বাঁচি যদি কর্ত্তো পুরুত গিরি,

পায় দিয়েছে ছক্ক।

ছোড়্‌গা কোচমারী, ভোট জুলুম কি জড়,

তামাক সেজে আর রাত জেগে,

ঝক্‌মারি চাকরী পড়ি ভেগে,

থাক দাওয়ানী পারি নি আনাগোনা,

ভোট ভোট ভোট, খালি টানা;

বাবা উমেদারী কামে গড় ॥

মোসাহেবী চলে না আর, হলো হাড্‌ডি সার,

বাবা ফুকলে গিয়েছি ধার;

শালা ভোটের তরে, দিলে গালে চড় ॥

বেদিক কথা, ভোট পাব কোথা,

রোদে চলে ধরো মাথা,

বিদায় নিতে গেছি দায় পড়ে,

গুরুগিরি এবার দিব ছেড়ে,

করে রাস্তা হড় হড়,

নিজে গাড়ীতে হাড়ীতে পড় ভোরা পড় ॥

(পুরোহিতের প্রবেশ)

মা-ও। ওগো তুমি কে গা ?

পুরো। পি—পি—পি।

মা-ও। কি বল্লে, ছাড়্‌বে পুরুতগিরি, তোমার উপর জুলুম ভারি, পুরো হোক বা না হোক, গিন্নির ধরেছে রোগ; বল্লে

ভোট ভোট ভোট, নইলে এই পূজোয় দেখাবে এক চোট। বল দেখি বাপু, কোথায় কর্ব্বে জোটা জোট।

পুরো। পি—পি—পি!

না-ও। বইঠ—বইঠ—বইঠ।

(কোচমানের প্রবেশ)

না-ও। ওগো, তুমি কে গো?

কোচ। পি পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি ছেড়ে দেগা কোচমানী, সময় পাপ না খেতে পানী; জানী তোমার আঁচল বেঁধে কাঁদে, এই ভোটের জালায় পড়েছ বড় ফাঁদে।

কোচ। পি—পি—পি।

না-ও। বাবা যে টানা পড়েন! ঘোড়া নাদে, সইস তল্পী বাঁধে।

কোচ। পি—পি—পি।

না-ও। বইঠ—বইঠ—বইঠ।

(খানসামার প্রবেশ)

না-ও। ওগো, তুমি কে গো?

খান। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি খানসামা, এনাম পেয়েছ ছেঁড়া জামা, আর পার না, ভোর রাতই আনাগোনা; তাদের তো আর তামাক সাজতে হয় না, তোমাদের ছোট খোকা নেছে ভোটের বায়না।

খান। পি—পি—পি।

না-ও। কর্ত্তা গিন্নীর চড়া হুকুম, রেতে কারো নাইকো ঘুম, বৈঠকখানায় রাত দিন লোকের ধুম।

খান। পি—পি—পি।

না-ও। বইঠ—বইঠ—বইঠ।

(দাওয়ানজীর প্রবেশ)

না-ও। ওগো, তুমি কে গো?

দাও। পি—পি পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি দাওয়ানজী, কচ্চো ভাগ্‌চি ভাগ্‌চি; কর্ত্তা ভারি রাগী, নিশ্বেস ফেলতে দেয় না; একে ঘুচে গেছে পাওনা, রেওতরা হয়েছে স্তায়না, তার উপর এই পড়েন আর টানা।

দাও। পি—পি পি।

না-ও। কাজ নাই তোমার আর, বয়েস তো হয়েছে, হও দক্ষিণমুখো রওনা, না একটু বস্‌বে?

দাও পি—পি—পি।

না-ও। মোটা পেট, কোমরের কসি একটু ক'স্‌বে? বইঠ—বইঠ—বইঠ।

(উমেদারের প্রবেশ)

না-ও। ওগো, তুমি কে গো?

উমে। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি উমেদার, মনে মনে ভাব্‌ছো হবে পগার পার। তোমার উপরেই জবরদস্তি; সার হয়েছে চামড়া অস্থি, আর গস্তে যেতে পার না, কিন্তু না গেলেই না।

উমে। পি—পি—পি।

না-ও। করচো উমেদারী, যদি পাও চাকরী, এখন বাজার গরম ভারি, [illegible] দিন আনলে ভোট তো ভা[illegible] জুতোর চোটে প্রাণ গেল।

উমে। পি—পি—পি।

না-ও। আবার বড় বৌ নেছে বায়না; তবে তো না ক'ল্লেই না। বইঠ যাও—বইঠ যাও—বইঠ যাও।

(কর্জ্জকারকের প্রবেশ)

না-ও। ওগো, তুমি কে গো?

কর্জ্জ। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি কর্জ্জ করে পড়েছ ভারি ঘোরে, চাই দশটা ভোট, ঘুরে ঘুরে হয়েছ সারা; বড় কর্ত্তা বলেছে নইলে সুদ ছাড়্‌বে না এক কড়া।

কর্জ্জ। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তোমার লাঞ্ছনা ঘরে পরে, চড় খেয়েছ ভোটের তরে; আহা! এমন জায়গায়ও ধার দেয়, ঘাম ছুটেছে গায়। বইঠ—বইঠ—বইঠ।

(মোসাহেবের প্রবেশ)

না-ও। ওগো, তুমি কে গো?

মোসা। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি মোসাহেব, এবার পাচ্ছো বেগ; আর চলে না, সব কাপড়ই ময়লা হলো; কোথা চড়্‌তে জুড়ী না হেঁটে প্রাণ গেল। এমন বদ্‌ইয়ার ভোটও এল!

মোসা। পি—পি—পি।

না-ও। বাবুর কাপড় পরতে পাও না, খানার নাই ঠিকানা; তুমি ভোট কুড়ুচ্ছো এ দিকে, ও দিকে ব্রাণ্ডির বোতল উঠ্‌লো।

মোসা। পি—পি—পি।

না-ও। আ গেল, চাকরগুলো একটু লুকিয়ে রাখে না গা। বইঠ যা, বইঠ যা, বইঠ যা।

(গুরুর প্রবেশ)

না-ও। ওগো তুমি কে গো?

গুরু। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি গুরু। তোমার বুদ্ধি ভারি সরু; কিন্তু এবার পড়েছ ফেরে, কত চেষ্টাই তুলছে বাবা! ভোট নিয়ে এলো কে রে। উঠ্‌লো ঠাকুর্দ্দার ধাঁক, সে ছিল ভাল; ব্রহ্ম-চেষ্টা চলে গেল; উঠ্‌লো আবার ভোট এ আবার কি নতুন ধর্ম্ম উঠ্‌লো গা।

গুরু। পি—পি—পি।

না-ও। বিদেশ এক চেষ্টে আটক, ভাব্‌চ দেশে সর্‌বে এ ভোট, না হয় যাও দক্ষিণ মুখো, উত্তরে ভারি শুকো; তোমার নস্যির ডিপে, খাও না হুকো।

গুরু। পি—পি—পি।

না-ও। বইঠ, বইঠ, বইঠ।

(বাইজীর প্রবেশ)

(গীত)

রুমি ঝুমি পায়েলা বোলে।
পিয়ালা পিয়া লিয়া, গোলাবী আঁখি ঢুলে,
জেয়াসে মজা চলা, ইসারা হেলা দোলা,
গোকোলা মালা দেগা পিয়া গলে॥

না-ও। ওগো, তোমরা কে গো?

বাই। পি—পি—পি।

১ না। কি বল্লে তোমরা বিল্লিওয়ালা ছাই?

২ না। দূর পোড়ারমুখো! দিল্লীওয়ালী বাই, এবার প্রাইস বড় হাই; শীগ্‌গির কেউ পাবে না ভাই।

বাই। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, বাগানে নাচ হ'বে, লোক দেখ্‌তে যাবে; অমনি ভোট লিখে নেবে, তোমরা রওনা হয়েচ তাই।

বাই। পি—পি—পি।

না-ও। যে বল্‌বে ভোট দেব না, তার গালে মেরে ঠোনা; যাচ্ছো তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গাড়ী।

(বেলোয়াড়দের প্রবেশ)

(গীত)

দেনো ভাই দস্তিমে হোগা লড়াই।
উহে জুলুমদার, হাম বোলে সাফাই।
নেই সাম্‌কে, হায় বেকুব থারা,
মেরা যেত্তে থা ভোট সব দিহি কাটাই॥

-ও। তোমরা কে গো ?

ধ ম। পি পি—পি।

-ও। কি বল্লে, তোমরা দু ভাই, আপোসে কর্ব্বে লড়াই ; চেগে উঠেছে ভোটের বাই, তুমি বলচ গৌর ও বলচে নিতাই ; তা মিটিয়ে ফেল না ছাই।

ধ ম। পি - পি—পি।

-ও। কবি নেই—লাগাবে গরম চাঁটি, একান্তই লাগ্‌বে, রগ্‌ ভাগ্‌বে।

ধ ম। পি—পি—পি।

-ও। তেরা নাক না তোড়ে, মেরা টিকি না ওড়ে, তেরা কাণ না কাটে, মেরা গোঁপ না ছাঁটে।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

(কতিপয় পুত্তলিকার প্রবেশ)

(গীত)

দেখছি এবার প্রাণ বাঁচা ভার,
ছার ভোটের তরে।
ঐ জুটেপুটে আস্‌চে ছুটে,
লুকুই গিয়ে অন্দরে।
খিল্‌দে এঁটে দিস্‌ নে যে সাড়া,
না হয় বলিস্‌ মরেছে মড়া,
ঘুচ্‌বে ঝালাই বলিস্‌ সাফাই,
জেলে নে গেছে ধরে।
তবু যদি বাড়াবাড়ি পেড়াপীড়ি হয়,
কালী কলম বের কর্‌ তুই দেখাবি রে ভয়,
দিবি তাড়া বল্‌বি দাঁড়া,
ভোট লেখাব জোর করে॥

পুত্ত। পি— পি— পি।

না-ও। ভোট খেলাব, পালা পালা পালা ! দল বেঁধে সব আস্‌বে মেলা ; পালা পালা পালা !

(গীত)

না হ'লে নয় কমিসনার দেখ্‌ছি যে বাজার।
হবে সহর মাটী, বল্‌চি খাঁটি,
টেক্স বাড়া হবে ভার।
রেতে দিনে চল্‌বে জলের কল,
আলো হবে গলি, কোথা হোঁচট খাবে বল,
চলবে না ঢল রাস্তা জুড়ে,
থাক্‌বে না আর এ বাহার॥
নূতন বাড়ী হবে না আর মাঠ,
থাক্‌বে না জর ওলাউঠা, উঠ্‌বে বার্ণিং ঘাট,
সুদ পাবে না সহর জুড়ে,
ঘুচবে মিউনিসিপাল ধার !
সুদ্দু সুদ্দু কোমর কি আঁটি,
হাত তুলকে ভোট দেবে গে আট্‌কাবে ঘাঁটি।
কে করে আস্থা, চালায় রাস্তা,
বস্তি করে ছারখার।
শিখেছি বিলাতী কারসাজি,
দেখে নেব আবার ভোট-বাজি,
বুদ্ধি মস্ত করচি কস্ত ;
দোস্তর মুখে দিব ধার॥

না-ও। ওগো, তুমি কে গা ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি গয়লা পাড়ার গোপাল, চাল্‌বে এক চাল ; কমিসানি নেবেই নেবে,

বে-আইনি কল্লে মানি মেবে ; তোমার সঙ্গে কে ?

পুত্ত। পি পি—পি।

না-ও। 'সবে ধন', উনি ১ নম্বর সুরকি কুট্‌তে বিলক্ষণ ; ঘুমুচ্ছিলেন সরষের তেল দিয়ে, তাই পড়েছেন পেছিয়ে ; আর কে চলেছে মালা মালা ?

পুত্ত। পি—পি পি।

না-ও। ১১ নম্বরে জুটে গাধা, পড়েছে পাছে ; দুটো খায় আর একটা নাচে।

[পুত্তলিকাগণের প্রস্থান।

(অপর একদল পুত্তলিকার প্রবেশ)

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, বেঁধেছ ভোটের মোট, লাগিয়েছ এক চোট ; কমিসনার হবে, কি বল্‌বে ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। হাত তুল্‌বে, কার দিকে ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। দেখ্‌বে, যে দিকে কানাই বলাই, বেশ ঠাউরেছ ভাই, তোমার মতনই কমিসনার চাই।

(উক্ত দলের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

না-ও। ওগো, তোমরা কি বল গো ?

পুত্ত। পি পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তোমাদের আইন প'ড়ে মুখ ভারি সাফাই ; হাঁ, হাঁ, নইলে কি কমিসানিতে লাফাই ; তোমরা কোন দিকে ভাই ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। কারো দিকেই নাই, দুটো পয়সায়, একটা টাইটেল চাই।

(উহাদের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

না-ও। ওগো, তোমরা কে গা -

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তোমরা বড়লোক, ধরেছ ঝোঁক ; ঢোক তাল, ঠোক ; সেই তো উকিল পাড়াও যাও, ঘরের খাও ; কি কর্ব্বে হাই, মিটিঙে সে তুলবে হাই।

[প্রস্থান।

(অপরের প্রবেশ)

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। তুমি কেগো, ভোট বড় পাও নি বটে, তবু রাখচো পেন্টুলেন এঁটে।

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। যাঁকো যাবে কোটে, কমিসনার তো না হ'লেই নয়, সহরটা মজে যায়।

(উক্তগণের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

না-ও। তোমারও সব হাত তোল্‌বার দল, টাকা আছে করেছ আচ্ছা কল।

কমি। পি—পি—পি।

না-ও। হাজার হোগ পড়া শুনা তো করেছ, বাবুর ক্লাসের পরিচয়টা দেবে, ক চোক খাবে।

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। তিন ঢোক, তবে তাল ঠোক।

(উহাদের প্রস্থান ও অপরে প্রবেশ)

না-ও। ওগো, তুমি কে গো ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে তোমরা ডাক্তার, কেলে ক্যাপ দেশে সামলায় বাহার ; তোমরা কার ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। হাঁ, হ্যাঁ, আমারই তো বার, কথার কাজ নেই আর।

(উহাদের প্রস্থান ও অপরের প্রবেশ)

না-ও। ওগো, তুমি কে গো ?

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তুমি কানাই, তোমার বড় বাই ; এবার মুখে দিয়ে ছাই, টাইটেল নিবাত চাইণ

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। শিখেচ মুল-মন্তর, যত বড়লোক সব তোমার হুজুর ; তুমি ধন্তি ছেলে ! কোথায় দড়ি পেলে ? যেহু বাঁধতে কাছর যোড়া নাই।

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। ছোট তোমার একচেটে ; ভাবচ কিন্তু তোমার বলাই গেছে গোঠে পাছে মারা যায় মাঠে।

পুত্ত। পি—পি—পি।

না-ও। বটে, বটে, বটে।

(উহাদের প্রস্থান ও নাপ্তিনীর প্রবেশ)

(গীত)

আমি কুণিকাটা রসের নাপ্তিনী।
ছোঁড়াকে বলবো এবার করে যেন কমিসনী,
ন-পাড়ার গিন্নী মাগী,
গাল দিয়েছে গতরখাগী,
নাইকো কড়ি কিনতে দড়ি,
কিসের জারি জানি নি।
ছোঁড়া যদি কাজটা পেতো,
বাড়ীর উপর রাস্তা যেতো,
এমন তো হচ্ছে কত,
ব'লেছে ভূতী মিতিনী ॥

ও। ওগো, তুমি কে গো ?

। পি—পি—পি।

ও। কি বল্লে, তুমি নাপ্তিনী, তোমার যেখানেই যত ফুটেছে দে লোক-কুনি, তুমি কত্তো বড় কাণ্ড, জেনে চলেছে বয়।

নাপ। পি—পি—পি।

না-ও। মিনসে যদি হয় কমিসনার, বড় বাড়ী রাখবে না আর, বাড়ীর উপর চালাবে রাস্তা, আছে ব্যবস্থা, বলেছে বুদ্ধির ধুচুনি, তোমার ভূতী মিতিনী।

(নাপ্তিনীর প্রস্থান ও অপর পুত্তলিকার প্রবেশ)

না-ও। গড ড্যাম রেণ্ডি, কোন্ হায়, কুচ পরওয়া নেই ড্যাম কুলি ড্যাম, তোমরা কে গা ?

কোশ। পি—পি—পি।

না-ও। কি বল্লে, তোমাদের আছে লক্ষণ, আগে বলতে মোচার ঘণ্ট, এখন বল খুণ্টন ; আগে বলতে কলা, এখন বল কেলা ; বুঝেছি আর বলিতে হবে না ম্যালা—ড্যাম কুলি ড্যাম, খেলে কত হ্যাম, তবু হলো না ম্যাম।

কোশ। পি—পি—পি।

না-ও। সদাই আঁটা পেন্টুলন, কাজ [illegible] নাই তেমন, আবল তাবল বকতে পা[illegible], যাও না মিটিঙে যাও না ; কিছু না [illegible]গ, নামটা হবে, কাঁহাতক্ আর একলা ব'সে খাবি খাবে।

কোশ। পি—পি—পি।

না-ও। গট হয়ে আছ বসে, তোমার ভোট দিক্ এসে ; তোমাদের ইংরাজী খুব সড় গড় এই ভোট পড়ল তড়াতড় ; ড্যাম কুলি ড্যাম !

(পাদ্রী সাহেবের প্রবেশ)

না-ও। ওগো তুমি কে গা ?

পাদ্রী। পি—পি—পি।

ম্যাক্‌বেথ।

(মহাকবি সেক্সপীয়র প্রণীত ম্যাক্‌বেথ নাটকের বঙ্গানুবাদ)

প্রস্তাবনা।

ভাবুক সুধীর জনে, আসি এই রঙ্গাঙ্গনে,
কাব্যের বিকাশমাত্র করে আকিঞ্চন।
কটাক্ষের ভঙ্গী যার, ক্ষুদ্র প্রাণে অধিকার,
হেরে মাত্র কামিনীর কটাক্ষ-ক্ষেপণ॥
চিত্ত-হারা চিত্রকর, ধ্যান-মুগ্ধ কবিবর,
রঙ্গালয় তাহার জীবনে প্রয়োজন।
ভ্রমিছে কল্পনা-পথে, পূরাইতে মনোরথে,
উচ্চআশে জনমের সুখ বিসর্জ্জন॥
কেবল কলঙ্ক ভার, জীবনের সার তার,
অলীক সম্পদ আশা বাসা কল্পনায়।
হলে প্রাণ অবসান, কেহ করে গুণগান,
মহাকবি সেক্সপীয়র আদর্শ হেথায়॥
মগন অনন্ত ঘুমে, শান্তির শ্মশান-ভূমে,
নিন্দা বা আদরে তার কে জানে কি হয়।
চিত্রিয়ে স্বভাব-ছবি, বুঝি বা ভাবিত কবি,
চিত্রের আদর তার হবে ধরাময়॥
জীবন বিফল আশ, এবে পূর্ণ অভিলাষ,
নাহি শ্বাস, সে প্রয়াস নাহি এবে তার।
অভিনেতামাত্র আমি, কবিবর অনুগামী,
আলোচনা বিফল কি হেতু করি তার॥
কি জানি কি প্রাণে গায়, কে জানে কি হেতু হায়,
নাট্যাগারে কবিবরে করিব সম্মান।
হারি যদি—সুধীব্রজ কর শিক্ষাদান॥

শ্রীগিরিশ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ডন্‌ক্যান	(Duncan)	স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা।
ম্যাকম	(Malcolm)	ঐ পুত্রদ্বয়।
ডনাল্‌বেন	(Donalbain)	
ম্যাক্‌বেথ	(Macbeth)	ঐ সেনাপতিদ্বয়।
ব্যাঙ্কো	(Banquo)	
ম্যাক্‌ডফ	(Macduff)	ঐ অমাত্যগণ।
লেনক্স	(Lenox)	
রস্	(Ross)	
মেন্‌টীয়েথ	(Menteith)	
অ্যাঙ্গাস্	(Angus)	
কেথ্‌নেস	(Caithness)	
ফ্লীয়েন্‌স্	(Fleance)	ব্যাঙ্কোর পুত্র।
বৃদ্ধ সিউয়ার্ড	(Old Siward)	ইংলণ্ডাধিপের সেনাপতি।
যুবা সিউয়ার্ড	(Young Siward)	ঐ পুত্র।
সিটন	(Seyton)	ম্যাকবেথের অনুচর।

স্ত্রীগণ।

[illegible] ম্যাক্‌বেথ	(Lady Macbeth)	ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী।
[illegible] ম্যাকডফ	(Lady Macduff)	ম্যাকডফের স্ত্রী।
[illegible]	(Hecate)	ডাকিনীগণের ইষ্টদেবী

[illegible] সৈনিক, দ্বারপাল, ডাকিনীত্রয় ও অন্যান্য ডাকিনীগণ, বৃদ্ধ, দূত,
লর্ডগণ, লেডীগণ, ডাক্তার, পরিচারিকাগণ, হত্যাকারিগণ,
সেনাগণ, ম্যাক্‌ডফের পুত্র, ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা,
ছায়ামূর্ত্তিসমূহ, খানসামাগণ।

☞ ইংরাজী ম্যাক্‌বেথে এই পুস্তকে লিখিত [illegible] গুলি নাই।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মরুভূমি।

বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ-চমক।

(তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ)

১ম ডা। দিদি লো বল্ না আবার
মিলব কবে তিন বোনে ?
যখন বাজবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর,
চক্ চকাচক্ হান্‌বে চিকুর,
কড় কড়া কড়্ কড়াৎ কড়াৎ
ডাক্‌বে যখন ঝন্ ঝনে ?

২য় ডা। যখন বাধ্‌বে মাত্‌বে হারবে
জিন্‌বে, থাম্‌বে লড়াই রন্ রণে।

৩য় ডা। চিকি চিকি ঝিকিমিকি
ডুবু ডুবু হবে চাকি,
লড়াই কি আর থাক্‌বে বাকী।

১ম ডা। কোন্ খানে, বোন্ কোন খানে ?
বোন্ কোন খানে ?
ঠিক্ ঠাক্ বলে দে লো,
যেতে হবে কোন্ খানে ?

২য় ডা। চুষণো ধাঁড়ীর মাঠে যাব।

৩য় ডা। ম্যাক্‌বেথেরে দেখা দেব,
ঘাপ্ টী মেরে এক কোণে।

১ম ডা। যাই যাই যাই লো দিদি
ডাক্‌ছে মেনী হ্যাল্‌দেলে।

২য় ডা। পাঁদাড় থেকে ডাক্‌ছে বোড়া,
কোলা ঐ ক্যাঁকা ছির্ টা মেলে।

৩য় ডা। আয় যাই চলে, আয় যাই চলে,
আয় যাই চলে।

সকলে। ভাল মোদের কালো,
মন্দ মোদের ভাল।
আঁদাড় পাঁদাড় আনাচ কানাচ
ঘুরে বেড়াই চল।

(অপর ডাকিনীগণের প্রবেশ).

সকলে।— (গীত)

মালকোষ — পটতাল।

চল্ যাই চল্ যাই,
চল্ চল্ চল্ চল্ যাই লো ভাই,
ওই লো ওই, ওই লো ওই,
ওই ওই ওই ওই, ওই ওই ওই ওই,
নিদিলি দেয় ঝিঁঝির ঝাঁই।
হাতে হাতে ধরাধরি,
হেলা দোলা, চাতর মেলা
ধাদায় জলে স্থলে দলে খেলা ;—
কিলি কিলি খিলি খিল হেসে ভেসে,
কুয়াশায় চল সেথায়।
হিলি হিলি হিলি হিলি
সাঁই সাঁই সাঁই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফরেসের নিকটস্থ শিবির।

(নেপথ্যে রণডঙ্কা—ডন্‌ক্যান, ম্যাকম, ডনাল্‌বে
লেনক্স ও অনুচরবর্গ,—জনৈক শোণিতাক্ত
সৈনিকের সহিত সাক্ষাৎ)

ডনক্যা। সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা
আসে কোন জন ?

[illegible] উভয়,
উপস্থিত বিদ্রোহ বারতা
[illegible] করিতে বর্ণন।

ম্যালকম। এই বীরবর,
শত্রুকরে করিতে উদ্ধার মোরে,
যথাসাধ্য করিল সমর।

(সৈনিকের প্রতি)

এস এস বণক ধীমান,
নরপাল সমীপে করহ নিবেদন—
সমর অবস্থা কিবা,
যবে তুমি রণভূমি আইলে ত্যজিয়ে।

সৈনিক। জয় পরাজয়,
বহুক্ষণ না হ'লো নির্ণয়,—
যেন সন্তরিত দুইজনে ক্লান্ত পরিশ্রমে,
ধরে পরস্পরে,
যাহে হয় বিফল কৌশল দোঁহে।
দয়াহীন ম্যাক্‌ডোনাল বিদ্রোহী-প্রধান—
বিদ্রোহী নামের বটে যোগ্য দুরাচার!
পশ্চিম দ্বীপের যত পাপাত্মগণে,
পদাতিক অশ্বধারী,
আর আর বর্মাবৃত যতেক দুর্জন,
মক্ষিকার সম লিপ্ত হ'ল সে আঁধারে
সৌভাগ্য সহায় তার হলো ক্ষণকাল,
বারনারী সম হাসিল প্রসন্ন মুখে;
কিন্তু বিফল সকলি!
মহামতি ম্যাক্‌বেথ অসীম সাহস—
বীর নামে যোগ্য সে ধীমান,
উপেক্ষিয়া বিপক্ষের সৌভাগ্যের হাসি,
করে ধরি সুশাণিত অসি—
[illegible] শোণিতের ধূম খেলিছে ফলকে,
[illegible] সম,
ঠেলি পশিল সমরে,
[illegible] ক্রীতদাসে;
না করিল যতক্ষণ [illegible]—
স্কন্ধ হ'তে নাভিদেশ বিখণ্ড করিয়া
দুর্গের প্রাচীরে মুণ্ড করিল স্থাপন।

ডন্‌ক্যা। ধন্য ধন্য বীরবর!
ধন্য তুমি ভ্রাতঃ!

সৈনিক। কিন্তু হায় নরনাথ!
ভেদিয়া তুষারমালা,
দিনকর খরকর যবে,
সে সময়ে বহে ঝঞ্ঝাবাত
জলপোত-নাশকারী;
সেইরূপ সমরে ভূপাল,
আনন্দে হইল যবে নিরানন্দোদয়,
দৃঢ় অস্ত্রে [illegible] তোমার,
অখিল সমরে যবে দুরন্ত নিকরে,
পৃষ্ঠ দিল দ্রুতগামী বিপক্ষ বিগ্রহে;
সুযোগ সন্ধানে ছিল নর ওয়ে-প্রধান
সুসজ্জিত নব সৈন্যে কৈল আক্রমণ।

ডন্‌ক্যা। নাহি চমকিল তাহে সেনাপতিদ্বয়,
ব্যাঙ্কো আর ম্যাক্‌বেথ?

সৈনিক। হাঁ, গরুড় চমকে যথা
চটকে হেরিয়া,
শশক দর্শনে যথা শিহরে কেশরী,
শুন রাজা,
করি আমি স্বরূপ বর্ণন,—
দ্বিগুণ বারুদপূর্ণ কামান যেমন,
অধ্যক্ষ দু'জন,
পুনঃ পুনঃ আঘাতিল অরিদলে,
উষ্ণ রক্তে করিবারে স্নান—
কিম্বা অস্থির ময়দান করিতে নির্মাণ,
বাসনা দোঁহার;
কি জানি কি অভিপ্রায়ে যুঝে দুই বীর।
থাকা নাহি সহে,
ক্লান্ত তনু,
ক্ষতমুখ করিতেছে [illegible]

ডন্‌ক্যা। তব বীর অঙ্গে অস্ত্র-লেখাসম
বাক্য তব গৌরব-ব্যঞ্জক!
(অনুচরগণের প্রতি)
লয়ে যাও ভিষক্ নিকটে।

[সৈনিককে লইয়া অনুচরগণের প্রস্থান।

এ কে আসে?
ম্যাকম। রস প্রদেশ-প্রধান।
লেনক্স। হেরি নয়নের ভাব, হয় অনুভব,
অদ্ভুত ঘটনা কিছু করিবে বর্ণন।

(রসের প্রবেশ)

রস্। ঈশ্বর করুন নরবরের কল্যাণ!
ডন্‌ক্যা। কোথ হ'তে আগমন
অমাত্য-প্রধান?
রস্। রণস্থল হ'তে নরোত্তম!
বিপক্ষ পতাকা যথা করিছে ব্যজন—
শ্রমযুক্ত কলেবর স্বপক্ষ সেনার।
বহু সৈন্যে সুসজ্জিত নরওয়ে-প্রধান,
দুরাচার কুলাঙ্গার কদরের পতি,
রাজপক্ষ ত্যজিয়া দুর্মতি,
সম্মিলিত বিদ্রোহী সংহতি,
আরম্ভিল ঘোর রণ অরি;
সমর-দেবীর প্রিয় সামন্ত-প্রধান,
সৈন্যাধ্যক্ষ তব,
দৃঢ় বর্ম্মে সাজি মহাশূর
ভেটিল সে বিপক্ষ প্রধানে,
প্রতিদ্বন্দ্বী-আয়ুধ চালনে,
অস্ত্রমুখে অস্ত্রমুখ করিল বারণ,—
অস্ত্রে করি অস্ত্রাঘাত,
দুর্জ্জনের দুঃসাহস দমি;
রণ অবসান—হইয়াছে জয়লাভ!
ডন্‌ক্যা। অতি সুখের সংবাদ।
রস্। [illegible]

সন্ধির কথায় কেবা করে কর্ণপাত!
চাহে দুষ্ট হত সৈন্যে করিতে সৎকার;
তব পক্ষ হ'তে আজ্ঞা হয়েছে প্রচার—
দেবের মন্দিরে দান দিলে দুরাচার,
তবে পূর্ণ মনস্কাম হইবে তাহার।
ডন্‌ক্যা। অতঃপর কদর-ঈশ্বর,
আর না করিবে প্রতারণা,
আর না করিবে মম অন্তরে আঘাত।
যাও, তার মৃত্যু-আজ্ঞা করহ প্রচার;
তার পদ সৈন্যাধ্যক্ষে করহ অর্পণ।
রস্। হেরিয়া আসিব প্রভু, আজ্ঞা সমাধান।
ডন্‌ক্যা। কর্ম্মদোষে যেই পদ হারাল দুর্জ্জন,
নিজগুণে সেনাপতি করিল অর্জ্জন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

করেসের নিকটস্থ উষর।

বজ্রনাদ।

(ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ)

১ম ডা। বোন্ কোথায় ছিলি ব'সে?
২য় ডা। কচি কচি শোরের ছানা
চিবুচ্ছিলেম ব'সে!
৩য় ডা। তুই কোথায় ছিলি বোন্?
১ম ডা। শোন্, বলি তবে শোন্—
এলো চুলে মালার মেয়ে,
ব'সে উঁদোম গায়,
ভোর কোঁচড়ে ছেঁচা বাদাম,
চাকুম চাকুম খায়;
চাইতে গেলুম একটি মুঠো,
[illegible]

নাক্‌টা নেড়ে দিলে তেড়ে,
ব'লে "দূর হ মাগী"!
তার ভাতার গ্যাছে বিদেশ ছুঁয়ে,
নৌকা ঠেলে মরে,
সেই খানে তার কাছে যাব,
চালুনীটা ধরে,
হ'য়ে ইঁদুর বেঁড়ে, নৌকা দেবো ফেঁড়ে,
আমি দেখ্‌ব তারে, দেখ্‌ব তারে, দেখ্‌ব!

২য় ডা। বাতাস ফুর্‌ ফুরে, পুবে বেড়ায় ঘুরে,
এনে দেব তোরে।

১ম ডা। ওলো, তুই আপন গুণে
রাখ্‌লি আমায় কিনে!

৩য় ডা। ঝটকী ব্যাটার দেখা পেলে
আন্‌বো জটে ধ'রে।

১ম ডা। এ দিক্‌ ও দিক্‌ ঘুরে বেড়ায়
আর যত সব বায়,—
এখান ওখান হেথায় সেথায়,
যেথায় তারা যায়,
সকল আমার হাতে, এড়াবে কি তাতে?
ক'রব তারে খড়ের আঁটি,
অন্ন শুষে খেয়ে,
বুজ্‌বে না চোখ দিনে রেতে
থাক্‌বে ব্যাটা চেয়ে!
ভেকো ভ্যাকা থাক্‌বে একা,
জবু থবু হ'য়ে।
জ'লবে দ্বিগুণ নয় নবগুণ সাত সতর রাত,
ডুব্‌বে না তার নৌকা খানা,
ঝড়ে ক'রবো কাত।
দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ কি এনেছি!

২য় ডা। কৈ দেখি, কৈ দেখি!

১ম ডা। চাঁড়াল নেয়ের কুড়ো পুড়ো
নৌকা ঠেলে যেতে,
ঝটকী উঠে ম'লো ব্যাটা,
ডুব্‌লো আঁধার রেতে;
ওৎ পেতে সে ভিড়ে,
নিছি বুড়ো আঙ্গুলটা ছিঁড়ে।

(নেপথ্যে ভেরি ধ্বনি।)

৩য় ডা। গুম্‌ গুম্‌ ওই জয়ঢাক বলে,
ম্যাক্‌বেথ এলো চ'লে।

সকলে। এলোচুলে তিন বোনে আয়,
হাত ধ'রে আয় যাই ঘুরে,
আকাশ পাতাল জলে স্থলে,
সমান ভাবে যাই রে চ'লে।
মনের কথা ঘটবে যেটা,
ব'লতে পারি সটু ক'রে—;
আয়, যাই ঘুরে।
তিন পাক তোর, তিন পাক মোর,—
তিন তিরিখ্যে ন পাক হবে,
আর তিন পাক মোর;
থাম্‌ থাম্‌ থাম্‌ নাচোন কোঁদন,
পূর্‌লো কুহক ঘোর।

(ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কোর প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। এই ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিল অবনী—
তখনি অমনি দিনমণি প্রকাশিল হেমকর,
দুর্দ্দিন সুদিন হেন হেরি নি কখন।

ব্যাঙ্কো। আর কত দূর ফরেস হইতে?
একি!
জীর্ণ শীর্ণ কার বিকট বসন
নহে যেন ধরাবাসী—
কিন্তু হের ধরা'পরে!
জীবিত কি তোরা?
পার কি মানব-ভাবে বানিতে উত্তর?
জ্ঞান হয় বোঝে বাক্য মম;
তুলিতেছে শুষ্ক ওষ্ঠে অতি ক্ষীণ
বিকট অঙ্গুলি।
নারী সম আকা'র সবার,

কিন্তু হেরি শঙ্কা মুখে—
বাহে নারী নাম দিতে লাজি।

ম্যাক্‌বে। কে তোরা, প্রকাশ কর,
যদি থাকে ভাষা?

১ম ডা। জয় জয় জয়, ম্যাক্‌বেথের জয়!
গ্লামিসের পতি যাহে সর্ব্বলোকে কয়।

২য় ডা। কদরের পতি আজ, জয় জয় জয়!
জয় জয় ম্যাক্‌বেথের, জয় জয় জয়।

৩য় ডা। জয় জয় জয়, ম্যাক্‌বেথের জয়!
রাজরাজেশ্বর যেই হইবে নিশ্চয়।

ব্যাঙ্কো। শুনি ভাবী শুভ বিবরণ,
কহ কি কারণ শিহরিলে মহাশয়?
অশুভ শঙ্কায় যেন!

(ডাকিনীগণের প্রতি

শুধাই সত্যের নামে,
তোরা কি রে কল্পনা সৃজিত—
কিম্বা দেখি যেই মত
সেই মত বিকট আকারধারী প্রধান,
সম্ভাষিলে সদাশয় বন্ধুরে আমার জয় রবে,
রাজ্য অধিকার তাঁর হবে ভবিষ্যতে;
বাক্যের ছটায় তো সবার,
অভিভূত হের তাঁরে।
নাহি সম্ভাষিলে মোরে,—
থাকে যদি দৃষ্টি তব সময়ের বীজে
কিবা হ'বে অঙ্কুরিত কি যাবে শুখায়ে,
সম্ভাষ' আমায়;
নহি অনুগ্রহপ্রার্থী তো সবার,
নিগ্রহে না ডরি।

সকলে। জয় জয় জয়!

১ম ডা। ম্যাক্‌বেথ হইতে ক্ষুদ্র
কিন্তু উচ্চতর।

২য় ডা। নহে সম সুখী,
সুখী তা হ'তে বিস্তর।

৩য় ডা। নহে রাজা,
পুত্র তব হ'বে রাজ্যেশ্বর,
জয় জয় জয়!
ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কো উভয়ের জয়!

১ম ডা। জয় জয় ম্যাক্‌বেথ ব্যাঙ্কোর জয়!

ম্যাক্‌বে। রহ রহ রে অস্ফুটবাদি!
বিস্তারি কহ রে মোরে,
জানি আমি হইয়াছি গ্লামিস ঈশ্বর;
কিন্তু কদরের পতি বলি সম্ভাষ' কেমনে?
জীবিত সৌভাগ্যশালী সেই মহাজন।
আর রাজা, রাজ্যলাভ হইবে আমার?
প্রত্যয়ের সীমার অতীত কথা!
কদরের পতি হ'ক, সেইরূপ অসম্ভব!
বল বল, কোথায় পাইলে
হেন অদ্ভুত বারতা?
কিবা হেতু, তৃণশূন্য দুস্তর প্রান্তরে,
নিবারিছ গতি দোঁহাকার!
কহি ভবিষ্যৎ বাণী?
সত্য কহ, জিজ্ঞাসি তোদের।

[ডাকিনীগণের অন্তর্দ্ধান।

ব্যাঙ্কো। ওঠে বুদ্‌বুদ্ সলিলে,
ধরায় নেহারি সেই মত,
মৃত্তিকার বুদ্‌বুদ্ এ সব;
অকস্মাৎ কোথায় মিশাল?

ম্যাক্‌বে। মিশা'ল অনিলে,
স্থূলকায়া শ্বাসবায়ু সম
মিশাইল বায়ুসনে;
হ'ত ভাল রহিত যদ্যপি।

ব্যাঙ্কো। সত্য কিবা ছায়া,
যাহা প্রত্যক্ষ হেরিনু?
কিম্বা কোন ঔষধ প্রভাবে
জ্ঞানবুদ্ধি হরেছে দোঁহার?

ম্যাক্‌বে। রাজ্যেশ্বর হ'বে তব বংশধরগণে?

ব্যাঙ্কো। তুমি হবে রাজা।
ম্যাক্‌বে। কদরের অধিপতি আর,
হইল না ঐরূপ বাণী?
ব্যাঙ্কো। অবিকল ওই কথা।
কে আসিছে হেথা?

(রস্ ও য়্যাঙ্গাসের প্রবেশ)

রস্। সুখী নরনাথ তব বিজয় সংবাদে,
বিদ্রোহ-বিবাদে শুনি বীরত্ব আখ্যান,
যেই রূপ চমৎকার লাগিয়াছে তাঁর;
ততোধিক প্রশংসা তোমার
উঠিছে হৃদয়,
দ্বিধাদ্বন্দ্বে নীরব ভূপাল।
যেন প্রতিক্ষণে তোমারে করেন দরশন—
যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের শ্রেণী মাঝে,
অভীতহৃদয়
চারিদিকে রচিতেছ অদ্ভুত মৃত্যুর ছবি;
শিলাবৃষ্টি হয় যেই মত;
এলো দূত যুদ্ধবার্ত্তা ল'য়ে,
প্রতি জনে ঢালিল সংবাদ,
অবসাদ-হীন তব বিক্রম বিশাল—
প্রকাশিলে যাহা বীর, রাজ্যের রক্ষণে।
য়্যাঙ্গাস। প্রেরিলেন নরনাথ আমা দোঁহে,
জানাইতে ধন্যবাদ তাঁর;
পাইয়াছি অনুমতি
ল'য়ে যেতে সসম্ভ্রমে ভূপতি সদনে,
আসি নাই দিতে পুরস্কার।
রস্। দানিবেন উচ্চ মান ভূপাল আপনি,
নিদর্শন তার,
তাঁরই আজ্ঞামতে আজি সম্ভাষি তোমায়
কদরের অধিপতি নামে;
সেই উচ্চ পদ আজি তব।
ব্যাঙ্কো। এ কি,
প্রেতে কহে সত্য কথা!

ম্যাক্‌বে। জীবিত সে মহাজন,
পরপরিচ্ছদে কেন সাজাও আমায়।
য়্যাঙ্গাস। সত্য বটে জীবিত দুর্জ্জন;
কিন্তু
গুরুতর রাজ-আজ্ঞা তার প্রতি,
যে আজ্ঞায় জীবন সংশয় তার।
অযোগ্য জীবন,
বিদ্রোহীর সনে যোগ দিল রণে,
কিম্বা গুপ্তভাবে সাহায্য করিল
স্বদেশের অহিত সাধনে, নাহি জানি।
নিজমুখে নিজদোষ করিল স্বীকার;
রাজদ্রোহী,
পদচ্যুত সেই হেতু।
ম্যাক্‌বে। (স্বগত) গ্লামিস ঈশ্বর—
কদর-ঈশ্বর!
উচ্চতর সম্মান এখনও বাকী!
(প্রকাশ্যে) আপ্যায়িত হইলাম আমি,
এত ক্লেশ করিয়াছ দিতে সমাচার!
(ব্যাঙ্কের প্রতি) হয় কি হে
আশা তব মনে,
তব বংশধরগণে,
হ'বে রাজেশ্বর জনে জনে?
দেখ না,—দেখ না,
কদর ঈশ্বর কহিল আমায়,
সত্যে পরিণত হ'ল ভবিষ্যত বাণী।
ব্যাঙ্কো। সে কথায় করিলে প্রত্যয়,
উত্তেজিত করিবে তোমায়
ধরিতে মুকুট শিরে।
কিন্তু অতি আশ্চর্য্য ঘটনা!
শুনিয়াছি,
তমাচ্ছন্ন নরকের অনুচরগণে
কহে সত্য বাণী,
ল'য়ে যেতে পাপ-পথে,
ক্ষুদ্র দানে ভুলায়ে মানবে দ্রুতি,

করে প্রতারিত পরে
শুরু আশা ভঙ্গ করি।
(রস্ ও ব্যাঙ্কাসের প্রতি)
ভাই, শোন।

ম্যাক্‌বে। (স্বগত) দুই ভবিষ্যৎ বাণী,
সত্যে পরিণত—
রাজ অভিনয়ে সুন্দর সূচনা যেন !
(রস্ ও ব্যাঙ্কাসের প্রতি)
আপ্যায়িত হইলাম মহোদয়গণ !
(স্বগত) অমানুষী ভবিষ্যৎ-বাণী
নহে ত অশুভ ;
কিন্তু নহে শুভ,
অশুভ যদ্যপি
কেন তবে সফল বচন—
ভাবী শুভ নিদর্শন সম ?
আজি ত কদর-পতি আমি।
কিন্তু
যদ্যপি মঙ্গলকর
পাপচিন্তা কেন উঠে মনে ?
যে ভীষণ ছবি
কণ্টকিত করে অঙ্গ মম !
বার বার অন্তর আমার
আঘাতিছে বক্ষস্থলে।
অন্তরে কি হেতু হেন অস্বভাব ক্রিয়া ?
কল্পনা চিত্রিত ঘোর আতঙ্কের ছবি,
বর্তমান ভয় হ'তে অতীব ভীষণ !
হত্যার কল্পনা হয়েছে উদয় মাত্র এবে,
কিন্তু তায় বিশৃঙ্খল মনোরাজ্য মম ;
চিত্ত, মতি, বুদ্ধি আচ্ছাদিত—
বর্তমান দৃষ্টিহীন আমি,
দূর ভবিষ্যৎ দৃষ্ট হয় সত্যজ্ঞান।

ব্যাঙ্কো। হের বন্ধু মম চিন্তায় মগন।

ম্যাক্‌বে। (স্বগত)ভাগ্য যদি করে মোরে রাজা,
ভাগ্য দেবে মুকুট আমায় চেষ্টা বিনা।

ব্যাঙ্কো। নূতন সম্মান যেন নব পরিচ্ছদ,
ব্যবহার বিনা ভাল অঙ্গে নাহি বসে।

ম্যাক্‌বে। (স্বগত) যা হবার হয় হোক,
চিন্তা কিবা তায় ;
হোরা মিলি পড়িবে সময়,
দুর্দ্দিন না রয়, ব'য়ে যায়।

ব্যাঙ্কো। মহাশয়, আছি অপেক্ষায়।

ম্যাক্‌বে। কর ক্ষমা,
অতি ক্লান্ত মস্তিষ্ক আমার,
ভুলিয়াছি, কোন কথা,
নাহি আর আসে স্মৃতিপথে ;
সদাশয় মহোদয়গণ,
আমা হেতু করেছ যে ক্লেশ,
রহিল অঙ্কিত মম অন্তরে অন্তরে
পুস্তকে অক্ষর যথা,
প্রতিদিন করিব স্মরণ।
চল যাই, ভূপাল সদন।
(ব্যাঙ্কোর প্রতি)
দেখ বীর, বিচারিয়া মনে,
ঘটিল যে অদ্ভুত ঘটন,
পার যদি নির্ণয় করিতে কিছু ;
পরে সময় অন্তে, কব কথা পরস্পরে—
অকপটে জানা'ব অন্তর দোঁহে।

ব্যাঙ্কো। ভাল ভাল ভাল মহাশয় !
সুখী হ'ব এ বিষয় আন্দোলনে।

ম্যাক্‌বে। তদবধি এ কথা না কর উত্থাপন।
চল বন্ধুগণ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ফরেসের রাজবাটী।

বিজয় বাদ্যরব।

(ডন্‌ক্যান্ ম্যাকম, ডনাল্‌বেন, লেনক্স ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

ডন্‌ক্যা। কদরপতির জীবন দণ্ড হলো কি? যাদের প্রতি যে কার্য্যের ভার ছিল, তারা কি ফিরেছে?

ম্যাক্‌ম। আর্য্য! তারা প্রত্যাগমন করে নাই, কিন্তু আমার সহিত এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়েছিল, যিনি বধ্যভূমে তার প্রাণদণ্ড দেখেছেন। তাঁর মুখে সংবাদ পেলেম, নিজ দোষ সে নিজ মুখে স্বীকার পেয়েছে; মহারাজের নিকট মার্জ্জনা, প্রার্থনা ও বিস্তর অনুতাপ ক'রেছে; তার জীবন অপেক্ষা মৃত্যু তার গৌরবকর। শুন্‌লেম, লোকে যেমন তুচ্ছ বস্ত্র ত্যাগ করে, সেইরূপ অনায়াসে অমূল্য জীবন ত্যাগ করলে—যেন মৃত্যু তার অভ্যস্ত ছিল।

ডন্‌ক্যা। মানব-মুখে মানব মনের গঠন দেখ্‌বার কোন কৌশলই নাই; এই ব্যক্তির উপর আমি বিস্তর বিশ্বাস স্থাপন ক'রেছিলাম।

(ম্যাকবেথ, ব্যাঙ্কো, রস ও এ্যাঙ্গাসের প্রবেশ)

হে বীরবর, হে ভ্রাতঃ! অকৃতজ্ঞতা-পাপভার আমার অন্তঃকরণকে নিপীড়িত করেছে; গৌরব-রথে তুমি এরূপ দ্রুত-গামী যে, পুরস্কার তোমার নিকটবর্ত্তী হ'তে অসমর্থ হয়। তুমি যেরূপ যোগ্য তা অপেক্ষা যদি ন্যূন হতে তা হলে তোমার যোগ্য পুরস্কার দান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারতেম। কেবল মাত্র বক্তব্য, কেহ তোমার যোগ্য পুরস্কার প্রদান করতে পারে না।

ম্যাক্‌বে। নরনাথ! রাজকার্য্যে রাজভক্ত প্রজার যা কর্ত্তব্য সেই আমার পুরস্কার; আমরা কেবল কর্ত্তব্যসাধনে সক্ষম। মহারাজ সমস্ত কার্য্যের অধিকারী, এতে আর পুরস্কার কি? রাজার সহিত, রাজ্যের সহিত, আমাদিগের সন্তান ও ভৃত্য সম্বন্ধ; আমাদিগের কার্য্য কর্ত্তব্যসাধন মাত্র। সেই শ্রেয়ঃ, যাহা আমাদের প্রীতি ও সম্মান ভাজন, মহারাজের কল্যাণকর।

ডন্‌ক্যা। হে মহাত্মন্! তোমায় আমি যত্নে রোপণ করেছি এবং দিন দিন সুন্দর বৃক্ষের ন্যায় যাতে বর্দ্ধিত হও, সে নিমিত্ত আমি বিশেষ যত্ন ক'রব। হে মহাশয় ব্যাঙ্কো! তুমি যোগ্যতায় কিছুমাত্র ন্যূন নও, যোগ্যতা প্রকাশে কিছুমাত্র ত্রুটি কর নাই। এস, তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে হৃদয়ে আবদ্ধ করে রাখি!

ব্যাঙ্কো। যদি মহারাজের অন্তঃকরণে আমি বর্দ্ধিত হই, ফলাফল সমস্ত মহারাজের।

ডন্‌ক্যা। আমার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না, যেন আমার চক্ষের জলে সেই আনন্দ লুকায়িত হ'তে চাচ্চে; পুত্র, অমাত্য, বন্ধুগণ! আজ আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠ-পুত্র ম্যাকম্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেম; সম্মান কেবল একা তার প্রতি অর্পিত হবে না; রাজসম্মানে সকল যোগ্য ব্যক্তিই তারকার ন্যায় উজ্জ্বল বিভায় ভূষিত হবে (ম্যাক্‌বেথের প্রতি) তোমার

নিকট অধিকতর ঋণে আবদ্ধ হবার জন্য তোমার গৃহে অতিথি হব।

ম্যাক্বে। মহারাজের কার্য্য অবহেলা ক'রে যে বিশ্রাম লাভ, তাহা কঠিন শ্রম অপেক্ষা ক্লেশকর। আমি স্বয়ং আমার গৃহে দূত হব, আনন্দ সংবাদে আমার পরিবারের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করব; বিদায় প্রার্থনা করি।

ডন্‌ক্যা। তোমার যেরূপ অভিরুচি ধীমান।

ম্যাক্বে। (স্বগত) যুবরাজ!

মম উচ্চপথ মাঝে রয়েছে এ বাধা,
লঙ্ঘে এই অবরোধ,
করিতে হইবে অতিক্রম,
অথবা পতন হবে তাহে।
হে তারকামালা! নিভাও হে,
আলোক নিচয়,
তমোময় গভীর-বাসনা কূপ মম,
আলোক না করে ভেদ,
চক্ষু নাহি নেহারে হস্তের ক্রিয়া,
পলক পড়িয়ে ঢাকে যেন আঁখি;
কিন্তু কার্য্য হোক সমাধান—
আতঙ্কে শিহরে আঁখি যে কার্য্য হেরিলে।

[প্রস্থান।

ডন্‌ক্যা। হে ধীমান ব্যাঙ্কো! সেনাপতির বীরত্ব তোমার বর্ণনা অনুরূপ! তাঁর প্রশংসা, আমাদের তৃপ্তিকর রাজভোগ, অতি আনন্দকর ভোগ; চল, আমরা ওঁর পশ্চাৎ গমন করি। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে চলে গেলেন; এ মহাত্মার আর তুলনা নাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ইনভারনেসে ম্যাকবেথের দুর্গের কক্ষ।

(পত্রহস্তে লেডী ম্যাক্বেথের প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্। (পত্রপাঠ) এই জয়লাভের দিনই আমি তাহাদের দেখা পাই এবং বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হ'লেম, তাহারা মানবাতীত শক্তিসম্পন্ন। যখন আমার অধিক জানিবার জন্য প্রবল তৃষ্ণা জন্মিল, তখন যেন হাওয়ার শরীর হাওয়ায় মিশাইয়া গেল; আমি বিস্ময়ে মগ্ন! এমন সময়ে রাজার নিকট হইতে দূত আসিয়া আমাকে 'কদর-পতি' বলিয়া সম্ভাষণ করি[illegible]। ঐ বিকটা ভগিনীত্রয় আমা[illegible] পূর্ব্বে ঐ নামে সম্বোধন করিয়াছিল এবং ভাবী রাজা বলিয়া অভিবাদন করে। তুমি আমার উচ্চপদের সঙ্গিনী, তোমায় এ সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। আমার আনন্দে তোমার যে অংশ, তাহাতে যেন তুমি না বঞ্চিত হও। আমার পদবৃদ্ধিতে তোমার পদবৃদ্ধি; তুমিও আপন পদ অবগত হও এবং ভবিষ্যৎ বাণীতে তুমি যে পদ অধিকারিণী, এই পত্রে তোমায় জানাইলাম। নিজ অন্তঃকরণে এ কথা গোপন রাখিবে। ইতি'

গ্ল্যামিস কদর-পতি হয়েছ এখন,
হবে পরে শুনেছ যা ভবিষ্যৎবাণী;
কিন্তু ডরি আমি স্বভাব তোমার,
পরিপূর্ণ দয়াধারে—
পাছে ঋজুপথ কর অবহেলা।
উচ্চপদ ইচ্ছা তব,
উচ্চ আশ নহ ত বিহীন;
কিন্তু বিনা পাপে সাধিবারে

চাহ প্রবোধিতে।
যে পদ বাসনা তব হৃদয়ে প্রবল
ধর্মপথে অর্জন করিতে তাহা সাধ।
প্রতারণা কর ঘৃণা,
কিন্তু পরস্ব লালসা তব।
যেই উচ্চাসন লাভ প্রয়াস তোমার
চাহ যদি সে আসন,
অবশ্য দুষ্কর কার্য্য হইবে সাধিতে;
তব চিত্তে যে কার্য্য করিতে
সেই কার্য্য হোক সমাধান ইচ্ছা তব।
এস ত্বরা, অন্তরের অনুরাগ মম
ঢালি তব কর্ণপথে,
সবল জিহ্বায় করি তাড়না তোমায়;
দূর করি অন্তরের বাধা,
প্রতিরোধ করে যাহা মুকুট পরিতে,
যে মুকুট ভাগ্যসনে শক্তি অমানুষী
চাহে তোমা করিতে ভূষিত।

(দূতের প্রবেশ)

কি সংবাদ?

দূত। অদ্য রাত্রে, মহারাজ এ পুরে অতিথি হবেন।

লেডী-ম্যাক। ক্ষিপ্ত তুমি,
তাই কহ হেন বাণী।
প্রভু তব নাহি কি রাজার সাথে?
রাজসমীপে রহিলে
অবশ্য আসিত হেথা সংবাদ লইয়ে,
ব্যস্ত চিত্তে রাজ-অভ্যর্থনা হেতু।

দূত। দেবি, অবধান করুন, সত্য কথা, প্রভু আসছেন। আমার একজন সহযোগী তা হতে ত্বরান্বিত হ'য়ে পৌঁছেছে, দ্রুত আগমনে তার শ্বাসরুদ্ধ। কেবল এই সংবাদ মাত্র দিতে পেরেছে।

লেডী-ম্যাক। সমাদর কর দূতে,
আনিয়াছে উচ্চ সমাচার।

[দূতের প্রস্থান।

শ্বাসরুদ্ধ দূত,
কর্কশ বায়স, হবে শ্বাসরুদ্ধ তার,
জানাইতে রাজ আগমন,
এই পুরে যমের দুয়ারে।
আয় আয় আয় রে
নরক বাসি পিশাচ নিচয়!
ডাকিছে জিঘাংসা তোরে
আয় ত্বরা করি,
হর নারী-কোমলতা হৃদি হতে মম,
আপাদ মস্তক কর কঠিনতাময়,
কর ঘন শোণিত প্রবাহ,
রুদ্ধ পথ হৃদয়ের দ্বার,
মানব-স্বভাব জাত
অনুতাপ যেন নাহি পশে,
না টলায় উদ্দেশ্য ভীষণ,
দ্বন্দ্ব নাহি উঠে মনে,
যদবধি কার্য্য নাহি হয় সমাধান।
এস হত্যা-উত্তেজনাকারি!
ভ্রম যারা অদৃশ্য শরীরে
মানব-স্বভাবে পাপ-উত্তেজনা হেতু,
এস এস নারীর হৃদয়ে,
পয়ঃ পরিবর্ত্তে বিষ দেহ পয়োধরে!
আয় আয় ঘোররূপা তামসী ত্রিযামা!
ভীষণ নরক-ধূমে আবরিয়া কায়,
যেন তীক্ষ্ণ ছুরী না হেরে আঘাত,
তমাচ্ছন্ন আবরণ ভেদিয়া গগন
"কি কর! কি কর!" নাহি বলে।

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

গ্লামিসের পতি! কডরের পতি!

উচ্চতর পদ যারে দিবে ভবিষ্যতে,
গাইল ডাকিনীগণ যাহা।
তব পত্রপাঠে ভ্রমি আমি ভবিষ্যতে,
ভাবী বার্ত্তা অজ্ঞ—
এই বর্ত্তমান ত্যজি ভবিষ্যৎ উদয় এখন।

ম্যাক্‌বে। প্রিয়ে, রাজ-আগমন হবে পুরে।

লেডী-ম্যাক। কবে তাঁর ফিরিতে বাসনা?

ম্যাক্‌বে। কল্য, এই মত বুঝিলাম অভিপ্রায়।

লেডী-ম্যাক্। ওঃ! দিনকর,
সেই কল্য কভু না হেরিবে।
সরল হে মুখছবি তব,
যাহে নরে পুস্তকে যেমতি—
পাঠ করে হৃদয়ের অদ্ভুত সংবাদ;
ভুলাও সকলে সময়-উচিত আবরণে;
চক্ষু, হস্ত, জিহ্বায় ধর হে অভ্যর্থনা,
হও প্রস্ফুটিত যেন নির্ম্মল কুসুম,
কিন্তু ফণী হ'য়ে বস' মাঝে তার,
উদ্যোগের প্রয়োজন
অভ্যর্থনা হেতু তার;
নিশার ভীষণ কার্য্য
সমর্পণ কর মম করে,
যেই কার্য্য ফলে নিশি দিন—
করিব স্থাপন
অধিপত্য সর্ব্বোপরি,
হ'ব দোঁহে প্রভু সবাকার।

ম্যাক্‌বে। এ সকল আলোচনা করিব পশ্চাত।

লেডী-ম্যাক্। রহ মাত্র প্রসন্ন বদনে,
বিকৃত বদন ভাব ভয়ের লক্ষণ;
অন্য কার্য্য ভার মম প্রতি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ম্যাক্‌বেথের দুর্গতোরণ।

(ডন্‌ক্যান, ম্যাকম, ডনালবেন, ব্যাঙ্কো, নেলক্স, ম্যাক্‌ডফ্, রস্, য়্যাঙ্গাস, বাদ্যযন্ত্রকারক, মশালধারক ও অনুচরবর্গের প্রবেশ)

ডন্‌ক্যা। এ অতি সুন্দর পুরী,
বায়ু মৃদুমন্দগতি মধুর পরশে কায়।

ব্যাঙ্কো। বসন্তের অতিথি এ বিহঙ্গ সুন্দর
উচ্চ গৃহচূড়বাসী, করিছে প্রচার
এই স্থানে বহে চির বসন্ত অনিল,
গৃহচূড়ে সুযোগ যথায়
ঝুলায় তথায় সুন্দর আপন নীড়,
রহে যথা বহে তথা বায়ু মন্দগতি।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ডন্‌ক্যা। দেখ, গৃহিণী আমাদের অভ্যর্থনা হেতু আগমন ক'চ্ছেন। সুন্দরি, প্রজাগণে রাজভক্তি প্রদর্শন ক'রে কখন কখন আমাদিগকে বিরক্ত করে সত্য; কিন্তু তাদের প্রীতি দর্শনে আমি পরম প্রীত হই, প্রীতিভরে আমরা অদ্য তোমার আবাসে এসেছি; দেখ, অনাদর ক'র না। আমার তোমাদের প্রতি অপার স্নেহ, তাই বিরক্ত করতে এলেম। আমার প্রীতির পরিবর্ত্তে প্রীতিদান ক'রে ঈশ্বরের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা কর। তোমরা আমার নিতান্ত প্রীতিরভাজন।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আমরা রাজসেবায় যে সকল কার্য্যে সক্ষম, যদি তার দ্বিগুণের দ্বিগুণ সমর্থ হ'তেম, তা হ'লেও মহারাজের কৃপার নিকট অতি ক্ষুদ্র হ'ত। রাজ-

আগমনে, এ পুরী যেরূপ সম্মানিত, তার আংশিক কৃতজ্ঞতা প্রদানে আমরা অপটু। পূর্ব্বকৃপা ও বর্ত্তমান কৃপার কি আর পরিশোধ দেব? কেবল দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট মহারাজের মঙ্গল-বাসনা ক'রব।

ডন্‌ক্যা। কোথায়, স্বামী তোমার কোথায়? আমরা তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎই আসছি। ভেবেছিলেম তাঁর অগ্রে এসে পৌছিব; কিন্তু তিনি বেগগামী, রাজভক্তিতে অধিকতর দ্রুতগমনে তোমার নিকট উপনীত হ'য়েছেন। হে সুন্দরি, অদ্য আমরা তোমার অতিথি!

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ! ভৃত্যের যা আছে তা সকলই মহারাজের; কেবল আমরা তার রক্ষক। যা মহারাজের তাই দিয়ে মহারাজের পূজা ক'রব, আর ত আমাদের কিছুই নাই।

ডন্‌ক্যা। আমায় তোমার কোমল হস্ত প্রদান কর, তোমার স্বামীর নিকট লয়ে চল; আমি তাঁকে অতিশয় ভালবাসি, আমাদের স্নেহ চিরস্থায়ী।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

ম্যাক্‌বেথের দুর্গের কক্ষ।

(বাদ্যযন্ত্রকারক ও মশালধারকগণ পরে থালা হস্তে খানসামাগণের প্রবেশ ও প্রস্থান, পরে ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। এ কঠিন ব্রত যদি উদ্‌যাপনে
হ'ত উদ্‌যাপন
শ্রেয়ঃ তবে শীঘ্র সমাধান;
লব্ধকাম হত্যা যদি বারিতে পারিত পরিণাম,
অস্ত্রাঘাতে ফুরাত সকলি,
ভুঞ্জিতে না হ'ত ফলাফল ইহকালে।
সঙ্কীর্ণ এ ভবকূলে দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে
করিতাম অবহেলা পরলোকে।
কিন্তু এই গুরুপাপে দণ্ড ইহলোকে!
অন্যে শিখে এ শোণিত খেলা,
শিক্ষকে দেখায় সেই খেলা প্রাণনাশী।
বিষম অপক্ষপাতী বিধির নিয়ম!
যার বিষপাত্র, আনি ধরে তার মুখে।
দ্বিগুণ বিশ্বাস ভঙ্গ বধিলে ভূপালে,
জ্ঞাতিত্ব প্রথমে, তাহে প্রজা আমি তাঁর,
উভয়ে প্রবল রোধ এ কার্য্যসাধনে।
দ্বিতীয়তঃ, মমাশ্রয়ে অতিথি সে জন,
ঘাতকে রোধিতে দ্বার উচিত আমার,
আপনি ধরিব ছুরি,
এ হ'তে সম্ভবে পাপ কিবা?
বিশেষ এ নরপতি মাৎসর্য্যবিহীন
সদাশয় অতি, রাজকার্য্য অমল তাঁহার;
গুণগ্রাম তাঁর
বাজায়ে দণ্ডের ভেরী নিদারুণ রোলে
কহিবে সকলে নিদারুণ হত্যাকাণ্ড,
দয়া, পবন বাহনে
প্রাণনাশ উপস্থাস ক'বে ঘরে ঘরে;
জনমন দ্রবিবে শুনিয়া,
নবশিশু নিরাশ্রয় হেরি যথা —
দেবদূতগণ,
অশরীরী অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ
করিবে ভ্রমণ,
উঠিবে তুমুল ঝড় তাহে।
খর বালুকা সমান
নর চক্ষে বাজিবে সংবাদ,
আঁখি জল বহিবে প্রবল,

নিবিড় নীরদ গর্ভালয়,
দেবক্রোধ তুমি হেতু।
নাহি অন্ত উত্তেজনা মম,
একমাত্র উচ্চাশায় মাতায় আমায়,
লম্ফ দিতে চায় প্রাণ উচ্চাসন পরে
উঠিতে না পারে,
লক্ষ্যভ্রষ্ট পড়ে অন্য পারে।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

কি কি কি সংবাদ?

লেডী ম্যাক্। তাঁর ভোজন শেষ হ'য়েছে
তুমি কি নিমিত্ত চলে এলে?

ম্যাক্‌বে। আমি কোথায়, জিজ্ঞাসা ক'রেছে
নাকি?

লেডী-ম্যাক্। জান না কি, জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে?

ম্যাক্‌বে। এ কার্য্যে না হ'ব অগ্রসর।
অশেষ সম্মান দান ক'রেছে আমায়,
রাজ্যময় প্রজাগণ গাহিছে সুযশ,
হেন সম্মান ভূষণ
যুক্তি নহে ত্বরা করি করিতে বর্জ্জন।

লেডী-ম্যাক্। মদ্যপায়ী আশা কি তোমায়
ক'রেছিল উত্তেজিত?
ঘোর মাদকের ভরে নিদ্রিত হইল
আশা পরে;
ঘুমঘোর এক্ষণে টুটিল, মত্ততা ছুটিল,
রুগ্ন প্রায় পাণ্ডুগণ্ড এবে আশা তব,
চায় চারিভিতে,
হেরে সচকিতে নিজ কার্য্য প্রতি;
করেছিল পূর্ব্বে যাহা উন্মত্ততাবশে।
বুঝি প্রেম তব, মম প্রতি উন্মত্ত সে মত;
এবে কি সভীত তুমি পূরাতে বাসনা?
নিজ পুরুষার্থ বলে চাহ কি লভিতে
জীবনের সাররত্ন মুকুট ভূষণ?
কিন্তু সভীত অন্তরে কহ,
সাহসে না আঁটে সাধিতে তীব্র স্বার্থ
মৎস্যপ্রিয় বিড়াল যেমতি ভয়ে
নাহি নামে জলে।

ম্যাক্‌বে। হও স্থির, ক'র না ভৎর্সনা;
মনুষ্যের যোগ্য কার্য্য সাধনে না ডরি;
অযোগ্য কার্য্যেতে ব্রতী, হেয় সেই জন।

লেডী-ম্যাক্। কোন্ পশু তবে আমার নিকটে,
ক'রেছিল উত্থাপন এ কঠিন পণ? —
মানব নামের যোগ্য আছিলে তখন,
সাহস বাঁধিলে যবে এই উচ্চব্রতে।
উচ্চতর পদ যদি করহ গ্রহণ
মনুষ্যত্ব পুরুষার্থ অধিক তাহায়;
সময় সুযোগ স্থান আছিল অভাব,
ক'রেছিলে পণ, সুযোগ খুঁজিয়া ল'বে,
সে সুযোগ এবে উপস্থিত;
সুযোগ হেরিয়ে তুমি পুরুষার্থ হারা!
স্তন্যপায়ী শিশুরে দিয়েছি স্তন,
সস্নেহে ধরেছি তারে বুকের উপরে,—
হেন শিশু এবে যদি হাসে মম বুকে,
দন্তহীন মুখ হ'তে স্তনাগ্র ছিনায়ে
আছাড়িয়া মস্তিষ্ক বিদারি তার—
প্রতিজ্ঞা যদ্যপি করি তোমার [illegible]ন।

ম্যাক্‌বে। কার্য্য যদি হয় হে বিফল?

লেডী-ম্যাক্। বিফল!
বাঁধ সাহসের তার বুকে উচ্চসুরে,—
কভু হব না বিফল;
পথশ্রান্তে, ঘুমঘোরে হ'লে অচেতন,
আছে যেই রক্ষক দু'জন—
মদ্যপানে উন্মত্ত করিব হেন মতে,
যেন স্মৃতি বুদ্ধির প্রহরী
হ'বে ধূমাকার ধূমে আবরিত;
হিতাহিত জ্ঞানের আধার,—
মস্তক দোঁহার
তপ্তধূমপাত্র প্রায় রবে;

রক্তমত্ত শূকর যেমতি
পড়ে রবে মৃত প্রায়।
সেই কালে,
কি কার্য্য অসাধ্য হ'বে আমা দোঁহাকার,
অরক্ষিত ডন্‌ক্যানের প্রতি?
হত্যাদোষ মদ্যপায়ী রক্ষকের পরে
অর্পিতে কি হবে ভার।

ম্যাক্। নির্ভীক, নির্ভীক তুমি কোমলতা হীন!
কঠিন জঠরে প্রসব কঠিন নরে,
কাঠিন্য ব্যতীত
কি আর সম্ভবে তোমা হ'তে?
প্রহরীর অস্ত্রে হত্যা হইলে সাধন,
রক্তাক্ত যদ্যপি করি সেই দুইজনে,
ক'র্বে না কি সবে
হত্যাকাণ্ড করেছে তাহারা?

লেডী-ম্যাক্। কার সাধ্য করে অন্যমত,—
যবে উচ্চ শোকধ্বনি তুলিব গগনে
তার মৃত্যু-বার্ত্তা শুনে?

ম্যাকবে। স্থির মম পণ এবে,
দৃঢ় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার,
গুণবদ্ধ ধনুসম,
সাধিতে ভীষণ কাজ।
যাও, অতিক্রম করহ সময়
সৌজন্যের করি ভাণ;
চাতুরীর আবরণ ধর হাস্যানন,
স্বরূপ অন্তর ভাব করিতে গোপন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ম্যাক্‌বেথের দুর্গ প্রাঙ্গন।

(ব্যাঙ্কো ও মশালহস্তে ফ্লিয়েন্‌সের প্রবেশ)

ব্যাঙ্কো। বৎস, কত রাত?

ফ্লিয়ে। চন্দ্র অস্ত গিয়েছে, আমি ঘড়ি বাজা শুনি নি।

ব্যাঙ্কো। আজ দ্বিপ্রহরে চন্দ্র অস্ত।

ফ্লিয়ে। আমার বোধ হয় আরও অধিক রাত্রি।

ব্যাঙ্কো। আমার তরবারি ধর, আকাশ যেন ব্যয়কুণ্ঠ হ'য়ে তারামালার আলোক নির্ব্বাণ ক'রেছে; এটাও ধর, আমার চক্ষের পাতায় যেন সীসে ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু আমার নিদ্রা যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না; যে সকল দুশ্চিন্তা স্বপ্নে উত্তেজিত হয়, কৃপাময়ী মহাশক্তি আমার অন্তর হ'তে দূর করুন। তরবারি দাও,—কেও?

(ভৃত্যসহ ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। বন্ধু!

ব্যাঙ্কো। কি মশায়, এখনও নিদ্রা যান নি? মহারাজ শয্যায়,—অতিশয় আনন্দ ক'রেছেন, আপনার ভৃত্যগণকে নানা প্রকার রাজপ্রসাদ দিয়েছেন। এই হীরাটী আপনার স্ত্রীর। তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁর অতিথি সৎকারের প্রশংসা ক'রে-ছেন; তিনি পরম সন্তোষে মগ্ন।

ম্যাক্‌বে। রাজ-অভ্যর্থনায় নিমিত্ত প্রস্তুত

ছিলেন না, ইহা হবে কত শত ত্রুটি হয়েছে ; প্রস্তুত থাকূলে এরূপ অপ্রতিভ হ'তে হ'ত না।

ব্যাঙ্কো। অতি সুচারু রূপ হয়েছে। দেখুন, কল্য রাত্রে আমি সেই বিকটাত্রয়কে স্বপ্নে দেখেছিলেম ; তাদের ভবিষ্যৎবাণী আপনার সম্বন্ধে কতকটা সত্য হ'য়েছে।

ম্যাক্‌বে। আমি আর তাদের বিষয় চিন্তা করি না ; কিন্তু সাবকাশ মত যদ্যপি আপনি হানি বিবেচনা না করেন, সে বিষয় আন্দোলন ক'র্‌লে ক্ষতি কি ?

ব্যাঙ্কো। আপনার সাবকাশেই আমার সাবকাশ।

ম্যাক্‌বে। যদ্যপি আপনি আমার মতাবলম্বী হন, তা হ'লে বোধ হয় আমার দ্বারা আপনার সম্মান বৃদ্ধি হতে পারে।

ব্যাঙ্কো। আমার তায় ক্ষতি কি, রাজভক্তি সহকারে যদি মান বৃদ্ধি হয়, আপনার উপদেশ মতে চল্‌ব।

ম্যাক্‌বে। এখনকার কথা নয়, বিরাম লাভ করুন।

[ব্যাঙ্কো ও ফ্লিরেন্‌সের প্রস্থান।

ম্যাক্‌বে। (ভৃত্যের প্রতি) কর্ত্রীকে বল্‌গে, আমার পানপাত্র প্রস্তুত হ'লে ঘণ্টা নিনাদ করেন। তুই শো গে যা।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

একি তরবারি নেহারি সম্মুখে !
মুষ্টি মম হস্ত অভিমুখে,
আয় অসি, করি রে ধারণ !
ধরিতে না পারি, তথাপি নেহারি,
আরে আরে বিভীষিকা ছবি
অনুভূত নহ কি পরশে—
নয়নে যেমতি।
কিম্বা তুমি অন্তরের ছুরী,
উত্তপ্ত মস্তিষ্ক মম
সৃজিয়াছে তোর ছায়া কায়া !
এখনও নেহারি,
কোষ মুক্ত করি যেই অসি—
অবিকল তার সম
প্রত্যক্ষ আকার তোর,
দেখাইয়ে চলিতেছে পথ ;
তোমা সম অস্ত্র মম হবে প্রয়োজন।
প্রতারিত নয়ন কি মম ?
কিবা প্রতারিত অপর ইন্দ্রিয়গণে—
আঁখি করে সত্য নিরূপণ ?
এখনও নেহারি,—
হেরি শোণিতের চিহ্ন মুষ্টি ফলকে তোমা
নাহি ছিল পূর্ব্বে যাহা ;
ভ্রম দৃষ্টি কিছু নহে আর,
এ মম শোণিত ব্রত
প্রতারিত করিছে নয়নে।
স্বভাব সুষুপ্ত এবে অর্দ্ধ ধরা'পরে—মৃতবৎ
বিকট স্বপন কেহ দেখে থেকে থেকে,
বিকটা ডাকিনীগণে মাতিয়ে শ্মশানে,
দেয় বলি ইষ্টদেবে তুষ্টি হেতু যেন,
প্রেত সম, শুষ্ক কায় হত্যা যায়
নাশিতে নিদ্রিত জনে—
ব্যভিচারী বলাৎকারী যথা ধীরপদে,
কভু বা চমকে নিশির প্রহরী,
বৃকের বিকট রব শুনি।
দৃঢ়কায় কঠিনা মেদিনী,
পদশব্দ নাহি শুন,
যেন প্রতি শিলাখণ্ড তব
ভাবে না প্রকাশে কোথায় গমন মম ;
যেন নাহি হরে
ভয়ঙ্কর সময় উচিত নিশির নীরব ভাব !

হেথা করি, তির প্রদর্শন,
জীবিত সে র'য়েছে এখন,
বাক্যবায়ে করে মাত্র উৎসাহ শিথিল।

(নেপথ্যে ঘণ্টাশব্দ)

গমনে আমার, কার্য্য হবে সমাধান।
ঘণ্টায় নিনাদে মোরে করে আবাহন।
ডন্‌ক্যান! শুন না এ রব,
মৃত্যু ঘণ্টারব এ তোমার,
স্বর্গ তোরে ডাকে কিম্বা নরক দুস্তর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পূর্ব্বদৃশ্য পট।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্। যে মদিরা উন্মত্ত করেছে সবে—
কবিয়াছে সাহস প্রদান মোরে,
জ্ঞানজ্যোতি নির্ব্বাণ সবার যে প্রভাবে—
উদ্দীপিত করেছে আমায়।
একি! না পেচক ফুৎকার,
ভয়ঙ্কর রজনীর ঘণ্টা নিনাদক
কঠিন আরাবে দেয় বিদায় সবায়।
এতক্ষণ নিয়োগ হয়েছে বুঝি কাযে,
উদ্ঘাটিত দ্বার,
মদমত্ত ভৃত্যগণে
নিজকার্য্য করে উপহাস—
নাসিকার ধ্বনি করি;
পানপাত্রে করিয়াছি ঔষধ প্রদান—
যাহে প্রকৃতির সনে, মৃত্যু করে বাদ—
জীবিত কি মৃত বলি।

নেপথ্যে ম্যাক্। কেও? কি, আঁয়া!
লেডী-ম্যাক্। বুঝি সর্ব্বনাশ হয়,
কাঁপিছে হৃদয়,
জেগেছে সকলে, কার্য্য নহে সমাধান।
উদ্যম বিফল, কার্য্য নাশ,
মজাইল—মজাইল!
এ কি!
কোষমুক্ত করি রাখিয়াছি রক্ষকের অসি,
ভ্রম নাহি হ'বে দেখে নিতে।
আকারে না হ'ত যদি পিতার সমান
আমি সাধিতাম কাজ;—

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

স্বামী মম!
ম্যাক্‌বে। করিয়াছি কার্য, সমাধান,
শুনেছ কি কিছু?
লেডী ম্যাক্। মাত্র পেচকের নাদ
আর ঝিল্লীর ঝঙ্কার।
করেছিলে কোন কথা?
ম্যাক্‌বে। কখন?
লেডী-ম্যাক্। এখন।
ম্যাক্‌বে। নামিতে নামিতে?
লেডী-ম্যাক্। হাঁ।
ম্যাক্‌বে। শুন, দ্বিতীয় কক্ষেতে কেবা?
লেডী-ম্যাক্। ডনাল্‌বেন।
ম্যাক্‌বে। (হস্ত দেখিয়া) দৃশ্য অতি দুঃখকর।
লেডী-ম্যাক্। পাগলের কথা দুঃখকর।
ম্যাক্‌বে। নিদ্রাঘোরে জনেক হাসিল,
জনেক কহিল—'হত্যা'
জাগাইল পরস্পরে;
শুনিলাম দাঁড়ায়ে সে সব—
প্রার্থনা করিয়া পুনঃ নিদ্রা গেল সবে।
লেডী-ম্যাক্। এক কক্ষে আছে দুই জন।
ম্যাক্‌বে। জনেক কহিল—

'রক্ষা কর ভগবান্।'
'শান্তি শান্তি' অনেক কহিল,
হত্যাকারী হস্ত যেন দেখিল আমার।
শুনিয়া সভয় উক্তি সে সবার
নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে,
যবে দোঁহে ডাকিল কাতরে—
'রক্ষা কর ভগবান্।'

লেডী-ম্যাক্। এন না এ ঘোর দুর্ভাবনা।

ম্যাক্‌বে। কেন নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ,
মম প্রয়োজন সমধিক;
'শান্তি' উচ্চারিতে কণ্ঠরোধ হ'ল মম।

লেডী-ম্যাক্। এরূপে এ সব চিন্তা
নাহি দেহ স্থান,
উন্মত্ততা হবে তাহে।

ম্যাক্‌বে। যেন করিনু শ্রবণ—
'ঘুমা'ও না আর,'
'হত্যাকারী নিদ্রা করে নাশ।'
নিদ্রা অবিরোধী—
চিন্তায় বিক্ষিপ্ত মন সংযত যাহাতে,
শান্তি প্রদায়ক—
দিনগত শ্রম বিনাশক,
ক্ষত মনে মহৌষধি,
প্রকৃতির দ্বিতীয় প্রবাহ,
জীবনের ক্ষয় নিদ্রা করে সংপূরণ।

লেডী-ম্যাক্। এ কি ভাব তব?

ম্যাক্‌বে। কহিল আবার—
'ঘুমা'ও না আর
নিদ্রাগত গৃহবাসিগণে,
গ্লামিসের অধিপতি নিদ্রা করে নাশ,
কদর না ঘুমাইবে আর,
ম্যাক্‌বেথ না ঘুমাইবে আর।'

লেডী-ম্যাক্। কে করিল এরূপ চীৎকার?
একি, বীর তুমি নত কর হৃদয়ের বল,
হেন চিন্তা চিন্তা করি আন্দোলন;
বারি ল'য়ে ধৌত কর
কুৎসিত এ হস্তের প্রমাণ।
কি হেতু আনিলে অস্ত্র তথা হ'তে?
অস্ত্র তথায় রহিবে;
ল'য়ে যাও,
করহ লক্ষরগণে রক্তাক্ত শরীর।

ম্যাক্‌বে। যাইতে নারিব,
ক'রেছি যে কাজ
ভয় হয় চিন্তায় আমার;
নাহি হেন সাধ্য,
পুনঃ বিলোকন করি তাহা।

লেডী ম্যাক্। অদৃঢ় প্রতিজ্ঞ!
অস্ত্র দাও মোরে;
মৃত বা নিদ্রিত,—চিত্রপটের সমান,
ভয় পায় বালকের আঁখি
চিত্রিত প্রেতের ছবি হেরি।
এখন' যদ্যপি বহে শোণিত প্রবাহ,
আরক্ত করিব তাহে উভয় লক্ষরে;
অপরাধ সে দোঁহার দেখে যেন সবে।

[প্র]স্থান।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

ম্যাক্‌বে। কোথা হ'তে দুয়ারে আঘাত?
একি,
প্রতি শব্দে কি হেতু
এ আতঙ্ক আমার?
একি বিভীষিকা করদ্বয়—
চক্ষু মম করে উৎপাটন।
বরুণের অধিকারে আছে যে সাগর
ধৌত তাহে হ'বে কি এ হস্তের শোণিত?
করার্পণে রঞ্জিত করিবে সিন্ধু জল,
নীলাম্বু হইবে রক্তাকার।

(লেডী ম্যাক্‌বেথের পুনঃ প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্। হের, মম তোমা সম
 হস্তের বরণ!
কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ মম অন্তর
 তোমার যেমন,—
লজ্জা হয় দিতে স্থান হৃদাগারে।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

শুনি আঘাত দক্ষিণ দ্বারে;
কক্ষে চল,
কিঞ্চিৎ সলিল,
দোষমুক্ত করিবে দোঁহার;
দেখ, কত তুচ্ছ, সহজ কেমন;
দৃঢ়তা তোমারে করিয়াছে পরিত্যাগ।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

শুন, পুনঃ পুনঃ দুয়ারে আঘাত,
চল, রাত্রিবাস বস্ত্র করিগে গ্রহণ;
কি জানি যদ্যপি হয় প্রয়োজন,
কেহ নাহি বোঝে আছি জাগ্রত উভয়ে।
অযোগ্য চিন্তায় মগ্ন হ'ও না এমন।

ম্যাক্‌বে। হোক্ মম আত্মস্মৃতি লোপ,
 কার্য্যস্মৃতি লোপ হোক তাহে।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

উঠ হে ডনক্যান্!
শুন, ডাকিছে তোমায়,
হায়, যদি জাগিবার থাকিত উপায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পূর্ব্ব দৃশ্যপট।

(দ্বারপালের প্রবেশ)

দ্বারপা। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) সত্যই তো দোরে ঠক্‌ঠকাচ্ছে, যদি কোন মিয়াকে নরকের দোরে দরওয়ান হ'তে হয়, তবে দেদার চাবি ঘোরায়। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ ঠক্—কেও? বল বাবা, ছোট শয়তানের দোহাই! এ যে চাষা ভায়া, ফসলের দর কমে গেল, গলায় দড়ি দে ঝুলেছে। এস, সকাল সকাল চ'লে এস; রুমাল সঙ্গে এনো, এখানে ঘামতে হবে। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ ঠক্, বুড় শয়তানের নামে কেও? ওঃ! এ যে সেই বক্‌লে! বাবা, দু দিক্ গেয়েছ, খোদার নাম নিয়ে বলিয়াছি! ভেবেছিলে স্বর্গে যাবে, তা হ'ল না; এস বক্‌লে চাঁদ! (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ ঠক্—কেও? এ যে দর্জ্জি ভায়া! কি বাবা, জাঙ্গিয়ার ছাঁট্ চুরি ক'রেছিলে, খুব সাফাই হাত বাবা! এস, এখানে ইস্ত্রি তাতাবে এস! (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) ঠক্ ঠক্ ক'চ্ছেই! থামে না। কেও? এ বড় ঠাণ্ডা নরক যে বাবা, এখানে আর দরোয়ানী চলে না, ভেবেছিলেন—সকল রকম পেশার লোক কিছু কিছু ছেড়ে দেব; যারা বেশ ফুলের উপর দে চ'লে যাচ্ছেন, আখেরী নরকের আগুনে পা তাতাবেন। যাই যাই, ভুলবেন না মশাই!

(দ্বারমুক্ত করণ)

(ম্যাক্‌ডফ ও লেনক্সের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। কাল কি রাত্তির ঢের হ'য়েছিল শুতে? এখনও ঘুম ভাঙে নি?

দ্বারপা। দু বার মোরগ ডেকে গেল, তখনও আমোদ ক'চ্ছি।

ম্যাক্‌ড। এত ঘুম মদেরই দেখছি।

দ্বারপা। হাঁ মশায়, গলায় গলায় হ'য়েছিল; আমায় যেমন কাত্ ক'রে ফেলেছিল, আমিও তেমনি জব্দ ক'রে ছেড়েছি। আমার ত মজবুতী কম নয়, এক একবার ঠ্যাং ধ'রে টানাটানি করে তুলেছিল, আমিও তেমনি উগ্‌রে ফেলে দিয়েছি।

ম্যাক্‌ড। তোমার প্রভু উঠেছেন কি? এই যে, ডাকাডাকিতে উঠেছেন, এই দিকে আস্‌ছেন।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

লেনক্। মহাশয়, সুপ্রভাত!

ম্যাক্‌বে। সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!

ম্যাক্‌ড। মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হ'য়েছে?

ম্যাক্‌বে। এখনও উঠেন নি।

ম্যাক্‌ড। আমার প্রতি খুব প্রত্যূষেই ডাক্‌বার আজ্ঞা ছিল, একটু যা দেরি হ'য়ে প'ড়েছে।

ম্যাক্‌বে। আমি আপনাকে নিয়ে যাই চলুন।

ম্যাক্‌ড। মশায় কষ্ট করবেন, এ কষ্টে আপনার আনন্দ আমি জানি।

ম্যাক্‌বে। যে কার্য্যেই আমাদের অনুরাগ, সেই কার্য্যই আমাদের শান্তিপ্রদায়ক। এই দোর।

ম্যাক্‌ড। যখন আমার প্রতি ভার দিয়েছেন, সাহস ক'রে প্রবেশ করি।

[প্রস্থান।

লেনক্। মহারাজ বুঝি অদ্যই প্রস্থান করবেন?

ম্যাক্‌বে। হাঁ, এইরূপ তো তাঁর আজ্ঞা।

লেনক্। কাল বড় অশান্ত-রাত্রি। আমাদের শয়নাগারের ধূমপথ সকল ধ'সে প'ড়েছে; হাওয়ায় যেন রোদন ধ্বনি, অদ্ভুত মুমূর্ষের আর্ত্তনাদ!—শুনেছি নাকি এরূপ অপ্রাকৃতিক শব্দ ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ; সময়ে দুর্দ্দিন পরিপুষ্ট হবে। তিমির সহচর পেচক সমস্ত রাত্রিই ঘুৎকার ধ্বনি ক'রেছে। শুনলুম, পৃথিবী যেন জ্বরাক্রান্ত হ'য়ে কম্পিত হ'য়েছিল।

ম্যাক্‌বে। অতি দুর্নিশা!

লেনক্। আমার স্মৃতিতে তো এর তুলনা নাই।

(ম্যাক্‌ডফের পুনঃ প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। বিভীষিকা! বিভীষিকা! বিভীষিকা! অন্তঃকরণে নয়,—জিহ্বায় ধারণা হয় না,—ব্যক্ত করা যায় না!

ম্যাক্‌বে। }
লেনক্। } কি, কি হ'য়েছে?

ম্যাক্‌ড। সর্ব্বনাশের চরম কার্য্য সম্পন্ন হ'য়েছে! অপবিত্র হত্যা, প্রভুর অভিষিক্ত মন্দির ভগ্ন ক'রে প্রবেশ ক'রেছে,—জীবনরত্ন অপহরণ ক'রেছে!

ম্যাক্‌বে। কি ব'ল্‌ছেন?—জীবন?

লেনক্। মহারাজের?

ম্যাক্‌ড। কক্ষে প্রবেশ করুন, প্রস্তরকারিণী ভয়ঙ্করী নবরাক্ষসী দর্শনে চক্ষের দৃষ্টি বিনাশ করুন। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, দেখে এসে আপনার যা বল্‌বার হয় বলুন।

[লেনক্স ও ম্যাক্‌বেথের প্রস্থান।

ওঠ, জাগ, ঘোর রবে ঘণ্টা নিনাদ কর।
হত্যা, রাজদ্রোহ! ব্যাঙ্কো, ডনাল্‌বেন,
ম্যাল্‌কম, জাগ! মৃত্যুর প্রতিরূপ এ অঘোর
নিদ্রা পরিত্যাগ কর; মৃত্যু দেখ্‌বে এস।
ওঠ ওঠ, প্রলয়ের ছবি দেখ এসে! ম্যাল্‌কম,
ব্যাঙ্কো, যদি সমাধিস্থ হয়ে থাক, প্রেতের
ন্যায় এসে এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন কর, ঘণ্টা
নিনাদি কর।

(ঘণ্টা-নিনাদন)

(লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক্। কি কার্যে এ ভয়ঙ্কর নিনাদে
নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে একত্রিত করা হ'চ্ছে?

ম্যাকড। আঃ সুশীলা! আমার সংবাদ
আপনার শোন্‌বার উপযুক্ত নয়, স্ত্রীলো-
কের কর্ণে এ সংবাদ প্রবেশ ক'র্‌লেই
সংহার করবে।

(ব্যাঙ্কোর প্রবেশ)

হায় ব্যাঙ্কো! আমাদের প্রভুকে হত্যা
করেছে।

লেডী-ম্যাক্। ওঃ কি দুঃখ! আমাদের
বাড়ীতে?

ব্যাঙ্কো। স্থান অস্থান কি, অতি নিদারুণ!
বন্ধুত্তম, তোমার সংবাদ পরিবর্ত্তন কর,
বল 'না'।

(লেনক্‌স ও ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। যদি একঘণ্টা পূর্ব্বে আমার মৃত্যু
হ'ত জীবন সুখকর বিবেচনা কর্ত্তেম।
এখন হ'তে ভঙ্গুর জীবন সারহীন, সকলই
ক্রীড়ার বস্তু, যশ মান মৃত, সুরারূপ
জীবনের সুধার নির্গত হয়েছে; যা অসার,
আধারে তাই আছে।

(ম্যাল্‌কম ও ডনাল্‌বেনের প্রবেশ।)

ডনাল্। কি অমঙ্গল উপস্থিত?

ম্যাক্‌বে। নাহি জান হায়!
বিদ্যমান তোমা দোঁহে,
কিন্তু জীবন-আকর উৎস—
অন্তরের শোণিত নির্ঝর রুদ্ধ এবে,
রুদ্ধ সেই মূল প্রস্রবণ।

ম্যাক্‌ম। তোমাদের মুকুটধারী পিতা হত।

ম্যাকক। অ্যাঁ! কে করলে?

লেনক্। বোধ হলো, তাঁর কক্ষস্থিত ভৃত্যেরা;
তাদের হস্ত, দেহ শোণিতাক্ত দেখলুম;
শোণিতাক্ত অস্ত্র সকল তাদের শিরঃস্থানে
পাওয়া গেল; তারা হতবুদ্ধি হ'য়ে ক্যাল
ক্যাল করে চেয়ে রইল। এইরূপ দুর্মতি
ব্যক্তির হস্তে জীবন অর্পণ অতি অবি-
বেচনার কার্য্য।

ম্যাক্‌বে। কিন্তু এখন আমার অনুতাপ হ'চ্ছে,
কেন তাদের বধ করুম!

ম্যাকড। কেন করলেন?

ম্যাক্‌বে। স্থির বুদ্ধি, অভিভূত, ধীর, রোষান্বিত,
রাজভক্ত অথচ উদাস
এককালে হ'তে পারে কেবা?
নাহি হেন জন।
প্রভু ভক্তি অবশ করিল ক্রোধে,
অধীরতা টলাইল স্থির মতি মম।
ডঙ্কান শায়িত,
রুধিরাক্ত শ্বেতকায়—
সুবর্ণের কারুকার্য্য রজতে যেমতি,
অঙ্গে ক্ষত—ভগ্নদ্বার প্রকৃতির
সর্ব্বহন্তা ধ্বংসের বিমুক্ত পথ,
উপস্থিত ঘাতক তথায়,
লোহিত বরণ দুর্নীত বৃত্তির ভূষা;
অস্ত্র অঙ্গে রক্তছড়া বিভীষিকা!

কোথা হবে স্থির
অন্তরে যে রাজভক্তি ধরে ?
আছে যার সাহস সে হৃদে—
সেই ভক্তি করিতে প্রকাশ।

লেডী-ম্যাক্। আমায় ধর, এখান থেকে নিয়ে যাও।

ম্যাক্‌ডু। কর্ত্রীকে কেউ দেখ।

ম্যাকম। (জনান্তিকে) আমরা কি নিমিত্ত নীরব রয়েছি? এতে আমাদেরই সর্ব্বনাশ।

ডনাল্। (জনান্তিকে) এখানে কি কথা কবে? কোথায় কোন্ বিবরে কোন্ ফন্দী লুক্কায়িত আছে, ধাবমান হয়ে আমাদের আক্রমণ করবে। চল, পলায়ন করি; অন্যের অশ্রু যেমন সহজে নির্গত হ'য়েছে, আমাদের তো সেরূপ নয়।

ম্যাকম। (জনান্তিকে) সত্য, এ বিষম অন্তর্দাহ দেখাবার নয়।

ব্যাঙ্কো। কর্ত্রীকে স্থানান্তরিত কর।

[লেডী ম্যাকবেথকে লইয়া প্রস্থান।

চলুন, আর অর্দ্ধাবরিত অঙ্গে হিমে অবস্থান ক'রে কি হবে? আমরা একত্রিত হ'য়ে এ হত্যা বিষয়ের অনুসন্ধান ক'রব, নানা প্রকার আশঙ্কা ও সন্দেহ আমাদের বিচঞ্চল ক'রেছে, আমার ঈশ্বরের উপর নির্ভর। এ দুর্নীত রাজদ্রোহীর জিঘাংসার কারণ জান্তে পালে, আমি প্রতিশোধ প্রদানে যত্নবান হব।

ডু। আমারও ঐ পণ।

ল। সকলেরই এই কর্ত্তব্য।

বে। চলুন, ত্বরান্বিত হ'য়ে প্রস্তুত হওয়া যাক্, মন্ত্রণাগৃহে একত্রিত হব।

ল। সেই উত্তম।

কম ও ডনালবেন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ম্যাকম। কিবা অভিপ্রায় তব?
মন্ত্রণায় নাহি কার্য্য আর,
প্রতারক,—মিথ্যা শোক প্রকাশিতে;
ইংলণ্ডে যাইব আমি।

ডনাল্। আয়র্লণ্ডে করিব গমন,
ভিন্ন স্থানে রবি নিজ ভাগ্যের পশ্চাৎ,
সম্ভবত রব তাহে নিরাপদে।
রয়েছি যথায়, নাহিক প্রত্যয় কারে,
হাসিমুখে রেখেছে লুকায়ে ছুরী,
শোণিত সম্বন্ধে যেবা আত্মীয় অধিক,
অন্তরে রুধির-লিপ্সা তত বলবান।

ম্যাকম। ছুটিয়াছে ঘাতকের তীর,
হয় নাই এখনও পতন,—
লক্ষ্য মুখ পরিহার,
নিরাপদ পথ দোঁহাকার।
চল যাই, অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ;
শিষ্টাচার, বিদায় গ্রহণ,
নাহি প্রয়োজন।
চল দ্রুত হই বহির্গত,
দয়া মায়া নাহিক যথায়,—
গুপ্তভাবে পলায়ন সুবিধি তথায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ম্যাক্‌বেথের দুর্গের বহির্দ্দেশ।

(রস ও জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। তিনকুড়ি দশ বৎসরের কথা আমার স্মরণ হয়, অনেক দুর্দ্দিন, নানাবিধ দুর্ঘটনা দর্শন করেছি, কিন্তু এ ভয়ঙ্কর রাত্রির তুলনায় সকলই তুচ্ছ।

রস্। আর্য্য ? দেখুন, স্বর্গ যেন মানবের কার্য্যে কুপিত হ'য়ে রুধিরাক্ত রঙ্গভূমির প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রছে। সময় নিরূপণে এক্ষণে দিনমান, কিন্তু রজনী আলোকময় একচক্র-রথকে আবরণ ক'রেছে, নিশা প্রাধান্ত পেয়েছে বা দিনমণি প্রকাশ হ'তে লজ্জিত হ'চ্ছেন, সেই নিমিত্তই বুঝি মেদিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন, উজ্জ্বল জ্যোতির্মালায় এখনও চুম্বিত হ'চ্ছে না!

বৃদ্ধ। যে অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড ঘট্‌ল, সেই মত এই ব্যাপারও অস্বাভাবিক। গত মঙ্গলবারে একটী বাজপক্ষী অতি দূরে আকাশে ভ্রমণ কচ্ছিল, সহসা একটি পেচক তার প্রতি ধাবমান হয়ে সংহার ক'র্লে।

রস। বেগবান সুন্দর রাজ-অশ্ব সকল অশ্বজাতির শ্রেষ্ঠ, অকস্মাৎ উন্মত্ত হ'য়ে, মন্দুরা ভগ্ন করে পলায়ন করলে, কোনরূপ বাধা মান্‌লে না; যেন তারা মনুষ্যের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলো। অতি আশ্চর্য্য, এ সত্য কথা!

বৃদ্ধ। শুন্‌লেম নাকি তারা পরস্পর পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করে মাংস ভক্ষণ ক'রলে।

রস্। আমি বিস্মিত নেত্রে দেখ্‌লেম, তাই বটে! ম্যাক্‌ডফ্ মহাশয় আস্‌ছেন।

(ম্যাকডফের প্রবেশ)

মহাশয়, সংবাদ কি ?

ম্যাক্‌ড। সকলই তো অবগত আছ।

রস্। মহাশয়, অবগত হলেন,—এ দুর্নীত কাজ কে করলে ?

ম্যাক্‌ড। যাদের ম্যাক্‌বেথ বধ ক'রেছে।

রস। আহা কি দুর্দ্দৈব! এ কার্য্যে তাদের ফল কি ?

ম্যাক্‌ড। তারাই নিয়োজিত হ'য়েছিল; ম্যাকম ডনাল্‌বেন গুপ্তভাবে পলায়ন করেছে, সকলে তাদেরই সন্দেহ করছে।

রস্। অস্বাভাবিক কার্য্য! এ রাজ্যলোভে ফল? আপনার উন্নতির পন্থা রোধ করলে। বোধ হয়, এখন রাজ্যভার ম্যাক্‌বেথের উপর অর্পিত হবে।

ম্যাক্‌ড। হাঁ, সকলে তাঁরে রাজা নির্দ্ধারিত করেছে; তিনি অভিষিক্ত হ'তে গিয়েছেন।

রস। রাজসৎকার কি হ'য়েছে ?

ম্যাক্‌ড। হাঁ, তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষদের সমাধিস্থলে, তাঁর দেহ লয়ে যাওয়া হয়েছে।

রস্। মহাশয়, অভিষেক দেখ্‌তে যাবেন না ?

ম্যাক্‌ড। না ভাই, আমি গৃহে চল্লুম।

রস্। আমি অভিষেক দেখ্‌তে যাই।

ম্যাক্‌ড। সব যেন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, বিদায় হই। ভয় হ'চ্ছে, পুরাতন পরিচ্ছদ যেমন অঙ্গ-সুখকর, নূতন কতদূর কি হবে!

রস্। আর্য্য, নমস্কার করি।

বৃদ্ধ। ঈশ্বর কৃপা যেন তোমার সাথী হয়। অমঙ্গল হ'তে মঙ্গল উদ্ভাবনা করা ও শত্রুকে বন্ধু করা, যাদের স্বভাব, তাদের যেন করুণাময় মঙ্গল করেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজভবনের কক্ষ।

(ব্যাঙ্কোর প্রবেশ)

ব্যাঙ্কো। সকলই পেয়েছ এবে,
রাজ্য আদি সমুদয়,—
যেই মত কহিল বিকটাত্রয় ;
ভাবি মনে সে কারণে
খেলেছ বিষম খেলা !
কিন্তু সেই ডাকিনী বচনে,
তব বংশে সিংহাসন নহে স্থায়ী।
আমি মূল, ক্ষিতিধরশ্রেণীর জনক,
তব ভাগ্যে সত্য যদি ভবিষ্যত বাণী—
উজ্জ্বল প্রভায়,
হবে নাকি তাহে মম প্রারব্ধ নির্ণয়,
আশে উত্তেজিত নাহি হব কি কারণ ?
কিন্তু স্থির হও অন্তর আমার,
আন্দোলন অধিক নাহিক প্রয়োজন।

(রাজবেশে ম্যাক্‌বেথ,রাণীবেশে লেডী-ম্যাক্‌বেথ,
লেনক্‌স্, রস্, লর্ডগণ, লেডীগণ ও
অনুচরগণের প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। এই যে আমাদের প্রধান আহূত ব্যক্তি।

লেডী-ম্যাক্। এঁকে ভুল হ'লে, আমাদের আয়োজন সকলই বিফল।

ম্যাক্‌বে। অদ্য রাত্রে শুভকার্য্য উপলক্ষে ভোজ হবে ; আমাদিগের আকিঞ্চন, মহাশয় উপস্থিত থাক্‌বেন।

ব্যাঙ্কো। কেবলমাত্র মহারাজ আজ্ঞা করুন ; কর্ত্তব্যডোরে,রাজ-আজ্ঞায় আমি চির আবদ্ধ।

ম্যাক্‌বে। অদ্য অপরাহ্নে আপনি স্থানান্তরে গমন করবেন ?

ব্যাঙ্কো। হাঁ মহারাজ !

ম্যাক্‌বে। অদ্য সভাস্থলে রাজকার্য্যে মহাশয়ের সুবিজ্ঞ ও হিতকর পরামর্শ গ্রহণ করতেম। থাক্, কল্যই হবে। বহুদূর কি গমন করবেন ?

ব্যাঙ্কো। প্রত্যাগমন করতে প্রায় ভোজনের সময় হবে ; আমার অশ্ব যদি কিঞ্চিৎ মন্থরগতি হয়, দু'চার দণ্ড বিলম্ব হ'তে পারে।

ম্যাক্‌বে। উপস্থিত হবেনই, আমায় বঞ্চিত করবেন না।

ব্যাঙ্কো। মহারাজ, কদাচ নয়।

ম্যাক্‌বে। পিতৃহন্তা রাজপুত্রদ্বয়, ইংলণ্ড ও আয়লণ্ডে অবস্থান কচ্ছেন, আপনাদিগের হত্যাকাণ্ড গোপনপূর্ব্বক নানাবিধ গল্প-রচনায়, শ্রোতাদিগের কর্ণ পরিপূর্ণ ক'রছেন ; কল্য সে সকল কথা হবে। আর আর বহুবিধ রাজকার্য্য আমরা উভয়ে একত্রিত হ'য়ে কল্যই সমাধান কর্‌বো। আপনি অশ্বারোহণ করুন গে। আপনি ফিরে আসা পর্য্যন্ত বিদায় হই ! আপনার পুত্র কি আপনার সাথী ?

ব্যাঙ্কো। হাঁ মহারাজ ! আমাদের বিদায়ের সময় উপস্থিত।

ম্যাক্‌বে। আপনার অশ্ব দৃঢ়পদ ও দ্রুতগামী হ'ক, এই আমাদের ইচ্ছা ; এক্ষণে বিদায়।

[ব্যাঙ্কো ও ফ্লিয়েন্‌সের প্রস্থান।

রাত্রি সাত ঘটিকা অবধি আপনারা, কর্ম্ম

ইচ্ছা কার্য্যে নিযুক্ত হন ; আমরা উৎসব-কালীন আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত এইক্ষণে নিঃসঙ্গ হব। আপনারা আসুন, ঈশ্বর মঙ্গল করুন।

[ম্যাকবেথ ও জনেক ভৃত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(ভৃত্যের প্রতি) যাদের আমরা আজ্ঞা করেছিলেম, তারা উপস্থিত আছে ?

ভৃত্য। হাঁ মহারাজ, দ্বারে উপস্থিত আছে।

ম্যাক্‌বে। তাদের নিয়ে আয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

নিরাপদে সিংহাসনে না হ'লে স্থাপন,
বিড়ম্বনা মাত্র শিরে মুকুট ধারণ ;
অন্তঃস্থল সভয় ব্যাঙ্কোর ডরে,
ভূপাল সদৃশ উচ্চ প্রকৃতি তাহার,
বিরাজিত তাহে হেন ভাব—
যাহে হয় শঙ্কার উদয় ;
অতীত:অন্তর বীর মহাকার্য্যক্ষম,
সম্মিলিত বিজ্ঞতা সে সাহসের সনে—
প্রভাবে যাহার, কৃতকার্য্য হয় নিরাপদে।
জীবিত নাহিক হেন জন,
যার জীবনে সভীত মম চিত ;
ভাগ্য মম, মলিন সম্মুখে তার—
অ্যান্টনির ভাগ্য যথা সিজার সম্মুখে।
যবে রাজা বলি, সম্বোধন করিল আমায়
ভীষণা ডাকিনীগণে,
নিবারিল সেই,
ভাগ্য তার বর্ণিতে কহিল ;—
ভবিষ্যত বাণী অমনি ফুটিল,
ডাকিনীত্রয়ের মুখে,—
জয় জয় রবে সম্বোধন
রাজবংশ আকর বলিয়ে।
নিষ্ফল মুকুট পরাইল মম শিরে,
বীজহীন রাজদণ্ড দিল করে,
যেই দণ্ড কাড়ি ল'বে,
শোণিত-সম্বন্ধহীন পরে,—
তনয় আমার নহে তার অধিকারী।
প্রদানিতে সিংহাসন ব্যাঙ্কোর তনয়ে
করেছি কি কলুষিত মন ?
সদাশয় ডন্‌ক্যানে করিনু হত,—
শান্তিপাত্রে গরল ঢালিনু,
ব্যাঙ্কো-বংশধর হেতু ?
নর-অরি পাতকের করে,
অর্পিলাম নিত্য আত্মা মম,
তা সবারে করিবারে রাজা ?
রাঃ।—ব্যাঙ্কোর নন্দন !
প্রতিকূল ভাগ্য সনে করিব সংগ্রাম,
মৃত্যু পণ মম তাহে।
কে ও ?

(দুইজন হত্যাকারীকে লইয়া ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ)

যাও, রক্ষা কর দ্বার,
যাবৎ না ডাকি তোমায়।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

গতকল্য না আমরা পরস্পর কথাবার্ত্তা করেছিলেম ?

১ম হত্যা। হাঁ মহারাজ, সেইরূপই রাজ-কৃপা হ'য়েছিল।

ম্যাক্‌বে। আমার বাক্যের মর্ম্ম তোমরা বুঝেছ কি ? স্থির জেনো, সে সময় ব্যাঙ্কোই তোমাদের অবনতির কারণ। তোমরা ভেবেছিলে—আমি, তা নয়, আমি নির্দোষী। এ সব কথা তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ প্রতীয়মান করেছি। আমি

তন্ন তন্ন প্রমাণ করেছি, কিরূপ তোমাদের আশা দিয়ে প্রতারিত করেছে, কিরূপ তোমাদের বিরুদ্ধে কার্য্য করেছে, কি রূপ কা'দের দ্বারায় কে তোমাদের পীড়ন করেছে, এবং অন্য সমস্ত বিষয় বিবৃত করেছি;—যার দ্বারা অপ্রস্ফুটিত-আত্মা, অতি হীনবুদ্ধি ব্যক্তিরও প্রতীতি হবে, সমস্ত ব্যাঙ্কোরই কার্য্য!

্ম-হত্যা। আপনি সমুদয়ই জানাইয়াছেন।

াক্‌বে। হাঁ, আমি সমুদয়ই বলেছি; আরও অধিক ব'লেছি; সেই সম্বন্ধেই আমাদের এই দ্বিতীয় পরামর্শ। তোমাদের প্রকৃতিতে কি ধৈর্য্যশক্তি এতই প্রবল যে, এই সকল দুর্ব্ব্যবহার উপেক্ষা কর্ত্তে পার? যে তোমাদের এই চরম সীমায় এনেছে, যে তোমাদের সন্তান সন্ততিকে ভিক্ষুক ক'রেছে, তার মঙ্গল, তা'র সন্তানের মঙ্গলকামনা ক'রে প্রার্থনা কর্ত্তে পার, এতদূর কি তোমাদের নীতিজ্ঞান?

ত্যা। মহারাজ, আমাদের রক্তমাংসের শরীর, - আমরা মানুষ।

বে। হাঁ, মনুষ্যের তালিকায় তোমাদের াম বটে; যেমন নানাজাতি কুকুর; থা—তীব্রঘ্রাণ, তীব্রগতি, ক্ষুদ্র, খেঁকি, লোমশ, জলকুকুর, ব্যাঘ্রাকার প্রভৃতি কুরকে, কুকুর বলিয়া থাকে; কুকুরেরাও রূপ গুণের দ্বারা খ্যাত, যথা,—বেগগামী াণানুসারী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গৃহরক্ষক, কারী; মনুষ্যেরাও সেইরূপ। যদি মরা মনুষ্যের তালিকায় নিম্নশ্রেণীস্থ হও, আমি তোমাদের কোন কর্ত্তার র্পণ করব,—যাতে তোমরা শত্রুহীন হবে, তিডোরে আমাদের অন্তরে তোমরা বদ্ধ হবে। সে জীবিত থাকায় আমাদের জীবন সন্তপ্ত, সে সন্তাপ তার মৃত্যুতে দূর হ'বে।

২য় হত্যা। মহারাজ, আমায় দেখ্‌ছেন, সংসারে বার বার আঘাত খেয়ে এতদূর সন্তাপিত হ'য়েছি যে, সংসারকে প্রতিশোধ দিতে কোন কার্য্যে আমার বাধা নাই।

১ম-হত্যা। আমারও দেখ্‌ছেন,—বিপদের সহিত বার বার যুদ্ধে এত কঠিন হ'য়েছি, দুর্ঘটনায় এত ক্লান্ত যে, প্রাণ নিয়ে জুয়াখেলতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত; হয়—জীবন ফিরুক, নয়—যাক।

ম্যাক্‌বে। উভয়েই বুঝতে পেরেছ, ব্যাঙ্কো তোমাদের শত্রু।

উভয়ে। হাঁ প্রভু।

ম্যাক্‌বে। আমাদেরও শত্রু। এরূপ ভয়ঙ্কর শত্রুতা যে, সে জীবিত থাকায় প্রতিমুহূর্ত্তে মর্ম্মাহত হব আশঙ্কা করি। যদিচ আমরা প্রকাশ্যে সে চক্ষের কণ্টক মোচনে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং আমাদের আজ্ঞামত, লোকে কার্য্য সঙ্গত বিবেচনা করবে; কিন্তু আমরা সেরূপ ক'রব না। কারণ, আমাদের সাধারণ বন্ধু কতকগুলি আছেন, তাঁদের আমরা উপেক্ষা ক'র্ত্তে পাচ্ছিনে। আমাদের দ্বারা এ কার্য্য সমাধা হ'লে, তাঁরা তার পতনে শোকার্ত্ত হবেন। তোমাদের সহিত আলাপ ক'রে, এই জন্যই সাহায্য চাচ্ছি। এ কার্য্য সাধারণ চক্ষু হ'তে আবরিত করবার, নানাবিধ গুরুতর কারণ আছে।

২য়-হত্যা। প্রভু, আমরা আপনার আজ্ঞা সমাধান করব।

১ম হত্যা। যদিচ আমাদের জীবন,—

ম্যাক্‌বে। তোমাদের হৃদয়ভাব তোমাদের চক্ষের জ্যোতিতে প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা, তোমাদের এক ঘণ্টা মধ্যে

ব'লে দেব, কোন্ খানে তোমরা লুকিয়ে থাক্‌বে, ঠিক্ সময়ও নির্দ্ধারিত ক'রে দেব, ঠিক্ মুহূর্ত্ত,—অদ্য রাত্রেই কার্য্য নিষ্পন্ন কর্ত্তে হ'বে; রাজবাটী হ'তে কিঞ্চিৎ দূরে। সাবধান, যেন আমাদের উপর কোন সন্দেহ না আরোপিত হয়। তার পুত্র ফ্লিয়েন্‌স তার সাথী; সেই অন্ধকারে যেন পিতা পুত্রে মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তার অন্তর্দ্ধান হওয়া কোন অংশে অপ্রয়োজনীয় নয়। দেখ', দক্ষতার সহিত সমস্ত কণ্টক আমাদের নির্ম্মূল ক'র, যেন কোনরূপ আর বাধা না থাকে। বিরলে তোমরা কৃতসঙ্কল্প হও, আমি পশ্চাৎ আসছি।

উভয়ে। আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প।

ম্যাক্‌বে। আমি তোমাদের নিকট শীঘ্রই আস্‌ব, গৃহান্তরে অবস্থান কর।

[হত্যাকারীদ্বয়ের প্রস্থান।

আন্দোলন সমাপ্ত এখন।
শুন ব্যাঙ্কো! তব আত্মা, আজ নিশাকালে
স্বর্গপ্রাপ্ত হবে, যদি স্বর্গ থাকে ভালে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজভবনের অপর কক্ষ।

(লেডী-ম্যাক্‌বেথ ও জনেক অনুচরের প্রবেশ)

লেডী-ম্যাক। ব্যাঙ্কো কি প্রস্থান ক'রেছেন?

অনুচর। হাঁ দেবি, কিন্তু অদ্য রাত্রেই প্রত্যাগমন করবেন।

লেডী-ম্যাক। মহারাজকে বল গে, আমি তাঁর সাবকাশ মত তাঁর সহিত দুই চারটী কথা কইব।

অনুচর। যথা আজ্ঞা দেবি।

[প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক। শান্তিহীন বাসনা
পূরণে কিবা ফল?
লাভ মাত্র নাই, ক্ষতি সম্পূর্ণ কেবল।
যে সুখের হেতু চিত্ত সদা সশঙ্কিত,
বিষম আনন্দ যাহা হত্যায় অর্জ্জিত,
এ ভোগ হইতে শ্রেয়ঃ মরণ নিশ্চিত,
হত জন নিরুদ্বেগ সঙ্কোচ রহিত।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

বিকট কল্পনা-ছবি সনে,
কেন নাথ, বঞ্চহ বিজনে?
সযতনে কি হেতু দুশ্চিন্তা পাল?
মৃত ব্যক্তি ল'য়ে আন্দোলন,
কর্ত্তব্য করিতে নয়;
যে বিষয় বিহীন উপায়,
আলোচনা উচিত বর্জ্জন,
হয়ে গেছে, গিয়াছে ফুরায়ে।

ম্যাক্‌বে। অস্ত্রাঘাত করিয়াছি ভুজঙ্গের কায়,
হয় নাই নিধন সাধন,
ক্ষত পুনঃ হইবে পূরণ;
সবল হইবে অহি,
ঘাটায়েছি তায়, রহি আশঙ্কায়
বিষদন্ত বসাইবে কবে।
হয় হোক এ বিশাল বিশ্ব স্থিতিহীন,
ভূলোক দ্যুলোক যদি যায় রসাতলে,
শয়নে ভোজনে সশঙ্কিত প্রাণে,
রব না—রব না পুনঃ।
দুঃস্বপনে, প্রতি নিশাযোগে,

কলিতেছে না আর,
বরঞ্চ এ দেহ বিসর্জ্জন, মম মৃত সনে,—
সুখ আশে করি যার নিধন সাধন,—
চিরশান্তি করেছি অর্পণ।
নিদারুণ অন্তর পীড়ন,
নিরত এ ঘোর অধীরতা,
শ্রেয়ঃ মৃত্যু ইহা হ'তে।
ভূতপূর্ব্ব রাজা এবে মহানিদ্রাগত,
নশ্বর জীবনতাপ সহি কত দিন,
ঘুমিয়া মগন এবে,
নাহি আর বিদ্রোহের ভয়,
অতিক্রম করিয়াছে সীমা তার।
অস্ত্র বা গরল কিম্বা গৃহভেদ,
বিপক্ষ বিগ্রহ কিবা,
পরশিতে না পারে তারে আর।

লেডী-ম্যাক্। এস এস,
কঠোর এ মুখকান্তি কর পরিহার;
অদ্য নিশাযোগে আহূত সমাজে,
বিকাশ হে উজ্জ্বল আনন্দ ছবি।

ম্যাক্বে। হবে কার্য্য তব কথা মত প্রিয়ে,
মম সম তুমি হও আমোদিনী।
ভুল না—ভুল না,
মহা সমাদরে ব্যাঙ্কোরে
করিতে পরিতোষ;
ভাষে, নয়নের ভাবে প্রকাশিবে অভ্যর্থনা,
উচ্চ মান করি দান;
বিড়ম্বনা অধিক এ হ'তে কিবা আর—
চাটুকারী আলম্বন মুকুট করিতে স্থায়ী!
হাসিমুখে মনোভাব গোপন ব্যতীত,
উপায় নাহিক কিছু।

লেডী-ম্যাক্। কেন এ দুশ্চিন্তা প্রাণনাথ!

ম্যাক্বে। প্রাণপ্রিয়ে!
হৃদয় আমার বৃশ্চিক আগার,
সপুত্র জীবিত ব্যাঙ্কো দেখ না অদ্যাপি।

লেডী-ম্যাক্। নহে ত অমর,
দেহবদ্ধ চিরস্থায়ী নহে তো দোঁহার।

ম্যাক্বে। ঐ ত সান্ত্বনা।
অজেয় নহে তো দোঁহে,
কর তবে চিন্তা দূর,
হও প্রফুল্লিত;
পাকে পাকে মন্দির ভিতরে
প্রদোষ ভ্রমণ না হইতে অবসান—
বাদুড়ীর;
ডাকিনীর আবাহনে গোময়োত্থাগণে,
করি অবিচ্ছিন্ন আচ্ছন্নকারিণী ধ্বনি—
তন্দ্রাশ্রিত যামিনী জ্যাগিয়ে,
শল্কাবৃত পক্ষভরে না হ'তে উড্ডীন,
হবে ভয়ঙ্কর কার্য্য সমাধান।

লেডী-ম্যাক্। কি কার্য্য সাধন?

ম্যাক্বে। শ্রবণে তোমার নাহি
প্রয়োজন আদরিণি।
অগ্রে কার্য্য হউক সাধন
প্রীতিকর কার্য্য তব।
আয় রে যামিনি আঁখি আবরণকারি!
আবরণ কর আসি,
কোমলতা উদ্দীপনী দিবার নয়ন;
অদৃশ্য শোণিত-সিক্ত-করে,
খণ্ড খণ্ড কর সে জীবনলিপি,
পাণ্ডুগণ্ড সভয় অন্তর যাহে আমি।
অমল আলোক ক্রমে সমল এখন,
বায়স নিচয় ধায় নীড় অভিমুখে,
তমাচ্ছন্ন বন্যশাখিচূড়ে।
দিবার মঙ্গলকর প্রকৃতি মলিন,
নিদ্রায় আচ্ছন্ন যেন।
ভয়ঙ্কর নিশা অনুচর, আমিষ লোলুপ
চলে ভক্ষ্য অন্বেষণে।
হইতেছ চমৎকৃত বচনে আমার,—
হও স্থির, ধৈর্য্যে বাঁধ মন,

পাপকার্য্য পাপ বিনা না হয় পোষণ;
হও স্থির, মম সহচরী।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজভবনের নিকটস্থ উপবন।

(তিন জন হত্যাকারীর প্রবেশ)

১ম-হত্যা। আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে তোমায় কে বল্লে ?

২য়-হত্যা। ম্যাক্‌বেথ !

৩য়-হত্যা। এ যখন সব কথা ঠিক্‌ ঠাক্‌ জানে ঠিক্‌ ঠাক্‌ যখন খবর এনেছে, একে অবিশ্বাস কর্‌বার দরকার নাই !

১ম-হত্যা। তবে দাঁড়াও, আলোর ছড়া এখনও একটু একটু পশ্চিমে চিক্‌ চিকুচ্ছে, মোসাফেরেরা এখন খুব ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছে, চটীতে পৌছন চাই, তার যাঁর প্রত্যাশাপন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তিনিও এলেন বলে।

৩য়-হত্যা। শোন, ঘোড়ার পা'র শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ব্যাঙ্কো। (নেপথ্যে) ওহে, একটা আলো দাও তো।

২য়-হত্যা। সেই বটে, আর যাদের নেমন্তন্ন ছেল, তারা সব পৌছে গ্যাছে।

১ম-হত্যা। ঘোড়া ছেড়ে দিলে যে।

৩য়-হত্যা। প্রায় আধক্রোশ, ও বরাবরই এখান থেকে হেঁটে যায়, সকলেই তাই করে।

২য়-হত্যা। ওই আলো! ওই আলো!

(ব্যাঙ্কো ও আলো হস্তে ফ্লিয়েন্সের প্রবেশ)

৩য় হত্যা। সেই বটে!

১ম হত্যা। ওৎ পেতে দাঁড়া।

ব্যাঙ্কো। আজ বৃষ্টি নাব্‌বে।

১ম-হত্যা। তবে আসুক নেবে।

(ব্যাঙ্কোকে প্রহার করণ)

ব্যাঙ্কো। বিশ্বাসঘাতকতা! ফ্লিয়েন্স,—পলাও, পলাও, পলাও! প্রতিশোধ দিও! আরে নরকের ক্রীতদাস!

(ব্যাঙ্কোর মৃত্যু ও ফ্লিয়েন্সের পলায়ন)

৩য়-হত্যা। কে,— আলো নিবিয়ে দিলে কে ?

১ম-হত্যা। আলো না নেবালে চলে ?

৩য়-হত্যা। এটা তো পড়েছে, ছেলেটা পালাল।

২য়-হত্যা। কাজটা আধা খেঁচড়া হ'য়ে পড়্‌লো, ভাল কাজটাই হাতছাড়া হয়ে গেল!

১ম-হত্যা। তবে চল যাই, যদ্দূর হয়েছে বলা যাক্‌গে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজভবনের সজ্জিত কক্ষ।

(খানা প্রস্তুত)

(ম্যাক্‌বেথ, লেডিম্যাক্‌বেথ, রস্‌, লেনক্স, লর্ডগণ ও অনুচরগণের প্রবেশ)

ম্যাকবে। যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করুন, সকলেই আমার আহূত, সকলকেই আমি সমভাবে অভ্যর্থনা কর্‌ছি।

দুর্গণ। মহারাজের সৌজন্যে আপ্যায়িত হ'লেম।

ম্যাকবে। অতিথি-সৎকারে আমি ব্রতী, আমি আপনাদের সহিত রইলেম; রাণী সিংহাসনে থাকুন, ওঁকেও আমাদের দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আমার হয়ে বলুন, ওঁদের আগমনে আমার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ।

(প্রথম হত্যাকারীর দ্বারে আগমন।)

ম্যাক্‌বে। এঁরাও কৃতজ্ঞতার সহিত রাজ্ঞীকে অভিবাদন ক'চ্ছেন। দু' দিকেই সমান, এই মধ্যস্থলে আমি বস্‌ছি। সকলে আনন্দ করুন, পানপাত্র গ্রহণ করুন, আস্‌ছি। (দ্বারের নিকট আসিয়া) তোমার মুখে শোণিতের চিহ্ন।

১ম-হত্যা। তবে এ ব্যাঙ্কোর রক্ত।

ম্যাক্‌বে। এ শোণিত তার ধমনীতে প্রবাহিত হওয়া অপেক্ষা তোমার অঙ্গে ভাল, তাকে সেরেছ কি?

১ম-হত্যা। প্রভু, তার গলা কাটা গিয়েছে, আমি কেটেছি।

ম্যাক্‌বে। তুমি খুনীর শিরোমণি! আর যে ফ্লিয়েন্‌সকে বধ করেছে, সেও খুব যোগ্য। তুমি যদি করে থাক, তোমার তুলনা নাই।

১ম-হত্যা। মহারাজ, ফ্লিয়েন্‌স পালিয়েছে।

ম্যাক্‌বে। তবে আমার আবার পীড়া উপস্থিত হ'ল; নতুবা আমি আরোগ্যলাভ কর্‌তেম, প্রস্তরের ন্যায় অটুট হতেম, পর্ব্বতের ন্যায় অচল হ'তেম, ধরাব্যাপী বায়ুর ন্যায় স্বাধীন হ'তেম; এক্ষণে আমি ক্ষুদ্র, ক্ষীণ কারাগারে সন্দেহপাশে আবদ্ধ। কিন্তু এর সম্বন্ধে ত নিশ্চিন্ত?

১ম-হত্যা। হাঁ মহারাজ, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হোন, তার আর কোন উদ্বেগ নাই। রাস্তায় পড়ে আছেন, কুড়িটা ঘা মাথায়,—তার ভেতর যে ছোট খাটো, তাতেই মানুষের প্রাণ বেরোয়।

ম্যাক্‌বে। ভাল, ভাল,—উত্তম করেছ।
(স্বগত) বৃদ্ধ সর্প হয়েছে নিধন,
যে কীট ক'রেছে পলায়ন—
কালে তাহে জন্মিবে গরল,
বিষদন্ত হীন এবে।
(প্রকাশ্যে) যাও, কল্য পুনঃ দেখা হবে।

[হত্যাকারীর প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্। মহারাজ, আপনার অভ্যর্থনার ত্রুটী হ'চ্ছে। আদ্যোপান্ত নিমন্ত্রিতগণের সমাদর না হ'লে, পান্থনিবাসে অর্থদানে ভোজনের সদৃশ হয়। যদি ভোজনের আবশ্যক হ'ত, গৃহে ভোজন করলেই হ'ত। এরূপ সমারোহে অভ্যর্থনা নিতান্ত প্রয়োজন।

ম্যাক্‌বে। প্রিয়ে, যথার্থ বলেছ, সকলেই আহার করুন, পান করুন, আহার সুজীর্ণ হউক, স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করুক।

লেনক্। মহারাজ, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।

(ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার প্রবেশ ও ম্যাকবেথের আসনে উপবেশন)

ম্যাকবে। উদারস্বভাব ব্যাঙ্কো এ স্থলে উপস্থিত থাক্‌লে, আমাদের গৃহে স্বদেশগৌরব সমস্ত ব্যক্তি একত্রিত হ'তেন। কোন দুর্দ্দৈব আশঙ্কা অপেক্ষা তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্নেহের অভাবই অনুভূত হচ্ছে।

রস্। তিনি উপস্থিত না হ'য়ে সম্পূর্ণ অঙ্গী-

কার্য্য ভঙ্গ ক'রেছেন। মহারাজ আসুন, সভার গৌরব বর্দ্ধন করুন।

ম্যাকবে। সমস্ত আসনই পরিপূর্ণ দেখ্‌ছি।

লেনক্‌। এই তো মহারাজের আসন শূন্য রয়েছে।

ম্যাক্‌বে। কোথায়?

লেনক্‌। মহারাজ! এই যে। আর্য্য! কি নিমিত্ত এরূপ চঞ্চল হ'চ্ছেন?

ম্যাকবে। এ কাজ কার?

সকলে। মহারাজ, কি আজ্ঞা করছেন?

ম্যাকবে। আমি করেছি ব'ল না, শোণিতাক্ত কেশ আমায় কেন প্রদর্শন ক'চ্ছ?

রস্‌। মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন, মহারাজকে অসুস্থ দেখ্‌ছি।

লেডী-ম্যা। হে অমাত্য মহোদয়গণ! বসুন, আমার স্বামী যৌবনকাল হ'তে কখন কখন এইরূপ অবস্থাপন্ন হন, মুহূর্ত্তমধ্যেই সুস্থ হবেন, উঠ্‌বেন না, আপনারা ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন না, তা'তে উত্তেজনা করা হবে, উন্মত্ততা বৃদ্ধি পাবে। আহার করুন, ওঁর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন না। (ম্যাক্‌বেথের প্রতি) এই কি তোমার মহত্ব? তুমি কি মানুষ?

ম্যাক্‌বে। অতি নির্ভীক চিত্ত মনুষ্য। দেখ, যে দৃশ্যে দানবপতি ভীত হয়, আমি সাহসপূর্ব্বক দর্শন করছি।

লেডী-ম্যা। (জনান্তিকে) দিব্য সার হীন কথা—
আতঙ্ক চিত্রিত ছবি;
শূন্যগামী তরবারি সম,
কহ যাহা পথ প্রদর্শিল
ডন্‌ক্যানের হত্যাকালে।
থেকে থেকে বিভীষিকা অঙ্গ শিহরণ,
কল্পিত আতঙ্কে দিয়ে স্থান,
শোভা পায় স্ত্রীলোকের,—
হিমানী নিশিতে অগ্নিসেবা কালে
পিতামহী মুখশ্রুত গল্প আন্দোলনে।
লজ্জার এ প্রতিরূপ কি হেতু
এ বিকৃত বদন?
বার্ত্তা এই,
চেয়ে আছ একদৃষ্টে আসনের পানে।

ম্যাক্‌বে। করি হে মিনতি দেখ চেয়ে,
দেখ দেখ,—কি বল, কি বল?
কি,—কি চিন্তা আমার?
সক্ষম যদ্যপি তুমি মস্তক চালনে,
কর বাক্য উচ্চারণ!
যদ্যপি শ্মশানভূমি, সমাধি মন্দির
উদ্গীরণ করে পুনঃ সমাধিস্থ জনে,
তবে ত কবর-ভূমি, নহে ত কবর
পাকস্থলী গৃধ্রের কেবল।

[প্রেতাত্মার অন্তর্ধান।

লেডী-ম্যা। একি! মতিভ্রংশে
মনুষ্যত্ব দিলে বিসর্জ্জন?

ম্যাক্‌বে। মিথ্যা যদি নাহি হয়,
মম অবস্থান এই স্থানে,
নিশ্চয় দেখেছি তারে।

লেডী-ম্যা। ছিঃ ছিঃ, কি ঘৃণা!

ম্যাক্‌। হইতেছে রক্তপাত পূর্ব্বকাল হ'তে—
যে কালে সমাজবদ্ধ ছিল না মানব
নীতিধারা অনুসারে,
হইয়াছে হত্যাকাণ্ড শ্রবণ-ভীষণ
পূর্ব্বাপর আছে এ নিয়ম;
মস্তক টুটিল, মস্তিষ্ক ছুটিল,
মৃত হ'ল নর, তাহে ফুরাল সকলি।
কিন্তু এবে, পুনঃ ওঠে শিরে ল'য়ে
বিংশতি আঘাত;
বলে করে আসন হইতে চ্যুত।
এবে দেখি হত্যাকাণ্ড অতীব অদ্ভুত!

ডী-ম্যা। হে প্রভু, অমাত্য সকলে—
হের অপেক্ষায় তব।
ক্‌বে। হই বিস্মৃত সকলি,
না হও বিস্মিত—ওহে অমাত্য নিচয়!
আছে এ অদ্ভুত পীড়া মম,
যারা জানে নাহি গণে;
এস পান করি সবার কল্যাণে—
করি আসন গ্রহণ,
দেহ সুরা পাণ-পাত্র ভরি,
করি পান, সবাকার আনন্দ বর্দ্ধনে।
অনাগত বন্ধু মম
ব্যাঙ্কোর উদ্দেশে বিশেষতঃ;
উপস্থিত থাকিলে সে জন
কত হ'ত আনন্দ বর্দ্ধন।
তাঁর—আর অন্য সবাকার,
মঙ্গল উদ্দেশে করি পান।
ন। ভূপতির মঙ্গল উদ্দেশে করি পান,
সম্মান প্রদান কার্য্য আমা সবাকার।

ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার পুনরাবির্ভাব)

ব। দূর হ'! দৃষ্টির বাহিরে যা! পৃথিবী তোরে আচ্ছাদন করুক; তোর অস্থি মজ্জা-বিহীন, তোর শোণিত উষ্ণতাহীন, দৃষ্টিহীন চক্ষে কেন চেয়ে আছিস্?
ম্যা। হে বন্ধুগণ, এরূপ বরাবরই হ; আর কিছু নয়, তবে আজ্‌কের আনন্দ নষ্ট হ'ল।
ব। ধরি হৃদে অদ্ভুত সাহস,
ভল্লুর ধরে নর হৃদি।
য়, আয়, হ' রে সম্মুখীন
কের লোমশ ভল্লুক কায়া ধরি,
ণী কিম্বা ব্যাঘ্রের শরীরে;
মূর্ত্তি করিবে পরিহার,
যে আকার অভিপ্রায়;
দৃঢ়স্নায়ু মম কম্পিত না হ'বে কভু,
কিম্বা পুনঃ হও রে জীবিত—
তরবারি করে, রণে কর আবাহন
মরুভূমি মাঝে;
ভয়ে যদি গৃহে রহি লুকাইয়ে,
বালিকার পুতল আখ্যান দিও মোরে।
দূর হ' ভীষণ ছায়া!
দূর হ, অলীক অভিনয়!

[প্রেতাত্মার অন্তর্ধান।

আঃ! গেল চলে,
দেহে প্রাণ ফিরিল আবার!
স্থির হ'ন বসুন সকলে!
লেডী ম্যা। আনন্দের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ক'রলে, সমারোহ ভঙ্গ করলে; চমৎকার, চমৎকার বটে!
ম্যাক্‌বে। নহে ত সম্ভব এ হেন ঘটনা,
চ'লে যাবে নিদাঘ নীরদ ধারা সম,
ক্ষণমাত্র আচ্ছন্ন করিয়ে,
অন্তরে আঘাত বিনা;
বুঝিতে না পারি,—
আপনা পাসরি, হেন দৃশ্য হেরি,
না মিলায় বদনে আরক্ত আভা কার?
যাহে পাণ্ডু গণ্ড আশঙ্কায় মম।
রস্। কিবা দৃশ্য মহারাজ?
লেডী-ম্যা। না জিজ্ঞাস কোন কথা
মিনতি আমার;
বাড়িতেছে ব্যাধি,—
জিজ্ঞাসিলে বাড়িবে অধিক।
হ'ন বিদায় সকলে,
ধারাবাহী গমনে নাহিক প্রয়োজন,
যান সবে।
লেনক্‌। বিদায় এখন,
মহারাজ করুন আরোগ্য লাভ।

লেডী-ম্যা। আসি হে বিদায়
আমি সবার নিকটে।

[ম্যাক্‌বেথ ও লেডী-ম্যাকবেথ ব্যতীত
সকলের প্রস্থান।

ম্যাক্‌বে। শোণিত—শোণিত চাহে ;
কহে সবে, শোণিতের পরিবর্ত্তে
শোণিত মোক্ষণ।
শুনেছি সচল হয় অচল প্রস্তর,
বৃক্ষগণে কহে ভাষা,
কাক তোতা,
কুৎসিৎ বিহঙ্গ রবে হ'য়েছে গণনা,
কার্য্য কারণের—
গুপ্ত সম্বন্ধ-শৃঙ্খল প্রকাশিত—
যাহে অতি গুহ্য হত্যা হ'য়েছে প্রমাণ।
কত রাত্রি ?
লেডী-ম্যা। উষা সনে দ্বন্দ্ব করে নিশা
আধিপত্য হেতু যেন।
ম্যাক্‌বে। অনুমান কিবা তব তাহে,
রাজ-আজ্ঞা করি অবহেলা,
কি হেতু ম্যাক্‌ডফ—
নিমন্ত্রণ কৈল অস্বীকার ?
লেডী-ম্যা। তত্ত্ব কিছু নে'ছ তার ?
ম্যাক্‌বে। ল'ব তত্ত্ব,
জানিয়াছি পরম্পরা কিছু।
এ রাজ্যে যতেক আছে অমাত্য-প্রধান,
প্রতি ঘরে আছে মম গুপ্তচর
বৃত্তি-ভোজী।
কালি যাব ভেটিতে ডাকিনীগণে,
যাইব ত্বরায়,
করিব শ্রবণ অধিক কি বলে আর ;
ভাগ্য যাহা জানিব নিশ্চিত—
এ সঙ্কল্প দৃঢ় মম।
হয় হোক অমঙ্গল ভাগ্যে লেখা যত,
কুৎসিত পন্থায়, তাহা হব অবগত ;
পথের কণ্টক যত করিয়া মোচন
নিজ কার্য্য করিব সাধন,
এতদূর চলিয়াছি রুধির আপ্লুত পথে—
অগ্রসর যদি নাহি হই সে কর্দ্দমে
সম ক্লেশ পুনরাগমনে ;
বিভীষিকা কল্পনা ক'রেছি যত—
করে তাহা করিব সাধন ;
মন্তব্য, করিব অগ্রে কার্য্যে পরিণত,—
অভিপ্রায় কেহ না হইবে অবগত।
লেডী-ম্যা। প্রকৃতি রক্ষণে তব
নিদ্রা প্রয়োজন।
ম্যাক্‌বে। চল যাই করি গে বিশ্রাম।
হ'য়েছি সম্প্রতি ব্রতী,
সেই হেতু আতঙ্কে নেহারি
কল্পনার বিভীষিকা ছবি ;
অভ্যাসে কঠিন হব,
আপাততঃ এই কার্য্যে নহি ত প্রবীণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

উষর ক্ষেত্র।

(বজ্রনাদ — হিকেটের প্রবেশ ও তিন জন ডাকিনীর সহিত সাক্ষাৎ)

১ম ডা। কেন বল ডাইনী ধাড়ী,
চোখ দুটো তোর রাগা রাগা ?
হিকেট। থাক্ থাক্ থাক্ !
আবাগী সাধে রাগি—
জানিস্ নি কি দিচ্ছিস্ দাগা ?

বুকের পাটা এম্‌নি আঁটা
খেল্ খেলালি মিলে জুলে।
হেঁয়ালি ঝাড়্‌লি যত,
খুন খারাপীর ব্যাসাৎ তত
পুছ্‌লি না তো আমায় ভুলে।
কুহকের আমি রাণী,
লুকিয়ে ক'রে কাণাকাণি,
শিখিয়ে দিছি বাকিয়োক্তি;
দিলি নি কোন সাড়া,
কারসাজি না হ'ল কাড়া,
ভাগ দিলি নি আমায় তোরা,
নই কি আমি তোদের সাথী?
বাড়ালি কা'কে এত,
নয় তো সেটা মনের মত,
ঘেন্না করে দেখ্‌তে নারে,
কাজ গোছালে কে পায় তারে।
যদি সব চাস্ লো ভালাই,
বলি যেমন ক'র্ গে যা তাই,
যা নরকের নদীর ধারে।
কাল সকালে কর্‌বে দেখা,
সকালে সে আস্‌বে একা,
আপন বরাত যাবে জেনে।
আনিস্ কুহকের কড়া,
পড়িস্ কুহকের ছড়া,
কুড়িয়ে কুহক আন্‌বি টেনে।
হাওয়ায় ঘুরে রাত দুপুরে,
থাক্‌ব খুন'খুনী কাজে।
না হ'তে দুপুর বেলা,
হবে লো বিষম খেলা,
হবে লো ডাইনী মেলা,
ডাইনী জুটে বিষম ধাঁজে।
চাঁদের কোণে আছে মাখা,
এক কোঁটা জল ধোঁওয়া ঢাকা,
কোঁটাটুকু কুহক ভরা;
ছুঁয়ে না প'ড়্‌তে কোঁটা,
নেব গোটা,
তাই নিয়ে কাজ চাতর করা।
হাওয়ায় গড়া দত্যি দানা,
উঠবে কত নাই ঠিকানা,
ক'র্‌বে তারা ভেল্‌কী কত,
খাবে ছোঁড়া খতমত,
আপন বকৃতে মেরে লাথি,
মরণকে সে কর্‌বে সাথী,
থাক্‌বে না তার ঠাঁই ঠিকানা,
বাঁধ্‌বে আশা ষোল আনা,
মান্‌বে না ভয়ের মানা,
ধর্ম্মের গালে দেবে ঠোনা।
কত আর ব'ল্‌ব লো ছাই,
জানিস্ তো তোরা সবাই,
নিশ্চিন্দীর মতন লোকের
অমন কি আর আছে বালাই?
শোন্ শোন্ ডাক্‌ছে আমায়,
খুদে ভুতের ছাঁই,
কুয়াসার মেঘে বসে,
চাচ্ছে আমায়—যাই।

১ম ডা। চল চল চল্‌লো চলে,
ফিরে ও এলো বলে।

(অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত)

ইমন্-ভূপালী—পটতাল।

তর্ তর্ তর্ তর্ ফর্ ফর্ ফর্ ফর
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ নিশি যায়।
কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ
কাঁদুনী ওই ওই লো বায়।
গর্ গর্ গর্ গর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ চ'লে চল।
ফিস্ ফিস্ ফিস্ ফুস্ ফুস্ ফুস্
খুনের কাণে কথা বল্।

চক্‌ চক্‌ চক্‌ চক্‌ ঝক্‌ মক্‌ ঝক্‌ মক্‌
ফেলে মেঘে বিজলী আর খেলি,
দ্যাথ্‌ দ্যাথ্‌ দ্যাথ্‌ দ্যাথ্‌
খোঁজে মোদের কে কোথায়
যাই সেথায়,
ছুটে পুটে মিঠে মিঠে শোনাই তায়,
মাতে যায়, আয়, আয় আয়।

[অন্তর্ধান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ফরেসের রাজবাটী

(লেনক্স ও জনৈক লর্ডের প্রবেশ)

লেনক্‌। মহাশয়কে আর অধিক নিবেদন ক'রব কি? মহাশয় তো মনে মনে বুঝ্‌তে পাচ্ছেন; কেবল আমার বক্তব্য এই যে, ঘটনা-প্রণালী বড় আশ্চর্য্য। উদারচরিত ভূতপূর্ব্ব রাজা, ম্যাক্‌বেথের হস্তে আত্মসমর্পণ ক'রলেন, কি সংবাদ?—তিনি খুন হ'লেন। বীরপ্রধান ব্যাঙ্কো পথে আস্‌তে সন্ধ্যা হ'য়েছিল, মহাশয় ইচ্ছা করেন—ব'লতে পারেন তাঁর পুত্র তাঁরে হত্যা ক'রেছে কেননা তাঁর পুত্র পলায়ন ক'রেছে। এখন সন্ধ্যার পর চলা বিপদ্‌! ম্যাকম, ডনাল্‌বেন রাজপুত্রদ্বয় কি নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার ক'ল্লেন, কে না এ কথা ব'লেছেন? কি বলেন, কি অত্যাচার! ম্যাক্‌বেথ কত দুঃখ কল্লেন। আহা! তিনি ধর্ম্ম উত্তেজিত রোষ-ভরে তৎক্ষণাৎ গিয়ে দুজন হত্যাকারীকে বধ ক'ল্লেন, যারা মদ্যপানে সুখে অচেতন হ'য়েছিল। ওঃ! কত বড় উচ্চাশয়ের কার্য্য! খুব সুবুদ্ধির কার্য্য বটে, কারণ যার না অন্তঃকরণে ক্রোধের সঞ্চার হ'ত,—যখন তারা অস্বীকার করতো, 'আমরা হত্যা করি নি'; তাইতে বলছি, বেশ সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন ক'রে আস্‌ছেন। আমার বিবেচনা হয়, ডন্‌কানের পুত্রদ্বয়কে যদি একবার চাবিতালার ভেতর পেতেন ভগবানের ইচ্ছায় তা হ'ল না,—পিতৃহত্যা যে কেমন, তা টের পাইয়ে দিতেন; ব্যাঙ্কোর পুত্র ফ্লিয়েন্স তিনিও টের পেতেন। রহুন, শুন্‌ছি স্পষ্টবক্তা ম্যাক্‌ডফ্‌ নিমন্ত্রণে যান নাই, সেই নিমিত্ত তাঁর পদচ্যুতি হয়েছে। মহাশয়, ব'লতে পারেন, তিনি এক্ষণে কোথায়?

লর্ড। ডনক্যানের এক পুত্র,—যাকে পৈতৃক সম্পত্তি হ'তে এই নিষ্ঠুর বঞ্চিত ক'রেছে, ইংলণ্ডের রাজসভায় আছেন। ধর্ম্মাত্মা ইংলণ্ডের ঈশ্বর তাঁর দুর্দ্দশায় অবজ্ঞা না ক'রে, যথেষ্ট সম্মানের সহিত তাঁকে স্থান দিয়েছেন; ম্যাক্‌ডফ, সেই স্থানেই গেছেন। তাঁর অভিপ্রায়, পুণ্যাত্মা রাজসমীপে আবেদন জানান যে, তিনি সৈন্য সামন্ত দিয়ে সাহায্য করেন। তাঁর সেই সাহায্যে ও ঈশ্বর-কৃপায় যেন আমাদের নিরুদ্বেগে ভোজন আর নিশিতে নিদ্রা হয়। রুধির-প্রয়াসী ছুরী যেন ভোজন সমারোহে না চলে, যেন ভক্তি সহকারে রাজপূজা করা যায়, আর চাটুবচন প্রয়োগ ব্যতীত যথাযোগ্য সম্মান পাওয়া যায়। আমাদের যে সকল মর্ম্মপীড়া তা যেন মোচন হয়। এই সংবাদে রাজা এত ক্রুদ্ধ যে, তিনি যুদ্ধ ক'রতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

লেনক্‌। তিনি ম্যাক্‌ডফকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠান নি?

লর্ড । হাঁ, তার উত্তর এই যে, 'আর্থু ! আমা হ'তে হবে না' ; এই কথা নিয়ে দূত ফিরে এল, যেন বিকৃত মুখভাবে ব'ল্তে ব'ল্তে এল,—'এই উত্তর দিলে সময়ে টের পাবে !'

লেনক্ । হাঁ, তাঁর সাবধান থাকা উচিত, যত দূর তফাতে থাক্তে, পারেন, থাকা কর্ত্তব্য । কোন দেবদূত, দ্রুত পক্ষভরে তাঁর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হ'য়ে তাঁর আবেদন রাজসমীপে জ্ঞাপন করেন, যেন ভারাক্রান্ত জন্মভূমি পাপহস্তে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়ে, অচিরে ভগবানের দয়ালাভ করে ।

লর্ড । আমি ঈশ্বরের কাছে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে কুহক কটাহ ।

(বজ্রনাদ—ডাকিনীত্রয়ের প্রবেশ)

১ডা । তিনবার চিতে মেনি,
ডাক দিয়েছে মিউ মিউ মিউ ।

২য় ডা । রেতো শোর কানাচ থেকে তিনটে,
ডেকে কল্লে আবার কিঁউ কিঁউ কিঁউ ।

৩য় ডা । তুকো দানা ডেকে গেল,
সময় হ'লো, সময় হলো ।

১ম ডা । চল্ চল্ ঘুরে ফিরে,
চল্ ঘুরে চল্ কড়া ঘেড়ে,
বিষ মাখান আঁতিভুঁতি,
কড়ার মাঝে দেত ছেড়ে ।
কন্ কনে পাথর চাপা,
বোড়া কোলা থাক্ত গেড়ে,
ঠিক্ ঠাক্ একত্রিশ দিন,
দিনে রেতে গুন্লে হবে ।
বিষের ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে,
বিষ গেছে তার গায়ে বেড়ে,
দে লো দে কুহক কড়ায়,
দে লো সেটা আগে ছেড়ে ।

সকলে । খাট্ খাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জলুক আগুন ।

২য় ডা । জলার সাপের ডুমোখানা,
সেদ্ধ ক'রে সেঁকে নে না,
আঞ্জনীর চোখ্টা নিয়ে,
কোলা ব্যাঙের আঙ্গুল দিয়ে,
বাদুড়ের পর কেটে নে,
কুকুরের জিব তাতে দে,
বোড়া সাপের জিব খানা দুগুল,
ছিঁড়ে নে কাণা মাছির হুল,
গিরগিটীর ঠ্যাংটা নে না,
দেনা প্যাঁচার ছানার ডানা,
লাগ্‌বে যাতে ঘোর কুহকের গোল,
ঘেঁটে ঘেঁটে ফুটিয়ে নে না
হোক নরকের ঝোল ।

সকলে । খাট্ খাটুনি দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জলুক আগুন ।

৩য় ডা । ছেড়ে দে নেকড়ে বাঘের দাঁত,
সাপের এঁসো মিশিয়ে নে তার সাথ ।
শুট্‌কি করা ডাইনী মরা,
নোনা হাঙ্গর ক্ষিধেয় জরা,
টুঁটীটে নে না ছিঁড়ে,
ঝাঁঝ ক'রে নে ভুঁড়ী ফেড়ে,
বিষের চারার শেকড় খানা,
আঁধার রেতে খুঁড়ে আনা,
দেবতাকে গাল্ দেছে সেঁটে,
নে এ য়ীহুদীর মেটে,

ছাগলের পিত্তি খোবা,
নিয়ে লো কড়ায় চোবা,
কবর ভুঁইয়ের ঝাউয়ের ডাঁটা,
গেরণের রেতে কাটা,
তুরকীর নাকের বোঁটা,
তাতারের ঠোঁট্‌টা মোটা,
বিয়িয়ে ছেলে খানার ধারে,
মুখ টিপে তায় দেছে সেরে,
জ্বালনেলে আঙুল চেলে,
এনে দেলো কড়ায় ফেলে,
থক্‌থকে ঘন ঘন,
কর ঝোল্‌ কথা শোন,
বাঘের ভুঁড়ী তার উপরে,
মসলা রাখ কড়া ভ'রে।

সকলে। খাটুখাটুনী দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
ফুটুক কড়া জলুক আগুন।

২য় ডা। হুনোর রক্ত ঢাল্‌লে ঝোলে,
থাক্‌বে কড়া সম শীতলে,
যাবে খুব কুহক ফ'লে,
যাবে খুব কুহক ফ'লে।

(হিকেটের প্রবেশ)

হিকেট। বেশ্‌ বেশ্‌ বেশ্‌ লো,
তোরা কল্লি ভাল খেটে খুটে;
পাবি যা নিবি তোরা,
সবাই মিলে জুটে পুটে।
মোহিনী মন্তরে সব, ঢেলে দে যাদু করে,
দত্যি দানা পরীর মত ফুরফুরে,
সুর ক'রে, হাত ধ'রে—
আয় আয় কড়া বেড়ে যাই ঘুরে।

(অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত)

মিশ্র—পটতাল।

কালা কালী কটা লালী, মিলে জুলে চলে আয়,
ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌।
টম্‌ টম্‌ বম্‌ বম্‌ বাদ্যে বাজ্‌বে
রণারণি হানাহানি খুন।
মেঘের কোলে লোপ্‌ জলে,
যে যেখানে চলে-বলে
আয় আয় আয়।
আয় আয় কুয়াসায়, আয় আয় ঘূর্ণীবায়,
ঘুরে ফিরে-সুরে সায়ে আয় আয় গাই,
ডাকি তাই—আয় সবাই, কর গান—তোল তান
গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌।

[হিকেট ও তৎসঙ্গিনী ডাকিনীগণের অন্তর্ধান।

২য় ডা। আমার বুড়ো আঙুল
চুলকুলো লো চুলকুলো,
কু আকারে দেখ্‌ লো বুঝি কে এল?
ওই কে ঠ্যালে,
ওই কে ঠ্যালে, ওই কে ঠ্যালে,
তালা যা খুলে,
তুই যা খুলে, তুই যা খুলে।

(ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ম্যাক্‌বে। তমাচ্ছন্ন ঘোরা নিশা সহচরী,
বিভীষণা গুহ্য কুহকিনী বিকটা ডাকিনী,
সবে মিলি কি কাজে র'য়েছ রত?

সকলে। নাই কো তার নাম,
কি বল্‌বো বল তা।

ম্যাক্‌বে। কুহকের দোহাই তোদের,
সুধাই কহ রে সত্য ভাষা।
কে জানে, কিরূপে জান বার্ত্তা ভবিষ্যৎ!
দেহ প্রশ্নের উত্তর মম—
দেহ প্রশ্নের উত্তর।
খুলে যদি বায়ুর মণ্ডল,
তাহে ভাঙ্গিতে মন্দির চূড়া,
নাচে যদি ফেণিল তরঙ্গরাশি—
গ্রাসিতে অর্ণবপোতচয়,

শক্তবীর্য্য যদি হয় নাশ,
মূলচ্যুত হয় তরুরাজি,
দুর্গ শির পড়ে খসে রক্ষকের মাথে,
ভিত্তি হ'তে ধ'সে পড়ে স্তম্ভ বা প্রাসাদ,
লণ্ড ভণ্ড হয় যদি প্রকৃতি আকারে,
সৃষ্টির অঙ্কুর যত,
বিশ্বগ্রাসী সর্ব্বনাশী প্রলয় যদ্যপি
হয় তায় মন্দানল,—
দেহ উত্তর আমার,—
সুধাই যে বার্ত্তা, দেহ উত্তর তাহার।

১ম ডা। বল, বল।

২য় ডা। কি চাও, কি চাও ?

৩য় ডা। বলি, বলি-নাও শুনে নাও,—
নাও শুনে নাও।

১ম ডা। শুন্‌বে কি মোদের মুখে ?
না হয় আনি মুনিব ডেকে।

ম্যাক্‌বে। ডাক, ডাক—দেখা দিক আসি সবে।

১ম ডা। যেটা তার ন টা ছানা খেলে,
সেই মাগী শোরটার রক্ত দেত ঢেলে।
ফাঁসিকাটের গায় চর্ব্বি টস্‌টসায়,
আন্ চেলে আগুন দে চেলে।

সকলে। ওঠ ওঠ, বড় ছোট,
কাজ কর সাফাই ডাকি তোদের তাই।

(বজ্রনাদ—কাটামুণ্ডের উত্থান)

ম্যাক্‌বে। বল মোরে—
অজানিত কেবা শক্তিবান্ ?

১ম ডা। জানে তোমার মন,
কোন কথা ক'ও না এখন।

কাটামুণ্ড। ম্যাক্‌বেথ ! ম্যাক্‌বেথ ! ম্যাক্‌বেথ !
সাবধান ! সাবধান ! সাবধান !
ম্যাক্‌ডফ ! ছেড়ে দে ছেড়ে দে !
ঢের হ'য়েছে ! ঢের হ'য়েছে !

[অধোগমন।

ম্যাক্‌বে। যে হও সে হও,
সতর্ক করিলে, আমি বাধিত তাহায়।
মম আশঙ্কা যথায়,
লক্ষ্য তুমি ক'রেছ সে স্থান ;
এক কথা সুধাই তোমায় আর।

১ম ডা। তোর কথাতে কি থাকে ?
ওর ও চেয়ে আস্‌বে বড়
জিজ্ঞাসা কর তাকে।

(বজ্রনাদ—শোণিতাক্ত শিশুর উত্থান)

শো-শি। ম্যাক্‌বেথ ম্যাক্‌বেথ ! ম্যাক্‌বেথ !

ম্যাক্‌বে। যদ্যপি শ্রবণত্রয় থাকিত আমার,
শুনিতাম তোর বাণী।

শো-শি। কর হত্যা, রহ সদা অটল অভয়,
নারী-পুত্র হ'তে তব নাহি কিছু ভয়।

[অধোগমন।

ম্যাক্‌বে। রহ তবে জীবিত ম্যাক্‌ডফ !
তোমারে নাহিক ভয় আর ;
তথাপি নিশ্চিন্ততর করিতে নিশ্চিত,
ভবিতব্য করিতে পূরণ,
জীবিত না র'বে তুমি আর।
অন্তরে হইবে যবে পাণ্ডুমুখ আশঙ্কা উদয়—
কহিব তাহায়, মিথ্যাবাদী তুই।
গর্জ্জে যদি গর্জ্জুক ঝঞ্ঝনা,
ঘুমাইব নিশ্চিন্ত হইয়ে।

(বজ্রনাদ—শাখা করে মুকুটধারী শিশুর উত্থান)

একি দেখি—উঠে যেন নৃপতি নন্দন'
করিয়াছে শিশু শিরে মুকুট ধারণ।

সকলে। শোন, শোন, ক'ও না কথা কোন।

মু-শিশু। মদে মত্ত রহ সদা, সিংহের প্রতাপে,
কর উপেক্ষা সকল।
কে কোথায় রোষে,
কে কোথায় দোষে,

ষড়্‌যন্ত্রে রত কে কোথায়,
মনে নাহি দেহ স্থান।
বিরুদ্ধে তোমার—
ডন্‌সিনান শিখরেতে বার্ণাম কানন,
না উঠিলে তব নাহি হইবে পতন।

[অধোগমন।

ম্যাক্‌বে। এত নহে সম্ভব কথন,
শক্তি কার অটবী চালনে!
বদ্ধমূল তরু কার শুনিয়ে বচন
ত্যজিবে আপন স্থান?
অতি শুভ মঙ্গলসূচক এ গণনা।
বিদ্রোহ না তোল শির কভু,
যত দিন কানন না চলে।
বসি উচ্চস্থানে—
করিব প্রকৃতিদত্ত জীবন যাপন;
সময়ে এ প্রাণবায়ু যাবে দেহ ছাড়ি,
রীতি যথা শরীর ধারণে;
তথাপিও অধীর অন্তর মম জানিতে বারতা,
বল মোরে, জান যদি
সমাচার গণনা প্রভাবে—
ব্যাঙ্কোর সন্তানগণে
ভূপাল কি হ'বে এই ধামে?

সকলে। আর শুন্‌তে মানা,
আর কিছু চেও না।

ম্যাক্‌বে। পূরাব বাসনা।
বঞ্চিত যদ্যপি কর ইথে,
শাপভ্রষ্ট রহ চির দিন।
দেহ বার্ত্তা,—

[কটাহ নিমজ্জন।

অকস্মাৎ নাবিল কটাহ কি কারণ,
কোথা হ'তে উঠে যন্ত্রধ্বনি?

১ম ডা। দেখাও!

২য় ডা। দেখাও!

৩য় ডা। দেখাও!

সকলে। দেখিয়ে দেত আঁতে ঘা,
ছায়ার মত এসে যা।

(ধারাবাহীরূপে অষ্ট রাজমূর্ত্তির প্রবেশ ও প্রস্থান, অষ্টমের হস্তে দর্পণ সর্ব্বশেষে ব্যাঙ্কোর প্রবেশ ও প্রস্থান)

ম্যাক্‌বে। মৃত ব্যাঙ্কোর সদৃশ আকার রে তোর
প্রবেশ পাতালে, মুকুটে ঝলসে আঁখি মম।
স্বর্ণ মণ্ডিত ভাল, রে দ্বিতীয় ছবি,
কেশ তোর প্রথমের মত।
আকারে সদৃশ একি তৃতীয় উদয়;
বীভৎসা প্রেতিনি!
কোন্ হেতু এ দৃশ্য করিস প্রদর্শন?
একি চতুর্থ আবার,
চক্ষু হো'ক কক্ষচ্যুত,—
প্রলয় অবধি চলিবে কি এই স্রোত?
একি, আর? পুনঃ অপর মুরতি!
নেহারি সপ্তম, আর না দেখিব!
অষ্টম প্রকাশ, করে ধ'রে মোহিনী দর্পণ।
প্রতিবিম্বে প্রদর্শিছে আরো কত জন—
দুই মুকুট কাহার,
তিন রাজদণ্ড কার করে,—
দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
সত্য ইহা বুঝেছি এখন,
শোণিতাঙ্গ ব্যাঙ্কো হাসে,
দেখায় সকলে আপন নন্দন বলি,—
সত্য এ সকল?

(ছায়ামূর্ত্তির তিরোধান)

১ম ডা। সত্যি বটে, সত্যি বটে,
ক্যাল্ ফেলিয়ে আছে চেয়ে,
বুদ্ধি তো ওর নাইক বটে।
আয় বোন্, সবাই মিলে,
ওর ভুরু মন দিই গো ভুলে,

আমাদের আমোদ দেখাই,
বাহু হাওয়ার বাজনা শোনাই—
ঘুরে নাচ্ তোরা সবাই।
আদর কত ক'ল্লুম রাজায়,
রাজা যেন গুণ গেয়ে যায়।

(অবশিষ্ট ডাকিনীগণের আবির্ভাব ও গীত)

বেহাগমিশ্রিত—পট্‌তাল।

কড়্ কড়্ কড়াৎ, পড়্ পড়্ ঝন্ ঝনা।
থর্ থর্ মাটী কাঁপ, খানা খানা খানা খানা,
পাহাড় হ' খানা খানা।
মড়্ মড়্ মড়্ গাছের মাথা ভাঙ্গ্‌রে ঝড়,
তড়্ তড়্ শিলে পড়্;
লাখে লাখে পাকে পাকে,
নেচে নেচে ঝাঁকে ঝাঁকে দে হানা॥

[ডাকিনীগণের অন্তর্ধান।

ম্যাক্‌বে। কোথা গেল?
লুকালো সকলে,
যেন পঞ্জিকায়,
আজিকার দিনে এ সময়,
কুক্ষণ লক্ষিত রহে।
এস, কে আছ কোথায়?

(লেনক্সের প্রবেশ)

লেনক্স। কিবা আজ্ঞা মহাশয়?
ম্যাক্‌বে। বিকটা ডাকিনীত্রয়ে ক'রেছ দর্শন?
লেনক্স। কই, না প্রভু!
ম্যাক্‌বে। যায় নাই তোমাদের পথে?
লেনক্স। কই, কোথা? দেখি নাই প্রভু!
ম্যাক্‌বে। হোক সেই বায়ু কলুষিত—
যাহে তারা করে আরোহণ,
তা সবারে যে করে প্রত্যয়—
তার হোক অধোগতি।
শুনিলাম অশ্ব পদধ্বনি,
আইল হেথা কোন্ জন?
লেনক্স। আইল দূত দুই তিন জন—
বার্ত্তা দিতে নৃপতি সমীপে,
ইংলণ্ড প্রদেশে
পলায়ন ক'রেছে ম্যাক্‌ডফ।
ম্যাক্‌বে। ইংলণ্ডে ক'রেছে পলায়ন?
লেনক্স। হাঁ মহারাজ!
ম্যাক্‌বে। সময় বিরোধী তুমি,
কার্য্যে মম হও প্রতিবাদী।
অস্থির মন্তব্য কভু না হয় সাধন,
মন্ত্রণার পার্শ্বগামী কার্য্য না হইলে।
যে ভাব যখন হবে অন্তরে উদয়,
সেইক্ষণে হস্ত মম করিবে সমাধা,
এ নিয়ম এই দণ্ড হ'তে—
এবে উদয় হয়েছে মনে,
কার্য্যে এইক্ষণে পূরণ করিব তাহা।
অকস্মাৎ হানা দিয়ে ম্যাক্‌ডফের গৃহে,
অসিধারে করিব অর্পণ
দারা পুত্র তার,
আর অন্য যেবা তার উত্তরাধিকারী।
বাতুলের মত নহে বাক্যব্যয় আর,
না হ'তে শিথিল মন্তব্য, কার্য্য হবে।
কিন্তু না চাই এ ভীষণ দর্শন;
চল কোথা দূতগণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ফাইফ্-ম্যাক্‌ডফের দুর্গ।

(লেডী ম্যাক্‌ডফ, ছেলে ও রস্)

লেডী-ম্যাক্‌ড। কি এমন গর্হিত কাজ ক'রে
ছিলেন, যাতে তাঁরে পালাতে হ'ল?

রস্। দেবি, ধৈর্য্য ধরুন।

লেডী-ম্যাক্‌ড। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ অধীর, পলায়ন করা অতি অবিবেচনার কার্য্য হ'য়েছে। আমরা রাজদ্রোহী নই, কিন্তু আশঙ্কায় রাজদ্রোহীর ন্যায় ব্যবহার হ'লো।

রস্। সুবিবেচনা বা ভয়ের কার্য্য আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না।

লেডী-ম্যাক্‌ড। বিবেচনার কার্য্য! যেথান হ'তে তিনি পলায়ন ক'রেছেন, সেথানে স্ত্রী পুত্র গৃহ সম্পত্তি সমস্ত রেখে গিয়েছেন। আমাদের তিনি ভাল-বাসেন না, তাঁর হৃদয় স্বভাবপ্রসূত স্নেহহীন। অতি ক্ষুদ্র টুন্‌টুনি পক্ষীও, নীড়ে শাবক রক্ষণের নিমিত্ত পেচকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাঁর সকলই ভয়, ভালবাসা নাই, বিবেচনাও সেইরূপ ক্ষুদ্র, যুক্তি বিরুদ্ধ,—পলায়নেই তা প্রকাশ।

রস্। হে সুশীলা! আমার মিনতি, আপনি স্থির হোন্। আপনার স্বামীর মঙ্গলের নিমিত্ত স্থির হোন্। তিনি উচ্চাশয়, সুবোধ, জ্ঞানী, এবং সময়ের অবস্থা তিনি সম্পূর্ণ অবগত; আমি সাহস ক'রে অধিক বল্‌তে পাচ্ছি না। এ অতি নিষ্ঠুর কাল উপস্থিত, আমরা রাজদ্রোহী ব'লে পরি-গণিত; কিন্তু কেন—আর কখন হলেম, তা আমরা জানি না। জনশ্রুতি শুনে ভয় পাই, কিন্তু কিসের আশঙ্কা তা জানি না। আমরা উত্তাল তরঙ্গ অর্ণবে ভাসমান, দুলে দুলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি এক্ষণে বিদায় হই, শীঘ্র ফিরে আস্‌ব। মন্দ অবস্থা চরম সীমা প্রাপ্ত হ'লে হয় নিঃশেষ হয়, নয় পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বৎস, ঈশ্বর মঙ্গল করুন, আমি আসি।

লেডী-ম্যাক্‌ড। আহা! পিতা থেকেও পিতৃহীন।

রস্। আমরা অধিক ক্ষণ বিলম্ব করা বাতুলের কার্য্য হ'বে, নিজ অপমান ও আপনার দুঃখের কারণ হ'ব; আমি এখনই বিদায় লই।

[প্রস্থান।

লেডী-ম্যাক্‌ড। ওরে, তোর বাপ মরেছে। কি ক'রে খাবি এখন?

ছেলে। পাখীতে যে ক'রে খায় মা।

লেডী-ম্যাক্‌ড। কি রে, পোকা মাকড় খেয়ে থাক্‌বি না কি?

ছেলে। কেন পাখীরা যা পায় তাই খেয়ে থাকে, আমিও যা পাব, তাই খেয়ে থাকব।

লেডী-ম্যাকড। আ অবোধ শাবক! তুই কখনও ব্যাধের জালে ভয় পাবি না।

ছেলে। কেন ভয় পাব মা? খারাপ পাখীর জন্যে তো জাল পাতে না? তুমি যতই বল না, আমার বাপ ত মরে নি।

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ মরেছে। তুই বাপ কোথা থেকে আন্‌বি?

ছেলে। তুমি স্বামী কোথায় পাবে?

লেডী-ম্যাক্‌ড। কেন, আমি বাজার থেকে গোটা কুড়ি কিনে আন্‌ব।

ছেলে। তা হ'লে তুমি তক্ষুনি আবার বাজারে বেচে ফেল্‌বে।

লেডী ম্যাক্‌ড। তোর যত টুকু বুদ্ধি, তত টুকু ব'লেছিস্, কিন্তু ঠিক্ ব'লেছিস্।

ছেলে। হাঁ মা, আমার বাপ কি বিশ্বাস-ঘাতক?

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ, বিশ্বাসঘাতক বৈ কি।

ছেলে। বিশ্বাসঘাতক কাকে বলে মা?

লেডী-ম্যাক্‌ড। কেন রে, যে মিথ্যে লোকে মিথ্যা কথা বলে।

ছেলে। যারা মিথ্যা কথা বলে, তারাই বিশ্বাসঘাতক ?

লেডী-ম্যাক্‌ড। হাঁ, তারাই বিশ্বাসঘাতক, আর তারা ফাঁসী যায়।

ছেলে। যারা মিথ্যে কথা বলে, তারাই ফাঁসী যাবে ?

লেডী ম্যাক্‌ড। হাঁ, সকলাই যাবে।

ছেলে। কারা ফাঁসী দেবে ?

লেডী-ম্যাক্‌ড। কেন, যারা ভালমানুষ।

ছেলে। তবে তো মিথ্যাবাদী গুলো বড় বোকা, মিথ্যেবাদীই তো ঢের, তারা সবাই মিলে ভালমানুষদের কেন ফাঁসী দেয় না ?

লেডি-ম্যাক্‌ড। আ বাঁদর! ভগবান্ তোকে রক্ষা করুন! এখন তোর বাপের জন্য কি ক'র্‌বি বল্ ?

ছেলে। বাবা মরে নি, তা হ'লে তুমি কাঁদ্‌তে। আর ম'রে থাকেন তুমি না কাঁদ, নূতন বাবা হ'বে।

লেডী-ম্যাক্‌ড। আহা কি মিষ্টি কথা!

(জনেক দূতের প্রবেশ)

দূত। দেবি, আপনাকে ঈশ্বর রক্ষা করুন! আমি আপনার নিকট অপরিচিত, আপনি অতি পুণ্যাত্মা আমি জানি, এই নিমিত্ত সংবাদ দিতে এসেছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে বিপদ নিকট, যদি আমার মত হীন ব্যক্তির উপদেশ গ্রহন করেন, এখানে থাকবেন না, আপনার ছেলে পুলে নিয়ে পালান। আমি নরাধম, আপনার নিকট ভয়ের কথা উত্থাপন কল্লেম, কিন্তু আপনার আসন্ন বিপদ জেনে যদি সংবাদ না দিই, সে অতি নির্দ্দয়ের কার্য্য হবে। আমার আর এখানে অধিকক্ষণ থাকৃতে সাহস হ'চ্ছে না। ভগবান্ আপনাকে রক্ষা করুন।

[প্রস্থান।

লেডী ম্যাক্‌ড। কোথায় যাব ? আমি তো কোন দোষ করি নাই। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, যে পৃথিবীতে আছি, সেথায় কুকাজ প্রশংসনীয়, সুকাজ প্রায়ই বাতুলতা ও বিপদকর, তবে আমি দোষ করি নি ব'লে কেন আর নারীসূচক প্রতিবাদ করি। এরা কারা ?

(হত্যাকারীগণের প্রবেশ)

১ম হত্যা। তোর স্বামী কোথা ?

লেডী-ম্যাক্‌ড। ভরসা করি, এমন অপবিত্র স্থানে নাই, যেখানে তুই তাকে দেখ্‌তে পাবি।

১ম-হত্যা। সে রাজার শত্রু!

ছেলে। মিথ্যেবাদী, ঝুম্‌ড়ো চুলো নরাধম!

১ম-হত্যা। হুঁ, ডিমে এত ঝাঁজ! (ছোরার আঘাত) বিশ্বাসঘাতকের ছানা!

ছেলে। মা, পালাও—মা, পালাও! আমায় খুন করেছে! মিনতি করি মা,—পালাও!

(মৃত্যু)

লেডী-ম্যাক্‌ড। খুন ক'র্‌লে! খুন কর্‌লে!

[লেডী-ম্যাকডফের পলায়ন ও হত্যাকারিগণের তদনুসরণ।

তৃতীয় দৃশ্য।

ইংলণ্ড—রাজপ্রাসাদের সম্মুখ।

(ম্যাকম ও ম্যাকডফের প্রবেশ)

ম্যাকম্। চল,
যাই কোন জনহীন লতিকা-মণ্ডপে,
রোদনে হৃদয় ভার করি গে মোচন!

ম্যাকড। একি কথা!
সংহারিণী অসি দৃঢ় করিয়া ধারণ,
বীরের মতন,
রক্ষিব এ পীড়িত শায়িত জন্মভূমি।
নিত্য নিত্য বিধবা রোদন,
নিত্য নব অনাথের হা হা রোল,
নিত্য শোকধ্বনি পরশে গগন কায়—
প্রতিধ্বনি শোকাকুলা যাহে
কাঁদিতেছে মাতৃভূমি সহ সমস্বরে।

ম্যাকম। শুনি যাহা, প্রতীতি জন্মায় তাহে,
সে প্রতীতি করে শোকাকুল।
সময় যদ্যপি কভু হয় অনুকূল,
পারি যদি উপায় করিব;
কহিলে যেমত, হ'তে পারে সম্ভব সকল।
এই অত্যাচারী, নামে যার দগ্ধ করে জিহ্বা,
সাধু বলি গণ্য ছিল এক দিন,
ভক্তি তুমি করিতে বিশেষ তারে,
স্পর্শে নাহি অদ্যাপি তোমারে।
এবে হের নিরীহ আমায়,
জান কি, কি হ'বে পরে?
কেমনে জানিলে,
এই দুষ্ট সম—
নাহি হব আমিও অহিতে রত?
আর কেবা জানে,
নিরাশ্রয় মেষ নাহি হবে বলিদান
ক্রুদ্ধ দেব তুষ্টির কারণে?

ম্যাকড। নহি আমি বিশ্বাসঘাতক।

ম্যাকম। নহ তুমি,
কিন্তু যে ত বিশ্বাসঘাতক, ম্যাকবেথ;
রাজ-আজ্ঞা করিতে পালন?
কভু সাধুজন হয় কদাচারী।
করি মার্জ্জনা প্রার্থনা,
প্রকৃতি কখন তব না হ'বে বর্জন—
অন্য মত ভাবি যদি আমি;
শুনেছি যদিও,
ভুবিত উজ্জ্বলতম বিমল বিভায়
দেবদূত হ'য়েছে পতিত,
তথাপিও অন্য অন্য বিভুচরগণে,
সুবিমল উজ্জ্বল অদ্যাপি
সাহ আবরণে, হয় কলুষিত সুন্দর;
সুন্দর—সুন্দর চিরদিন।

ম্যাকড। দুরাশা সকল আশা মম।

ম্যাকম। দারা পুত্র কি ভাবে ত্যজিলে,
আসিবার কালে বিদায় না করিলে গ্রহণ?
মমতায় দিয়ে বিসর্জ্জন,
দৃঢ় প্রেমের বন্ধন
কিরূপে বা করিলে ছেদন?
এ সকল করি আন্দোলন,
হয় সন্দেহ বর্দ্ধন মম।
ক্ষমুন আমায়,
আত্মরক্ষার কারণে—
হেন চিন্তা স্থান দিই মনে;
তব অসম্মান নহে ত বাসনা মম।
কিম্বা তব ন্যায়পর অবশ্য সম্ভব,
হয় হো'ক যে ভাব উদয় মম।

ম্যাকড। হে স্বদেশ! বক্ষে তব
বহুক শোণিত ধারা।
অত্যাচার হও বদ্ধমূল,
ধর্ম্ম ভয়ে দমিতে তোমারে,
পার চির পীড়ন ভূষণ;

দুরাচার স্থাপিয়াছে পূর্ণ অধিকার।
বিদায় এক্ষণে মহাশয়!
রাজ্য সনে ভারতের ঐশ্বর্য্য পাইলে,
হেন দুর্নীত ব্যাভার,
আমা হ'তে কভু না সম্ভবে।

ম্যাকম। হ'ও না ক্ষোভিত,
নহে দৃঢ়ীভূত আশঙ্কা আমার।
আছে অপর কারণ,
যাহে অসম্মত আমি।
জানিয়াছি জন্মভূমি ভার নিপীড়িত—
বহিছে শোণিত ধারা করিছে রোদন,
নূতন আঘাতে ক্ষত বৃদ্ধি দিন দিন।
মম অধিকার স্থাপন কারণ,
বহু হস্ত হ'বে উত্তোলন লয় মনে।
হেথা সদাশয় ইংলণ্ড ঈশ্বর,
সহস্র সহস্র সেনা করিতে প্রদান,
অঙ্গীকৃত মম ঠাঁই।
কিন্তু যবে—
অত্যাচারী শির দলিত হইবে পদে,
কিম্বা অসি-অগ্র যবে করিবে ভূষিত,
দুঃখিনী জনম ভূমি—
এ হ'তে অধিক পাপে হইবে তাপিত,
বিধিমতে সহিবে অধিকতর।
যারে তুমি বসাইতে চাহ সিংহাসনে,
অধিক অনর্থ হেতু হ'বে সেই জন।

ম্যাকড। কার কথা ক'ন মহাশয়?
কে বসিবে সিংহাসনে?

ম্যাকম। কহি আমি, আপনারে লক্ষ্য করি,
নানা পাপশাখা সংযোজিত হৃদে,
সে সকল হ'লে বিকশিত
তুলনায় মসীময় বর্ত্তমান রাজা—
হ'বে যেন বিমল তুষার,
মেষ সম নির্দ্দোষী কহিবে লোকে তারে,
মসীম এ পাপরাশি করি আন্দোলন।

ম্যাকড। ঘোর নারকীয় চমূমাঝে
নাহি হেন কেহ,
পাপকার্য্যে উচ্চ হ'বে সেহ'তে অধিক।

ম্যাকম। হত্যাকারী সেই,
নাহি করি অস্বীকার,—
অর্থপ্রিয়, বিলাসী, বঞ্চক, শঠ, উগ্র,
পরিপূর্ণ দ্বেষে;
যত দোষ নাম আছে যার—
মানি আমি আছে সে আধারে।
কিন্তু ব্যভিচার অগাধ আমার,
দারা, কন্যা, কর্ত্রী বা কুমারী
প্রজাদের আছে যত,
তাহে মম কামপাত্র পূর্ণ না হইবে;
বাসনা আমার,
লঙ্ঘন করিবে যত সতীত্বের বাধা।
ম্যাক্‌বেথ অবশ্য শ্রেষ্ঠ হেন জন হ'তে।

ম্যাকড। অতিরিক্ত অসংযম,
ঘৃণাকর অত্যাচার,—
করিয়াছে তায়, শূন্য কত সুখসিংহাসন,
হইয়াছে কত শত রাজার পতন;
কিন্তু সে কারণে, কুণ্ঠিত না হও
নিজ সম্পত্তি গ্রহণে।
বহু সঙ্গে ভোগ-ক্রিয়া,
অনায়াসে গোপনে সাধন হ'বে;—
সময় উচিত আবরণে,
লোকে না প্রকাশ পাবে,—
জিতেন্দ্রিয় দেখিবে সকলে।
আছে বহু উৎসুক রমণী—
বুঝি প্রকৃতির গতি—
উচ্চ জনে, আত্মসমর্পণ
করে যত নারীগণে।
সে সবারে করিতে ভক্ষণ,
নাহি হেন গৃধিনী অন্তরে তব।

ম্যাকম। কাম সনে পাপরাশি গঠিত অন্তরে,

বাড়িয়াছে ধনতৃষা এতাদৃশ মম—
হইলে ভূপাল,
বিনাশিব আছে যত ভূমি অধিকারী।
হ'বে অলঙ্কার লালসা ইহার,
আবাস উহার, কাচকর-জারক সদৃশ,
অর্জ্জনে বাড়াবে ক্ষুধা সমধিক।
ধন হেতু বিবাদিব ধার্ম্মিক সুজন সনে,
সে সবারে করিব বিনাশ।

ম্যাকড। হেন ধনলিপ্সা বহুদূরতলগামী,
দূষিত এ মূল যৌবনসুলভ কাম হ'তে,
বহুভূপ-হন্তা তরবারি ইহা,
কিন্তু চিন্তা স্থান নাহি দেহ মনে।
তব ইচ্ছামত ধন, অভাব নাহিক জন্মভূমে,
তব তৃপ্তি অনায়াসে হইবে সাধন।
অর্থলিপ্সা করি তুল,
অন্য নানা সদ্‌গুণের সনে
অসহ্য নাহিক হবে।

ম্যাকম। হেন কিছু নাহি মম—
ন্যায়, সত্য, বদান্যতা, অক্রোধী স্বভাব,
দৃঢ়তা, তিতীক্ষা, দয়া, অমায়িক ভাব,
দেবভক্তি, সহিষ্ণুতা, অথবা সাহস,
স্থিরতা বিপদে, ভূপতি-ভূষণ-গুণগ্রাম,
রতি মম নাহি সে সকলে,
কিন্তু পরিপূর্ণ নানা দোষে নানা পথগামী।
শক্তি যদি থাকিত আমার,
ঢালিতাম সদ্ভাব মধুর-পয়ঃ নরক মাঝারে,
নাশিতাম শান্তি রণনাদে,
লণ্ড ভণ্ড করিতাম একতা ধরায়।

ম্যাকড। হা জন্মভূমি—হা জন্মভূমি!

ম্যাকম। হেন জন
যোগ্য কভু রাজ্যের শাসনে?
বর্ণনার অনুরূপ জানিবে আমায়।

ম্যাকড। রাজ্যের শাসনে যোগ্য?
যোগ্য নহে জীবিত থাকিতে!
হায় রে অভাগা জাতি,
শোণিতাক্ত রাজদণ্ড—
দুরাচারী অনধিকারীর করে!
কত দিনে সুদিন উদয় হ'বে পুনঃ?
রাজার নন্দন,
সিংহাসন অধিকার যার—
নিজমুখে কুলাঙ্গার করিল প্রচার,
জন্মে করি কলঙ্ক অর্পণ।
পিতার তোমার,
ঋষিতুল্য আছিল আচার;
রাজরাণী যাঁর গর্ভে জন্ম তব,
ত্যজি বিলাস ভ্রমণ—
নিয়ত ছিলেন রত
ঈশ্বর সাধনে জানু পাতি,
প্রস্তুত হইতে নিত্য চরম কালের হেতু।
বিদায় এক্ষণে,
সেই পাপরাশি
অর্পণ করিলে তুমি আপনার পরে,
আশঙ্কায় তার,
দূরিত ক'রেছে মোরে জন্মভূমি হতে।
হা হৃদয়!
যত আশা ফুরাল হেথায়।

ম্যাকম। মহাত্মন্!
সততা-সম্ভূত, মাহাত্ম্য বাচক
এই বাক্যেতে তোমার—
ধৌত করিয়াছে
সংশয়-মালিন্য মম অন্তর হইতে;
অকপট সাধুভাবে তব, প্রত্যয় স্থাপনে—
আর নহে অসম্মত মম মন।
প্রেতাচার ম্যাক্‌বেথ দুর্জ্জন,
করগত করিতে আমায়,
করিল শঠতা কত;
বিবেচনা করে মানা
প্রত্যয় স্থাপনে অকস্মাৎ,

কিন্তু ঈশ্বর মস্তকোপরি —
হোন আজ মধ্যস্থ দোঁহার,
এইক্ষণ হ'তে
পরামর্শ অনুগামী আমি তব।
আত্মকুৎসা শুনিলে হে যত,
করি তার প্রতিবাদ,—
যত দোষ নিজ পরে করেছি গ্রহণ
করি পরিহার, জানিহ নিশ্চিত
অজানিত সে সকল প্রকৃতিতে মম।
রমণীর আলিঙ্গন,—
অদ্যাবধি জানি না কেমন,
করি নাই প্রতিজ্ঞা ভঞ্জন কভু,
দূরে থাক পরস্ব গ্রহণ—
আপন সম্পত্তি লাভে,
লালসা বর্জ্জিত আমি।
করি নাই বিশ্বাস ঘাতন
প্রতারণা সহকারে,
দুর্জ্জনে দুর্জ্জন করে করিতে অর্পণ —
নাহিক বাসনা মম।
সত্য প্রতি আসক্তি আমার নহে নূতন—
জীবন আসক্তি হ'তে।
কহিলাম আপন বিরুদ্ধে যাহা—
মিথ্যা কথা প্রথম এ মম।
যে রূপ স্বরূপ মম,
জন্মভূমি, আর তুমি তার অধিকারী।
না হইতে তব আগমন,
সেনাশক্তি সিউয়ার্ড প্রবীণ —
সুসজ্জিত সেনা দশ সহস্র সংহতি,
প্রস্তুত, করিতে যাত্রা দেশ অভিমুখে।
চল, হই অগ্রসর,
যেইরূপ ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত আমরা,
বিজয় সম্ভব যেন হয় সেই মত।
কি হেতু নীরব তুমি?

ম্যাকড। এ প্রিয় সংবাদ,
অপ্রিয় সংবাদ সনে—
সামঞ্জস্য অতি সুকঠিন।

(জনেক ডাক্তারের প্রবেশ)

ম্যাকম। এ সকল কথা পরে হ'বে। (ডাক্তারের প্রতি) মহারাজ কি আসবেন?

ডাক্তার। হাঁ ম'শায়, [illegible]গুলি পীড়িত আত্মা, আরোগ্যলাভ ইচ্ছায় অপেক্ষা কচ্ছিল, তাদের পীড়ায় বৈদ্য-শাস্ত্র পরাজিত। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় মহারাজের স্পর্শে এরূপ শক্তি বিরাজিত যে, তারা বিশেষ উপশম লাভ করেছে।

ম্যাকম। আপনার সংবাদে বাধিত হলেম।

[ডাক্তারের প্রস্থান।

ম্যাকড। কি পীড়ার কথা উনি বল্লেন?

ম্যাকম। দুষ্ট ক্ষত ;—
দৈব-শক্তি আশ্চর্য্য রাজার!
কত দিন প্রত্যক্ষ দেখেছি,
আরোগ্য করিতে তাঁরে ;
কে জানে,
কিরূপ তিনি করেন সাধন।
শোথযুক্ত, কদাকার ক্ষতপূর্ণ কায়,
আসে কতজন, দুঃখকর দৃশ্য সে সকল,
হতাশ চিকিৎসা শাস্ত্র উপায় সাধনে,—
আরোগ্য করেন তিনি।
মন্ত্র বলি ঈশ্বর উদ্দেশে,
স্বর্ণ কবচ কণ্ঠে করেন প্রদান।
শুনি লোকমুখে,—
মঙ্গলসূচক এই শক্তি ঐশ্বরিক—
করিবেন সন্তানে প্রদান।
এ শক্তি সহিত,
ভবিষ্যত গণনা নিপুণ তিনি।
ঈশ্বর কৃপায়, আরও নানা গুণে—

রাজাসন বিভূষিত তাঁর,—
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র প্রকাশ যাহায়।

(রসের প্রবেশ).

ম্যাক্‌ড। দেখুন, কে আসে।
ম্যাকম। মম স্বদেশী জনেক,
কিন্তু নহে পরিচিত।
ম্যাকড। স্বাগত হে ভ্রাতঃ!
ম্যাকম। চিনেছি এক্ষণে, ঈশ্বর কৃপায়—
অচিরে হউক দূর সেই বাধা,
পর সম বঞ্চি যাহে দোঁহে।
রস। সেই মত প্রার্থনা আমার, প্রভু!
ম্যাক্‌ড। অদ্যাবধি স্বদেশ অবস্থা সেইরূপ?
রস্। হায় রে! দুঃখিনী—
সভীতা জানিতে আপনারে,
জন্মভূমি নহে ত জননী আর,
কবর সবার এবে।
কিবা হয়, নির্ণয় অক্ষম সবে
হাস্যমুখ নাহি আর কার,
দীর্ঘশ্বাস আর্ত্তনাদ রোদনের ধ্বনি,
ছিন্ন ভিন্ন যাহে সমীরণ,
হইতেছে অহরহঃ;
কেহ নাহি লক্ষ্য করে তায়!
ঘোর শোক নিত্য নৈমিত্তিক ভাব,
হয় ঘন মৃত্যু-ঘণ্টানাদ,—
কে মরিল কেহ না জিজ্ঞাসে।
মস্তকে কুসুম মালা নাহি শুকাইতে
সাধুজন হত কত,
মৃত্যু অগ্রে পীড়া না জন্মাতে।
ম্যাক্‌ড। পুঙ্খ অনুপুঙ্খ ইহা স্বরূপ বর্ণনা।
ম্যাক্‌ম। কিবা নূতন সংবাদ এবে?
রস্। পলে পলে হয় হেন নব বিবর্ত্তন,
পূর্ব্ব দণ্ড অবস্থা যে করিবে বর্ণন,
হবে সেই হাস্যের ভাজন—
পুরাতন সংবাদ দানিয়ে
যেন হোরায় হোরায়,
ঘটনা নিচয় বক্তায় উপেক্ষা করে।
ম্যাক্‌ড। কিরূপ অবস্থানত পরিবার মম?
রস্। কেন? আছেন কুশলে।
ম্যাক্‌ড। মম সন্ততি সকল?
রস্। কুশলে সকলে।
ম্যাক্‌ড। সে সবার, শান্তি ভঙ্গ
করে নাই দুরাচার?
রস্। না,
বিদায়ের কালে—
দেখিলাম কুশলে সকলে।
ম্যাক্‌ড। কিরূপ অবস্থা সমুদয়,
কহ সে সকল অসঙ্কোচে।
রস্। প্রদানিতে দুঃখকর এ সব সংবাদ,
আসিবার কালে শুনিলাম জনশ্রুতি—
বহুযোগ্য জন সেজেছে বিগ্রহে
প্রতীতি জন্মিল মম তায়,
অত্যাচারী দলবল আগুয়ান হেরে—
উপায়ের কাল উপস্থিত।
দৃষ্টিতে তোমার সৈন্য হইবে সৃজন,
নারীগণে প্রবেশিবে রণে
নিদারুণ দুঃখভার ত্যজিবার হেতু।
ম্যাকম। হো'ক এই সান্ত্বনা সবার,
অচিরে হইব অগ্রসর;
সদাশয় ইংলণ্ডের পতি,
বীর সিউয়ার্ড চালিত দশ সহস্র বাহিনী,
ক'রেছেন প্রদান আমায়;
রণদক্ষ বীরশ্রেষ্ঠ সিউয়ার্ড যেমতি,
সমকক্ষ নাহি আর তার।
খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বী সমস্ত প্রদেশে
রস্। হায়! যদি হ'তেম সক্ষম,
শুভবাদে এ শুভ সংবাদে
করিবারে প্রত্যুত্তর,—

যোগ্য মন সমাচার,
উচ্চনাদে মরুভূমে
সমীরণে করিতে প্রচার,
নরকর্ণে যেন নাহি পশে।
ম্যাক্‌ড। সাধারণ সম্বন্ধে কি এরূপ বারতা,
কিম্বা কোন অভাগা হৃদয়
এ সংবাদ অধিকারী ?
রস্। নাহি এ হেন সুজন—
ভাগী যেবা নহে এ দুঃখের,
কিন্তু,
অধিকাংশ আপনার সম্বন্ধে কেবল।
ম্যাকড। আমার সম্বন্ধে যদি,
শীঘ্র কহ—
কিবা হেতু না দাও বারতা ?
রস্। অস্মের মতন যদি শ্রবণ তোমার—
মম রসনায় নাহি করে ঘৃণা,
হায় !
এ হেন কঠিন বাক্য নিঃসৃত হইবে তায়,—
যাহা কভু কর্ণে তব করে নি প্রবেশ।
ম্যাক্‌ড। হুঁ, বুঝিয়াছি।
রস্। পুরী আক্রমিত নির্দ্দয়তা সহকারে,
হত্যা করিয়াছে তব দারা পুত্রগণে ;
আহা ! শাবক বেষ্টিত সেই বস্ত কুরঙ্গিণী,
শুনিলে বর্ণনা—
মৃত্যু হবে আপনার।
ম্যাকম। হা করুণাময় !
শিরস্ত্রাণে মুখ আবরণে,
কি হেতু নীরবে রহ ?
ভাষে—দুঃখ করহ প্রকাশ ;
গোপনে ধরিলে দুঃখ হৃদে,
ভগ্ন হবে হৃদাগার।
ম্যাক্‌ড। হত সন্ততি সকল ?
রস্। দারা, পুত্র, দাস, দাসী,
পাইল যাহারে।
ম্যাক্‌ড। আর
হেথা আমি আইনু পলা'য়ে
প্রিয়ায় ক'রেছে হত ?
রস্। কি আর কহিব !
ম্যাক্‌ম। ধৈর্য্য ধর,
জীবন বিনাশকারী—এ দুঃখ হইতে
মুক্তিলাভ হেতু,
এস করি প্রতিহিংসা ঔষধ সেবন।
ম্যাক্‌ড। নাহি সন্ততি ইহার ;
আহা, সুন্দর সন্ততিগণ মম !
সকলে—সকলে কি হয়েছে নিহত ?
আরে নারকী আততায়ী !
আহা ! শাবক সহিত কপোতীরে—
ল'য়ে গেলি বিদরি দারুণ নখে !
ম্যাকম। কর শোক জয়,
দেহ নরত্বের পরিচয়।
ম্যাক্‌ড। শোকে নাহি দিব স্থান,
কিন্তু, বেজেছে আঘাত,—
মানব হৃদয় মম।
আহা ! অতি যতনের ধন—
অবশ্য স্মরণ হবে।
হা ঈশ্বর ! হত্যাকাণ্ড দেখিলে সকলি ?
নিরাশ্রয়ে আশ্রয় না করিলে প্রদান ?
এবে হতজনে করহ গ্রহণ !
আরে পাতকী ম্যাক্‌ডক,
হত সবে তোর দোষে।
অতি হেয় আমি,
নিহত, নির্দ্দোষীগণে আমার কারণে।
ভগবান, রাখ হে কল্যাণে সে সবারে
ম্যাকম। শাণিত করহ অসি
শোকের প্রস্তরে ;
দুঃখ হোক রোষে পরিণত,
হ'ক উত্তেজিত অন্তর তোমার,
কদাপি শিথিল নাহি হয়।

ম্যাকড। ওঃ! রমণীর মত
চোখে ধারা বরিষণ,
বিফল গর্জ্জন মুখে, না সম্ভবে আমা হ'তে।
কিন্তু ভগবন্! বিলম্ব করহ দূর—
দুরাচারে দাও হে সম্মুখে মোর,
অসি দৈর্ঘ্য মাঝে ব্যবধান,
যদ্যপি সে পায় পরিত্রাণ
হে ঈশ্বর! তুমিও মার্জ্জনা ক'রো তায়।

ম্যাকম। বীর সম এ ভাব তোমার,
এস যাই রাজার সমীপে।
দলবল প্রস্তুত সকল,
আছে বাকী বিদায় গ্রহণ।
পতন উন্মুখ এবে,
পক্ক ফল সম সেই দুরাচার।
পাপে দণ্ড করিতে বিধান,
উত্তেজিত করিতেছে ঐশ্বরিক বল,—
সে শক্তির, নিমিত্ত আমরা সবে;
ধৈর্য্য ধর, বাঁধ বুক, শোক কর দূর।
নাহি হেন তমাচ্ছন্ন অনন্ত রজনী,
অন্তে যার প্রকাশ না পায় দিনমণি।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ডন্‌সিনান দুর্গের কক্ষ।

(ডাক্তার ও পরিচারিকার প্রবেশ)

[illegible]। আমি দুই রাত্রি তোমার সহিত [illegible] ক'রেছি, কিন্তু তুমি যেরূপ ব'লে, তার ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না, কবে শেষ বেড়িয়েছেন?

পরি। মহারাজ যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া অবধি দেখেছি, তিনি গাত্রবস্ত্র ধারণ করে পরিত্যাগ করেন, পেটিকা খুলে [illegible] বাহির ক'রে'লন, ভাঁজ ক'রে [illegible] লেখেন, প'ড়ে মোড়ক করেন, তার আবার শয্যায় যান; কিন্তু সমস্ত সময় নিদ্রায় অভিভূত।

ডাক্তার। এ প্রকৃতির অতিশয় বিকৃত [illegible] নিদ্রিত অথচ জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য; [illegible] বিকৃত নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ ও অপরাপর কা[illegible] ব্যতীত কখন কোন কথা বলতে শুনেছ[illegible]

পরি। সে ম'শায়, আমি বলতে পারব না।

ডাক্তার। তুমি আমায় বল, আমায় ব[illegible] উচিত।

পরি। যখন আমার কথার সাক্ষ্য নাই ম'শায় কেন আর অন্য কোন ব্যক্তি কেন, আমি কাকেও বলব না। দেখুন, তিনি আস্‌ছেন।

(লেডী-ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ)

ঠিক্ এইরূপ অবস্থাই হয়, সম্পূর্ণ নিদ্রিত লক্ষ্য করুন,—সরে দাঁড়ান।

ডাক্তার। ও আলো কোথায় পেলেন?

পরি। কেন? তাঁর কাছে ছিল,আলো সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকে; এইরূপ তাঁর আজ্ঞা।

ডাক্তার। চক্ষু খোলা রয়েছে।

পরি। হাঁ, কিন্তু দৃষ্টি আবদ্ধ।

ডাক্তার। একি করেন? হাত রগ্‌ড়াচ্ছেন দেখ।

পরি। ঐ রূপই ক'রে থাকেন, যেন হস্ত ধৌত ক'চ্ছেন; প্রায় অর্দ্ধদণ্ডকাল ক্রমান্বয়ে এইরূপ করতে দেখেছি

লেডী-ম্যাক্। এখনও এখানে দাগ র'য়েছে।

ডাক্তার। শোন, কথা ক'চ্ছেন, আমি টুকে নিই, নইলে ঠিক্ স্মরণ থাক্‌বে না।

লেডী-ম্যাক্। দুর হ নরকের কালী, দূর হ! এক—দুই, এই তো কাজের সময় হ'য়েছে, নরক কি অন্ধকার! ছি প্রভু, ছি! তুমি যোদ্ধা হ'য়ে ভয় পাও? যে জানে জানুক, কিসের ভয়? আমাদের শক্তির বিরোধী হ'য়ে কে দাবী করতে সাহসী হ'বে? কিন্তু কে ভেবেছিল বুড়োর শরীরে এত রক্ত।

ডাক্তার। লক্ষ্য ক'র্‌ছ!

লেডী-ম্যাক্। ফাইপের অধিপতির এক স্ত্রী ছিল, সে এখন কোথায়? কি, এ হাত কি পরিষ্কার হবে না? আর ও কথা কেন প্রভু, আর ও কথা কেন? তোমার এই আতঙ্কেই সমস্ত পণ্ড করলে!

ডাক্তার। ছিঃ ছিঃ! যা করেছো, যা জেনেছো, তা না জান্‌লেই ভাল ছিল।

পরি। উনি যা ব'ল্লেন, আমি নিশ্চয় বুঝতে পাচ্ছি, সে সব ব'লবার উপযুক্ত নয়। এ যেকি ভাব, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

লেডী-ম্যাক। এখনও শোণিতের গন্ধ র'য়েছে। সমস্ত আরব্য সুগন্ধিতে আমার হস্ত দুর্গন্ধহীন হবে না? ওঃ হো হো!

ডাক্তার। কি দীর্ঘশ্বাস। অন্তঃকরণ অতি ভারাক্রান্ত!

পরি। রাজদেহ, রাজসম্মান পেলেও জানি, এরূপ অন্তঃকরণ হৃদয়ে ধারণ ক'র্‌তে সম্মত নই।

ডাক্তার। সত্য, সত্য, সত্য।

পরি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন আরোগ্যলাভ করেন।

ডাক্তার। এ পীড়া আমার চিকিৎসার বাইরে, কিন্তু আমি জানি, অনেকেই এরূপ বেড়া'ত,—যারা সজ্ঞান মৃত্যুলাভ ক'রেছে।

লেডী-ম্যাক। হাত ধুয়ে ফেল—রাত্রিবাস পরিধান কর। ওরূপ মলিন হ'ও না, আমি তোমায় ব'লছি,—ব্যাঙ্কো কবরে, গোর থেকে উঠে আস্‌তে পার্‌বে না।

ডাক্তার। ওঃ এতদূর।

লেডী-ম্যাক। শয্যায় চল—শয্যায় চল! ঐ বহির্দ্বারে আঘাত! এস—এস - এস—এস! আমার হস্ত ধারণ কর! যা হ'য়েছে, তা আর ফির্‌বে না! শয্যায় চল—শয্যায় চল—শয্যায় চল!

[প্রস্থান।

ডাক্তার। এখন কি শয্যাতেই যাবেন?

পরি। বরাবর।

ডাক্তার। লুক্কায়িত অন্তরের পাপ প্রচারিত,
অ-স্বভাব কার্য্যে হয়
অস্বভাব দুঃখের উদয়।
কলুষিত মন,
কর্ণহীন উপাধানে কহিবে গোপন কথা।
বৈদ্যের অপেক্ষা এঁর দৈব প্রয়োজন।
জগদীশ্বর—জগদীশ্বর!
মার্জ্জনা করুন আমা সবে।
যাও, পশ্চাতে উঁহার,
সর্ব্বদা রাখিবে দৃষ্টি,
দূর কর উদ্বিগ্নের কারণ সকল।
হোক মঙ্গল তোমার, বিদায় এক্ষণে।
মুগ্ধ আঁখি, স্তম্ভিত অন্তর মম—
বহে তাহে চিন্তাস্রোত খর,
বাক্য উচ্চারণে হয় ভয়।

পরি। নমস্কার বৈদ্যরাজ, বিদায় এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

...র্শিবে আমায়।
...বালক ম্যাকম,
...রমণী প্রসূত ?
... অবগত,
...গণে ব'লেছে আমায়

...আছে যত জন,
...ভব'পরে।
...বিশ্বাসঘাতক
...সকল ;
...সৈন্যে হ'য়ে সম্মিলিত।
...আমি,
...যদি মাঝে
...তারা কভু না ডুবিবে,—
...তার কম্প না ধরিবে।

(... ভৃত্যের প্রবেশ)

...রে ভীরু !
...তোর কালী দিক মুখে !
...ভঙ্গী তুই পাইলি কোথায় ?
... সহস্র—
... ক্ষীণ মরালের পাল ভীরু !
...গণ মহাশয় !
... নখাঘাতে রক্তপাত কর মুখে
...চাকে যাক তোর।
...হস্তা চর !
...সৈন্য আরে রে নির্ব্বোধ ?
...হোক আত্মা তোর !
...আবির্ভাব—
শোন কিছু ...!
ডাক্তার। হেরি রণ সজ্জা !
নানা কথা হয় আন্দোলন।

সিটন ! যদি জয় হয় মোর এ যুদ্ধে—
আরে রে সিটন ! এই আক্রমণ
হয় তো আনিবে শান্তি চিরদিন তরে,
নতুবা করিবে মোরে সিংহাসন চ্যুত।
বহুদিন গত এ জীবনে,
শুষ্ক এ জীবনতরু এবে—
নীলপত্র তার ধরিয়াছে হরিদ্রা বরণ।
ম...ন, প্রেম, প্রভুত্ব বা বান্ধবমণ্ডল,
বার্দ্ধক্যের সাথী যে সকল
আমার না হবে কভু।
কিন্তু ...পরিবর্তে তার গাঢ় অভিশাপ,
উচ্চভাষে নহে প্রকাশিত ;
মুখের সম্মান, ডরে করে দান—
অসম্মত চিত্ত যেই সম্মান প্রদানে,
সিটন !

(সিটনের প্রবেশ)

সিটন। কিবা আজ্ঞা মহারাজ।
ম্যাক্‌বে। আরও কিবা নূতন সংবাদ ?
সিটন। নিশ্চিত হ'য়েছে
এবে সকল বারতা।
ম্যাক্‌বে। করিব সংগ্রাম—
যতদিন মাংস নাহি খ'সে পড়ে
অস্থি হ'তে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে।
যুদ্ধে নাহি দিব ক্ষমা,
বর্ম্ম দেহ মম।
সিটন। প্রয়োজন নাহি তার এবে।
ম্যাক্‌বে। করিব ধারণ।
প্রের' অশ্বারোহী চারিভিতে,
যে কেহ ডরের কথা কহে,
ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাও তাহারে, দেহ বর্ম্ম
... বৈদ্য রোগীর অবস্থা কিবা ?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ডান্‌সিনান নিকটস্থ প্রদেশ।

রণবাদ্য—মেন্টিয়েথ, কেট্‌নেস, য়্যাঙ্গাস, লেনক্‌স, ও সৈন্যগণ।

মেন্টি। অদূরে ইংরাজ দল বল;
চালে সেনা ম্যাকম,—
মাতুল তাহার আর ম্যাকডফ ধীমান্।
প্রতিহিংসা তৃষা জ্বলে সে সবার,
যেই প্রয়োজনে আসিয়াছে রণে,
ঋষি তায় হয় উত্তেজিত,
ঘোর রণকোলাহল রুধির ক্রিয়ায়।

য়্যাঙ্গাস্। আসিতেছে
বার্ণাম কানন অভিমুখে।
ভেটিব তথায় সে সবায়।

কেট্‌নে। হয় তো ডনাল্‌বেন রাজার তনয়,
মিলিয়াছে সহোদর সনে।

লেন্‌ক। নিশ্চয় নাহিক তিনি সাথে।
সমাগত বীর যত, জানি সে সবারে।
সাজিয়াছে সিউয়ার্ড তনয়—
শ্মশ্রুহীন অন্য যুবাগণ,
পদার্পণ প্রথম যৌবনে যে সবার।

মেন্টি। অত্যাচারী কি করে এখন?

কেট্‌নে। ডান্‌সিনান মহাদুর্গ করে সুসজ্জিত,
কেহ বলে হয়েছে উন্মাদ,
অন্যে যারা, ঘৃণা তদোধিক নাহি করে,
রোবান্ধ বলিয়া তারে করিছে বর্ণন।
কিন্তু নিশ্চয় এ কথা,
বিকৃত সকল কার্য্য তার
নহে কোন নিয়ম অধীন।

য়্যাঙ্গাস। অনুভব করে এবে
হস্তে লেপিত জড়িত গুপ্ত হত্যা ...
... করুন,

আরোগ্যলাভ করেন।

বিশ্বাস ভঙ্গে করে তির...
সৈন্যগণে, মানে মাত্র ...
প্রেমে বাঁধা নহে কেহ, ...
এবে রাজ্য, ভার হয় জ্ঞান...
বীর পরিচ্ছদ যথা বামন...

মেন্টি। চমকে শিহরে ঘন ঘন...
বিচিত্র নহে ত তাহা।
আত্মগ্লানি করে সদা মন,
পাপদেহে ... বসতি।

কেট্‌নে। ... অধীনে
যার ... সকলে,
চল ... গিয়ে তাঁহার অ...
রোগ ... রাজ্যের মঙ্গল,
চল ভেটিব তাঁহাকে।
মিলি তাঁর সনে,
শেষ বিন্দু অঙ্গের শোণিত করি ...
জন্মভূমি বৌতের কারণে।

লেন্‌ক। ডুবাতে কণ্টক বৃক্ষ,
প্রস্ফুটিত করিবারে এ রাজ-কুসুম...
শোণিত মোক্ষন,
প্রয়োজন মত আনন্দে করিব সবে
অগ্রসর হই মোরা বন অভিমুখে।

[সকলের ...

তৃতীয় দৃশ্য।

ডান্‌সিনান—দুর্গ-ক...

(ম্যাকবেথ ...

ম্যাগ্নয়রাজ, বিদায় এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

...না-সভূত ছবি আবির্ভূত হয়ে অবিরল,
...রিয়াছে বিরাম বর্জিত তাঁরে।
...বেথ। কর আরোগ্য প্রদান এ পীড়ায়!
...য় নাকি মনোব্যাধি করিতে মোচন,
...তি হ'তে উপাড়িতে নার কি হে তুমি
...দয় সন্তাপ বদ্ধমূল?
...দি বর্ণে থরে থরে মস্তিষ্ক মাঝারে
লেখা অনুতাপ লিপি—
আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায়?
অন্তর গরল যার-প্রবল পীড়নে!
বাধিত হৃদয়াগার,
বিস্মৃতি অমৃতবারি করি দান
ধৌত কর—পার যদি।
...কার। এ ভীষণ রোগে মাত্র রোগীই ভীষক
...কবে। কুক্কুরে ঔষধ কর দান,
নাহি মম প্রয়োজন!
"দেহ সাঁজোয়া পরায়ে, দেহ দণ্ড,
প্রের' অশ্বারোহী।"
বৈদ্য, পলায় সরদারগণে।
"আরে, হও ত্বরান্বিত!"
মূত্র হেরি করে যথা রোগের নির্ণয়,
পার কি করিতে স্থির কি পীড়ায়,
আক্রান্ত এ স্থান!
আছে কি রেচক,
যাহে পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য করে লাভ?
পার যদি, হেন উচ্চরবে প্রশংসি তোমায়—
যাহে প্রতিধ্বনি, পুন করে
সে প্রশংসা বাণী।
"লহ ছিন্ন করি।"
সোণামুখী প্রভৃতি সারক কিছু আছে,
নির্গত করিতে এই ইংরাজের সেনা?
শোন কিছু তাদের সংবাদ?
ডাক্তার। হেরি রণ সমাবেশ,
নানা কথা হয় আন্দোলন।

ম্যাকবে। (সিটনের প্রতি)
নিয়ে এস আমার পশ্চাতে,
পরাজয়, মৃত্যু-ভয় করি কি কারণ?
যতদিন নাহি আসে বার্ণাম কানন।

[ম্যাকবেথ ও সিটনের প্রস্থান।

ডাক্তার। (জনান্তিকে) এ স্থান ত্যজিতে যদি পারি একবার, অর্জ্জন আশায় পুনঃ না আসিব আর!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বার্ণাম কাননের নিকটস্থ প্রদেশ।

(ম্যাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড, যুবা-সিউয়ার্ড, ম্যাকডফ, মেন্টিথ, কেট্‌নেস্, য়্যাঙ্গাস, লেনক্স, রস্‌ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ম্যাকম। বন্ধুগণ, অনুমান করি, দুদিনের আর বিলম্ব নাই, নিজ নিজ গৃহ আর বোধ হয় ভয়ময় হ'বে না।
মেন্টি। তার আর সন্দেহ কি!
বৃ-সিউ। সম্মুখে কি বন?
মেন্টি। এর নাম বার্ণাম কানন।
ম্যাকম। সেনাগণ! এক একটা বৃক্ষ-শাখা সকলে ছেদন ক'রে ধারণ কর। শাখা অন্তরালে আমাদের সৈন্যের সংখ্যা নির্ণীত হবে না; যথার্থ সংবাদ কেউ পাবে না।
সৈন্যগণ। যথা আজ্ঞা।
বৃ-সিউ। কেবল এই সংবাদই পাওয়া গিয়েছে যে, দুরাত্মা নিশ্চিন্ত হ'য়ে দুর্গ মধ্যে আমাদের আক্রমণ প্রতীক্ষায় ক'

মনে মনে ধারণা, শীঘ্র আমরা দুর্গ অধিকার ক'রতে পারব না।

হ্ম। ঐ তার প্রধান ভরসা; কারণ, যারাই সুযোগ পেয়েছে, তারাই তাকে পরিত্যাগ ক'রেছে। ছোট বড় সকলেই এ বিদ্রোহে সম্মিলিত হ'য়েছে; ভয়ে যা হোক, অন্তরের সহিত কেহ তার স্বপক্ষ নয়।

ড। এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদের মতা-মত আন্দোলনের প্রয়োজন নাই, যখন সত্য দেখ্‌ব, তখন আমরা ব'লব। আপাততঃ শ্রম-সহকারে যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকি।

উ। আমাদের লাভালাভ গণনার সময় উপস্থিত, সম্মুখ সংগ্রামে তাহা নির্ণীত হ'বে।

অনিশ্চিত আশা মনে নানা কথা কয়,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাতে হবে সত্যের নির্ণয়,
উপস্থিত রণে চল লই পরিচয়।

গণ— (গীত)

গৌড়—ত্রিতাল।

ঘোর রোলে ভেরী বাজে।
বীর ব্যাকুল রণসাজে,
ফলক ঝক্ ঝক্, চুম্বিত রবিকর,
নীরব বীর ব্রজ প্রফুল্ল-অন্তর।
উথলে বীরমদ, চঞ্চল দ্রুতপদ,
অধীর গভীর ভেরী গাজে,
হৃদি মাঝে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ডান্‌সিনান দুর্গাভ্যন্তর।

(ম্যাক্‌বেথ ও সিটন)

ম্যাক্‌বে। প্রাচীর উপরে কর পতাকা উড্ডীন।
আসে তারা, শব্দ চারিদিকে,
দৃঢ় দুর্গ, আক্রমণ উপেক্ষা করিবে;
বেড়িয়া রহুক অরি
কম্পজ্বর, দুর্ভিক্ষে না গ্রাসে যত দিন,
স্বপক্ষ বাহিনী যদি না হইত শত্রুর সহায়,
রণক্ষেত্রে হ'য়ে সম্মুখীন,
খেদাইয়া দিতাম সকলে গৃহমুখে।

(নেপথ্য স্ত্রী-কণ্ঠধ্বনি)

কিসের এ ধ্বনি?

সিটন। স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি শুনি,
মহারাজ!

[প্র[illegible]।

ম্যাক্‌বে। ভুলিয়াছি শঙ্কার আস্বাদ,
ছিল হেন দিন;
শুনি নিশীথ রোদন ধ্বনি
শিথিল হইল যত ইন্দ্রিয় আমার;
দুর্ঘটনা বর্ণনা শুনিয়ে,
কণ্টকিত—উত্থিত হইত কেশ মম
জীবিত সমান;
এবে বিভীষিকা সনে
করিয়াছি পূর্ণপাত্র পান।
হত্যাকারী চিন্তার আমার,
অন্তরঙ্গ বিভীষণা;
আর না শিহরি তারে হেরি।

(সিটনের পুনঃ প্রবেশ)

সিটন। রাজ্ঞী মৃত মহারাজ!

ম্যাক্‌বে। মরণ আছিল শ্রেয়ঃ পরে।

রাজ্ঞী মৃত—

হেন কথার সময় সঙ্গত হইত কোন দিন;

কল্য—কল্য—কল্য

চঞ্চল ধীর পদে দিন দিন,

হয় লয় নির্দ্দিষ্ট সময়ে

প্রারব্ধ লিপির শেষাক্ষরে;

গত কল্য একত্র হইয়ে,

ল'য়ে যায় পথ দেখাইয়ে,

মিশাইতে শ্মশান ধূলায়।

নিভে যা, নিভে যা, ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ!

চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন;

ক্ষুদ্র অভিনেতা,

নিজ অভিনয় সময়ে যেমন,

মদগর্ব্বে চলে রঙ্গস্থলে,

হস্ত পদ সঞ্চালিয়ে গর্জ্জন করিয়ে;

পরে তার তত্ত্ব নাহি জানে কেহ,

বাতুলের গল্প এ জীবন,—

অর্থহীন মাত্র—বহু বাক্য আড়ম্বর।

(দূতের প্রবেশ)

আসিয়াছে রসনা-চালনা হেতু?

শীঘ্র কহ কিবা উপন্যাস!

দূত। অবধান প্রভু!

দেখিয়াছি যাহা,—

নাহি জানি বর্ণিব কেমনে।

ম্যাক্‌বে। ভাল, কহ মহাশয়!

দূত। আছিলাম প্রহরী শিখরে

বার্ণাম কানন অভিমুখে,

মনে হ'ল, ক্রমে যেন বন অগ্রগামী।

ম্যাথবে। মিথ্যাবাদী, ক্রীতদাস!

দূত। মিথ্যা যদি হয়, শাস্তি দিও মহাশয়,

প্রত্যক্ষ হইবে তব,

সচল কানন—মহারাজ।

ম্যাক্‌বে। মিথ্যা যদি হয় তোর বাণী,

ঝুলাইব প্রথম তরুতে তোরে,—

যতদিন অনাহারে শুষ্ক নাহি হও।

কিন্তু যদি সত্য হয় তোর ভাব,

মম প্রতি কর যদি সেরূপ ব্যাভার,

তাহা আর নাহি আমি গণি।

প্রতিহত হইতেছে প্রতিজ্ঞা আমার

জন্মিল সংশয়, প্রেত্নীর দ্বি-অর্থ ভাষায়,

সত্য সম কহে মিথ্যা বাণী—

"ভয় নাই, যত দিন বার্ণাম কানন

ডান্‌সিনানে না করে গমন।"

এক্ষণে কানন আসে চলি।

অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর, চল রণে,

সত্য যদি হয় এর বাণী

নহে পলায়ন,—

নহে অলসে এ স্থানে অবস্থান,

জনাসক্তি জন্মিতেছে সূর্য্যের আলোকে।

ইচ্ছা হয় মেদিনীর হউক পতন,

কর রণঘণ্টা নাদ—

ব'য়ে যাক ঝঞ্ঝা, হোক প্রলয় উদয়,

বীর সাজে অন্ততঃ করিব তনুক্ষয়।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ডান্‌সিনান দুর্গের সম্মুখস্থ প্রান্তর।

(ম্যাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড, ম্যাক্‌ডফ ও শাখাহস্তে তাহাদের সৈন্যগণ।

দূর কর শাখা আবরণ,
স্বরূপ প্রকাশ হোক তোমা সবাকার।
হে মাতুল সুধীর!
পুত্র অগ্রে প্রথম সংগ্রামে,
আজ আরতি তোমার।
আমি আর বীর ম্যাকডফ,
ক্রমান্বয়ে পশি রণে—
পরিশিষ্ট কার্য্য সাঙ্গ করি।
সিউ। বিদায় এক্ষণে,
অস্ত্র মাত্রে বিপক্ষ হইলে সম্মুখীন,
সমরে যগুপি হই ঊন,
করে যেন বিমুখ আমায়।
ড। পূর্ণশ্বাসে কর তূর্য্যধ্বনি—
অগ্রগামী সমরে গভীর নিনাদিনী।

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের অপর প্রান্ত।

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

। বান্ধিয়াছে দণ্ড সনে মোরে যেন,
ইতে নাহি পারি,
র সংগ্রাম—
ক্ষ, কুক্কুরের সনে যথা যুঝে।
হেন, রমণীর গর্ভজাত নহে?
ানে ভয় মম, নহে অন্ত কারে।
যুবা-সিউয়ার্ডের প্রবেশ)
বা তব নাম?
নিলে সভীত চিত্ত হইবে তোমার।
, নরক নিবাসী হ'তে
নাম যদি ধর।
াক্‌বেথ আমার নাম।

যু-সিউ। কর্ণে মম এ হ'তে ঘৃণিত নাম,
প্রেত-পতি উচ্চারিতে নারে।
ম্যাকবে। না—আর এ হেন ভীষণ।
যু-সিউ। মিথ্যাবাদী, ঘৃণিত নারকী,
অসিমুখে প্রকাশিব মিথ্যা কথা তোর।
(পরস্পর যুদ্ধ ও যুবা-সিউয়ার্ডের মৃত্যু।)
ম্যাকবে। রমণী সম্ভূত তুমি,
রমণী-সম্ভূত নরে যত অস্ত্র ধরে,
উপেক্ষি সে সবে, আমি হাস্য সহকারে।

[প্রস্থান।

(রণনাদ—ম্যাকডফের প্রবেশ)

ম্যাকড। শব্দ ঐ দিকে।
দুরাচার, দেখি রে বদন তোর;
মম অস্ত্রে যদি হত না হ'স্ পামর!
মম মৃত দারাপুত্রগণে,
নিত্য আসি দাঁড়াবে সম্মুখে।
অর্থলোভী অস্ত্রধারী হীন প্রাণিগণে,
আঘাতিতে নারি আমি।
না পাইলে তোরে, তীক্ষ্ণধার তরবারি মম
রাখিব পিধানে কার্য্যহীন।
বুঝি আছে স্থানে,—
ঐ উচ্চ কাড়ার নিনাদ,
সর্ব্ব উচ্চ ধ্বনি শুনি হয় অনুমান,
দেখি যদি পাই তারে।
ভাগ্যদেবি!
নাহি আর অধিক প্রার্থনা মম।

[প্রস্থান।

(ম্যাকম ও বৃদ্ধ-সিউয়ার্ডের প্রবেশ)

বৃ-সিউ। এই পথে, এই পথে মহাশয়,
বিনাযুদ্ধে দুর্গ করগত;
বিপক্ষ স্বপক্ষ হেরি অরির বাহিনী,
বীরদম্ভে, যুঝিছে সরদারগণে।

[illegible] [illegible] আজ আপনা হইতে,
[illegible] কার্য্য আমা সবাকার।
[illegible]। [illegible]পক্ষ এ অরি,
[illegible] করি, না করে আঘাত।
[illegible]। প্রবেশ করুন দুর্গে মহাশয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর ভাগ।

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

[illegible]। বাতুলের মত—
পূর্ব্বতন রাজগণে, রাখিতে সম্মান
নিজ অস্ত্রে ত্যজিত জীবন ;
আমি নাহি খেলিব সে খেলা,
নিজ অস্ত্রে না হ'ব নিধন ;
দেখিতেছি জীবিত সকলে,
অস্ত্রের আঘাত উত্তম শোভিবে দেহে।

(ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। ফের ওরে নারকী কুক্কুর!
ম্যাক্‌বে। অন্তের অপেক্ষা আমি—
পরিহার করিয়াছি তোরে,
যাও ফিরে!
হইয়াছে আত্মা মম ভারাক্রান্ত অতি,
তোর আত্মীয় শোণিতে।
ম্যাক্‌ড। নাহি বাক্য মোর,
মম বাক্য তরবারে!
আরে শোণিত-পিপাসী-মূঢ়!
ভাষা নাই নাম দিতে তোর।

[পরস্পর যুদ্ধ।

ম্যাক্‌বে। মিথ্যা পরিশ্রম,
অচ্ছেদ্য বায়ুর অঙ্গে—
তীক্ষধার অসির আঘাত,
বরঞ্চ সহজ হ'বে ;
শোণিত মোক্ষণ,
তুই মম দেহ হ'তে নারিবি করিতে কভু,
হান্ অস্ত্র ভেদ্য শিরোপরে—
মোহিনী জীবনধারী আমি,
নারীগর্ভজাত নাহি করিবে হরণ।
ম্যাক্‌ড। হ'য়ে নিরাশাস,
যাদু না ফলিবে আর!
ক'রেছিস্ এত দিন যার সেবা তুই,
কবে সে দেবতা তোরে—
"অসময়ে ম্যাক্‌ডফ,
বহিস্কৃত জননী-জঠর হ'তে
ভিষকের অস্ত্রের প্রভাবে।"
ম্যাক্‌বে। ক্ষয় হোক জিহ্বা,
যাহে কহে হেন ভাষা,
মনুষ্যত্ব আমার কুন্ঠিত যে কথায়।
বাজীকরী এ ডাকিনীগণে,
প্রত্যয়ের উপযুক্ত নহে আর।
দুই ভাবে কহে কথা,—
কর্ণে কহে প্রবোধ বচন ;—
আশাভঙ্গ করে অবশেষে
যুদ্ধ না করিব তোর সনে।
ম্যাক্‌ড। হও তবে অধীন আমার ভীরু!
দৃশ্য বস্তু হ'য়ে কর জীবন যাপন,
অপ্রাপ্য জন্তুর সম রাখিব যে তোরে,
তুলি ধ্বজা লিখিব তাহায়,—
"দেখে যাও, এই স্থানে অত্যাচারী মূঢ়!"
ম্যাক্‌বে। না মানিব পরাজয়,
বালক ম্যালকম, তার পদানত হ'য়ে—
মাটীতে চুম্বিব ভূমি?
কুবচনে উত্যক্ত করিবে হীনজন।
বার্ণাম কানন যদি এসেছে চলিয়ে,

তুই রে বিগন্ধ, নর নারীগর্ভজাত,
তথাপিও পরীক্ষিব কিবা হয় শেষ।
কর আক্রমণ,
রণে নিরয়গামী,
প্রথমে যে ক'বে—
"হইয়াছে,—সম্বর, সম্বর।"
[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর।

(নবাদ্য—ম্যাকম, বৃদ্ধ-সিউয়ার্ড, রস্‌,
অমাত্যগণ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

ম্যাকম। যে সকল বন্ধুগণ নহে উপস্থিত,
ফেরে যেন নিরাপদে সবে।
বৃ-সিউ। সমর-তরঙ্গে যাবে কেহ কেহ ভাসি,
বিদ্যমান এ সকলে হেরি ভাবি মনে—
সুলভে হ'য়েছে আজ বিজয় অর্জ্জন।
ম্যাকম। সদাশয় পুত্র তব আর ম্যাক্‌ডফ
উপস্থিত নাহি হেথা?
রস্‌। মহাশয়, পুত্র তব বীর ব্যবহারে
শুধিয়াছে বীরত্বের ধার।
যৌবনে করিয়ে পদার্পণ—
বীর্য্যবলে নরত্বের দিয়ে পরিচয়,
পশি রণে অসীম সাহসে,
অটল অচল যোদ্ধার মতন
দিয়াছেন দেহ বিসর্জ্জন।
বৃ-সিউ। প'ড়েছে সমরে?
রস্‌। কি কহিব মহাশয়।
আনিয়াছি রণস্থল হ'তে।
অসীম হইবে শোক তব,
যোগ্যতায় সনে তার করিলে তুলনা।
বৃ-সিউ। অস্ত্রলেখা সম্মুখে দেখিলে?
রস্‌। বক্ষে অস্ত্রাঘাত।
বৃ-সিউ। দেবসেনা হোক পুত্র মম।
কেশ যত পুত্র তত থাকিলে আমার—
শ্রেয়ঃ মৃত্যু এ হ'তে না
বাঞ্ছিতাম তা সবার;
হেন বাঞ্ছিত মরণে,
বাজিয়াছে মৃত্যু-ঘণ্টা তার।
ম্যাকম। স্মরি গুণগ্রাম তার—
শোক-অশ্রু বরিষণ অধিক উচিত,
সে শোক-সলিল আমি করিব প্রদান।
বৃ-সিউ। শোক কিবা আর,
শোধি জীবনের ধার,
গেছে চলি সুমঙ্গলে,
করুণায় ঈশ্বর দিবেন স্থান।
করিবারে অভিনব আনন্দ বিধান,
হের বীর আগুয়ান।

(ম্যাক্‌বেথের কাটামুণ্ড লইয়া
ম্যাক্‌ডফের প্রবেশ)

ম্যাক্‌ড। জয় জয় মহারাজ!
এবে রাজ্যেশ্বর তুমি।
দেখ দেখ,—
রাজ্য অপহারকের ঘৃণিত মস্তক;
গেছে দাসত্বের দিন—সুদিন উদয়।
রাজ্যের ভূষণ,
বেষ্টিত অমাত্যগণে এবে তুমি—
যারা মনে মনে করিতেছে
এ অভিবাদনে যোগদান,
সাধ মম, উচ্চ সমস্বরে,
মম সনে করুন বন্দনা—
জয় জয় মহারাজ!
সকলে। জয় জয় মহারাজ!

(ভেরীবাদন)

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

(ভক্তিরস-মূলক নাটক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

বিল্বমঙ্গল	...	...	ধনী ব্রাহ্মণ যুবক।
সাধক	...	...	ভণ্ড সাধু।
সোমগিরি	...	...	সন্ন্যাসী।
রাখালবালক	...	...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।

ভিক্ষুক, বণিক্, পুরোহিত, ভৃত্য, দেওয়ান, শিষ্যগণ, টহলদারগণ,
দারোগা, চৌকীদারগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

[illegible]্যা[illegible]মণি	...	...	বারাঙ্গনা।
[illegible]	...	...	চিন্তামণির বাটীর ভাড়াটিয়া।
[illegible]হল্যা	...	...	বণিকের স্ত্রী।

পাগলিনী, মজলা দাসী ও জনৈক স্ত্রীলোক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ।

বিল্ব। আমি দেখে নোবো, দেখে নোবো, দেখে নোবো। এত বড় আস্পর্দ্ধা—এক দণ্ড বিলম্ব হয়েছে ব'লে দুয়োর কাড় অবধি দোর খুলে দিলে না! এর তাৎপর্য্য ছিল, এর তাৎপর্য্য ছিল। দ্যাখ, সমস্ত রাত জেগে আমি ব'সেছিলুম একবার একটা মিষ্টি কথা কৈলে না,—পেছন ফিরে শুয়ে রৈল! আমি যদি বিল্বমঙ্গল হই, আর তার মুখ দর্শন কচ্চি নি। যেমন না ব'লে চ'লে এসেছি, তেম্নি; ব্যস্—আজ থেকে খতম্। যদি কখন দেখা হয়, দুটো কথা শুনিয়ে দোবো; কড়া নয়—মিষ্টি।—না ব'লে আসাটা ভাল হয় নি, মিষ্টি মুখে বিদায় নিয়ে এলেই হ'ত; বল্লেই হ'ত, "ভাই, তোমারও পোষাল না, আমারও পোষাল না; আজ থেকে খতম্—ব্যস্।" যখন এসেছি তখন আর যাচ্চি না।

(গান করিতে করিতে জনৈক ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায় রে ভেসে,
কোথায় নে যায়, কে জানে!
কোথাও বিষম ঘূরণ পাক,
তুফান খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে,
দুনিয়া দ্যাখে ফাঁক;
কোথাও তরতরে ধায়, ভাসিয়ে নে যায়,
টান পড়েছে কি টানে!

বিল্ব। উঃ! প্রাণের টানই বটে, বাবা!

ভিক্ষু। মশাই, কিছু দিন না।

বিল্ব। যা, যা—দেক্ করিস্ নি—কি রে কি? গানটা কি "টেনে টেনে"?

ভিক্ষু। আর মশাই—[illegible] টান পড়েছে।

বিল্ব। বলি—শোন্ শোন্; আমার গানটা লিখে দেতো।

ভিক্ষু। না মশাই; পাঁচ বাড়ী সেধে বেড়াতে হবে।

বিল্ব। দাঁড়া না ব্যাটা; তোকে ভিক্ষা দোব এখন।

ভিক্ষু। না ঠাকুর; তোমার ভিক্ষায় কাজ নেই; তোমার মিষ্টি মুখেই খুসী আছি।

বিল্ব। না, না, কিছু মনে ক'র না; গানটা লিখে দাও, আমি একটা টাকা দোবো এখন।

ভিক্ষু। সত্যি? মাইরি?

বিল্ব। এই নাও, এই নাও। (টাকা দিতে উদ্যত)

ভিক্ষু। অ্যাঁ! ফাঁড়ীদার ধরিয়ে দেবে না তো, বাবা?

বিল্ব। না, না; লিখে দাও।

ভিক্ষু। এ, বাবা আমার [illegible]ই গান নয়, বাবা; রীতিমত সা[illegible] [illegible]র লেখা, বাবা!

বিল্ব। আচ্ছা; কি গান, ব[illegible]

ভিক্ষু। (সুর করিয়া) "ওঠা [illegible] প্রেমের তুফানে"—

বিল্ব। নে, নে, সুর রাখ, গানটা বল্; এই কয়লা নে আমি লিখ্চি।

ভিক্ষু। ওঠা বাবা প্রেমের তুফানে।

বিল্ব। ইস্! পিরীতের বেজায় ঝোঁক; ওঠ্ বোস্ করাচ্চে;—তার পর?

ভিক্ষু। টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায়, কে জানে?

বিল্ব। আচ্ছা, এ পীরিতের ব্যাপারটা কি বোলতে পারিস্? কি বলিস্, অঁ্যা?

ভিক্ষু। (স্বগত) এ শালা পাগল না কি?

বিল্ব। তুই বোলতে পারি নি! গলায় গামছা দিয়ে টানে।—আমি আর ভুলছি নি।—বল্, বল্।

ভিক্ষু। কোথাও বিষম ঘূরণ পাক, চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে; ছুনিয়া দ্যাখে ফাঁক।

বিল্ব। পাক্ ব'লে পাক্? সে চড়্কীর পাক! তার পর, তার পর?

ভিক্ষু। কোথাও তরতরে ধার, ভাসিয়ে নে যায়, টান পড়েছে কি টানে!—এই ত' গান হ'ল; কৈ মশাই, দাও।

বিল্ব। দাঁড়া বাবা; আমি—গানটা প'ড়ে নিই! শোন্, হয়েছে কি? কি?—ওঠ বোস্ কচ্চে প্রেমের—

ভিক্ষু। আজ্ঞে হ্যাঁ; দিন।

বিল্ব। গলায় গামছা দে, নে যায় টেনে।

ভিক্ষু। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিন না।

বিল্ব। সে চড়্কীর পাক্;—উঁহুঁ, গানটা, ঠিক্ হচ্চে না।

ভিক্ষু। আজ্ঞে, ওই।

বিল্ব। হ্যাঁ রে, তুই কখন পিরীতের টানে পড়েছিস্?

ভিক্ষু। আজ্ঞে, ও সব আমার নাই; আপনি যে বলেছেন, হাতটান্,—সে যোজোর ক্ষেত্রে হয়েছিল; সেই অবধি নেশাটা ছাড়্তে পারি নি,—যার তার কাছে ভিক্ষে কোত্তে হচ্চে। কাজ কর্ম নাই, তাই সব গানটান্ বাঁধা শিখেছি; তাতেই লোকে খুসি হয়ে দুটো পয়সা দেয়, তাতেই দিন চলে;—পয়সা হাতে এলে ত আর থাকে না।

বিল্ব। তা হ'লে এই যে বল্লি, বিষম ঘূরণ পাক, একটা কিছুতে পড়েছিস্!

ভিক্ষু। আজ্ঞে, তা—বাড়ীটা বন্ধক দিয়ে তার ভাঁড়াটা কুবাত্ কথন করি; পেলুম কল্ম—নৈলে নয়।

বিল্ব। আচ্ছা, তুই একটা কাজ ক'ত্তে পারবি?

ভিক্ষু। আজ্ঞে, আমায় দিন, আমি কাজ পারব না; আমি এমি ভিক্ষা ক'রে খাই।

বিল্ব। এই নে, (টাকা দেওন) শোন্ না, আরও টাকা পাবি—একটা কাজ কর্ না। (স্বগত) দাঁড়াও, এই ব্যাটাকে দে সন্ধান নিই; বেটীর মন একটু ধক্ পক্ ক'ত্তেই হবে; ব'লে পাঠাই, "মনে করেছ সে আবার আস্বে, সে বকায় কছু।" (প্রকাশ্যে) শোন্, বলি—ঐ বাড়ীতে যা; চিন্তামণি ব'লে একটা আছে; সে কি ক'চ্চে, দেখে আয়; আর বলিস্, "যাহা মনে করেছ, সে আস্বে—সে আর আস্চে না।"

ভিক্ষু। আজ্ঞে, কোন বাড়ী?

বিল্ব। ওই—ওই বাড়ী। দেখ্তে এমন কি? চিম্‌কে ছুঁড়ীপানা; তবে আমার নজরে পড়েছিল, তাই। আর, ঐ গানটা শুনিয়ে আসিস্।

ভিক্ষু। কি বলব? যে, মশাই আস্চে।

বিল্ব। না, না; বল্‌বি যে, শর্ম্মা আর যাচ্চেন না।

ভিক্ষু। বুঝেছি, বুঝেছি। আমি জানি। বেবোল চক্রবর্ত্তী আমায় পাঠাত—রাগ টাগ হ'লে পাঠাত।

বিল্ব। আমি ঐ বট গাছের তলায় ব'সে আছি; সব খবর খুঁটিয়ে আন্‌বি;— কি কচ্চে, কে আছে, সব; খবরদার, গানটা লিখে দিস্ নি।

ভিক্ষু। হ্যাঁ, তা কি দিই? আমি এ কাজ জানি।

বিল্ব। দ্যাখ্, দ্যাখ্, দ্যাখ্—এই যে আমি

আসচে ওই মিন্‌সেটার সঙ্গে, ওইটে চিন্তা-মণির বাড়ীতে থাকে দাসীর মতন। ওর কাছে আগে খবর নে; আমার কথা জিজ্ঞেস্ করে ত কিছু বলিস্ নি। আমি ওই বটতলায় আছি।

[প্রস্থান।

ভিক্ষু। বাবা, কাজ ক'র্ত্তে কি নারাজ? এমন মনের মতন কাজ হয় ত করি।

(অন্তরালে অবস্থান)

(সাধক ও থাকর প্রবেশ)

সাধ। দ্যাখ থাক, প্রেমের কথা যদি কেউ অনুধাবন কর্ত্তে পারে, সে কেবল তোমায় আমি দেখ্‌ছি, এ কি যে সে প্রেম?—রাধাকৃষ্ণের প্রেম!

থাক। আমি প্রেমের কি জানি, বল? তবে এই জানি, যে মনের মানুষ পেলুম না।

সাধ। মনের মানুষ কি পাবে? ক'রে নিতে হবে। মানুষ সবই মনের মতন; বলেছে, "পুরুষ পরেশ।" তবে গোপন রাখা চাই। প্রেমের খেলা!—দ্যাখ, রাধিকা—মামী, কৃষ্ণ—ভাগিনা, রাসলীলা তাই অত গোপন। তুমি যে বড় ব্যস্ত রয়েছ, নৈলে প্রেমের কথা আরো দুটো শোনা-তুম। আমার মনের বড় সাধ, তোমায় অসৎপথ থেকে সৎপথে নিয়ে আসি।

থাক। তা আস্‌বেন, একবার অনুগ্রহ ক'রে বিকেল বেলা। আমিও শুন্‌তে বড় ভালবাসি; তবে কি জান? পেটের জালা বড় জালা!—ও মা, কৈ?

সাধ। কি কৈ?

থাক। এই, বাড়ীওলা মেসোকে ডাক্‌তে এসেছি। বাড়ীউলী মাসীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মিন্‌সে এই খানে বসেছিল।

সাধ। আমি এখন আসি। সন্ধ্যার পর আস্‌ব, যেন বড় গোল থাকে না; আমি তিন্‌টি টোকা দিয়ে ডাক্‌ব। পল্লীটে বড় খারাপ; কেউ যদি দ্যাখে।

থাক। তা আস্‌বেন; ভুলবেন না।

[সাধকের প্রস্থান।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষু। ওগো, তোমাদের বাড়ীতে আমি যাব।

থাক। তুই কে রে?

ভিক্ষু। কে রে এখন্ বল্‌চি নি; চ'ল শীগ্‌গির শীগ্‌গির বাড়ী নিয়ে চল।

থাক। মর মুখপোড়া! তোর মুখে নুড়ো জেলে দিই।

ভিক্ষু। তা দাও না, আমার চোদ্দপুরুষের" মুখে দাও না; কিন্তু আমি কথায় ভোল-বার নয়; চল এখন, তোমার সঙ্গে যাই।

থাক। আ ম'ল! মড়া পাগল না ?

ভিক্ষু। নাও, নাও, দেরি হয়ে যাচ্চে; আবার আমায় খবর দিতে হবে, তিনি বার গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

থাক। কে, কে? বল ত, বাড়ীওয়ালা মেসো? কোথা গেল রে?

ভিক্ষু। হুঁ, এখানে ভাঙি? চল, আগে বাড়ী চল।

থাক। আ মর মিন্‌সে! ভাক্‌রা করিস্ নাকি?

ভিক্ষু। ভাক্‌রা কেন? আমার কথা আছে; আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে বল্‌ব।

থাক। বল্ না, বল্ না ; এইখানে একটা বামুনের ছেলের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে ?

ভিক্ষু। দেখা হয়ে থাকে হয়েছে ; না হয়ে থাকে না হয়েছে। বাড়ী চল, তৈবৃটা পাবে। আমি কি আর তার কাছে বলি ?

থাক। মিন্সে বুঝি খবর জানে।—(অদূরে চিন্তামণি দেখিয়া) এই দ্যাখ, মাসীর আর বাপু ভয় নাই, আপনিই আস্ছে। আমি কি আর খুঁজ্‌তে কসুর কচ্চি ?

ভিক্ষু। ওই ত চিম্‌ড়ে চিম্‌ড়ে গড়ন ; এ বেটাও মাসী বল্‌চে। পেটের কথা শীগ্‌গির বা'র কচ্চি নি ; একটু দেখি।

(চিন্তামণির প্রবেশ)

থাক। বলি, হ্যাঁ গা মাসি ! তোমার একটু ভয় সয় না ? বাড়ী থেকে ফর্‌ফরিয়ে বেরিয়ে এলে ? লোকে কি বল্‌বে বল ত।

চিন্তা। আর বলুক্ গে, বাছা ! আমার আর সয় না ! ডুব্‌টা দিয়ে আসি।

থাক। বলি, কৈ, এখানে ত দেখ্‌তে পেলুম না ! বাছা, পরের ছেলে,—ছটো মিষ্টি মা বল্লে থাক্‌বে কেন ?

চিন্তা। আমি আর কি বলেছি ? তুই বাড়ী ছিলি নি, আমি খেতে ব'সে ছিলুম ; তাই দোর খুল্‌তে দেরি। এই সমস্ত রাত গজ্‌গজানি।—ভাল ক'রে কথা ক'বে না, ঘুমুতে দেবে না। ভোর বেলায় দেখি ডাক্‌চে ; আমি আর সাড়া দিলুম [illegible] বাছা, [illegible]টরিয়ে একবারে সিঁড়িতে [illegible] ফিরে এল ; গ্যাল ; [illegible]

ভিক্ষু। বলি, হ্যাঁ গা, শোন শোন ; ঐ ঠাকুরটি, যে এখানে বস্‌ছিল ?

থাক। কি তা ?

ভিক্ষু। (চিন্তামণির প্রতি) শোন ;—(থাকর প্রতি) তোমায় না ;—(চিন্তা-মণির প্রতি) তুমি শোন, মনে কল্লেছো বাছা যে, সে আস্‌বে ; সে আর আস্‌চে না।

চিন্তা। সে কোথা গেল ?

ভিক্ষু। চল আগে তোমার বাড়ী যাই, কি কচ্ছ দেখ্‌ব, কি যে ভাত খাচ্ছ দেখ্‌ব, কি বলচ শুন্‌ব ; তবে বটতলায় গে খবর দোব। সে গিয়েছে নদী পার হ'লে।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ ও ঝোপের মধ্যে অবস্থান)

চিন্তা। ও লো থাকি, দ্যাখ্, পেছনের ওই ঝোপের ভিতর এসে মড়া লুকুচ্চে।

(অঙ্গভঙ্গী করিয়া ভিক্ষুকের গীত)

সিন্ধু (মিশ্র)—খেম্‌টা।

বসেছিল বঁধু ঢেঁসেলের কোণে।
বল্লে না ফুটে, শামকা উঠে,
হামা দিয়ে গিয়ে সেঁধুল বনে।
সাঁজে সকালে, ফেরে চালে চালে,
আহা ! গগার পারে বঁধু যেত এগোনে ॥

বিল্ব। (স্বগত) দ্যাখ বেটীর মনে একটুও [illegible]শ নাই হাস্‌ছে ! (প্রকাশ্যে) দ্যাখ, [illegible]মি এ পারে কাট্ কিন্‌তে এসেছিলুম, দেখা হল ত একটা কথা বলে যাই ; "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা।"

চিন্তা। কেন রে মড়া ! কাট্ কিন্‌তে কেন ? তোর চিতা সাজাবি না কি ?

বিষ। দ্যাখ, একটা কথা বলি ; মনে করেছিলুম যে তুমি ভদ্দর ; তা নয়, তুমি ভারি ছোট-লোক।

চিন্তা। আর তুমি খুব ভদ্দর লোক—আচরণেই বোঝা গিয়েছে।

থাক। দেখ বাড়ীওলা মেসো, তুমি যদি মানুষ হও ত—ও ছোটলোক বেটীর কথায় উত্তর দিও না। হ্যাঁ দ্যাখ মাসি, মাসী হও আর যা হও বাছা, তোমার বড় আলগা মুখ।

বিষ। দ্যাখ থাক, আমি আর আস্‌ছি নি ; তবে মনের দুঃখ এক দিন তোমার কাছে গোটা কতক বলে যাব। আমরা বাবা যত্নের পায়রা ; যেখানে যত্ন পাব, সেখানে যাব।

চিন্তা। কেন, তোমায় কি বলেছি ? থাক বাড়ী ছিল না, আমি খেতে বসেছিলুম, তাইতে দোর খুলে দেবার দেরি হ'ল। তোমার আর সমস্ত রাত্তির রাগ পড়লো না! তা ভাই, যেখানে যত্ন পাবে, যাবে বৈ কি। আমি কিন্তু তোমায় বলেছিলুম, গোড়ার কথা মনে করে দ্যাখ।

থাক। দ্যাখ মেসো, আমি কিন্তু একটা কথা বলি ; তোমার বাপু, আর ভাল দেখায় না, মেয়ে মানুষটা যখন রাস্তা পর্য্যন্ত এসেছে।

চিন্তা। পোড়া কপাল! আমি নাইতে এসেছি! তুই বলিস্, থাকি আচরণ দেখ্‌লি! সকাল থেকে এখানে ব'সে আছে, আমি ভেবে মরি কোথা গেল—বড় একবার দেখাটি দিলে না।

থাক। এটি মেসো, তোমার অন্যায় হয়েছে, মেয়েমানুষটা ভেবে সারা হয় ; বলে, "দশ হাত কাপড়ে মেয়ে ন্যাংটা।"

বিষ। দ্যাখ চিন্তামণি, মনে বড় দুঃখ রৈল।

চিন্তা। থাকে থাক্, রাগ করিস্ নি ; চল্, বাড়ী চল্।

বিষ। না, আমার আজ বাপের শ্রাদ্ধ ; বেলা হয়ে গিয়েছে।

চিন্তা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ; তবে আর দেরি করিস্ নি, যা, বলে যা, রাগ নেই!

বিষ। না রাগ কিসের ?

চিন্তা। দ্যাখ্, বেলা হল ; বল্ রাগ নেই, নৈলে ছেড়ে দোব না।

বিষ। না।

চিন্তা। তা চল, আমিও নাইতে যাই, তুইও পারে যা। সন্ধ্যাবেলা আস্‌বি ত ? না, আজ আবার বুঝি নদী পেরুতে নেই ?

বিষ। না, আজ আর আস্‌ছি নি ; নদী পেরুতে নেই ত, আস্‌ব কেমন ক'রে ?

চিন্তা। তা না আসিস্, কাল সকাল বেলা একবার আসিস্, মাথা খাস্।

বিষ। সকালে কি আর আসা হয় ?

চিন্তা। দেখ্‌ছিস্ না থাকি, তোর ভদ্রলোক! আজ যাবেন, সমস্ত রাত্তির দেখা পাব না, কাল সকালে আস্‌তে বলচি ; বলে "সকালবেলা কি আসা হয় ?"—[illegible] ওঁর শরীরে রাগ নেই! রাগ নেই বটে আমাদের শরীরে, যখন যা হয় ব'লে ফেল্লুম।

বিষ। সকালে কি করে আসি ? একি রাগের কথা ? কাজ কর্ম্ম নেই ?

চিন্তা। দ্যাখ্, মাথা খাস্, সকালে আসিস্।

বিষ। তা দেখি।

চিন্তা। দেখি নয়, দুপুর বেলায় তা নৈলে তোর বা[illegible]ড়ীতে গে হাজির হব।

[illegible] না। [illegible] কি করে বলুন ?

[illegible] ঠাকুর [illegible]

আমি যে [illegible]

[প্রস্থান।

ভিক্ষু। হাঁ ঠাকুর, আমায় যে কি দেবে বলেছিলে।

[প্রস্থান।

থাক। বুঝি এখনও রাগ পড়ে নি। বাড়ী নে গেলে না কেন ?

চিন্তা। না, করুক গে—বাপের শ্রাদ্ধ করুক গে। বাড়ী নিয়ে গেলে কি আর যেত ? আর বাছা, একটা রাত জুড়ুই। যেন কয়েদখানা ! কাছ থেকে নড়্তে দেবে না ; সমস্ত রাতটে ভ্যান্ ভ্যান্—মাথা মুণ্ডু নেই—খালি, "ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি !" আরে, ভাল বাসিস্ ত আমার কি মাথা কিনেছিস্ ?—ওই দ্যাখ, আবার আসচে !

(বিল্বমঙ্গলের পুনঃ প্রবেশ)

বিল্ব। দ্যাখ, আজ রাত্তিরে আমি আর আস্তে পারব না, আমার কাপড় ক'খান গুছিয়ে রেখো।

চিন্তা। শুন্লি, শুন্লি ! আমি কি কাপড় মাঠে ফেলে রাখি।

বিল্ব। তাই বলচি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, ঐ টিয়ে পাখীটাকে দুটি ছোলা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর এক দিকে একটু জল।

চিন্তা। না, দেব না ; ঘাড়্টা মুচ্ড়ে মেরে রাখ্‌ব।

বিল্ব। তা তুমি পার ; তাই বলচি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর, যদি শীস্ দেয় ত দিতে ব'ল।

চিন্তা। বলি যাও না ; কখন শ্রাদ্ধ করবে ? কখন খাওয়া দাওয়া করবে ? বেলা কি আর হয় না ?

বিল্ব। যাচ্ছি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর ঐ বেড়ালটাকে দুটি খাবার দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন) আর শিং ভাঙে ত বারণ ক'রো না ; আমি চল্লুম।

চিন্তা। দাঁড়াও না, আমিও নদীতে যাব, কাল সকালে আস্‌বে ত ?

বিল্ব। দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(ভিক্ষুক ও সাধকের প্রবেশ)

ভিক্ষু। বলি, মশাই ত গোয়েন্দা নন ?

সাধ। শিব, শিব, শিব ! আমার পরিচয় তোমায় দিচ্চি শোন। আমি নবাব সরকারে চাকরী কত্তেম্, আমার নাম রামকুমার সান্যাল। কলির লোক জান ত ?—যে ধর্ম্মভীত হয়, তারই বিপদ ! আমার নামে তহবিল তছ্রূপের দাবী হ'ল, এতেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে ; কাশীধামে গমন কল্লেম্, তথায় ভাগ্যক্রমে আমার গুরুর দর্শন পেলেম্—একজন সিদ্ধ ব্যক্তি,—তিনি বার বৎসর পুত্রের মতন আমায় উপদেশ দেন।

ভিক্ষু। হ্যাঁ গা, তা তবিল ভেঙ্গেছিলে, ফাঁসিদার ধল্লে না ?

সাধ। শিব, শিব, শিব ! আমি তহবিল ভাঙ্‌ব কেন ? দুর্জ্জনেরা রটিয়েছিল।

ভিক্ষু। বলি, যা হোক্ ফাঁড়িদার কিছু ধরে নি ?

সাধ। যতো ধর্ম্ম ততো জয়ঃ। ঈশ্বরের ইচ্ছার ব্যাঘাত হয় নি।

ভিক্ষু। তোমার ভারি কপাল! আমি পাইখানায় লুকিয়ে ছিলুম, আমায় টেনে বার কল্লে।

সাধ। তার পর শোন। এই যোগশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র এই সকল গুরুর কৃপায় শিক্ষা কল্লুম। এখন জগতের হিত যাতে হয় তাই ক'র্ত্তে হবে; তাই ভাব্‌চি, তোমায় আমি চেলা কর্‌ব। তুমিও দেখ্‌চি একজন ত্যাগী পুরুষ, তাই তোমার পরিচয় চাচ্চি।

ভিক্ষু। না, তুমি গোয়েন্দা নও। কি জান, সকলের বরাৎ সমান নয়।—আমার ছেলেবেলায় নেশাটা ভাঙ্‌টা কত্তে শিখে একটু হাতটান্ হয়ে পড়্‌ল; একটা বাঁধা হুঁকো সরিয়ে পঁচিশ কোড়া খাই, আর ঘানি টানি একমাস। আমিও কাশী গিয়ে ছিলুম, তোমার মতন একটা মোহন্তও পেয়েছিলুম। তার জটার ভেতর এক খানা সোনার বাট্ ছিল; যে দিন জটা ঘ'সে ট'সে দিতে বলত সে দিন বার করে রাখ্‌ত। গাঁজা টাঁজা চলত মন্দ নয়, কিন্তু লোভ সম্বরণ হ'ল না – বাট্ খানা নিয়ে সটুকান।

সাধ। আহা! তুমিই আমার চেলা হবার যোগ্য।

ভিক্ষু। তা কাজ তোমার মা বাপের আশীর্ব্বাদে সকল জানি। কিন্তু একটা পেঁচ আছে আমার নামে একখানা পরওয়ানা আছে; শান্তিপুর থেকে একটা সোণার বাটী সরাই।

সাধ। তার উপায় হবে, তোমার জটা ক'রে দিব, গেরুয়া প'রে থাকবে, ছাই মেখে থাক্‌বে।

ভিক্ষু। বলি, সে সব ত ছিল, পরওয়ানার দায়ে জটা কেটে ফেলেচি।

সাধ। ত্রাথ, আমার কাছে থাকায় তোমার কোন শঙ্কা নাই; আমি অন্তর্দ্ধান বিদ্যায় তোমায় লুকিয়ে রেখে দিব।

ভিক্ষু। বলচি যে, তোমার কপাল ভাল। ফাঁড়িদারের চোখ বড় সাফ; জান না, জেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জলে লুকিয়ে থাকলে ধরে।

সাধ। এখানে থাক্‌লে বড় সে সব ভয় নাই।

ভিক্ষু। আচ্ছা, এ ফন্ এক রকম মন্দ নয়; চল্লে ভাল। বলি, তুমি কথা কইবে ত? না কথা কইবে না?

সাধ। যোগ্য লোকের সঙ্গে কইব।

ভিক্ষু। ধুনি জ্বালাবে?

সাধ। কখন কখন।

ভিক্ষু। তোমার ভৈরবী থাক্‌বে?

সাধ। খুব গোপনে।

ভিক্ষু। লোককে কি বলব যে, টাকা কড়ি দাও? না, যে যা শ্রদ্ধা ক'রে দিলে; কি বল?

সাধ। সাম্‌নে একটা হোম থাক্‌বে; যার যা ইচ্ছা হবে, তারই ভিতর দিয়ে যাবে।

ভিক্ষু। হুঁ বুঝেছি এখন কোথায় আস্তানা ক'র্‌বে?

সাধ। একটা শিবের মন্দির টন্দির দেখে নেওয়া যাবে।

ভিক্ষু। এখন কি রকম বখ্‌রা বল।

সাধ। দ্যাখ্ আমার বাড়ীতে খেতে পর্‌তে —স্ত্রী, একটী ছেলে, আর মা ঠাক্‌রুণ। তা গোটা পোনের টাকা মাসে পাঠালেই হবে। বাকী আমাদের খোরপোষ্ বাদে— দশ আনা ছ' আনা।

ভিক্ষু। কি, দশ আনা তোমার, ছ' আনা আমার?

সাধ। হুঁ।

ভিক্ষু। তুমি সাধুগিরি জান না। বাড়ী বাড়ী বুঝি নি; চেলার সঙ্গে আধাআধি বখ্‌রা!

সাধ। দ্যাখ, ওতে আট্‌কাবে না। তোমায় আমি শিষ্য কর্‌ব; গুরুসেবার জন্ত যা দিতে হয় দিও।

ভিক্ষু। এ কথা ভাল।

সাধ। আজ রাত্তিরে একটু কাজ ছিল।

ভিক্ষু। আমারও বিশেষ কাজ আছে।

সাধ। একটা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাবার কথা ছিল।

ভিক্ষু। আমারও যাবার কথা আছে।

সাধ। কি, নদীপার?

ভিক্ষু। নদীপার।

সাধ। আজ কাজ সারতে পার, ভাল; না হ'লে কাল থেকে চেলা হবে।

(গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ)

কাফি (মিশ্র)—একতালা।

পাগ। ওমা! কেমন মা কে জানে?
মা ব'লে মা, ডাক্‌চি কত,
বাজে না, মা, তোর প্রাণে!
মা ব'লে ত ডাক্‌ব না আর,
লাগে কি না দেখ্‌ব তোমার;
বাবা ব'লে ডাক্‌ব এবার,
প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
দ্যাখে নাক' একবার চেয়ে,
খেপ্পী নিয়ে খেয়ে খেয়ে
বেড়ায় সে শ্মশানে!

সাধ। আহা, আহা! বেড়ে গায়।

ভিক্ষু। (পাগলিনীর প্রতি) হাঁ গা, তুমি কে গা?

পাগ। আমি বাছা, পাগলদের মেয়ে।

ভিক্ষু। হাঁ গা, তোমার বে হ'য়েছে?

পাগ। হুঁ, পাগলদের বাড়ী।

(গীত)

গৌরী—একতালা।

আমার পাগল বাবা,
পাগ্‌লী আমার মা;
আমি তাদের পাগলী মেয়ে,
আমার মায়ের নাম শ্যামা।
বাবা বব বম্ বলে,
মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে;
রাঙা পায়ে ভ্রমর গাজে,
ঐ নূপুর বাজে শোন না।

[প্রস্থান।

সাধ। দ্যাখ, দ্যাখ, এ পাগলীটাকে হাত কর; ও বেড়ে গায়।

ভিক্ষু। ব্যবসাটা খাঁগ্‌গির জম্‌বে।

সাধ। তোমায় ভৈরবী কর্ত্তে পার ত ভাল।

ভিক্ষু। বটে, ওকে পেলে ত আমিও একটা দল করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিল্বমঙ্গলের বাটীর—কক্ষ, সম্মুখে শ্রাদ্ধের আয়োজন।

(বিল্বমঙ্গল ও পুরোহিত আসীন।)

বিল্ব। এই ত বাপের পিণ্ডি দিলুম, এই নাও। সন্ধ্যা হ'ল—তোমার যে মন্ত্র পড়া তার ধুম্।

পুরো। তুই বেলা করেই ত সর্ব্বনাশটা করি। এম্নি দুটী যজমান হ'লেই আর আমাদের ক্রিয়া কর্ম্ম চলবে! ব্রাহ্মণেরা উপবাস রয়েছে।

বিল্ব। আর আমি বুঝি মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত খেয়েছি?

পুরো। দ্যাখ, অমন করিস্ ত লোকে তোকে অশ্রদ্ধাপাত করবে।

বিল্ব। যাও, যাও, এখন তোমার কাজে যাও। ওরে ভোলা!

(ভোলার প্রবেশ।)

এই পুরুৎ ঠাকুরের বাড়ী এই গুলো নিয়ে আয়; আর, মথুর ঠাকুরকে এইদিকে আসতে বল।

ভোলা। আজ্ঞে, এখন মথুর ঠাকুর পরিবেশন করবেন; ব্রাহ্মণদের পাত হয়েছে।

বিল্ব। সে থাক্, আগে আমার পাঁচ চেঙারি খাবার এই খানে রেখে যাক্। যাও না ঠাকুর, শালগ্রাম নিয়ে যাও না।

পুরো। বলি, তোর আক্কেলটা শুনচি,—রাধেকৃষ্ণ!

[প্রস্থান।

বিল্ব। দ্যাখ্ ভোলা, তুই দাঁড়িয়ে থেকে ভাল ভাল সামগ্রী সব তুলে আনবি—পাঁচ খানা চাঙারি।

[ভোলার প্রস্থান।

ধর না—চিন্তামণি, থাক,—দুই; থাকর মাসী আছে শুনচি; এই ধর,—তিন; চিন্তামণির আর এক খানা ধর,—চার; ও তিন খানাই ধর,—পাঁচ। আমি এখন আর খাব না, দেরি প'ড়ে যাবে; চিন্তামণির সঙ্গে একসঙ্গে খাব। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) ইস্! এই সারলে! পশ্চিমে মেঘ খানা বড় উঠেচে;—উঃ বেজায় ঝড়!

(ভোলার পুনঃ প্রবেশ)

ভোলা। ওগো বামুণদের পাতা উড়ে গেল!

বিল্ব। তা যাক্; তুই পাঁচ চেংড়া খাবার এনে এই খানে রাখ্ না, একটা লোক সঙ্গে ক'রে খেয়াঘাটে নিয়ে আসিস্। আমি নৌকো দেখ্তে চল্লেম। আমি পাইখানা যাবার নাম ক'রে বেড়িয়ে পড়ি, কেউ যদি খোঁজে, বলিস্—আমার বড় জ্বর! (অদূরে দাওয়ানকে দেখিয়া) আম'ল! আ বার দাওয়ান ব্যাটা এল।

(দাওয়ানের প্রবেশ)

দাও। (স্বগত) ঘরের ভিতর সব পাঁও করে দিই; মুষলের ধারে বৃষ্টি আসচে। (সহসা ভোলাকে দেখিয়া) ভোলা এখানে দাঁড়িয়ে কেন রে?

বিল্ব। কাজ আছে, তুমি পাত কর গে যাও।

দাও। মশাই, ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হয়।

বিল্ব। হ'ক্। পরন্তু আমার একশ টাকা

চাই, যেখান থেকে পাও, ঠিক রাখ্‌তে চাও ; বুঝেচ ?

দাও। আর টাকা চাইলে বাড়ীবাঁধা ভিন্ন উপায় নাই।

বিল্ব। তা, যেমন ক'রে হয়।

দাও। দাড়ান্ মশাই, আমি এখন পাত করি গে।

বিল্ব। দ্যাখ টাকা চাই, না পেলে টের পাবে।

দাও। যে আজ্ঞে। (স্বগত) চাকরী আর বেশী দিন ক'ত্তে হবে না।

[প্রস্থান।

বিল্ব। উঃ! বেজায় বৃষ্টি, কিন্তু এ সময়ে না বেরুলে নৌক ঠিক্ ক'ত্তে পারব না। যা ভাড়া লাগে, পার হতেই হবে।

[প্রস্থান।

ভোলা। এই যে, সিন্ধুকের চাবি ভুলে গিয়েচে! মাইনে যত পাব তা ত বুঝ্‌তে পেরেছি ; আজ যা পাই তাই নিয়ে সট্‌কাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর-শ্মশান।

(ঝোপের পার্শ্বে চিতা জ্বালাইয়া পাগলিনী উপবিষ্টা, বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। দেখি, আর দু ক্রোশ পরে আর একটা খেয়াঘাট আছে।—এক খানা কি জেলে-ডিঙিও বাঁধা থাক্‌তে নেই? এক খানা ভেলা ভেলা কাট টাট্—কত কি যে নদীর ধারে থাকে—তা কি একটা নেই? উঃ! মুষলের ধারে বৃষ্টি। রাগ করে এসেচি ; ব'লে এসেচি, আস্‌ব না ;—চিন্তামণি হয় ত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চে! আহা প্রাণেশ্বরী! আমরা দু জনে যেন চক্রবাক চক্রবাকী ; মাঝে এই প্রবল নদী।—এ ঝোপ্‌টার পাশে আলোটা কি? এ শ্মশানে চিতের আলো, এ বৃষ্টিতে চিতের আগুন নেবে না! কালস্বরূপ নদী কারও কথা শোনে না, চলেচে! আমার যে প্রাণ যায়! উঃ! কি ভয়ঙ্কর তুফান, কি ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, যেন পিশাচ যুদ্ধ ক'চ্চে! প্রাণ,তোরে আমি তুচ্ছ কত্তুম কিন্তু যে চিন্তামণিকে দেখ্‌তে পাব না! উঃ! কি করি? তারও প্রাণ এমনি হচ্চে। স্ত্রীলোক—কি করবে? নৈলে নদী পার হয়ে এসে, আমার গলা ধরে কেঁদে আমায় তিরস্কার ক'ত্ত। চিন্তামণি আমার, আমি চিন্তামণির ; আমার প্রাণ নয়,চিন্তামণির প্রাণ—সে যে আমায় ভাল-বাসে। কি করি? কেমন ক'রে পার হই? এ দুরন্ত তরঙ্গ! শ্মশান থেকে এক খানা মোটা কাট এনে দেখি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কি! পেত্নী নাকি? পেত্নী বৈ কি ; ঐ যে মড়ার মাথা পুড়িয়ে খাবে! ওরা মনে কল্লে পার করে দিতে পারে, বলি, এরেও প্রাণ গেছে, অয়েও প্রাণ গেছে। (পাগ-লিনীর প্রতি) ওগো তোমায় আমি যোড়শোপচারে পূজা দোব, তুমি যদি আমায় পার করে দাও। মা, কৃপা করে কথা কও, চিন্তামণির জন্ত আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে।

পাগ। (বেগে দণ্ডায়মান হইয়া) কৈ সই, কৈ চিন্তামণি?

বল,
কোথা গেল?
হৃদয়ের মণিহারা আমি পাগলিনী,
দ্যাখ, দ্যাখ, এসেছি শ্মশানে ;—
সে ত নাই লো এখানে,
পর্ব্বত গুহায়, নিবিড় কাননে,
তারই অন্বেষণে কেঁদে গেছে কত দিন!
কভু ভস্ম মাখি গায়—
এ প্রাণের জ্বালা না জুড়ায়,
শূন্যে শূন্যে ফিরি, বুকে বজ্র ধরি ;
সে কোথায় দেখা ত হ'ল না!
হৃদয়ের চাঁদ, দেখি মাত্র সাধ,
তাতে বাদ কেবা সাধে?
কৈ—কৈ চিন্তামণি?

বিল্ব। (স্বগত) এ কে! চিন্তামণিকে ডাকচে কেন? এ ত পেত্নী নয়; পাগল বোধ হচ্চে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ গা, চিন্তামণি তোমার কে?

পাগ। সে আমার গো, সে আমার; নাম ধরে ডাকি নি; ছি! লজ্জা করে।

বিল্ব। চিন্তামণি ত মেয়েমানুষের নাম?

পাগ। চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী,
বরাভয়করা, ভক্তমনোহরা,
শবোপরে নাচে বামা।
কভু ধরে বাঁশী;
ব্রজবাসী বিভোর সে তানে।
কভু রজত ভূধর—
দিগম্বর, জটাজুট শিরে,
নৃত্য করে বব বম্ বলি' গালে।
কভু রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা,
সে রূপের দিতে নারি সীমা ;—
প্রেমে ঢ'লে, বনমালা গলে,
কাঁদে বামা
"কোথা বনমালী" ব'লে।
একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি ;
বিপরীত রতি,—
কেহ শব, কেহ বা চঞ্চলা,
কভু একাকার ;
নাহি আর কালের গমন,
নাহি হিল্লোল কল্লোল ;
স্থির—স্থির সমুদয়।
নাহি—নাহি "ফুরাইল" বাক্ ;—
বর্ত্তমান বিরাজিত।

বিল্ব। আমার চিন্তামণি! আমি এতদিনেও তার রূপের সীমা পেলুম্ না। আহা! সে রূপ দেখ্তে দেখ্তে বাক্ ফুরিয়ে যায়ই বটে! কি করব? কেমন' ক'রে যাব? চিন্তামণি! চিন্তামণি! বুঝি এই নদীকূলেই প্রাণ যাবে।

পাগ। প্রাণ ত যাবার নয়, প্রাণ যাবে না ; জলে ঝাঁপ দে দেখেছি—জল শুকিয়ে যায়! আগুনে ঝাঁপ দে দেখেছি—আগুন নিবে যায়! হায়! সে মনচোরা কোথায়! চল সখি, দু'জনে দু'দিকে যাই, তারে খুঁজি। মা! মা! কোথায় তুমি? শ্মশানভূমি আলো ক'রে এস মা!

বিল্ব। নিবিড় অন্ধকার; দিক্ নির্ণয় করা দুষ্কর! সত্য কি প্রাণ যাবার নয়? ওহো যদি প্রাণ যায়, চিন্তামণিকে আর দেখ্তে পাব না। মেঘগর্জ্জন, তোমায় ভয় করি না; তরঙ্গ, তোমারও কলকল্ নাদে ভয় করি না, দেহ, তোরও মমতা রাখি না; কিন্তু চিন্তামণিকে যে আর দেখ্তে পাব না, ওই ভয়। নৈলে তুমি নদী নও, গোখুর জল; আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত!—চিন্তামণি! চিন্তামণি!

(গীত)

কানেড়া (মিশ্রিত)—একতালা।

পাগ। সাধে কি গো শ্মশানবাসিনী ?
পাগলে করেছে পাগল,
তাই ত ঘরে থাকি নি।
সে কোথা একলা বসে,
নয়ন জলে বয়ান ভাসে,
আমাহারা দিশেহারা,
ডাক্‌চে কত না জানি!
ওই যেন সে পাগল আমার,
দেখ্‌চি যেন মুখ খানি তার,
ঘোর যামিনী, একলা আছে
প্রাণের চিন্তামণি।

[প্রস্থান।

বিল্ব। যাব, চিন্তামণিকে দেখ্‌ব। চিন্তা-
মণি! চিন্তামণি!!

[জলে ঝম্প প্রদান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিন্তামণির বাটী পাকন ঘরের দাওয়া।

(সাধক ও ভিক্ষুকের প্রবেশ)

সাধ। বলি, তোমার এ বাটীতে কাজ
ছিল কি ?

ভিক্ষু। আমার কি আর কাজ থাকতে নেই ?
যখন কথা দিয়িচি, তোমার কাজে গাফিলি
পাবে না।

সাধ। বলি, তবু কি শুনি।

ভিক্ষু। ঠিকে কাজ। ঐ যে বাড়ীর গিন্নী
আছেন, তাঁর মানুষটি আমায় বল্লেন,
"যতক্ষণ না আমি আসি, তুই নজর
রাখ্‌বি—কে আসে, যায়।" দোর
গোড়ায় ছিলুম ; ঝড় ঝাপটায় ঘরে এসে
ঢুকিচি। মাগীরে পরকে ঠকায় বটে,
আপনারাও ঠকে ;—বল্লুম বাবা বিদেশী
অতিথ ; তাই চিঁড়ে মুড়্‌কি দে—ফলার
করালে। কিন্তু শেষটা চিনে ফেল্লে,
বল্লে, "সেই পোড়ারমুখো রে সেই
পোড়ারমুখো ; ওই পোড়ারমুখো পাঠিয়ে
দিয়েচে!" ঝাঁটা ঝাড়্‌ছিল ; বড় ঝড় বৃষ্টি
দেখে 'মা, মা" শব্দ ক'রে কেঁদে ফেল্লুম্।
এই দাওয়ায় এক কোণ দিয়েছে ; বাবা,
তুমি ত দেখ্‌চি সারা রাতটা মশা তাড়ালে ;
ব্যাপার খানা কি ?

সাধ। তুমি এতক্ষণ ছিলে জান্‌লে আমি দু'টা
কথা শেখাতুম।

ভিক্ষু। আর কথা শিখিয়ে কাজ নেই ; এই
বাদলার দিন—ওই খানে একটু মুড়ি দে
ঘুমোও। চেলাগিরি ত ? ও আমি খুব জানি।

সাধ। আরে না, না ; থাক এলে ব'ল যে
আমি খুব সাধু।

ভিক্ষু। বলি, থাকর সঙ্গে ব্যাপার খানা কি
বল দেখি ? তোমার ভৈরবী পাকাচ্চ ?
দ্যাখ, দেখা শুনের ধার ; গুরুগিরি চেলা-
গিরি চল্‌বে না। তোমায় আসতে বলে-
ছিল তা আমি শুনিচি—সেই, যখন সেই
কৃষ্ণপ্রেম ভজাচ্ছিলে। তোমায় আগে
একটু না চিন্‌লে আমার গাঁয়ের কথা
শুনতুম না!

সাধ। কেন, তুমি আমার চেলা ব'লে পরিচয় দেবে, তা দোষ কি ?

ভিক্ষু। দ্যাখ, তুমি খুব সেজেচ গুজেচ বটে ; কিন্তু তুমি চার আনা বখ্‌রারও যুগ্‌গি নও। বলি, আক্কেল নেই ? সকাল বেলা গুরু শিষ্যে দেখা নাই, আর রাত দুপুরে "গুরবে নমঃ !"

সাধ। তবে তুমি একটু স'রে যাও, আমি থাকর সঙ্গে নিরিবিলি দু'টি কথা কব।

ভিক্ষু। ভোর বেলা কোয়ো এখন। ভোর না হলে ত আর তার দেখা পাচ্চ না, সে এখন ছাপর খাটে শুয়েচে ; রুদ্রাক্ষির ঠক্‌ঠকানিতে কি আর সে উঠ্‌বে ? টাকার শব্দ কত্তে পাত্তে ত সে কথা ছিল। ব্যবসাটা জমিয়ে কিছু হাতে কর, তার পর এসো।—দ্যাখ, তোমার ভৈরবীর জন্যে সে পাগলীটাকে জোটাবার চেষ্টায় গিয়েছিলুম, ভর হলো, বাবা ! বেটি শশ্মান বাগে চ'লে গেল !

সাধ। আমার ভৈরব কেন ? আমি তোমার ভৈরবীর জন্যে বলেছিলুম।

ভিক্ষু। ও হরি ! আমি তা বুঝ্‌তে পারি নি। তুমি আবার সৌখীন, সে ভৈরবী মনে হচ্চে না ; তাই থাকমনির কাছে এসেচ। দ্যাখ, আমরা এক আঁচড়ে মানুষ চিনি ; (অদূরে থাকর পদ শব্দ শুনিয়া) থাকমনি কি ভৈরবী ? ও ভৈরব। দ্যাখ না ব্রহ্মদত্যির মতন চ'লে আস্‌চে। (মুড়ী দিয়া শয়ন)

(থাকর প্রবেশ)

থাক। (স্বগত) হুঁ পোড়ারমুখো দাওয়ায় ব'সে আছে ; তালা ভেঙ্গে ত সেঁদোয় নি ? কে জানে চোর কি নয়। (প্রকাশ্যে) বলি মশায় আছেন কি ?

সাধ। (স্বর করিয়া) হুঁ, আছি।

থাক। (স্বগত) আমার আহ্লাদে গোপাল। বিবি বাজের ডাকে মূর্চ্ছা যান ! (প্রকাশ্যে) তার আজ মানুষ আসে নি ব'লে আট্‌কে রেখেছিল ; আমি কতক্ষণে আসি, কতক্ষণে আসি, মনে ক'ত্তে ক'ত্তে ঘুমিয়ে গেছি। বড় ক্লেশ হয়েচে তামাক টামাক পাওনি ; আর সন্ধ্যা থেকে ব'সে আছ ; তা কি করব বল ? আমার ত আর হাত নয়। এই আমি প্রদীপ জ্বালি, তামাক সেজে দিই, তার পর পিঁড়ে পেতে দাওয়াতে বসে তোমার কথা শুনি। (ভিতরে গমন)

ভিক্ষু। বিশ্বাস দেখেছ ... ঢোকাবে না ! দ্যাখ, তুমি আমায় ... টাক্কী মেনো না তা হ'লে দুজনেরই গলা ধাক্কা !

থাক। (বাহিরে আসিয়া) আ মুয়ে আগুন ! তামাক হু'ছিলিম্ এনে রাখ্‌ব, তা ভুলে গেছি।

সাধ। তা থাক্, তামাক থাক্ ; তুমি ব'স। দ্যাখ, আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হরিদ্বার,—সমস্ত বেড়িয়ে এসেছি, কিন্তু কোথাও মনের মতন মানুষ পেলুম না।

থাক। যা বল্লেন ওইটি পাওয়া মুস্কিল। এই প্রায় একুশ বছর বয়স হ'ল ;—ও কুড়িও যার নাম একুশও তার নাম—কুড়ি এখও পোরে নি, এই চোৎ মাসে উনিশে প'ড়েছি,—তা কৈ, মনের মানুষ ত কোথাও খুঁজে পেলুম না।

সাধ। কিন্তু তুমি আমার মনের মতন।

থাক। আস্তে কথা কও এক মড়া ভিকিরী দাওয়ায় শুয়ে আছে।—তা দেখুন, আমি আপনার মন যোগাতে পারব কি ?

সাধ। আমার বড় সাধ, তোমায় রাধাপ্রেম শেখাই।

থাক। আমায় যা শেখাবেন, আমি আর ভুলব না।

সাধ। তবে মন দে শোন। বলি, তরতে ত হ'বে—এ ভবসমুদ্র তরতে ত হ'বে?

থাক। তা বটে ত।

সাধ। তাই তোমায় বলচি, বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দাও; পাঁচ জনের মুখ আর চেও না।

থাক। আমি তেমন মানুষ নই; যদি আপনার সঙ্গে আলাপ হয় ত আপনি বুঝতে পারবেন। আমি হরিনাম না ক'রে জল খাই নি; আর, যে মানুষ অনুগ্রহ ক'রে আমার কাছে আসেন, তাঁকে আমি স্বামীর মতন দেখি; আর, পরপুরুষের মুখ দেখি না। আমি একাদিক্রমে বাইশ বছর এক জনের কাছে ছিলুম।

সাধ। দ্যাখ, তুমি আমার ভাব বুঝতে পাচ্চ না! রাখা রাখির কথা নয়, এ প্রেমের কথা।

থাক। তা ত বটেই, তা ত বটেই; হাজার হোক্ আমি মেয়েমানুষ। ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারব।

সাধ। দ্যাখ, এক কথায় বলি,—আমি তোমায় দেখ্‌ব যেন রাধা; আর তুমি আমায় দেখ্‌বে যেন কৃষ্ণ। তার পর যা খুসী তা কর, আর পাপ নেই। কেমন রাধা হ'তে পারবে?

থাক। আপনি আমায় ভাল ক'রে বলুন; আমি ভাল বুঝতে পাচ্চি নি।

সাধ। দ্যাখ, তুমি আমার রাসরসময়ী রাধা হও। তুমি স্নান করবে, আমি ধারে ধরে দাঁড়াব; আমি বাঁশী বাজাব—তুমি "কৃষ্ণ কৈ, কৃষ্ণ কৈ?" ব'লে অধৈর্য্য হ'বে।

থাক। তা আমি সব পারব। আপনি যদি আমার ভার নেন্—ত, আমার একটা পেট আর এক খানা কাপড়; বিছানা মাদুর ক'রে দাও তুমিই বলবে; গয়না গাটি তোমার মন হয় দিও; না হয় না দিও।

সাধ। দ্যাখ আমি ব্রহ্মচারী, আমার কিছু সঙ্গতি নেই; তবে দু'টি একটা বিদ্যে জানি;—এই, হরিতাল ভস্ম, তামাকে সোণা করা,—তোমাকে শিখিয়ে দোব।

থাক। অ্যাঁ! তামাকে সোণা কত্তে জানেন?

সাধ। গুরুর কৃপায় কতক্ জানি।

থাক। তবে আপনি আমার মতন মনটাকে প্রতিপালন কত্তে পারেন। (স্বগত) এ কি দমবাজি কত্তে এয়েচে না কি?

সাধ। আমি বিদ্যাটে শিখেছি, করবার যো নেই—গুরুর নিষেধ আছে। তবে শিখিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি আমার রাধা হও—আর, এক বৎসর মন যুগিয়ে চল, তবে তোমায় বিদ্যা দোব।

থাক। (স্বগত) মিন্সে দমবাজ, তাড়াই; নৈলে ঘুমুনো হবে না। (প্রকাশ্যে) তা দেখুন, আপনি আস্তানায় যান; আমি একটু গড়াই গে! (ভিক্ষুকের প্রতি) বলি ও পোড়ারমুখো তুইও ওঠ, আমি ঘুমুই গে। (সাধকের প্রতি) আপনি উঠুন, আর দেরী করবেন না।

(প্রাচীর হইতে বিল্বমঙ্গলের পতন)

ও মাগো, বাবা গো, মাসি গো, দেখ সে গো, ও গো,ডাকাত গো! এরা সব কেটে ফেল্লে গো

নেপথ্যে। কি রে থাকি? কি রে থাকি?

থাক। ওগো মাসি গো, আলো নে শীগ্‌গির

এলো গো! পাড়ে কে গোঁ গোঁ কচ্চে গো!

(আলো লইয়া চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। কি রে? কি রে?

থাক। (বিল্বমঙ্গলকে দেখিয়া) ও মা, এ যে মেসো গো!

চিন্তা। আঁা আঁা! পোড়ারমুখো এখন জ্বালাতে এসেচে? গোঁ গোঁ কচ্চে কেন? ও মুখপোড়া গোঁ গোঁ কচ্চিস্ কেন?

থাক। ও গো, এই পাচীল থেকে লাফিয়ে পড়েছে—কেমন বে-কায়দায় পড়েচে।

চিন্তা। আঁা! মিন্সে হাতে দড়ি দেবার যোগাড় করেচে—ও মা, এমন জ্বলনেও পড়লুম।

বিল্ব। চিন্তামণি, একটু জল দাও।

থাক। ওগো, আছে গো আছে।

চিন্তা। থাকবে না ত জ্বালাবে কে?

থাক। ও গো, তোমরা একবার এখানে এস না গা, ধরাধরি ক'রে ঘরে নে যাই।

বিল্ব। না, আমায় কারুকে ধ'ত্তে হবে না; চিন্তামণি, তোমার গলা ধ'রে আমি ঘরে যাই।

চিন্তা। নে থাকি, হাত ধর; তোল। নাও—ওঠো!

থাক। মেসো, তোমার কি আক্কেল গা?

চিন্তা। থাকি, তুই যেমন খুকী, কথার ভাব বুঝিস্ নি। সন্ধ্যাবেলা ভিকিরী মড়াকে পাঠিয়েছিল, রাত দুপুরে দেখ্তে এয়েচে—মানুষ নে আছি, কি একলা আছি।

বিল্ব। চিন্তামণি, তোমায় দেখ্তে এয়েছি, চিন্তামণি!

চিন্তা। (একটা দুর্গন্ধ পাইয়া) ওমা, গেলুম গো! কি দুর্গন্ধ গা!

[বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রস্থান।

ভিক্ষু। দ্যাখ, তোমার বখরা দু আনা—দু আনা; এই হাটে এসেছ ছুঁচ বেচ্তে? আর ভাব্চ কি? স'রে পড়, এসে ঝাঁটা বন্দোবস্ত করবে! আমিও সত্তুম, তবে কি না, আমার কিছু পিত্তেশ আছে।

(থাকর প্রবেশ)

থাক। থু, থু, থু! মাসি, দেখ ত গা, মেসো গায়ে ত কিছু মেখে আসে নি? থু, থু! এ যে নাড়ী উঠে গেল গা! পচা মড়ার গন্ধ যে গা!

(চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। ওলো থাকি, সর্ব্বনাশ করেছে! পচা মাস—পোকা থিক্ থিক্ কচ্চে! বিছানা মাদুর সব ভ'রে গেছে লো, সব ভ'রে গেছে! আমি মাথা মুড় খুঁড়ে মরব।

সাধ। বলি থাক, তবে আসি?

চিন্তা। ও লো, এ মড়া কে লা? আবার লোক পাঠিয়েছিল বুঝি?

থাক। বলি হ্যাঁ গা, তুমি এখনো রয়েচ? একবার বল্লে কথা শোন না কেন, বল দেখি?

সাধ। কাল একবার দেখা করব, কি বল?

থাক। এখন যাও, তা তখন দেখা যাবে।

[সাধকের প্রস্থান।

ভিক্ষু। ঠাকরুণ, আমি এতক্ষণ সট্‌কাতুম; তা আমি কিছু পাব।

চিন্তা। হ্যাঁ, তুই দাঁড়া ত, দাঁড়া ত। কেমন মুখ নাড়া দে বলচে যে, "মানুষ ধ'ত্তে আসি নি, তোমায় দেখ্তে এসেছি! তবে এ মড়াকে পাঠিয়েছিল কেন? আচ্ছা ও ঝড় বৃষ্টিতে নদী পেরুলো কি ক'রে?

ভ্রান্ত ভ্রান্ত সব মিছে, এ পারে কোথা বসেছিল।—আর, পাঁচীল টপ্‌কালেই বা কি ক'রে? তেলপানা পাঁচীল খড়া ফড়া ত নেই।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। কেন চিন্তামণি? তুমি যে দড়ি ফেলে রেখেছিলে, চিন্তামণি।

চিন্তা। শুনচিস্ লা, ঠাট্টা শুনচিস্? আমি মানুষের জন্যে দড়ি ফেলে রাখি!

বিল্ব। সত্য, চিন্তামণি, দড়ি ধরে উঠিচি।

চিন্তা। থাকি, তুই আমার বয়সে বড়; তোর সাক্ষাতে বল্‌চি, বাছা—এমন জন্মে আর কখন পড়ি নি। একটা পয়সা চাইলে সাত দিন তাড়াতাড়ি; বাড়ী ঘর দোর—সব বাঁধা পড়েচে; এখন মৈ বেয়ে পাঁচীল টপ্‌কে, লোকের বাড়ীর ভিতর পড়া!

বিল্ব। সত্যি, চিন্তামণি মৈ দে উঠি নি; আর দাওয়ানকে আজ বলে এসেচি, পরশু এক'শ টাকা এনে দেবে।

চিন্তা। তবে রে মড়া! খেংরায় বিষ ঝেড়ে দোব; তোর দড়ি দেখাবি চল্ ত।

বিল্ব। চল, চিন্তামণি, আমি দড়ি দেখাব, চল!

চিন্তা। (থাকর প্রতি) আয় ত, আয় ত, ফরসা হয়েচে; দেখি, ওর দড়ি কেমন।

[থাক, চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের প্রস্থান।

ভিক্ষু। আজকের গতিক ভাল নয়, রাত্তিরের মজুরীটাই গ্যাল। "গ্যাল" কি বলচি বাবা? রাত্তিরবাসই [illegible] সাক্ষী ফাক্ষী কাজ নি বাবা; হাকিম্‌রে-আপনারাই মকর্দ্দমা করবে এখন!—বলচে ত মিছে নয়, এ রাত্তিরে নদী পেরুল কি ক'রে? আর, আমিও ত ঠাওর চৌর রেখেচি; পাঁচীল বাইবার যো নেই, বাবা! এ কি! মৈ লাগিয়ে পিরীত? তফাৎ থেকে মজাটা দেখে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাচীর—মৃত সর্প লম্বমান।

(বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, থাক ও ভিক্ষুকের প্রবেশ)

বিল্ব। এই দ্যাখ, দড়ি দ্যাখ।

চিন্তা। কৈ, দেখি। (প্রাচীরের নিকট গিয়া) ওগো মাগো, এ যে অজাগর গোখ্‌রো সাপ!

বিল্ব। অ্যাঁ! গোখ্‌রো সাপ!

ভিক্ষু। ও গো ঠাকরুণ, হয়েছে;—সাপে যদি গর্ত্তে মুখ দ্যায়, ল্যাজ ধ'রে টেনে মুখ বা'র কত্তে পারা যায় না। ভয় নেই, টানের চোটেই অক্কা পেয়েচে! (স্বগত) উঃ! মানুষটা যদি চোর হ'ত, সাত মহলের ভিতর থেকে টাকার তোড়া বা'র ক'রে আন্‌তে পারত।

থাক। (স্বগত) একেই বলি টান; একেই বলি মনের মানুষ। নৈলে, জলে পোড়ার মুখো? খেংরা মারি, খেংরা মারি!

চিন্তা। এ কি! তুমি কালসাপ ধ'রে উঠেছিলে? তুমি আমার মুখ পানে চেয়ে রয়েচ যে?

বিল্ব। তোমায় দেখ্‌চি।

চিন্তা। কি দেখচ?

বিল্ব। তুমি বড় সুন্দর!

চিন্তা। তুমি নদী পেরুলে কি ক'রে?

বিল্ব। আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম—ভাবলুম, সাঁতরে পার হ'ব; কিন্তু বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগল! এমন সময় এক খানা কাট ভেসে যাচ্ছিল—

চিন্তা। তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের?

বিল্ব। আমি ত তোমায় বলিচি তা আমি বলতে পারি নি।

চিন্তা। সাপটা অনায়াসে ধরলে?

বিল্ব। চিন্তামণি! বোধ হয় তুমি কখন প্রাণ দাও নি, তা হ'লে বুঝতে প্রাণ অতি তুচ্ছ; না হ'লে জানতে, সাপেতে দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ?

বিল্ব। যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিক নও; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। কি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখ্‌চ?

বিল্ব। দেখ্‌ছি, তোমার কথা সত্যি কি মিছে। আমি যে উন্মাদ, এ পরিচয় কি তুমি আগে পাও নি? তুমি নিদ্রা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখ পানে চেয়ে থাকি, তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লে দশদিক্ শূন্য দেখি, তোমার চক্ষে জল পড়্‌লে আমার বুকে শেল বাজে, এতেও কি বুঝ্‌তে পার নি, আমি উন্মাদ কি না? আমার সর্ব্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যাচ্চে, একবারও তার প্রতি চাই নি; নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিচি, আজ কি তোমার বোধ হয়, এ কথা আমি সত্য বলচি? (সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কি না, দ্যাখ প্রত্যক্ষ দ্যাখ। সত্য চিন্তামণি, আমি উন্মাদ; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। আচ্ছা, বক্‌চ কেন?

বিল্ব। জানি না।—অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর; নৈলে, এত দিন কার পূজা করিচি? তোমায় দেখ্‌চি তুমি দেবী কি রাক্ষসী। যদি দেবী হ'তে আমার মনের ব্যথা বুঝ্‌তে, নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী! কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। চল, তুমি কি কাট্‌ ধ'রে এলে, আমি দেখ্‌ব।

বিল্ব। তোমার এখনও অবিশ্বাস? চল।

(নেপথ্যে টহলদারদিগের গীত)

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

কি ছার! আর কেন মায়া?
কাঞ্চন কায়া ত রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না ত,
কি হবে তোর তবে?
আজ পোহালে কাল কি হবে,
দিন পাবি তুই কবে?
সাধ কখন মেটে না [illegible],
সাধে পড়ুক বাজ।
বেলাবেলি চল রে চলি,
সাধি আপন কাজ।
কেউ কার নয়, দ্যাখ না চেয়ে,
কবে ফুট্‌বে আঁখি?
আপন রতন বেচে নে চল।
হরি বলে ডাকি।

[শুনিতে শুনিতে সকলের প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীকূল—গলিত শব পতিত।

(বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ)

বিল্ব। সত্য, সকলই মায়া! কৈ কেউ ত আমার আপনার দেখি নি;—যার জন্যে জলে ঝাঁপ দিলুম, সেও ত আমার নয়? আর কেউ কোথাও কি আমার আছে? একবার দেখ্‌লে হয়।

চিন্তা। উঃ! এখনও নদী যেন রণমুখী! নদী পার হয়েছে! ঝাঁপ দিতে সাহস হল? কৈ, কাট কৈ?

বিল্ব। ওই!

চিন্তা। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) একি! এ যে পচা মড়া! দ্যাখ, আর আমার অবিশ্বাস নাই! তুমি সত্যই উন্মাদ!—তোমার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, তুমি দড়ি বলে সাপ ধর, কাট বলে পচা মড়া ধর! দ্যাখ, আমি একদিন কথা শুনতে গিয়েছিলুম, আমার আজ কথাটী মনে পড়ল। এই মন, আমি বেশ্যা—যদি আমায় না দিয়ে, হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হত! তোমায় আর অধিক কি বলব? তুমি পচা মড়া ধ'রে সাঁতরে নদী পার হয়ে এলে! গায়ে কাঁটা দেয়!—সাপের ল্যাজ ধরে উঠলে! দ্যাখ, আমাদের সকলই ভান্‌ বোধ হয়; কিন্তু এ যদি ভান্‌ হয়, এমন ভান্‌ কিন্তু কখন দেখি নি।

বিল্ব। (স্বগত) এই পরিণাম!

এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুকুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়!
এই নারী · এরও এই পরিণাম!
নশ্বর সংসারে
তবে, হায়! প্রাণ দিছি কারে?
কার তরে পবে করি আলিঙ্গন?
দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি!
ওই উষা—ও'ও ছায়া!
মিথ্যা,—মিথ্যা,—মিথ্যা এ সকলি।
হেরি আজ নিবিড় আঁধার;—
আমি কার? কে আছে আমার?
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন?
শূন্য অভিপ্রায়ে, ঘুরিতেছি
নশ্বর—নশ্বর ছায়া মাঝে!
কোথা, কে আছ আমার?
দেখা দাও, যদি থাক কেহ—
জুড়াই প্রাণের জ্বালা,
প্রাণ মন করি সমর্পণ।
কদাকার ছায়ার সংসার;
হেথা কোথা, প্রেমের আধার—
কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মম প্রেমের প্রবাহ মিশে যায় হবে লয়?
কোথা আছ কে আমার বল;
সাধ হয় দেখিতে তোমারে,—
আপনজন দেখি নাই জন্মাবধি!
কোথা যাব? কোথা দেখা পাব?
অন্ধকার মাঝে হ'য়ে আছি দিশেহারা—
কে দেখাবে আলো?
খুঁজে ল'ব আমার যে জন।

(গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ)

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে;
যেখানে যাই, সে যায় পাছে,
আমায় বল্‌তে হয় না জোর করে

মুখখানি সে যত্নে মুছায়,
আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদলে কাঁদে,
কত সাধে আদরে।
আমি জান্‌তে এলেম তাই,
কে বলে,রে আপনার রতন নাই;
সত্যি মিছে দ্যাখ্‌ না কাছে,
কচ্চে কথা সোহাগ ভরে।

[পাগলিনীর প্রস্থান।

চিন্তা। আহা! কি মিষ্টি গায়!

বিল্ব। আমার কি কেউ নাই? অবশ্যই আছে—আমিই অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না; আছে—আমার কাছে কাছে আছে! নৈলে, ঘোরতর তরঙ্গমধ্যে কে আমার শবদেহে ভেলা দিলে? করাল কাল-সর্পের দংশন হতে কে আমায় বাঁচালে? কে আমায় বলে দিলে, সংসারে আমার কেউ নাই? কে আমায় এখন বলচে, "আমি তোর আছি?" কে তুমি? তোমার কি রূপ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর! দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও। এই যে, তুমি আমার কাছে আছ; আমি অন্ধ, তোমায় দেখ্‌তে পাচ্চি নি। কে আমায় চক্ষু দেবে? আমি কোথায় যাব?

[প্রস্থান।

চিন্তা। কোথা চ'ল্ল! এ কি বিবাগী হ'ল না কি? বোধ হয়। তা হলে আমারও কেউ আপনার নাই। দেখ্‌তে হ'ল।

[প্রস্থান।

থাক। আমি এমন ত কখন দেখি নি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(সোমগিরি ও বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

সোম। আপনি দেখ্‌চি বিদেশী; আমার বোধ হচ্চে আপনি একজন ত্যাগী পুরুষ। আজ রাত্রে যদি আচ্ছাদন না থাকে,আপনি আমার সঙ্গে এলে কৃতার্থ হই।

বিল্ব। হে ব্রহ্মচারি, কে আমার—বল্‌তে পারেন? সংসারে আমার বল্‌বার কেউ দেখ্‌চি নি! ব'লে দিন—আমার কে, ব'লে দিন।

সোম। আপনি প্রেমোন্মাদ মহাপুরুষ আপনাকে নমস্কার করি।

বিল্ব। আপনি যে হন, আমি হীন লম্পট—
আমায় নমস্কার করবেন না; আপনার
চরণে আমার নমস্কার।—
ও হো! শূন্যাগার হৃদয় আমার!
কে আমার—এস হৃদি মাঝে;
দারুণ আঁধারে, এ দেহ পিঞ্জরে
প্রাণ আর রহিতে না পারে।
হতাশ! হতাশ!
একা আমি প্রান্তর মাঝারে!
কেবা আমি?
কেন আমি এসেছি এখানে?
কি হেতু উদাস?
প্রাণ কিবা চায়?
কে কোথায় আছে প্রেমময়?—
প্রেম দিতে আছে বড় সাধ

সোম। আপনি ভাগ্যবান, প্রেমময়ী রাধা আপনাকে প্রেমপূর্ণ করেছেন—আপনার কৃষ্ণপ্রেম জন্মেছে।

বিল্ব। আপনি আমার গুরু; প্রেমময়ী রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। গুরু? সেই শ্রীকৃষ্ণই গুরু; গুরু আর কেউ নেই।

বিল্ব। রাধা কে, আমায় বলুন।

সোম। দেখুন, আমি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখেছি প্রেমময়ীর অন্ত কিছুই পাই নি। আপনিও যদি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখে থাকেন, আপনি একবার ধ্যান করে দেখুন—যদি সেই প্রেমময়ীর কিছু মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন।

বিল্ব। (ধ্যানস্থ হইয়া) আহা! সত্য—এত দিন চ'খে পড়ে নি; সত্য, অতি সুন্দর! এ ছবি কি সত্য দেখা যায়? রাধাকৃষ্ণের কি দর্শন পাওয়া যায়?

সোম। কৃষ্ণের কৃপায় সকলই হয়।

বিল্ব। কোথায় কৃষ্ণের দেখা পাব?

সোম। কৃষ্ণকে ডাকুন, তিনিই ব'লে দেবেন কোথায় তাঁর দেখা পাবেন।

বিল্ব। অপনি কে? আমার মৃত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হচ্চে কেন? গুরুদেব! আমায় পদে আশ্রয় দিন।

সোম। আপনি ভাব্‌বেন না; কৃষ্ণ আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আসুন, আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিল্ব। আপনাকে যখন পেয়েছি, পায়ে ঠেলে-বেন না; আপনার সঙ্গ আমি কখন ছাড়্‌ব না। আপনি আমার দগ্ধ হৃদয়ে আশার সঞ্চার কল্লেন, যদি কখন আমার আশা পূর্ণ হয়, সে আপনারই কৃপায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ।

(চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ)

থাক। বলি, আসি, তুমি দেখ্‌চি বাছা, ভাল-বাস। বলবে, "ভালবাসি ব'লে গাল দিচ্চে;" তা নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাত দিন ব'সে ব'সে ভাবনা। যদি যায়ই, মানুষ কি আর জুটবে না গা? আর, সে রাগ করে যাবে কোথা? বেটা দশদিন থাকুক্—পোনের দিন থাকুক্—এক মাস থাকুক্—

চিন্তা। থাকি, সে আর আস্‌বে না।

থাক। না, আস্‌বে না! তোমার বাছা রাগ হ'লেত জ্ঞান থাকে না; যা মুখে বেরোয় বল! সেয়ানা বেটা ছেলে, তাই দুদিন চেপে দেখ্‌চে।

চিন্তা। থাকি, তুই তাকে চিনিস্ নি;—সে আমা ভিন্ন জান্‌তো না; সে যখন আমায় না দেখে তিন দিন আছে, ফাঁকি দে চলে গেচে।

থাক। তা যাক্ গে, তোমার গতর সুখে থাকুক্। ঐ দত্তদের মেজ বাবু আমার সঙ্গে ঈশারা ক'রে কত বলচে; তা আমি ও কথায় কাণ দিচ্চুম্ না। সে দু'খানা বাড়ী লিখে দিতে চায়।

চিন্তা। আহা! সে আমার জন্তে সর্ব্বত্যাগী হয়েছিল; শেষটা আমিই তারে দেশ-ত্যাগী কল্লুম!

থাক। হাঁ গা তার বাড়ী রয়েচে, ঘর রয়েচে, সে কেন দেশত্যাগী হ'তে গেল গা? তুই ত কিছু জান্‌লি নি. ও পুরুষের জন্।

চিন্তা। যদি রাগ করে থাকত ত বাড়ীতে

থাক্‌ত। শুনেছিলুম মানুষের বিরাগ জন্মায় এ সে বিরাগ।

থাক। তুমি মনে করেচ বুঝি সে বৈরাগী হবে ? সে হয় অমন ঢের বেটা।

চিন্তা। আজ আমার চক্ষু খুলেচে, আমি জানতুম, ভালবাসা একটা কথার কথা ; তা নয়—ভালবাসা আছে। তারে এক দিনের তরে আমি মিষ্ট কথা বলি নি ; আমি ঘরে রাগ করে দোর দিয়ে শুয়েছি—সমস্ত রাত্ত ছাতে ব'সে আছে, আমায় একবার ডাকেও নি,—পাছে আমার ঘুম ভেঙে যায় ; রাগ ক'রে যদি কখন আমার চক্ষু দে জল পড়্‌তো, শতধারে তার বুক ভেসে যেত ! আমি এত দিনে জানলুম,যে আমার ছিল—তাকে আমি ড'পায়ে ঠেলেছি।

থাক। ও মা, এ সংসারে কে কার, মা ? তবে, পেট বড় বালাই ; তাই লোকালয়ে থাকতে হয়।—আর্সীর মুখ দেখা ;—তুমি ভেংচোও, ভেংচোবে ; হাস, হাস্‌বে। পোড়া পেটের জন্যে পরকে আপনার ক'রে রাখ্‌তে হয়।

চিন্তা। আপনার হয়, তবে ত। থাকি, সত্যি বল্‌চি, আপনার মানুষ পেয়েছিলুম সুখে থাক্‌লে থাক্‌তে পাত্তুম ; কিন্তু এখন আর আমার কেউ নেই। আমি রাজরাণী হ'তে পাত্তুম, এখন আমি যে ঘৃণিত বেশ্যা ছিলুম—সেই ঘৃণিত বেশ্যা !

থাক। "কেউ নেই, কেউ নেই" ক'র না। হরি আছেন, ভাব্‌চ কেন ?

চিন্তা। হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা করবেন ? শুনেছি তিনি প্রেমময় ; আমি প্রেমহীনা বেশ্যা, আমি প্রেম কখনও দিতেও জানি নি, প্রেম কখনও নিতেও জানি নি, আমি ফকির প্রেম পেলেও ত নিতে পারব না, আমার বেশ্যার চক্ষে ত কখন প্রেম দেখি নি। কিন্তু থাকি, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে হয় ;—আমি কি বরাবরই এমনি ? না, পুড়ে পুড়ে কয়লা হ'য়ে আছি ; আমার প্রাণে কত সাধ ছিল, সে সব কোথায় ? অনেককে অনেক দাগা দিয়েছি ; ভগবান্, আমি কি দাগা পাই নি ? আমিও বিস্তর দাগা পেয়েছি, কিন্তু বিল্বমঙ্গলের মতন দাগা পাই নি। সে আমাকে তার সর্ব্বস্ব ভেবেছিল, শেষ দেখ্‌লে,কালসাপিনী ! সে প্রেম জানে,—প্রেমময়ের কৃপা পাবে, আমার প্রাণ মরুভূমি,—মরুভূমিই থাক্‌বে !

থাক। সকলই কেমন বাড়াবাড়ি ! মানুষ গেছে, শুণ গান কর্‌. অন্য মানুষ দ্যাখ্‌। আমি বাপু, আর পারি নি।

চিন্তা। হাঁ থাক,সে পাগ্‌লীর খপর নিয়েছিলি ?

থাক। ও একটা গেরস্তর বৌ ; বাপ মা কেউ ছিল না ; মাসী মানুষ ক'রেছিল, বিয়ে দিয়েছিল, বিয়ের রাত্তিরেই ভাতার ছোঁড়া ম'রে গেল ; তার পর মাগী পাগল হয়েছে।

চিন্তা। তুই কি ক'রে জান্‌লি ?

থাক। ওমা ! আমি জানি নি ? আমার বাড়ীর কাছে। ও অম্‌নি বেড়াত ; ওর দেওর গুলো ধ'রে নে গে মারত।—ওই নও, সেই পাগ্‌লী আস্‌চে।

চিন্তা। এ ও সামান্য পাপ্‌লী নয় ; একেও দাগা দে ভগবান্ গৃহত্যাগী করেচে !

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। মা, তুই জানিস্ নি, তোকে হরি কৃপা

করবেন। সে সকলকে কৃপা করে; আমার ওপর বড় নির্দয়! ও মা, লজ্জা করে, মা—লজ্জা করে;—সে আমায় দেখ্‌তে পারে না!

(গীত)

পরজ যোগীয়া একতালা।

আমার বড় বেশ লাগা।
যারা রাত কি পাগ্‌লা দিয়ে
যায় গো মা, জাগা?
যারা রাতই সিদ্ধি বাটি,
ভূতে খায় মা, বাটী বাটী!
বল্‌ব কি বল? বোঝে না মা!
তার-ওপর মিছে রাগা।
কাছে এসে ছাই মেখে বসে,
মরি গো মা, কণীর তরাসে!
কেমন ক'রে ঘর করি,
মা, নিয়ে এ ন্যাংটা নাগা?

চিন্তা। মা গো, তুই কে? তুই কি সাক্ষাৎ জগদম্বা?

পাগ। হাঁ মা—হাঁ, আমি সেই আবাগী মা—সেই আবাগী। দ্যাখ্‌ না মা, সব সেই—সব সেই! কিছু বলিস্‌ নি, মা; চুপ ক'রে থাক্‌,—লজ্জা করে—লজ্জা করে।

চিন্তা। মা, তুমি কি বল? তোমার কথা শুনে আমার আপাদ মস্তক কাঁপে মা, তুই কে?

পাগ। আমি মা, পাগ্‌লীদের মেয়ে; আমি মা তোর মেয়ে। তুইও পাগ্‌লী মা, আমিও পাগ্‌লী মা।

চিন্তা। (স্বগত) কেন, রে পাষাণ হৃদি, হ'তেছ কম্পিত?
পরের কথায়
কাঁদিতে তো দেখি নি তোমায়?
আরে মন, এ কি তোর প্রতারণা?
তুমি বারাঙ্গনা—বেশ-ভূষাপরায়ণা,
মলিন বসনা বিভূষণা
পাগলিনী সম হ'তে চাও?
তবে,
কেন তোর এত প্রবঞ্চনা?
কেন এত করেছ ছলনা?
কা'র তরে করিয়াছ অর্থ উপার্জ্জন?
দেহ-পণে বিবিধ কাঞ্চন,
কা'র তরে করেছ সঞ্চয়?
কা'র তরে প্রাণ বিনিময়
কর নাই এত দিন?
একি শিক্ষা দিতেছ নূতন?
পর কভু না হয় আপন—
জান তুমি চিরদিন।
মন,
গেছে দিন ব'য়ে,
ফিরেত পাবি নি আর।
(প্রকাশ্যে) কে তুমি, মা পাগলিনী?

পাগ। ও মা, তবে আসি মা? বেলা গেল, মা।

চিন্তা। মা, তুই আমার মেয়ে; আয় তোরে গহনা পরিয়ে দিই। (পাগলিনীকে গহনা পরাওন)

পাগ। দে, মা—দে।

[প্রস্থান।

থাক। ও যে চ'লে গেল গো?

চিন্তা। থাক, চল—বাড়ীর ভিতর যাই।

[প্রস্থান।

থাক। আঁ্যা! মাগী খেপেচে।

(সাধকের প্রবেশ)

সাধ। থাক, থাক!

থাক। কি গো, কি? আমার এখন মাথা ঘুরচে।

সাধ। বলি, কৃষ্ণপ্রেম শোন্‌বার এখন সময় আছে?

থাক। গোটা কতক টাকা এনো দেখি,— সময় আছে।

সাধ। বলি, সে নয়; বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম— বনমালা গলায়।

থাক। (স্বগত) দাঁড়াও; একটা ফন্দি কল্লে হয় না? বাড়ীউলী ত পাগল হ'ল, একে ওকে দিয়ে সব খোয়াবে; একে দিয়ে কিছু আদায় কল্লে হয় না? দেখি, ওকে ফকির টকির ঠাউরে যদি কিছু দেয়। (প্রকাশ্যে) বলি, বাড়ীউলী মাসীকে সব শোনাতে পার?

সাধ। পারি; কিন্তু তোমায় শোনাই কিছু আমার সাধ।

থাক। বলি তোমার স্থাকাম আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আমাদের বাড়ীউলীকে "মা" বল্‌তে পার? এ রকম সাজে হবে না, পাগ্‌লা সাজ্‌তে হবে। ঠাকুরদের কথা ত তুমি জানই— আমি তোমায় পেন্নাম্‌ কর্‌ব। কিন্তু যা আদায় হবে ছ' আনা মজুরী কেটে নিয়ে আমায় দিতে হবে।

সাধ। থাক, এইজন্যই তোমায় আমার এত পছন্দ! তোমায় কৃষ্ণপ্রেম আমি বোঝাবই বোঝাব।

থাক। বলি, তোমার আর কে আছে?

সাধ। (ক্রন্দনের স্বরে) কেউ নেই, থাক— কেউ নেই।

থাক। যা রোজ্‌গার কর্‌বি, আমায় দিবি?

সাধ। প্রাণ দোব, থাক—প্রাণ দোব।

থাক। শোন, আমার আলাদা বাসা; তোমার আলাদা বাসা, তাতে কেবল তোমার হাঁড়ী থাক্‌বে, কাপড় খানা শুদ্ধ আমার ঘরে রেখে যাবে। যদি বনিয়ে না চল, এক কাপড়ে বেরিয়ে যাবে। হ্যাঁ—আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

সাধ। তাই হবে, থাক—তাই হবে।

থাক। সন্ধ্যার সময় এসো; শিখিয়ে দোব, কেমন ক'রে বাড়ীউলী ঠেঙে আদায় ক'ত্তে হ'বে। ফিট্‌ফাট হ'য়ে এসো না, ছেঁড়া কাপড় টাপড় একটা প'রে আস্‌বে—পাগলের মতন আস্‌বে।

নেপথ্যে। থাক।

থাক। যাই, মা যাই। (সাধকের প্রতি) তবে সন্ধ্যার সময় এসো; আমার এখন কাজ আছে।

[প্রস্থান।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষু। বলি, কি হ'ল?

সাধ। আর কি হবে? একবার সন্ধ্যাবেলা চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব; তার পর যা হয় হবে।

ভিক্ষু। কি বল্লে?

সাধ। তুমি ঠিক্‌ বলেছ;—"টাকা নিয়ে এসো"!

ভিক্ষু। ঠিক্‌ ঠাক্‌ মিলিয়ে পেলে, আবার সন্ধ্যার সময় যেতে চাচ্চ?

সাধ। আর একবার দেখি।

ভিক্ষু। না বাবা, সাদা কথা কইচ না; ফুসুর কাসুর ঢের কথা হয়েছে, আমি তফাৎ থেকে দেখেছি।

সাধ। কি কথা? তা চল, এখন যাই,

তোমায় বল্লুম্, চিন্তে পারবে না; তা, তুমি ত একবার চেলা হ'য়ে আস্‌তে পারো না।

ভিক্ষু। বুঝেছি, খবর খারাপ হ'লে ঐ ধমকটা আগে আস্‌ত; এখন কুঁতিয়ে ধমক্ দিচ্চ; ভাব্‌ছ, শালা ছিল না, হয়েচে ভাল। তা, যাও এখন, খবরা ছাপালে বোঝা যাবে।

সাধ। আমি সে মানুষ নই—হাঁ, দ্যাথ,—সন্ধ্যার সময় আমার পাবে না; কোথায় যাই, কোথায় থাকি।

[প্রস্থান।

ভিক্ষু। আচ্ছা, সন্ধ্যার সময় তোমার পেছু পেছু ফিচ্চি। (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া,) আচ্ছা, পাগ্‌লী মাগী গয়না পেলে কোথা? চিন্তামনির গহনার মতন ঠেকচে। ষণ্ডা মাগী—কি ক'রে হাতাই?

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। দ্যাখ, তুমি আমার ননীচোরা গোপাল। বাবা, নেবে? খেলা কর। (গহনা খুলিয়া দেওন)

ভিক্ষু। (স্বগত) বাবা রে, বেটী গোয়েন্দা! (প্রকাশ্যে) না বাছা, আমার ও নিয়ে কি হবে?

[পাগলিনীর প্রস্থান।

না বাবা,—গোয়েন্দা না, পাগলই বটে। (গহনা লইতে অগ্রসর হইয়া) ঐ না পাতাটা নড়চে? কে আসছে বুঝি? (ভ্রান্তভাবে গহনা লওন) যদি বেচ্‌তে পারি একটা জড্ডাধারী টাড্ডাধারী হ'য়ে বসব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাপীতট।

(সোমগিরি ও শিষ্যের প্রবেশ)

সোম। চল, আজই বৃন্দাবন যাত্রা করি।

শিষ্য। প্রভু, কৈ, যে মহাপুরুষ দর্শনে আপনি এসেছিলেন, তিনি কোথায়?

সোম। আমার সে মহাপুরুষ দর্শন লাভ হয়েচে, তুমি কি দেখ নি?

শিষ্য। কৈ প্রভু, কৈ, দেখি নি ত।

সোম। বিল্বমঙ্গলকে দেখ নি?

শিষ্য। প্রভু, কেমন আদেশ কচ্চেন? আপনি একজন লম্পটকে দেখ্‌তে এসেচেন? ওর বেশ্যার দায়ে বৈরাগ্য হয়েচে, কতদূর স্থায়ী হয় বলা যায় না।

সোম। কামিনী কাঞ্চন—

এক মায়া দুই রূপে করে আকর্ষণ,
বিষম বন্ধনে রহে জীব মুগ্ধ হ'য়ে।
ভ্রমি এ সংসারে, ফের দ্বারে দ্বারে,
কেবা চায় নিরঞ্জনে কামিনী কাঞ্চন ত্যজি,
সেই মহাজন,
এ বন্ধন যে করে ছেদন;—
অবহেলি, কামিনী কাঞ্চন,
নিরঞ্জন করে আশা।
স্বার্থশূন্য প্রেমলুব্ধ মন,
প্রেমের কারণ
করেছিল বেশ্যা-উপাসনা।

বিফল কামনা!
ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান ?
প্রেমে মত্ত প্রেমিক পুরুষ,
প্রেমময়-আশে
সংসারে দলেছে পায়।
অতি তীব্র বৈরাগ্য-সঞ্চার,
উন্মত্ত আকার,—
এক মনে ডাকে ভগবানে॥

শিষ্য। প্রভু,
মম সংশয় না যায়॥
বলুন কৃপায়,
এর কিসে মাহাত্ম্য অধিক ?
কামিনী কাঞ্চন করিয়ে বর্জ্জন,
লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ফিরিছে,
গৌরব কি হেতু নাহি তার ?

সোম। বৎস জান না - জান না॥
মায়ার আশ্চর্য্য লীলা।
কেহ কাঞ্চনের তরে
জটা ধরে শিরে ;
কাহারও বা সাধুর আকার,
নারী সহ করিতে বিহার—
সন্ন্যাসীর ভাণ,
ভুলাইতে বামাগণে ;
কেহ মান করিতে সঞ্চয়
দীর্ঘ জটা বয় ;
কেহ অষ্টসিদ্ধি করে আশ!
অহেতুকী ভক্তির বিকাশ
অতীব বিরল ভবে।
হের,
এই মহাজন, নাহি আকিঞ্চন—
কৃষ্ণপদে অর্পিয়াছে প্রাণ,
মান অপমান সুখ দুঃখ নাহি জ্ঞান ;
কৃষ্ণে চায়, কিবা হেতু
কিছু নাহি জানে।
ব্রজের এ প্রেম,
তুলনা নাহিক আর তার॥
যেই জন বেশ্যার কারণ
শবে দেয় আলিঙ্গন—
কালসর্প ধরে অনায়াসে,
ঈশ্বরের তরে কিবা নাহি পারে সেই ?

শিষ্য। অদ্ভুত এ তত্ত্ব কিছু নারি বুঝিবারে।
যবে, মহাশয় ত্যজিলেন কাশীধাম —
সাধুজন-দর্শন-মানসে,
বেশ্যা-প্রেমে বদ্ধ ছিল এ বিল্বমঙ্গল,
পরে, প্রেমের লাঞ্ছনা—বৈরাগ্য-ঘটনা,
কয় দিন মাত্র ইহা ?
ত্যজি প্রতারণা,
গুরুদেব কহ মোরে,
ভবিষ্যৎ গোচর কি তব ?

সোম। নহে কিছু গোচর আমার॥
সর্ব্বজ্ঞ সে ভগবান,
তাঁহারই নিয়মে
প্রাণে প্রাণে অপূর্ব্ব বন্ধন ;
সাগর লঙ্ঘিয়া
পরস্পরে করে দেখা,
প্রাণ বোঝে কোথা তার টান,
এ সন্ধান বিষয়ীর নহেক গোচর,
মত, যুক্তি, অভিমান, বিরোধী হইয়ে
বুঝায় তাহারে—মিথ্যা কথা কহে প্রাণ,
কভু,
কেহ শিখে মহাদুঃখে নিপতিত যবে।
ঈশ্বর কৃপায় আমি দেখেছি জীবনে,
স্বার্থশূন্য প্রাণে
নাহি উঠে মিথ্যা কথা।
অকস্মাৎ প্রাণে মম হইল উদয়,
বাঙ্গালায় সাধুমহাশয়
কৃষ্ণ মিলাবেন আনি।
বুঝ বৎস, সত্য মিথ্যা প্রাণের এ ভাব।

শিষ্য। প্রভু,
শিষ্য তব—
গুরু তুমি,
এত কি গৌরব তার?
সোম। কেবা গুরু? কেবা শিষ্য কার?
শিব-রাম গুরু শিষ্য দোঁহে দোঁহাকার!
জগৎগুরু সেই সনাতন।
শিষ্য। তবে কিবা গুরুশিষ্য-ভাব?
সোম। এ সংসার সন্দেহ-আগার;
বিভু নহে ইন্দ্রিয়-গোচর,—
ঈশ্বর লইয়া
তর্ক যুক্তি করে অনুমান,
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে!
ঈশলুব্ধ প্রাণ,
ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান!
কি উপায়ে পূরাইবে মন-আশ,
শ্রীনিবাস তার প্রতি সদয় হইয়ে,
দেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার,
অকস্মাৎ কোথা হতে কেবা আসে
তাঁর ভাবে হয় হৃদে আশার সঞ্চার,
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে;
মানে মনে জ্ঞানে,
ঈশ্বরের বাক্য বলি।
সে হয় নিমিত্ত গুরু তার,—
যার কথা করিয়া প্রত্যয়
জগৎগুরু করে লাভ।
এই ক্ষুদ্র নিমিত্ত এ স্থানে আমি,
বিশ্বাস ঈশ্বর দাতা,—
বাক্যরূপে তিনি বিরাজিত।
কিন্তু শোন,
গুরু নহি তার, গুরু সে আমার,
প্রেমিক সে মহাজন;
প্রেমহীন আমি;—
কত দিনে প্রেমের হইব অধিকারী?
এস, বৎস!

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিল্ব। মন, কিছুতেই স্থির হবে না? ভাল, যাও কোথায় যাবে; দেখি কতক্ষণ থেকো, জিহ্বা, তুমি নাম উচ্চারণ কর।

[চক্ষু মুদিত করিয়া উপবেশন।

(অহল্যা ও একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রী। দ্যাখ্ দিদি, এই মড়া, কুকুরের এঁটো ভাতগুলো খাচ্ছিল!
অহল্যা। ও কি বলচিস্? ও কোন সাধু হবে,—দেখ্‌চিস্ নি, জপ কচ্ছে ব'সে?
স্ত্রী। ও মা, দিদি জ্বালালে! ও একটা উন্মাদ পাগল। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি) ওরে ও পাগ্‌লা, ও পাগ্‌লা, দুটি ভাত খাবি?
বিল্ব। ইস্! এ ত নির্জ্জন স্থান নয়। (চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র অহল্যার প্রতি দৃষ্টি পতিত হওন) চক্ষু, তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা! আরে মূঢ় চক্ষের দাস মন, চল্, কি দেখ্‌বি।
স্ত্রী। দিদি, দ্যাখ, বৈরাগী ঠাকুর তোর মুখ পানে চেয়ে রয়েচে! দিদি, তুই চলে আয়, ও মিন্‌সে নেশাখোর ফেশাখোর হবে;—চোখ দুট যেন করম্‌চা!

(প্রস্থানোদ্যত)

বিল্ব। (স্বগত) চক্ষু, দেখি—তুমি কত দিন দাস ক'রে রাখ্‌বে। (প্রস্থানোদ্যত)
স্ত্রী। ও দিদি, পেছনে পেছনে আস্‌চে গো!
অহল্যা। আসুক্ না, তুই চ।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিষ। আরে রে নয়ন,
মন্মথের তুই রে প্রধান সেনাপতি ;
ছদ্মবেশে আপন হইয়ে,
শত্রু ডেকে আন ঘরে!
সুখ আশে সতত বিকল,
মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল,
সাপিনীরে হৃদে দেয় স্থান—
ঈশ্বরের স্থান যথা।
সে করে দংশন ;
তবু আঁখি আনে প্রলোভন
জ্বালায় ব্যাকুল—
পোড়া প্রাণ
পুনঃ তারে দেয় কোল,
শত লাঞ্ছনায় ধিক্কার না হয় ;
তবু ছলে আঁখি বলে,
"জুড়াবার এই ধন!"
ধন্য সংস্কার!
মন, পশু তুমি—
তোমারে কি দিব দোষ?
চল মন, যথা আঁখি নিয়ে যায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চিন্তামণির বাটীর সম্মুখ।

(ঝোপের অন্তরালে ভিক্ষুকের অবস্থান—
থাক ও সাধকের প্রবেশ)

থাক। ঘরের চেয়ে এখান ভাল, এর চারিদিক্ ফাঁক্। কেউ কানাচ্ থেকে শুন্‌তেপাবে না।

ভিক্ষু। (স্বগত) নেহাৎ ফাঁক নয়, বাবা! আমি আছি ঘাপ্‌টী মেরে।

থাক। তুমি আবার সেই রুদ্রাক্ষ এঁটে এসেচ? বল্লুম পাগলের মতন হয়ে আস্‌তে।

সাধ। থাক, তোমার সঙ্গে বিরলে একটি কথা আছে।

থাক। বলি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম রাখ; কি করবে ভাব। মাগী ত আর কিছু দেখে না, ভিখারী নাগরী যে আস্‌চে,দু' হাতে দিচ্চে। এখন যাতে কিছু আদায় হয়, তা কর।

সাধ। থাক।

থাক। কি, বল না?

সাধ। এর জড়্ মার্‌লে হয় না?

থাক। তুমি কি বল্‌চ, বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

সাধ। কিছুই ত দেখে না?

থাক। তুমি বল্‌চ, চুরি করবে?—ঘরটি আগলে ব'সে থাকে, বেরিয়ে গিয়েচে, ঘরে দোরে চাবি দে গিয়েচে; একবার সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে যায়। আর ঘটীটে বাটীটে নিয়েই বা কি করবে? নো'র সিন্দুক ত আর ভাঙ্‌তে পারবে না; যে সোণা দানা পাবে।

সাধ। তুমি বুঝ্‌লে না—আমার ভাব বুঝ্‌লে না। বলি, খাওয়া দাওয়া ত দেখে না?

থাক। কিছু দেখে না গো, কিছু দেখে না!—তবে আর তোমায় বল্‌চি কি?

সাধ। এস না কেন, নিশ্চিন্দি হই

থাক। আরে, কি ক'রে—ঘ্যানঘেনে মিন্‌সে যদি বলবে!

সাধ। দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে।

থাক। অ্যাঁ! বিষ? বিষ কে দেবে? আমি পারব না, তুমি আমার গর্দানা দেওয়াবে?

সাধ। ভাব্‌চ কেন? অন্ধকার রাত্তিরে নদীর ধারে পুঁতে আসব—আর,উঠানে পুঁত্‌লেই বা কে কি করে? পাগল হয়েচে সবাই ত জানে; তুমি রটিয়ে দেবে, এক দিকে চলে গিয়েছে।

থাক। বল কি? আমার গা কাঁপ্‌চে; আমি

ভাই, তা পারব না। কোথায় বিষ পাই? দেবার সময় কেউ, দেখুন, আমায় কত বন্ধ করে;—আমি ভাই, তা পারব না।

সাধ। থাক, বুঝ্‌লে না, যখন পাগল হয়েচে, তখন ওর মরাই ভাল।

থাক। না, ভাই, আমি তা পারব না!

সাধ। (ট্যাঁক হইতে একটী মোরা বাহির করিয়া) থাক, দ্যাখ এই বিষ। বাড়ী নেই বলচ; দুধে এই টুকু দেওয়া—ব্যস্, আমি রাতারাতি পুঁতে ফেলব এখন।

থাক। তুমি বিষ কোথা পেলে?

সাধ। বিষ আমার থাকে—আমি মরবার জন্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত; কেবল তোমার প্রেমে প'ড়ে পারি নি। তুমি যদি আমার না হও। আমি প্রাণত্যাগ কর্‌ব।

থাক। কি বল, ভাই, বুঝ্‌তে পারি নি। হেঁসেল ঘরে কড়ায় দুধ আছে, তোমার যা হয় কর; আমি কিন্তু ভাই,বাড়ী থাক্‌ব না, তুমিই যা' হয় ক'র।

সাধ। একলা পোঁতা হবে না।

থাক। কেন? হাল্‌কি মানুষ, তুমি অমন জোয়ান বেটা ছেলে; পারবে এখন; আমার ভাই, বড় গা কাঁপে।

সাধ। তোমার কিছুই ভয় নেই; আনাড় জায়গা—তুমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

থাক। দ্যাখ, যে কথা,—আমার জিম্মে সব থাক্‌বে। ভদ্দর লোকের একই কথা,—এবার বুঝ্‌ব।

সাধ। এখন, তুমি ঠিক্ থাক্‌লে হয়।

থাক। আমার যে কথা সেই কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান।

ভিক্ষু। (বাহিরে আসিয়া) ও বাবা! তোমার ভিতরে এত? যা থাকে কপালে—মাগী আস্‌চে। আমি ব'লে দিই। (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আহা! সেই পাগ্‌লীটে আস্‌চে। যা, ওর জন্যে খাবার আন্‌তে ভুলে গেলুম। বাবা, পাপ করে মনের ধোকা যারে না;—আহা, ওই বেলা খেলা মাগীকে মনে করেছিলুম, গোয়েন্দা! যে যা দেয়, তাই খায়। পাগ্‌লী বেটী আবার তখন বল্লে, "বাবা, তুই আমার ছেলে!"

(চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। (স্বগত) দিন গেল, ফের রাত হ'ল। একা ঘরে শোব—বেশ্যার পুরী, ধনের লোভে যদি কেউ এসে মেরে ফেলে—তা হ'লে ইহকালও গেল, পরকালও গেল! মন,যে অর্থ উপার্জ্জনের জন্যে এত লোকের মনে ব্যথা দিয়েচ সেই অর্থ তোমার আপনার ঘরে শুতে নিবারণ কচ্চে! যখন বিল্বমঙ্গল ছিল, তখন এ ভাবনা ভাবি নি, মন, তার যত্নে তুমি এক দিনও টের পাও নি, তুমি হীন বেশ্যা। তোমার গর্ভধারিণী তোমায় এই কার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়েছে, জন্মাবধি কেউ তোমার আপনার ছিল না। যে রূপের দর্পে বিল্বমঙ্গলকে মর্ম্মে পীড়িত করেচ, সেই রূপই এখন তোমার শত্রু! তুমি ত নিশ্চয় জান, কত লোকের মর্ম্মস্থানে আঘাত দিয়েচ, কেউ যদি এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তোমার বুকে ছুরি মারে? পোড়া মন, এই কি তোমার লাভালাভ? মন, মরতে হবে, এ কথা কি ভাব? কবে শেষ দিন, জান? পোড়া মন, কিছু কি তোর সম্বল আছে? কোথায় যাব? এ মহাপাতকীকে কে উদ্ধার করবে?—যাব আমি বিল্বমঙ্গলের কাছে যাব, সে সাধু ব্যক্তি সে আমার

কৃপা করবে না, সে আমার পরকালের উপায় করবে। উঃ! একা স্ত্রীলোক, কোথায় যাব? কোথায় খুঁজব? পোড়া পেট সঙ্গে আছে!

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। আমি মা, ব'সে ব'সে তোকে দেখছিলুম। দ্যাখ, মা দ্যাখ, ঐ শেয়ালটা খাচ্চে দ্যাখ,—পেট ভ'রে খাচ্চে। আমিও পেট ভ'রে খাই, পাখিগুলোও পেট ভরে খায়। আমি দেখেছি মা, দেখিচি,—সে দেয়।

চিন্তা। মা, মা, আমাদের ঘরে আয় না মা!

পাগ। না মা, আর ত ঘরে যাব না মা; ঘরে সে নেই, মা—তোর সে পাগ্‌লা জামাই, মা, সে ঘরে নেই; সে শ্মশানে থাকে, আর ঘরে যাব না, মা; আমার ঘর শূন্য হয়ে রয়েচে।

চিন্তা। মা, সত্যি বলেছিস্, ঘরে যেতে আমারও ভয় হয়।

পাগ। মা, বিষ, বিষ, বিষ! মাগীতে মিন্‌সেতে পরামর্শ করে, সমুদ্র-মন্থন দেখ্‌তে গেল। বিষ, বিষ, বিষ! তুই আয় মা, তুই বিষ খেতে পারবি নি, মা! সমুদ্দুর-মন্থনে বিষ উঠেছিল, জানিস্ নি, মা? হর গৌরী দেখ্‌তে গেল জানিস্ নি?

ভিক্ষু। (স্বগত) ইস্! এ ত পাগল নয়, এ সব ঠিক্ ঠাক্ বলচে। (পাগলিনীর প্রতি) মা, তুই কে মা? (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, সব সত্যি—সব সত্যি। (পাগলিনীর প্রতি) মা, তুই কে মা?

পাগ। ওরে, পতি মোর ভুলায়ে এনেছে ভবে ধরামাঝে উন্মাদিনী প্রাই,
তার দেখা নাই!
কোথা পাই, কে আমারে ব'লে দেবে?
যথা সন্ধ্যা হয় তথায় আলয়,
শয্যা—শ্যামা মেদিনী সুন্দরী;
ব্যোম—আচ্ছাদন;—নাহিক মরণ!
কত আর আছে তার মনে।

চিন্তা। তোমার স্বামী কে মা?

পাগ। আমি মা পাঁচ-ভাতারী;—এই দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণ—মা মা, আমি এক ভাতারী এয়ো;
আমার ভাতার সেই মা, সেই,
সে বিনে আর নেই মা, নেই।
আমি তাঁর দাসী, মা দাসী,
সে বাঁকা হয়ে বাজায় মোহন বাঁশী,—
মা বাঁশী।
আমার লজ্জা করে, মা—লজ্জা করে! ঘরে থাক্‌তে নারি, মা—থাক্‌তে নারি। বিষ, বিষ, বিষ! তুই পালিয়ে আয়, মা—পালিয়ে আয়।

ভিক্ষু। (স্বগত) এ কি! জ্ঞানেও আবার, পাগলও আবার? (চিন্তামণির প্রতি) ওগো, তুমি ওকে পাগল মনে ক'[illegible] না ও সব ঠিক্ ঠাক্ বলচে; আমি আড়ালে থেকে সব শুনেছি। এই তোমাদের থাকি, না কি—আর, সেই যে গেরুয়াপরা আমার সঙ্গে সেই রাত্তিরে দেখেছিলে, এরা দু'জনে ঠাউরেচে তুমি পাগল, তোমার মুখে বিষ দিতে গিয়েছে; তার পর তুমি ম'রে গেলে, গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতবে।

চিন্তা। বিষ? মন সব টের পায়। থাকি আমায় পাগল ঠাউরেচে বটে? পোড়া মন্, একবার দ্যাখ, অর্থ কত আপনার!

পাগ। থাকি মা, তরুর মূলে,
হাত খুড়ি নি কোন কালে।
বলি মা, লক্ষ্মী এলে,

পালাও বাছা, তুমি যাও চলে;
তুমি এলে, তারে পাব না কোন কালে।"
তুই আয়, মা আয়; আর ঘরে থাক্‌ব
না মা, থাক্‌ব না।

চিন্তা। বিষময় এ সংসার,
কেন আর মমতা তাহার?
এই ত মিলেছে সাথী,
এত দিন করিয়াছি সবা'রে সন্দেহ;—
আয়, পাগলিনি,
তোর আজ করিব প্রত্যয়,
র'ব ছায়া সম তোর।
কেন, কেন, কি হেতু না জানি,
প্রাণে জন্মে আশ—
বাসনা পূরিবে মোর।
মাতা, সত্য কথা—শূকরে উদর পূরে;
শূন্যে শূন্যে ভ্রমে বিহঙ্গিনী,
ভক্ষ্য তার মেদিনী যোগায়।
তবে কেন ভয়? এই ত আশ্রয়।
বল মা, আমায়—কোথা' যাব,
কোথা নিয়ে যাবে মোরে?

পাগ। চল্ গো, চল্—সেই যমুনা-তীরে চল।

চিন্তা। চল্ মা, যাই। (অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া ফেলিয়া দেওন)

পাগল। আমায় দিবি, মা?

চিন্তা। নাও মা; চল।

পাগ। এই তুই নে! (ভিক্ষুককে চাবি দেওন)

[উভয়ের প্রস্থান।

ভিক্ষু। এ কি! বেশ্যা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চল্লো না কি? আঃ দূর মন! আমি কা'র জন্যে গাঁট দিই? আমিও পিছু নিলুম। (দূরে চাবি নিক্ষেপ) দেখচি, দু'টি খেতে পাওয়া যায়—তবে, ওই পরওয়ানার কি করি? এখনই বা কি করি? যা থাকে কপালে তাই; সেই ত ঘুরে ঘুরে বেড়াই—হরিনাম করে বেড়াব। লোক কি মার্‌তে পার্‌বে? দেখি, মা দুর্গা আছেন। এই ত চিন্তামণি যমের হাত থেকে বেঁচে গেল, আমি আর বাবাজির হাত থেকে বাঁচব না?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জনৈক বণিকের বাটীর সম্মুখ।

(দ্বারে বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট—বণিকের প্রবেশ)

বণি। তুমি কে?

বিল্ব। আমি পথিক, আজ আপনার আশ্রয়ে এসেছি।

বণি। আপনার এ দশা কেন? আপনার নিবাস?

বিল্ব। যেথায় থাকি, সেইখানেই আমার বাস।

বণি। আপনি কি সংসারাশ্রম করেন না?

বিল্ব। না।

বণি। আপনি আজ আমার আতিথ্য স্বীকার করুন।

বিল্ব। আমি সেই নিমিত্তই এসেছি।

বণি। আমার সৌভাগ্য, আসুন।

বিল্ব। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বণি। আজ্ঞা করুন্।

বিল্ব। অগ্রে আমার পরিচয় গ্রহণ করুন্;—আমি একজন লম্পট—বেশ্যার দ্বারা সংসার তাড়িত।

বণি। আপনি যে হ'ন, আমার অতিথি—
আপনি নারায়ণস্বরূপ ; কৃপা করে গৃহে
প্রবেশ করুন।

বিষ। আমার প্রয়োজন শোনেন নি !

বণি। বলুন।

বিষ। নারী তব সুবেশা সুন্দরী—
বাপীকূলে হেরি' তার রূপের মাধুরী,
আঁখির ছলনে, পূর্ব্ব সংস্কারে,
মুগ্ধ মম পাপ মন,
পশু মন কোন মতে না মানে বারণ—
সদা উচাটন,
দরশন কত ক্ষণে পাবে পুনঃ,
সেই আশে আছি ব'সে তব বাসে।
ইচ্ছা যদি হয় তব অতিথি-সৎকার—
কর অঙ্গীকার,
একা মম সনে
দিবে আনি পত্নীরে তোমার ;
অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী,
আজি নিশা হ'বে মম আজ্ঞাকারী।
পাপ ব্যক্ত করিনু তোমারে,
যেবা হয় কর, মতিমান্ !

বণি। (স্বগত) নারায়ণ ! একি আজ প্রতারণা
দেহ ব'লে,
নহে অতিথি বিমুখ হয় পুরে।
কি জানি— কি ছলে
ছলে আজি কোন্ জন ?
অতিথি সৎকার সার ধর্ম্ম গৃহস্থের,—
তাহে কি বঞ্চিত হব ?
না, অতিথি না বিমুখ করিব।
কেবা কার নারী ?
ধর্ম্ম সার—ধর্ম্ম রক্ষা করিব নিশ্চয়।
(প্রকাশ্যে) মহাশয়, আসুন আলয়,
নারায়ণ নিশ্চয় আপনি —
কর ছল মূঢ় জনে ভুলাইতে।
হে অতিথি, পূরাইব বাসনা তোমার ;—
আজ রাত্রে পতি তুমি পত্নীর আমার।

বিষ। (স্বগত) দেখ মন,
কি বাতুল করেছে তোমারে আঁখি !
দেখ, কত বাকী আর।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বণিকের বাটীর অন্তঃপুর।

(অহল্যা ও মঙ্গলা আসীনা)

অহল্যা। মঙ্গলা, তুই আবার যা, পাগলকে
ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বি—তার যা ইচ্ছা
হয়, কিছু খাক্।

মঙ্গলা। আমি, বাপু আর পারি নি ; সে
পাগ্‌লা সাড়াও দেয় না, শব্দও দেয় না।

অহল্যা। সমস্ত দিন গেল, রাত হ'ল, যা
বাছা, যা—আর একবার যা। কর্ত্তা
যদি শোনেন, অতিথ এতক্ষণ ব'সে
আছে—খায় নি, তা হ'লে আর আমার
মুখ দেখ্‌বেন না ; আর তাঁর আস্‌বারও
সময় হ'ল।

মঙ্গলা। হ্যাঁ মুখ দেখ্‌বেন না ! আর,
আমরা বল্‌ব না যে, পোড়ারমুখো অতিথ
দু'টি ঠোঁট এক ক'রে গোড়া গেড়ে ব'সে
রইল ? দ্যাখ না, হতচ্ছাড়া মিন্‌সে !—
ভাল মানুষের মেয়ে, নেয়ে এসে ছোলাটি
পর্য্যন্ত দাঁতে কাটতে পেলে না। ও উন্মাদ
পাগল ; আমি বল্লুম কলসী কতক জল
মাথায় ঢেলে দিই—একটু ধাত্ ঠাণ্ডা
হ'লে খেতো দেতো এখন।

(বণিকের প্রবেশ)

বণি। মঙ্গলা, যা অতিথ ঠাকুরের খাওয়া হ'লে এই খানে পাঠিয়ে দিস্।

মঙ্গলা। কোথা পাঠিয়ে দোব গো? সে পাগ্‌লা অতিথ কোথা গেল?

বণি। মঙ্গলা, পাগল বলিস্ নি, তিনি মহাজন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে আছেন, বিনয় ক'রে তাঁরে এই খানে নিয়ে আয়।

[মঙ্গলার প্রস্থান।

প্রিয়ে, আজি বেশ ভূষা হেরিয়ে তোমার,
অতি পুলকিত প্রাণ মোর।
ধন্য তব রূপের মাধুরী ;—
নারায়ণ-সেবা করিব এ রূপের ছটায়।
শুন প্রিয়ে, বাক্য মোর অতি সাবধানে,—
ধর্ম্ম সার এ ছার জীবনে,
পরীক্ষার স্থল এ সংসার,
অতি যত্নে ধর্ম্ম রক্ষা হয় ;
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—সত্যের পালন।
জান সতি, যবে বাঁধিনু বসতি,
অঙ্গীকার করিলাম দুই জনে—
এ গৃহে না অতিথি ফেরাব।
দেবের কৃপায়,
অনায়াসে এত দিন গেছে চলে ;
আজি দেবের ইচ্ছায়,
পরীক্ষার দিন, সতি!
হের, দীন হীন মলিন বসন,
দ্বারে আসি করে আকিঞ্চন,
আজি রাত্রে পতি হ'বে তব!
শুন সুলোচনে,
অতি আশ্চর্য্য ঘটনা—
পতির সম্মুখে যাচে আসি পত্নী তার!
ধর্ম্ম-কর্ম্ম বুঝেছ কি সতি?
গৃহিণী আমার, কর অতিথি সৎকার।

অহ। একি নাথ, কহ বিপরীত!
রমণীর সতীত্ব ভূষণ,
নিজ করে দেছ, নাথ, সিন্দূর কপালে—
মুছাইতে কেন চাহ?
অধর্ম্মে না হয় প্রভু, ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
নষ্ট রীতি—অস্তে আকিঞ্চন ;
সতীত্ব বিহনে রমণীর
রত্ন কিবা আছে আর?
স্বামী ধ্যান-জ্ঞান, স্বামী মন প্রাণ,—
হ'ন নারায়ণ, হ'ন ত্রিলোচন,
তোমা বিনে অন্য মূর্ত্তি নাহি ধরি হৃদে ;
তুমি সর্ব্ব দেবতার সার।
কুৎসিত আচার কেন আজ্ঞা দেহ, নাথ!

বণি। জানি আমি—কায় মন প্রাণ,
সকলই স'পেছ মোরে ;
কভু সতি, চাহ নাই বিনিময়,
নাহি কর স্বার্থের বিচার।
তুমি হে আমার—
মম ধন বিতরণে কেন হও বাদী?
সত্য সার, সত্য বিনা কিছু নাহি আর।
অতিথি ফিরিবে, সত্য ভঙ্গ হ'বে,
পতি তব হবে মিথ্যাবাদী—
কল্যাণ যাহার নিরবধি যত্ন তব!
দৃঢ় আমি করি হে স্বীকার,—
ঘৃণিত আচার তোমারে আদেশ করি,
স্বার্থপর!
ধর্ম্ম-উপার্জ্জনে তোমারে করিব দান।
পুনঃ কহি, পরীক্ষার দিন,—
আগে ছিল ভাবিতে উচিত।
যবে উচ্চাশয় ভাবি আপনায়,
দুই জনে গোপনে করিনু পণ—
অতিথি না ফিরিবে আবাসে,

আসিবে যে আশে, পুরাইব সে বাসনা—
ধর্ম্ম মাত্র সাক্ষী তার;
আজি যদি ভাঙি অঙ্গীকার,
সত্য-ভঙ্গ না হবে প্রচার,
কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী এখনও, সুন্দরী!
প্রিয়ে,
গৃহস্বামী তব প্রেম আশে,
আজি মম পরীক্ষার দিন,
পরীক্ষা করিব প্রেম তব।
সত্যে কর পতিরে উদ্ধার।
হের ধর্ম্ম সাক্ষী এখনও, তখনও।

অহ। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি আছে আমার?
স্বামী, প্রভু, কি পরীক্ষা আর?
আমি দাসী—আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর,
তব পদে শুভাশুভ বিচারের ভার।

বণি। প্রিয়ে, পরীক্ষার স্থান,
শুভাশুভ বিচারের নহে।

(মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গ। ওগো, অতিথ দরদালানে দাঁড়িয়ে আছে।

[প্রস্থান।

বণি। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন।

অহ। স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর, তুমি দায়ে ঠেকিয়েচ, তুমিই রক্ষা কর্‌বে; আমি অবলা।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বণি। এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী।

[প্রস্থান

অহ। আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।

বিল্ব। না, আমি তোমায় দেখ্‌ব—এইখান থেকেই দেখ্‌ব।
(স্বগত) ভেবে দ্যাখ্‌ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন!
ছিলি ব্রাহ্মণ কুমার—
বেশ্যাদাস নয়নের অনুরোধে।
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে—
ঘোর নিশা মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ।
রহিল জীবন শবদেহ আলিঙ্গনে!
সর্পে রজ্জু ভ্রম—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন।
পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার!
মন, হাসি পায়—
হ'ল তোর বৈরাগ্য-উদয়,
চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি,
"কোথা কৃষ্ণ?" বলি, হ'লি উতরোলি—
যেন তোর কত প্রেম!
আরে রে পাগল মন,
ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে সাধুর আকার—
শুনি, কঙ্কণ-ঝঙ্কার,
চাহিলি নয়ন মেলি'।
দ্যাখ্‌ পুনঃ নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর!
মন, তুমি আঁখির গরব কর?
নিত্য ভয়—পাছে যায় এ রতন?
দ্যাখ্‌ তোর আঁখির আচার।
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠ ভ্রমে, প্রাণের তাড়নে
দিলে যারে আলিঙ্গন,—
সেই মত গলিত হইবে
বাহিক এ লাবণ্যের আবরণ—
এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার?
ভাব মন, সুধা কিম্বা তার—

এ রতন বঞ্চিত যে জন?
বুঝ মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে?
কিছু নাহি হেরে,
অসার যে বস্তু তাহে কহে নিত্যধন!
এর ছলে কত দিন রবি ভুলে?
(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে দু'ট
কাঁটা খুলে দাও।

(অহল্যার তদ্রূপ করণ)

মা, তোমার স্বামীকে বল গে,—আমি তোমার পাগল ছেলে, যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা—আমার কথা হেলন ক'ত্তে নেই।

অহ। কে এ মহাজন!

[প্রস্থান।

বিল্ব। মন, এখনও কি আঁখির মমতা কর?
শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
"আমার" বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—
অন্তে সব দেখিবে অসার।
যাও—যাও—নশ্বর নয়ন! (চক্ষু বিদ্ধকরণ)
চল পদ, যথা ইচ্ছা হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিন্তামণির বাটী—কক্ষ।

(থাক ও সাধক)

থাক। কোথায় গেল? আমি এই তিন দিন ধ'রে ছিষ্টিটে খুঁজ্‌ছি।

সাধ। আমার বোধ হচ্চে, পাগ্‌লামীর ঝোঁকে বেড়িয়ে পড়েচে।

থাক। তা, এখন উপায় কি?

সাধ। বড় শক্ত সমিস্তে, হাকিম টের পেলে সব নে যাবে,—কি করি?

থাক। নে যাবে, না? ওই, অম্বিকের সব নিয়ে গেল। বুড়ো মিন্‌সে, যা হয় এক্‌টা কর; আমি মেয়ে মানুষ কি কিছু কর্ত্তে পারি?

সাধ। মাল সরান ভিন্ন ত উপায় দেখি নি।

থাক। কি ক'রে সরাবে? ভারি ভারি সিন্দুক, দেলের সঙ্গে সব গাঁথা।

সাধ। তাইত ভাব্‌ছি।

থাক। সেই ত গেলি, চাবিটে দে, যেতে পাল্লি নি? আমি কি আর কখনও তোর কিছু করি নি?—কালের ধর্ম্ম!

সাধ। থাক, ধর্ম্ম কি আর আছে? দ্যাখ না, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি।"

থাক। যাও, ভাই, তোমার এখন ছড়া রাখ; পোড়া সিন্দুক কুড়ুল দে ভাঙ্গা গেল না? মড়া মিন্‌সে যেন খায় না। আমি যে জোরে মাত্তে পারি, উনি পারেন না।

সাধ। আরে, বোঝ না বড় শব্দ হয়—জোরে কি মারবার যো আছে?

থাক। আমার বাপ্, গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছা করে। বুড়ো মিন্‌সে একটা উপায় ক'ত্তে পারে না।

সাধ। থাক, স্থির হও; আমি যা হয় একটা উপায় কচ্চি।

থাক। ময়না মিন্‌সে তিন দিনে একটা উপায় ঠাওরাতে পাঁরলি নি! হাকিমের লোক এসে বসুক, তার পর ঠাওরাবি!

সাধ। অকূল পাথার! ভাব্‌লুম এক, হল আর এক!—দেল খুঁড়েতো সিন্দুক বার করি; যা থাকে অদৃষ্টে। (সিন্ধুকে আঘাত)

নেপথ্যে। বাড়ীতে কে আছে গো, দরজা খোল।

থাক। ওই। কে ও?

নেপথ্যে। কে আছে, দরজা খোল—দরজা খোল! আরে, শোনে না হাকিম খাড়া।

থাক। ও গো, কি হবে গোঁ? ও গো, কি হ'বে গো?

নেপথ্যে। আরে দরজা ভাঙ্।

সাধ। থাক, আমি বল্‌ব, আমার মালেকান্ সত্ব; তুমি সাক্ষী হ'ও।

(দারোগা ও চৌকীদারগণের প্রবেশ)

থাক। দোহাই কাজি সাহেবের!—চোর—চোর—চোর—

দার। হাঁ, হাঁ, চুরি হোতা থা।

থাক। দোহাই, দারোগা সাহেবের দোহাই! এই মিন্‌সে সিন্দুক ভাঙছিল।

দার। হাম্‌লোক যব্ দরজা ভাঙ্‌লে, তব "চোর, চোর" করলে, হারামজাদি! হাম সব বুঝে। (সাধকের প্রতি) ওরে তোম্ কোন্ রে?

সাধ। হাকিমের সাক্ষাতে প্রকাশ করব। আমি চিন্তামণির ভিক্ষাপুত্র, আমার এতে মালেকান্ সত্ব আছে, আমায় সে দিয়ে গিয়েছে।

দার। চাবি হ্যায় তোমারি পাশ।

১ম চৌ। খোদাবন্দ্! নেই হ্যায়, রহনেসে তোরেগা কাহে?

দার। তোম্ চুপ; (সাধকের প্রতি) আরে চাবি আছে।

সাধ। (স্বগত) ইস্! জেরায় জব্দ করে!

দার। (১ম চৌকিদারের প্রতি) দেখো, এ দোনোকো লে যাও, উস্‌কো ঠাণ্ডা গার্‌দমে—আউর, ইস্‌কো পহেলা হামার কোঠ্‌রি পর, পিছে ঠাণ্ডা গারদমে লে যাইও; হাম্ থানাতল্লাসী করকে যাতা হ্যায়।

১ম চৌ। যো হুকুম, খামিন্!

থাক। দোহাই, দারোগা সাহেবের! ঐ মিন্‌সে চুরি ক'ত্তে এয়েছিল, আমার নীচের ঘর; চিন্তামণি আমার মাসী হয়। দোহাই দারোগা সাহেব! তোমায় ধন, মন, প্রাণ, সব সমর্পণ করুম্; আমায় বেঁধো না।

দার। আরে, কুঞ্জি ছিন্ লেও।

১ম চৌ। (সাধকের প্রতি) দেখো, তোম্ মারা যায়গে—তোম্‌রা বদমাসিসে মারা যাওগে; হাকিমকা সাম্‌নে কবুল নেই দিয়া! চল।

সাধ। আরে, চল্।

[থাক ও সাধককে ধৃত করিয়া লইয়া প্রথম চৌকিদারের প্রস্থান।

দার। দেখো মানসিং, তোড়্‌নেকো ওয়াস্তে ক' আদমি চাহি? তোম্‌সে হাম্‌সে হোগা নেই? কেঁও।

২য় চৌ। নেহি খোদাবন্দ; জাতসিং আউর ধনীসিংকো চাহি।

দার। কেয়া করেগা, ভাই! নেই চলে ত

কেয়া করে! কেঁও, দো পাইকো জাস্তি দেনে হোগা?

২য় চৌ। দো পাইসে বনেগা নেহি; দো আনা।

দার। কেয়া করেগা, ভাই? দেখো, তেরা ধরম্। হাম্ বাহার বৈঠ্‌কে এজেহার লিখে;—চিজ্ বস্ কুছ নেই থা, সিন্দুক তোড়্‌কে চোর লিয়া, চোর গেরেপ্তার হো গিয়া।

২য় চৌ। হুঁা, আপ্ত মুন্‌সি হায়; ওইঠো থোড়া ফলায়কে লিখিয়ে।

দার। আচ্ছা, হাম্ বাহার ফারাকমে বৈঠতা, তোম্ উনলোক্‌কো বোলায় লাও।

(প্রথম চৌকিদারের প্রবেশ)

১ম চৌ। খোদাবন্দ, কয়েদী জহর খাকে গির গিয়া।

দার। জহর? জহর কাঁহা মিলা?

১ম চৌ। মরদ্‌কা পাশ্ থা।

দার। মরদ্‌ঠো গির্ গিয়া।

১ম চৌ। নেহি, খোদাবন্দ; দোনো কয়েদি গির্ গিয়া।

দার। বেকুব! দোনা ক্যাসে গিরা?

১ম চৌ। পহেলা মরদঠো খা'কে গির্ পড়া, হাম্ উস্‌কো সামাল্‌নে গিয়া; রেণ্ডী বি পিছু খা লিয়া। শ্বাস নেই চল্‌তা; দোনো মুর্‌দা হো গিয়া।

দার। চল্, চল্। দেখো, মানসিং বদ্‌বক্ত!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(চিন্তামণি ও পাগলিনীর প্রবেশ)

চিন্তা। মা, একটু দাঁড়াও—আমি আর চল্‌তে পারি নি, এইখানে একটু বসি।

পাগ। ব'স, মা, ব'স। আমি ত বস্‌তে পারব না, মা, সে যে পথে দাঁড়িয়ে আছে; সে দেরি হ'লে আবার কি বল্‌বে। তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাও মা; আমি আমার স্বামীর কাছে যাই। তোমার মতন তোমার; আমার মতন আমার; এক কৃষ্ণ ষোল শ। তুমি তোমার কৃষ্ণের কাছে যাও, আমি আমার কৃষ্ণের কাছে যাই। সে এক বই আর দুই নয়;—তোমার মতন তোমার কাছে, আমার মতন আমার কাছে; শঠ, লম্পট, কপট। তবে যাই, মা? না একটু বসি; তুই বলছিস্—একটু বসি।

চিন্তা। (স্বগত) সত্যি,—আমি কার সঙ্গ নিয়েছি! এ যেই হোক্, বাহ্যিক একজন পাগল বৈ ত নয়। যদি সকল ত্যাগ ক'র্‌তে পেরে থাকি, তবে এর সঙ্গ ত্যাগ ক'র্‌তে পারব না? কেন, বিল্বমঙ্গল ত একা বেড়াচ্চে। আমি আর পাগ্‌লীকে আমার সঙ্গে থাকৃতে অনুরোধ করব না; যা হয়, হবে। শুনেছি, কৃষ্ণ সকলেরই; দেখি আমার অদৃষ্টে কি হয়। কিন্তু আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে—পাগ্‌লীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার প্রাণ কাঁদ্‌চে।

পাগ। দ্যাখ্, পাখীটে একলা বেড়াচ্চে, আর গান কচ্চে।

চিন্তা। মা গো, বুঝেছি সকলই,

কিন্তু প্রাণ বাঝে না বাঝে।

মা গো, তুমি সর্ব্বত্যাগী, কৃষ্ণ অনুরাগী।
মম হৃদে জাগে মা, বাসনা,
যাচিব মার্জ্জনা বিল্বমঙ্গলের পদে ;
সে যদি না ক্ষমা করে মোরে,
কৃষ্ণ নাহি দিবেন আশ্রয় ;
সাধু সদাশয় —
শত অপমান করেছি তাঁহার,
কিসে পাব কৃষ্ণের চরণ ?
আমি তাঁর কাছে যাব,
পদধূলি ল'ব,
ক্ষমা চাব কৃতাঞ্জলি হয়ে,
তবে যাবে মালিন্য আমার,
তবে হবে কৃষ্ণ পদে মতি।
মুক্তি ভিখ ল'ব,
একা আমি ধরায় ভ্রমিব।
রহিল, মা, সাধ মনে—
পারি যদি,
ওই বিহঙ্গিনী সম কখন করিব গান।
যাও মা গো, যাও
যথা ডাকে তোর প্রাণনাথ ;
দিস্ দেখা, পড়ে যদি মনে।
তুমি মা আমার,
কন্যা ফেলে নিশ্চিন্ত থেক না।
যাও সতি, যথা তোর ডাকে পতি।

পাগ। যাই মা, যাই, আবার আস্‌ব। আমি মা পাগলদের ; তুইও পাগলী মা—তোর কাছে আমি আস্‌ব। তবে যাই মা, যাই ?

(গীত)

মাঝ (মিশ্র)—পোস্তা।

যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ
কেমন করে।
একলা এসে কদম তলায় দাঁড়িয়ে আছে
আমার তরে।
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ;—
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে, চলে যাবে
মানভরে॥

[প্রস্থান

চিন্তা। কাঁদ আঁখি—
কভু কাঁদি নি পরের তরে,
কাঁদ নি তখন,
যবে গুণনিধি চ'লে গেল অভিমান-ভরে !
কাঁদ প্রাণ ভ'রে,
তোর জলে ধৌত হবে হৃদয়ের মলা ;
তপ্ত প্রাণ হইবে শীতল।
ঢাল আঁখি প্লাবনের বারি ;
নহে মলা নাহি হবে দূর।
উঠ বারি প্রস্তর ফাটিয়ে ;
ঢাল—ঢাল এ শ্মশান প্রাণে—
দহে চিতানল,
স্বার্থচিন্তা সতত প্রবল।
আরে স্বার্থ, নিজ অর্থ ক'রেছ কি লাভ ?
তবে
কিবা অর্থে ভুলে আমারে মজালে
কেন মোরে করেছ পাষাণ ?
ভগবান্, পতিতপাবন রক্ষা কর দয়াময় !
মরি প্রভু, মনের বিকারে—
অবলারে কর কৃপা।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষু। হ্যাঁ গা, তুমি একলাটি বসে কাঁদচ কেন ? বাড়ী ফিরে যাবে ?
চিন্তা। তুমি কে ?
ভিক্ষু। আমি সেই যে—যারে পাগলী চাবি দিলে। যদি বাড়ী যাও ত আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নে যেতে পারি। কালকাল

ক'রে দেখচ কি? তোমার ঠেঙে ত কিছুই নেই যে, কেড়ে নেব।

চিন্তা। আমি আর বাড়ী যাব না।

ভিক্ষু। তবে কোথায় যাবে?

চিন্তা। যেখানে দু' চোখ যায়।

ভিক্ষু। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্চি কেন, শোন—আমি মনে করেছি, বৃন্দাবন যাব; যদি যেতে, এক সঙ্গে দু' জনে যেতুম, তোমার সঙ্গে দিনকতক খোরাকীটে হ'ত।

চিন্তা। বাপু, তুমি ত জান আমার কিছু নেই; আমি ভিক্ষা ক'রে খাব।

ভিক্ষু। তোমার ঠেঙে নাইও বটে, আবার তোমার স্কন্ধে খাবও বটে।

চিন্তা। বাপু, তুমি কি মনে করেছ, আমি বাড়ী থেকে অর্থ আনাব, তা নয়। অর্থের জন্য যারা আমায় বিষ দিতে চেয়েছিল, তাদের সে অর্থ দিয়ে এসেছি। তারা এখন জানে না যে কি বিষ তাদের দিয়ে এলুম। তুমি কি দ্যাখ নি যে, আমি চাবি ফেলে দিয়ে এসেছি?

ভিক্ষু। দাঁড়িয়ে দেখলুম, আর, দেখি নি? তবে দাঁড়াও পুঁটলী খুলি। (গহনা বাহির করিয়া) এ গহনা কার?

চিন্তা। ক'র গয়না?

ভিক্ষু। দ্যাখ, ভাল করে দেখ, চিন্তে পেরেছ? তোমারই, পাগলীকে যা দিয়েছিলে!

চিন্তা। তুমি কোথা পেলে?

ভিক্ষু। আমি মর্দ্দ যার জিজ্ঞাসা কচ্চ

বিবাদ হয়ে যাবে। পাগ্‌লীর ঠেঙে ভুলিয়ে নেওয়াও যা, একটা ছোট মেয়ের ঠেঙে ভুলিয়ে নেওয়াও তা।

চিন্তা। না না, ও গহনা তোমার।

ভিক্ষু। আচ্ছা, ভাল; পাগ্‌লী দিয়েচে ব'লে যদি আমার হয়,—তোমায় দিলুম, এবারে ত তোমার হ'ল?

চিন্তা। না বাছা, আমার গহনায় কাজ নাই।

ভিক্ষু। বলি, তুমি একবার নাও না; আমি আবার নোব এখন।

চিন্তা। আঃ! এ কি পাগল না কি?

ভিক্ষু। তুমি মনে ক'চ্চ, আমি খুব বোকা—আর তুমি খুব সেয়ানা! কথাটা কি বুঝিয়ে বলি, শোন - দ্যাখ, আমার কিছু হাতটান্‌টা আছে, দেখে শুনে ভেবেছি যে, ও রোগটা ছেড়ে দোব, কিন্তু চুরি টুরি না কত্তে পারে রাত্রে নিদ্রা হয় না—ওই একটা দোষ হয়েছে। তাই করি কি জান? একটা গাছকে বনিয়াদ ক'রে রয়ুম, "এই তোর!" ক্তক ক্তক কিচ্চি—গাছটা যেন ডাল নাড়লেই জেগে আছে; দুপুর রাত্রে যখন কাট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি ওরি পোঁটলা নিয়ে সরলুম; দৌড়—দৌড়—যেন চৌকিদার আসচে; তার পর, একটা ঝোপে গিয়ে পোঁট্‌লাটা মাথায় দিয়ে তবে ঘুমুই! তোমার ঠেঙে গহনা দিলে আমি চুরি কবর [illegible] যেতে [illegible]। এই [illegible]সব তোমরা তাকে সঙ্গে নেবে, তবে বৃন্দাবন যাব।

[illegible]। আমি অমন বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করি।

[illegible]ণি। কেন জিজ্ঞাসা কর?

[illegible]থা। আমার দরকার আছে; বল না।

[illegible]ল্যা। যাব; তুমি যাবে?

বণি। কেন?

[illegible]থা। দ্যাখ, সে দেখতে পায় না, সে "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" ব'লে বুক চাপড়াতে থাকে, আমার প্রাণ কেমন করে। সঙ্গে যাই;—কোথা কাঁটাবনে পড়বে, থেকে পারব না।

চিন্তা। (স্বগত) ধন্য, ধন্য পূর্ব্ব-সংস্কার!
এ দিবার কত দিনে হ'বে দূর?
বসি' তরুতলে,
মনে পড়ে অলঙ্কৃত শয্যা মোর—
বৃথা দেহ-পণে কিনিয়াছি ধন,
জিহ্বা চাহে সুস্বাদু আহার—
শক্র যাহে গরল মিশায়;
ঘৃণা করে মলিন বসন—
চাহে আভরণ,
সাজিবারে ছলের প্রতিমা!
ভাবি তাই,
কত দিনে সংস্কার হবে দূর।

ভিক্ষু। আর ভাবচিস্ কি? মা বে'টার মতন দু'জনে চলে যাই আয়!

চিন্তা। কোথা যাবে?

ভিক্ষু। তোর যেখানে মন।

চিন্তা। চল।

ভিক্ষু।
(গীত)
ভৈরবী যৎ।

ছাড়ি যদি দাগাবাজী,
কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি;
আমি কি পারব বাবা?
দেখি বেয়ে পারি হারি।
যদি কেউ বাত্‌লে দিত,
এমন লোক দেখলে হ'ত;
দাগাবাজীর উপর বাজী,
কাছে বড় বিষম। তবে যাহ না, যাহ?

(গীত)
মাঝ (মিশ্র)—পোস্তা।

যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ
কেমন করে।
একলা এসে কদম তলায় দাঁড়িয়ে আছে
আমার তরে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বণিকের বাটী।

(বণিক ও অহল্যা)

বণি। হাস্‌চ যে?

অহল্যা। এই তোমার এক গাছা চুল পেকেচে, তুমি বুড় হয়ে গেলে। তুমি হাস্‌চ যে?

বণি। ভাব্‌চি, বুড় হয়েছি—এখনও কি কচ্চি দেখ!

অহল্যা। হো! হো! বেশ হয়েছে; তোমার আর বে হবে না।

বণি। তাই ত! তবে আর এখানে থেকে কি করব বল দেখি? চল, চলে যাই!

অহল্যা। বেশ ত, চল না!

বণি। কোথায় বল দেখি?

অহল্যা। আমি কি জানি? তুমি বল না।

বণি। তুমি বুঝেচ।

অহল্যা। বুঝে থাকি ত আবার জিজ্ঞাসা কচ্চ কেন?

বণি। বলি, বুঝেছ কি? দিন ত গেল।

অহল্যা। আমি কি জানি? তুমি বল না।

বণি। শোন,
কহে শুভ্র কেশ শিরে,—
"এই ত রে শমন ধরিল আসি";
কহে কেশ—'আর নহে বালক এখন,
যেতে হবে,—কর যত্নে পাথেয় অর্জ্জন,
(কে সাথী।"

ভিক্ষু। হ্যাঁ গা, তুমি এক্...
কেন? বাড়ী ফিরে যাবে?

চিন্তা। তুমি কে?

ভিক্ষু। আমি সেই যে—যারে পাগলী চাবি দিলে। যদি বাড়ী যাও ত আমি তোমার সঙ্গে ক'রে নে যেতে পারি। কালাকাল

কিবা খেলা খেলিবি নূতন ?
খেলা তোর ফুরাবে ত্বরিত ;
একা এলি, একা যেতে হবে।"

অহল্যা। প্রাণনাথ,
সে ভাবনা নাহিক আমার,
আগে তুমি এসেছ হেথায়,
আসিয়াছি পাছে পাছে,
প্রাণ বাঁধা আছে,
যাব পাছে পাছে,
যথা যাবে, পাছে পাছে র'ব।
স্বামী—তাঁর আমি ;
স্বামী-পায় বিকাইত কায়।

বণি। চল, বৃন্দাবনে যাই।

অহল্যা। চল।

বণি। তবে গুছিয়ে নাও।

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখা। হ্যাঁ গা, হ্যাঁ গা তোমরা বৃন্দাবন যাবে ?

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা! দেখ,—দেখ, কেমন সুন্দর ছেলেটী! (রাখাল-বালকের প্রতি) তুমি কাদের ছেলে বাবা?

রাখা। দেখ্‌তে পাচ্চ না আমি রাখালদের ?

বণি। তুমি এখানে কি করে এলে ?

রাখা। আমি অমন আসি।

অহল্যা। তুমি কেন এসেছ ?

রাখা। ওই যে বল্লুম—তোমাদের জিজ্ঞাসা ক'ত্তে, বৃন্দাবন যাবে ?

বণি। কেন, তুমি বৃন্দাবন যাব জিজ্ঞাসা কচ্চ যে ?

রাখা। আমি অমন বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করি।

বণি। কেন জিজ্ঞাসা কর ?

রাখা। আমার দরকার আছে ; বল না।

অহল্যা। যাব ; তুমি যাবে ?

রাখা। হুঁ।

অহল্যা। (বণিকের প্রতি) আহা! ছেলেটীকে যেন বুকে রাখ্‌তে ইচ্ছা করে। তোমার মা তোমায় কিছু বল্‌বে না ?

রাখা। আমার মা নেই—মাও নেই, বাপও নেই।

অহল্যা। তুমি কোথায় থাক ?

রাখা। ওই গয়লাদের গরু চরাই—আর থাকি।

অহল্যা। তুমি গরু চরাতে পার ?

রাখা। হুঁ।

অহল্যা। সত্যি তোমার কেউ নেই ?

রাখা। অহল্যার প্রতি) তুমি আমার মা ; (বণিকের প্রতি) তুমি আমার বাপ।

অহল্যা। কৈ, "মা ব'ল দেখি।"

রাখা। মা, মা, মা!

বণি। ছেলেটি অনাথ।

রাখা। হ্যাঁ গো, আমি অনাথ।

বণি। আমরা আজই বৃন্দাবনে যাব।

রাখা! হো, হো, বেশ হয়েচে—বেশ হয়েচে!

বণি। কেন, তোমার বৃন্দাবনে যাবার এত ইচ্ছা কেন ?

রাখা। ওগো, আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি!

বণি। তোমার আবার মুস্কিল কি ?

রাখা। ওগো, তার জন্যে গরু চড়াতে পাই নি, তার জন্যে খেল্‌তে পাই নি, তার জন্যে যার বৃন্দাবনে যেতে পাই নি। এই তোমরা তাকে সঙ্গে নেবে, তবে বৃন্দাবন যাব।

বণি। কেন ?

রাখা। দ্যাখ, সে দেখতে পায় না, সে "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" ব'লে বুক চাপ্‌ড়াতে থাকে, আমার প্রাণ কেমন করে। সঙ্গে যাই ;—কোথা কাঁটাবনে পড়্‌বে, যেতে পাবে না।

আমি না দিলে আর খেতে পাবে না; কে দেবে বল? কাণা মানুষ;—আর সে যার খেতেই চায় না; আমি কত ভুলিয়ে খাওয়াই।

ঋষি। (অহল্যার প্রতি) দেখ, সেই মহাপুরুষ।

অহল্যা। আমারও বোধ হয়।

ঋষি। তিনি কোথায় আছেন?

রাখা। ও গো, সে যেখানে বন বাদাড় পায়, সেই খানেই যায়।

ঋষি। কি করেন?

রাখা। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ওই করে আর কি; কৃষ্ণ যেন তার সাত পুরুষের চাকর!

ঋষি। (ঈষৎ হাসিয়া অহল্যার প্রতি) বালক! (রাখাল-বালকের প্রতি) আর কি করেন?

রাখা। কখন মুখ রগ্‌ড়ায়, কখন ঢিপ ক'রে মাটীতে পড়ে, কখন চুল ছেঁড়ে। তুমি তা'কে নে যাবে?

ঋষি। তিনি যাবেন?

রাখা। আমি ভুলিয়ে নে যাব। যাক্—বৃন্দাবনে যাক্, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ক'চ্চে—কৃষ্ণকে পাবে।

ঋষি। কেমন করে জান্‌লে?

রাখা। বৃন্দাবনে যাবে কৃষ্ণকে পাবে না?

ঋষি। বৃন্দাবনে গেলেই কি কৃষ্ণকে পায়?

রাখা। হ্যাঁ, পায় না বৈ কি? তুমি ত বড্ড জান।

অহল্যা। তুমি কৃষ্ণকে পাবে?

রাখা। তা কেন? আমি কি আর "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কচ্চি? আমি ঐ "কাণা, কাণা" কচ্চি, কাণাকে পাব—যে যা চায়।

ঋষি। বাবা, তোর কথায় আমার আশার উদয় হচ্চে। বৃন্দাবনে কি, যে যা চায়, তাই পায় রে?

রাখা। তা দেখ্‌বে চল না। আমি তবে তাকে বলি গে? তোমরা ত বাঁধাঘাটে নৌক করবে? আমি তাকে সেই খানে নিয়ে যাচ্চি। ওই যে নদীর ধারে বট গাছটী আছে—যেখানে খুব বন, ব্রহ্মদত্যির ভয়ে কেউ যায় না—সে সেই খানে আছে, আমি আর থাক্‌ব না, দ্যাখ বেলা গেল; তোমরা এস।

[প্রস্থান।

অহল্যা। আহা! ছেলেটি "মা" বল্লে, আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল!

ঋষি। আহা! ছেলেটি যেন ব্রজের গোপাল;—গোপাল এসে যেন আমার মনে আশা দিয়ে গেল! ভাব্‌চি সে মহাপুরুষ কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? (জান ত' কত মিনতি করেছিলুম্, এখানে থাক্‌বার জন্ত,—তিনি কোন মতে রইলেন না। আশ্চর্য্য এত কাছে আছেন—আমি এত খুজ্‌লুম্, এক দিনও দর্শন পেলুম না!) আহা! রাখাল-বালকটী কে,—সেই ভয়ঙ্কর বনের ভিতর তাঁর সেবা ক'ত্তে যায়?

অহল্যা। দেখেছ? আমি না বিইয়ে কানায়ের মা! যেমন লোকে "ছেলে নেই, ছেলে নেই" বলত, তেম্নি দুই ছেলে নিয়ে বৃন্দাবনে চল্লুম্।

ঋষি। ভাব্‌চি, তিনি যাবেন কি?

অহল্যা। অবশ্য যাবেন। ও রাখাল-বালক নয় ও গোপাল; ওর মিষ্টি কথায় অবশ্য ভুল্‌বেন।

ঋষি। চল, তবে আমরা অগ্রসর হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কানন।

(বিল্বমঙ্গল উপবিষ্ট)

বিল্ব। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! কোথায় তুমি? দেখা দাও। তুমি ত, অন্তর্যামী—দ্যাখ আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েচে; ব্যাকুল হ'লে ত দেখা দাও! দীননাথ, তুমি কোথায়—কোথায় তুমি—কোথায় তুমি? হা কৃষ্ণ! (মূর্চ্ছা)

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখা। (বিল্বমঙ্গলের কর্ণমূলে) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।

বিল্ব। কৈ কৃষ্ণ?
কৈ শুনি বাঁশরী-নিনাদ?
কৈ কালাচাঁদ?
সাধে বাদ কে সাধে এমন?
সে কি এতই নির্দ্দয়?
হ'ক, সয় স'ক, প্রাণে স'ক।
হায়—হায়, বিফল যন্ত্রণা!
সে ত কৈ আমার হ'ল না।
গেল দিন ব'য়ে,
ছার দেহে কিবা কাজ?
জেনেছি—জেনেছি,
মম ভাগ্যে দেখা নাই।
কি করি? কোথায় যাই?
কে আমায় এনে দেবে হরি?
বংশীধারী, এস—এস বাজায়ে বাঁশরী,
পায় পায় দাঁড়াও সম্মুখে—
বামে হেলা শিখিপাখা!
দ্যাখ, একা আমি;
এস, এস হে অনাথনাথ।

রাখা। কেন, ভাই? একলা কেন ভাই? আমি যে তোমার সঙ্গে রয়েছি, ভাই?

বিল্ব। রাখাল, রাখাল, আবার এসেছ? তুমি আমার সর্ব্বনাশ করবে তুমি আবার আমায় মোহে ডুবাবে! দেখ, তোমার কথা শুনলে আমি কৃষ্ণকে ভুলে যাই—আমি কৃষ্ণকে ডাক্‌তে পারি না? তুমি কেন, ভাই, আমার জন্ত অমন কর? যাও ভাই, ঘরে যাও।
তোর পায়ে ধরি,—
একে জ্ব'লে মরি কৃষ্ণ বিনা,
কৃষ্ণধন আমার হ'ল না;
কত জ্বালা জান কি, রাখাল?
জান যদি, যাও—কৃষ্ণ এনে দাও,
দাস হ'ব, কেনা র'ব চির[illegible]
যাও তুমি—যাও হে রাখাল,
কেন নিত্য বাড়াও জঞ্জাল!
ত্যজি, সংসার-আশ্রয়,
[illegible] তাঁর,
সে রাখে, রহিব; সে মারে, মরিব।
আমি অতি দীন, আমি অতি হীন,
কেন হে রাখাল,
এস তুমি গহন কাননে
হেন অভাজন-সহবাসে?
হে রাখাল, জান যদি বল,
হৃদয়ের আলো—
কোথা বনমালী কাল?
দাও—এনে দাও—
প্রেম-ক্ষুধা তৃপ্ত কর মোর।

রাখা। আমায় যেতে বলচ, ভাই? তুমি যে যাও না।

বিল্ব। ভাই, আমি বলচি, যাব। ওরে, তুই যা, তোর কথা শুনলে আমি যে কৃষ্ণকে ভুলে যাই রে!

রাখা। তুমি যাবে? লোকে ভাই, এখানে তোমাকে কি ক'রে যাবার দেবে? কত বড়ির ভয়ে এ পথে যে কেউ চলে না, ভাই।

বিষ। রাখাল, তুমি যাও ভাই।
একে অন্ধ মন,
তাহে তুমি ক'র না বিমনা।
দেখ, কৃষ্ণ আমার হ'ল না!
দিন গেল,—দিন যায়,
রহে না ত দিন,—
কবে তবে কৃষ্ণ পাব?

[নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা-নাদ শ্রবণ।

ওই শঙ্খঘণ্টা-নাদে,
সায়ং-সন্ধ্যা [illegible] ব্রজগণে।
ওই ত ফুরাল দিন,
দিন গেল—কৈ দেখা হ'ল?
এস—এস, কোথা গুণনিধি;—
মরি মরি দেখা ত হবে না।
দেখা দাও—দেখা দাও [illegible]ামময়!
প্রাণ করে আকুলি ব্যাকুলি,।
কোথা যাব, কোথা দেখা পাব,
এস বাজায়ে মুরলী,
বনমালী রাধিকা-রঞ্জন!

। আচ্ছা ভাই, তুমি কৃষ্ণকে ডাক, আমি চুপটি ক'রে ব'সে শুনি।

না ভাই, তুমি বালক, তুমি কেন ব'সে থাকবে?

তুই যে ভাই, বনে থাকবি; "একলা আমি, একলা আমি" ব'লে চেঁচাবি;—আমার ভাই বড় কান্না পায়।

না, এই রাখাল আমার সর্ব্বনাশ করে! কৃষ্ণের দেখা ত পেলুম না; আর কেন মোহ? প্রাণত্যাগ করি।

রাখা। না ভাই, আমার বড় মন কেমন করছে, ভাই।

বিষ। রাখাল, তুই কে? তোর হাত আমি কেমন ক'রে এড়াব? তুই যে দেখ্‌ছি আমায় ম'র্ত্তেও দিবি নি!

রাখা। আচ্ছা' ভাই, তুই কেন বৃন্দাবনে যা না, ভাই। চল, চল, বৃন্দাবনে চল; কৃষ্ণকে দেখ্‌বি, চল্।
কথা আমার মিথ্যা নয়,
দ্যাখ না কেন—নয় কি হয়!

বিষ। চল—চল, যাব বৃন্দাবনে,—
প্রেমধামে যাব, আমি প্রেমহীন!
প্রেমধামে যথা যমুনা-পুলিনে
মাধব বাজায় বাঁশী,
ধেনুগণে নাচে কুতূহলে,
বনহারে সাজায় রাখাল—
শ্রীগোপাল; চল—চল, দেখি গিয়া।
রজে লুটাইয়ে, রজ মাখি' কায়,
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি' ডাকি উভরায়,
প্রেমধারে ভেসে যায় কায়';
প্রেমের পলকে কম্প ঘন ঘন;
উন্মাদ নর্ত্তক, কভু হাসি—কভু কাঁদি।
চল বৃন্দাবনে, প্রাণ কৃষ্ণ মোর।

(গমনোদ্যত)

রাখা। ও দিকে যাচ্চিস্ কোথা? বৃন্দাবন যে এ দিকে।

বিষ। এই কি সে মধু বৃন্দাবন?
কৈ তবে ভ্রমর-গুঞ্জন?
কৈ সেই মুরলীর ধ্বনি—
তান তরঙ্গিণী উন্মাদিনী কৈ যায়?
কৈ পীতাম্বর মুরলী-অধর—
বামে রাধা বিনোদিনী?
কৈ, কৈ? কি হল আমার?
বৃন্দাবনে কৈ যে মাধব?

রাখা। আয়, খেল্বি আয়।

(গীত)

পাহাড়ী—কাহারবা।

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব'।
খেলব কত ছুটোছুটি, বাঁশী বাজাব।
খেল্‌তে বড় ভালবাসি,
ছুটে ছুটে তাই ত আসি;—
আমার মনের মতন
খেলার জুটী কত জন পাব!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—গোবর্দ্ধন পর্ব্বত।

(চিন্তামণি আসীনা)

চিন্তা। আগে তাঁর মন ভোলাবার জন্য কত রকম বেশ তুই পরতিস্; এখন বল্, কি বেশে গেলে তিনি কৃপা করবেন। দেহ তোমার স্বর্ণ-অলঙ্কারে যত সাজিয়েছি, তাতে কেবল তুমি কলঙ্কিনী-প্রাণের পরিচয় দিয়েছ! বিভূতিই তোমার ভূষণ; নৈলে, সাধুত্তম তোমার কৃপা করবেন না; তুমি এত সুন্দর ভূষণ কখন পর নাই।
(অঙ্গে বিভূতি লেপন)
পরেছি ভূষণ, এবে কেশের বিন্যাস।—
কেশ, তুমি অতি প্রতারক;
কহিতে সতত তুমি বন্ধু মম,
অঙ্গে সজাইতে চাহিতে সতত;
তোর ফুলে ফুলে,
বাঁধিতাম কবরী যতনে।
তুমি শঠ, প্রতারক, মজায়েছ মোরে;
আজি তব নূতন বিন্যাস—
পূর্ব্বভাগে
সাধুত্তমে ভুলা'তে নারিবি আর।
তাঁর কৃপা হ'লে কৃষ্ণচন্দ্রে পাব;
আরে, আমি বড়ই পতিত—
পাব আমি পতিতপাবন!

[চুল কাটিতে উদ্যত।

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখা। (চিন্তামণির হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া) ছি ভাই, চুল কাট্‌ছ কেন, ভাই? চুল কি কাট্‌তে আছে? ছি ছি, চুল কেট' না।

চিন্তা। আহা! আহা! ছেলেটী কে গা? মরি মরি, কথা শুনে প্রাণ জুড়াল!

রাখা। তুমিও বুঝি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কর? উঁ, উঁ? ছি ভাই, কথা কইলে না? আমি তবে চল্লুম্।

চিন্তা। আহা! তুই কে রে?

রাখা। ছি, ভাই, তুমি মিষ্টি কথা জান না; তুমি বল্‌বে, "তুমি কে, ভাই?" আমি বল্‌ব, "কেন ভাই, তোমায় বল্‌ব কেন, ভাই?"

চিন্তা। কেন ভাই বল্‌বে না, ভাই? আহা আমার যেন সকল জ্বালা জুড়াল? এখন যে, ভাই, তুমি কথা কচ্চ না, ভাই?

রাখা। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব ভাই।

চিন্তা। হাঁ, ভাই, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব।

রাখা। আচ্ছা, ভাই [illegible]

কৃষ্ণকে ভালবাস,—কি আমায় ভালবাস ?

চিন্তা। আহা ! আমি অভাগিনী প্রেম-হীনা ; আমি, কৃষ্ণকে কি ক'রে ভালবাস্‌ব ?

রাখা। ভাই, তুমি কৃষ্ণকে চাও,—কি আমাকে চাও, ভাই ? বুঝেছি ভাই, কৃষ্ণকে চাও, ভাই ; আমি চল্লুম, ভাই।

চিন্তা। যাও কেন ভাই ? শোন না।

রাখা। এই বৃন্দাবনে এসেছ—ঠিক্ কথা বল, কৃষ্ণকে চাও ? কি আমাকে চাও ?

চিন্তা। কৃষ্ণকে চাই ? তোমায়ও ভালবাসি।

রাখা। না ভাই, অমন ভাব আমি করি নি। যাকে হয় একজনকে পছন্দ করে নাও। আমি ত বলচি নি যে, আমায় তোমায় নিতেই হবে।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষু। আহা, আহা ! কি সুন্দর রাখালের ছেলেটি রে ! যেন ব্রজের বালক !

রাখা। ও ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

ভিক্ষু। হ্যাঁ, ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব।

রাখা। তবে রে চোর ! ভাব বল্লে, তবে পোঁট্‌লাটা লুকুচ্চ যে ? আমায় দাও।
(পুঁটলী কাড়িয়া লওন)

ভিক্ষু। ওতে ত কিছু নেই ?

রাখা। নেই, তবে গেরো কেন ?

ভিক্ষু। সত্যি ; দ্যাখ, পথে ভুলে গেরো দিয়েছি ! (স্বগত) বৃন্দাবনে এলে কি হবে ? হাত পা মন ত আমার !

রাখা। (পুঁট্‌লী ফিরাইয়া দিয়া) আর গেরো দিও না।

ভিক্ষু। আচ্ছা ভাই রাখাল, আমি এই ফেলে দিলুম, আর গেরো দোব না।
(দূরে পুঁট্‌লী নিক্ষেপ)

চিন্তা। কেন ভাই, তুমি যে আর এক জনের সঙ্গে ভাব ক'চ্চ ?

রাখা। কেন ভাব কর্‌ব না ভাই ?

চিন্তা। তবে যাও ভাই, তোমার সঙ্গে আড়ি।

রাখা। যাব ? তবে যাই, আর খুব না ডাক্‌লে আস্‌ব না।

[প্রস্থানোদ্যত।

চিন্তা। দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

রাখা। না, আর দাঁড়াব না।

[প্রস্থান।

ভিক্ষু। ওহে, দাঁড়াও না, দাঁড়াও না।

চিন্তা। আহা যাক্, ক্ষিদে টিদে পেয়েছে।

ভিক্ষু। আমি কিছু খাবার এনে খাওয়াতুম্। —দেখ, সেই পাগ্‌লীটে আস্‌চে।

চিন্তা। দেখ—বোধ হয়, কৃষ্ণ আমায় কৃপা করবেন ; মা'র মুখ দেখে আমার বড় ভরসা হ'চ্চে। আহা ! কাত্যায়নীর বরে গোপিনীরা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিল, মা'র বরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে ! মা আমার কার সঙ্গে কথা কচ্চে ? ও তেজঃ-পুঞ্জ সন্ন্যাসী কে ?

ভিক্ষু। বেটী যখন বৃন্দাবনে এসেছে, আমার একটা হিল্লে লাগ্‌লেও লাগ্‌তে পারে ; ও বেটী কি রকমে ফিরচে।

(পাগলিনী ও সোমগিরির প্রবেশ)

পাগ। বাবা চল, চল যাই ; আর কেন, বাবা ? অনেক দিন ঘর ছেড়ে এসেছি।

সোম। মা, আর ত কাজ বাকী নেই ; চল, যে কাজে এসেছি সেরে যাই।

পাগ। বাবা, আর থাক্‌তে পারি নি ; বাবা, আমার মন কেমন কর বাবা. দেখ দেখি

কতদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি! আমার এমন লাঞ্ছনা করে গা? আমায় ভুলিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে!

চিন্তা। মা, করুণাময়ি, মা, সত্যি তুমি আমার মা! দয়াময়ি, আমায় ত ভোল নি।

পাগ। ও মা, আমি নই মা; বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, বাবা তোরে ব'লে দেবে।

চিন্তা। মা, তোমার কথায় দেশ ছেড়েছি, তোমার কথায় বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্চি— আশীর্ব্বাদ কর যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। (সোমগিরির প্রতি) বাবা, আমার উপায় কি হবে? আমি মহাপাতকিনী—রাধা-বল্লভ কি আমায় দয়া করবেন?

সোম। মা, তোমার যে প্রেম,—অবশ্যই দয়া করবেন।

চিন্তা। বাবা, আমার প্রেম!

প্রেমহীনা পাষাণী পাপিনী,
মরুভূমি পোড়া প্রাণ—
বারিবিন্দু নাহি তাহে,
তাহে অনুতাপ—প্রবল অনল—
দিবানিশি দহে!
এ হৃদয়ে কোথা প্রেম পাব?
প্রেমময় কৃষ্ণপদে কি তবে অর্পিব?
পিতা,
কৃপা করে বল না উপায়।

সোম। মা, আমি হীন, আমি কি উপায় করব? বৃন্দাবনে বিল্বমঙ্গল নামে একজন সাধু আছেন তাঁর শরণাগত হও, তোমার উপায় হবে।

চিন্তা। বাবা, তুমি আমার গুরু; যখন তুমি বল্লে উপায় হবে,—আমার প্রাণ স্থির হ'ল; কিন্তু বাবা, ভয় হয় আমি মহা-পাতকী, আমি তাঁরই চরণে শত অপরাধী।

সোম। মা, তিনি পরম সাধু; সাধু কারও অপরাধ লন না!

চিন্তা। দেখ, বাবা আমার অদৃষ্টদোষে গুরু-বাক্য যেন বিফল না হয়। বাবা, ব'লে দিন, তিনি কোথায় থাকেন? আমি বৃন্দা-বনে আসা অবধি তাঁর অনুসন্ধান কচ্ছি, কোথাও তাঁর দর্শন পাই নি।

পাগ। তুই দেখা পাস্ নি? আমি দেখিয়ে দোব। তুই যেন মা আমার মেয়ে, তোর যেন স্বামীর কাছে রেখে আস্‌তে যাব। তোর গলা ধ'রে খানিক কাঁদি—আর ত মা, তোর সঙ্গে দেখা হবে না; তোর স্বামীর বাড়ীতে দিয়ে চ'লে আসব। ও মা, সেখানে কাঁদ্‌তে পারব না; লজ্জা করে মা,—লজ্জা করে!

ভিক্ষু। মা, তোর বেটাকে যে ভুলে গেলি।

পাগ। ভুলব কেন? বাবাকে ব'লে তুইও আমার সঙ্গে আয় না।

ভিক্ষু। বাবা, আমার উপায় কিছু কি হবে?

সোম। তুমি সাধু, এ বৃন্দাবন আনন্দ ধাম—আনন্দময়ের কৃপায় এখানে কেউ নিরানন্দ থাকে না।

ভিক্ষু। বাবা, আমি যে চোর।

সোম। মাখনচোরকে চুরি ক'রবে?

ভিক্ষু। গুরুদেব, পারি যদি—চুরির মতন চুরি বটে।

সোম। মা, তুমি তোমার ছেলে মেয়ে নিয়ে যাও; আমি গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করব।

পাগ। বাবা, এবার যখন দেখা হবে— বাপ বেটীতে হাত ধরাধরি ক'রে চ'লে যাব,—আর থাকব না, আর কি ক'রে থাকব? (চিন্তামণি ও ভিক্ষুকের প্রতি) আয় গো আয়।

[চিন্তামণি, ভিক্ষুক ও পাগলিনীর প্রস্থান।

(গোবর্দ্ধন গিরিধারীর উক্ত)

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—খামটা।

জয় বৃন্দাবন, জয় নবলীলা,
জয় গোবর্দ্ধন,—চেতন শীলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
চেতন যমুনা, চেতন রেণু,
গহন কুঞ্জবন-ব্যাপিত বেণু।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!
খেলা খেলা—খেলা মেলা,
নিরঞ্জন নির্ম্মল ভাবুক ভেলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

বিল্বমঙ্গল আসীন।

বিল্ব। ওঃ! রাখাল আমার সর্ব্বনাশ কল্লে, আমি কোন মতেই তারে ভুলতে পাচ্ছি নি। আরে মহাপাতকী, তুই মহামোহে বদ্ধ, তুই কৃষ্ণদর্শন কর্‌বি কি করে? দেখি—আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেখি, যদি মনস্থির ক'র্ত্তে না পারি ত আত্মহত্যা কর্‌ব। এ কি! আমার প্রাণের উপর দুরন্ত আধিপত্য রাখাল কিরূপে কল্লে? কে ও রাখাল—আমার কাল হ'য়ে এল? হা কৃষ্ণ! আর কেন বিড়ম্বনা ক'চ্ছ? আমার একি সর্ব্বনাশ হ'ল? আমি সাত দিন রাখালের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই বোধ হচ্ছে, কে এল? আমি কি কর্‌ব? তার সঙ্গে কথা না কইলে আমি থাকিনি, মন আমার যে তার জন্যেই লালায়িত! শুনেছি একুশ দিন অনাহারে থাকলে প্রাণ বিয়োগ হয়, আর এক পক্ষ অনাহারে ধ্যান করি—প্রাণ যায়, যাবে। না,—সে রাখাল ছোঁড়া আমায় মর্‌তে দেবে না, সে বারণ ক'ল্লে আমি মর্‌তে পার্‌ব না। আমি এই ধ্যানে বস্‌লুম। আর উঠ্‌ব না; সে এলে মর্‌ব। (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!—দেখ, এ কি, হ'ল "কৃষ্ণ" ব'লে ডাক্‌তে "রাখাল" বেরিয়ে পড়ে! না দেখি - আর একবার দেখ্‌ব'। একবার চক্ষু, তুমি মজিয়েছিলে, এবার কর্ণ আমায় মজালে! বধির হ'তেও সাধ হয় না—তার কথা শুন্‌তে পাব না। চক্ষু, আজ তোমার জন্য ক্ষোভ হ'চ্চে; রাখাল-বালকটী কেমন একবার দেখ্‌তে পেলুম না। দ্যাখ, মূঢ় মন রাখালের কথাই ভাব্‌ছে! (ধ্যানমগ্ন হওন) রাখাল, রাখাল!

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখা। ভাই, তুমি এখানে লুকিয়ে ব'সে আছ? আমি দুধ হাতে করে সাত দিন বেড়াচ্চি, তুমি মাত্তে আস বোলে ভয়ে আস্‌তে পারি নি।

বিল্ব। রাখাল, তুমি আমায় খোঁজ কেন?

রাখা। তুই যে ভাই অনাথ, আমি যে ভাই অনাথকে বড় ভালবাসি।

বিল্ব। কি, তুমি অনাথকে ভালবাস?

রাখা। এই দ্যাখ্ না ভাই, তোকে কত ভালবাসি।

বিল্ব। (স্বগত) মূঢ় মন, এই যে অনাথনাথ

শ্রীকৃষ্ণ। (অন্তরালে) রাখাল, রাখাল, আয় রে প্রাণের রাখাল—আয়!

রাখা। না ভাই যাব না, ভাই,—তুই যে ধর্‌বি, ভাই।

বিল্ব। কৈ আমায় দুধ দাও, আমি যে সাত দিন খাই নি।

রাখা। আয়, রোদে ব'সে আছিস্—ছাওয়ায় আয়।

বিল্ব। আমার হাত ধর, আমি দেখ্‌তে পাই নি।

রাখা। আয়।

(বিল্বমঙ্গল কর্ত্তৃক রাখাল-বালকের হস্তধারণ)

বিল্ব। আর ত ছাড়্‌ব না—আমার অনেক যত্নের নিধি!

রাখা। আমার কচি হাত,—ছাড়্ ছাড়্ লাগে।
(বিল্বমঙ্গল কর্ত্তৃক হস্ত ছাড়িয়া দেওন)
এই—এই ত ছেড়ে দিয়েছিস্।

[পলায়ন।

বিল্ব। দুর্ব্বল হাত ছিনাইলে,
পৌরষ কি তাতে তব?
আরে রে গোপাল,
যেছ প্রেম বড় কাঁদাইয়ে,
সেই প্রেমে—
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিব বাঁধিয়ে;
পার যদি হৃদয় হইতে পলাইতে,
তবে ত তোমারে গণি।
অন্ধ আমি—পলাইবে কোন কথা?
ধরিব তোমায়
দেখি পারি কিবা হারি, হরি!

রাখা। (বৃক্ষের অন্তরাল হইতে) টু;—
কৈ ধর্ দেখি?

(বিল্বমঙ্গলের ধরিতে গমন ও রাখাল-বালকের কৃষ্ণরূপে দেখা দেওন)

রাখা। দ্যাখ্ দেখি, কেমন সেজেছি!
চা'—তোর চোক হয়েছে।

বিল্ব। আহা, আহা! মরি! মরি! নয়ন,
দ্যাখ্—তোর কত দ্যাখ্‌বার সাধ!
নবীন জলধর, শ্যাম সুন্দর,
মদনমোহন ঠাম।
নয়ন খঞ্জন, হৃদয় রঞ্জন,
গোপিনী রঞ্জন শ্যাম॥
ধীর নর্ত্তন, নূপুর গুঞ্জন,
মুরলী মোহন তান।
কুসুম ভূষণ, গমন নিধুবন,
হরণ গোপিনী-প্রাণ॥
শ্রীপদ পঙ্কজ, দেহি পদ-রজ,
শরণ মাগিছে দীন।
প্রাণ মাধব, সাধ, রব রব,
প্রেম-মাধুরী-লীন॥

রাখা। (অদূরে পদশব্দ শুনিয়া) কে আস্‌চে
আমি লুকুই, তোর কাছে কেঁদে আস্‌চে,
ভাই; তুই থাক্। আমি এই খানে আছি,
ওরা গেলে তোর সঙ্গে খেল্‌ব।

বিল্ব। না দয়াময়, আমার আর কারুকে প্রয়োজন নেই।

রাখা। না ভাই, ওরা যে কাঁদ্‌বে ভাই;
আমি তা হ'লে কাঁদ্‌ব।

বিল্ব। আহা! কে রে ভাগ্যবান্, তুমি যার জন্যে কাঁদ্‌বে?

রাখা। তুই কেন ভাই, ভাখ্ না। তুই এখানে ব'স; আমি এই আড়ালে রইলুম্। ওই দ্যাখ্ ওরা আস্‌ছে।

[প্রস্থান।

(নিমীলিত নেত্রে বিল্বমঙ্গলের অবস্থান—বণিক্ ও অহল্যার প্রবেশ)

বণি। অহল্যা, সে রাখাল বালক কে? সে ব'লেচে এই খানে আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাব।

অহ। রাখাল-বালক যদি আমায় "মা" বলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে চাই নি।

নেপথ্যে। মা!

অহ। বাবা, তুমি কোথায়?

নেপথ্যে। চুপ, আমি এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছি। তোমরা ওই খানে ব'স।

অহ। আহা! রাখাল বল্‌চে এই খানে বস্‌তে।

নেপথ্যে। হ্যাঁ, ব'স; কৃষ্ণ এলেই তোমায় বল্‌ব।

বিল্ব। (আপন মনে) আহা! কিরূপ দেখ্‌লুম! রাখালরাজ, রাখালরাজ!

(চিন্তামণি, পাগলিনী ও ভিক্ষুকের প্রবেশ)

পাগ। তুই যা মা, আমি কি আমায়ের কাছে যেতে পারি? আমি এইখানে বসি। বাবা ব'স—চুপ ক'রে ব'স। এই নে (কাঞ্চন প্রদান)

ভিক্ষু। আর কেন, মা?

পাগ। নিবি নি? তা না নিস্, কিন্তু এবার যদি কিছু পাস্ ত নিস্।

ভিক্ষু। তা—আচ্ছা মা।

(সোমগিরি ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সোম। (শিষ্যগণের প্রতি) সংসারীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্য বেশ্যা ও লম্পট ভাণ যায়, (বিল্বমঙ্গলের প্রতি দেখাইয়া) বৈরাগ্যের চেতনমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখ। বেশ্যা ও লম্পটের কৃপায় আজ আমরাও কৃষ্ণ দর্শন করব।

১ম শিষ্য। প্রভু, আমি অজ্ঞান; যাঁকে লম্পট বলেছি, যাকে বেশ্যা বলেছি, তাঁদের চরণে আমার কোটি প্রণাম! আমায় কৃপা ক'রে বলুন, কৃষ্ণ দর্শনের ফল কি?

সোম। বৎস, কৃষ্ণ-দর্শনের ফল—কৃষ্ণ-দর্শন, আর অন্য ফল নাই।

চিন্তা। (বিল্বমঙ্গলের প্রতি)

চাও ফিরে বারেক সন্ন্যাসী—
দাসী তব মাগে পদাশ্রয়।
দয়াময়, চিরদিন সদয় হে তুমি,
আজি হ'ও না নিঠুর।
কৃপা যদি নাহি কর গুণধাম,
হেয় প্রাণ এখনই ত্যজিব—
নারী বধ লাগিবে তোমায়।
এসেছি হে বড় আশে,
আকিঞ্চন—করিব হে কৃষ্ণ-দরশন,
তব কৃপা-বলে প্রভু!

বিল্ব। আহা, আহা! কৃষ্ণনাম আমায় কে শুনালে? (চিন্তামণির প্রতি দৃষ্টি পতন) এ কি! গুরু! প্রেমশিক্ষাদা, চিত্ত-মোহিনি,—আমায় কৃপা করুন। (প্রণাম করণ)

চিন্তা। প্রভু, অকিঞ্চনকে আর বঞ্চনা ক'র, না। হে যোগিবর, হে প্রেমিক পুরুষ, প্রেমময় কৃষ্ণ তোমার; আমায় বলেছিলে আমি যা চাই, তুমি দিতে পার; তোমার কৃষ্ণকে আমায় দাও, না দাও, তোমার কৃষ্ণ তোমার থাকবে—আমায় একবার দেখাও। আমি বড় পতিত—পতিত-পাবনকে একবার দেখি।

বিল্ব। প্রেমময়ি, কৃষ্ণপ্রেমে তোমার হৃদয় পূর্ণ—কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে।

চিন্তা। না, মা, হৃদয় আমার শূন্য ; জান ত—হৃদয় আমার পাষাণ! মহাপুরুষ, কৃষ্ণকে কি পাব?

বিল্ব। অবশ্যই পাবে।

চিন্তা। কোথা কৃষ্ণ, দেখা দাও ; ভক্তবৎসল! না দেখা দিলে, তোমার ভক্তের কথা মিথ্যা হবে।

নেপথ্যে। কেন ভাই, তোমার সঙ্গে যে আমার আড়ি।

চিন্তা। হা! আমি চিনেও চিনি নি, প্রেমিক রাখাল, আমি প্রেমশূন্য, তুমি জান ত ;—নিজগুণে দেখা দাও।

নেপথ্যে। মা দেখ।

পটপরিবর্ত্তন।

(দোলমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণরাধিকার যুগলমূর্ত্তি)

সকলে। জয় রাধে! জয় রাধাবল্লভ!

বণি। আহা!

অহ। বাবা চাঁদমুখে আর একবার "মা" বল।

চিন্তা। দ্যাখ্ রে, প্রাণ ভ'রে দ্যাখ।

শিষ্য। গুরুদেব, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণ-দর্শন।

ভিক্ষু। মাখনচোর, তোমার চুরি ক'র্ত্তে পারি তা হ'লেই আমার চুরিবিদ্যা সার্থক।

পাগ। বাবা আমার কান্না পাচ্চে; বাবা দ্যাখ দেখি কত ঘোরালে! চল বাবা যাই।

সোম। মা, নরলীলা আর অল্প বাকী, দেখে যাই।

বিল্ব। গুরুর চরণে প্রণাম, ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম—যাঁদের কৃপায় আমি গোপিনীবল্লভ দর্শন পেলুম।

সকলের গীত।

বাগেশ্রী (মিশ্র)—ধামার।

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দ্যাখ্ রে নয়ন।
যার সাধ থাকে, সে দ্যাখ এসে,
রাধার পাশে মদনমোহন।
নয়ন ত এ অনুভবে,
দেখ্‌বি যখন—নীরব র'বি
এমন সাধের রতন সাধ করিস্ নি,
না জানি রে তুই কেমন!
(দ্যাখ) তেম্নি ক'রে মোহন বাঁশরী,
তেম্নি বামে ব্রজেশ্বরী—প্রেমের কিশোরী,
তেম্নি গোপী, তেম্নি খেলা—
শুনেছিলি রে যেমন॥

যবনিকা পতন।

অভিমন্যু-বধ।

পৌরাণিক-ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য।

* * সুধারস অভিমন্যু বধে।
কাশিরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

কাশিরাম দাস।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশি! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্।

মধুসূদন দত্ত।

উৎসর্গ পত্র।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ অনারেবল্
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়
বহুমাননিধানেষু।

... স্বয়ং উৎকর্ষলাভ ও মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করেন, তিনি সংসারে আদর্শ। মহোদয়! ... গ্রহণ করুন; ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম ইতি।

বিনয়াবনত
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

এই সবে এ...
এ কারাগারে নাম-দাই
বন্দী নাম, অন্ধকার গোত্র,
আর নিবাস এই শ্রীবাস।
পুরানো কাগজ অনেক উলটালে,
যদি নাম ধাম পাওয়া যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ।	... ...	দুর্য্যোধন।
যুধিষ্ঠির।	... ...	দুঃশাসন।
ভীম।	... ...	দ্রোণাচার্য্য।
অর্জ্জুন।	... ...	কৃপাচার্য্য।
নকুল।	... ...	অশ্বত্থামা।
সহদেব।	... ...	কর্ণ।
সাত্যকি।	... ...	কৃতবর্ম্মা।
ধৃষ্টদ্যুম্ন।	... ...	ভগদত্ত।
অভিমন্যু।	... ...	শকুনি।
জয়দ্রথ।	... ...	লক্ষণ।
সুশর্ম্মা।	... ...	

ঋষিমুনি, সৈন্য, সেনানায়ক, দূত, গণক, পিশাচদল ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সুভদ্রা	...	...
উত্তরা	...	...

মোহিনী, স্বপ্নদেবী, স্বপ্নসঙ্গিনীগণ, উত্তরার সখী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান।

পিশাচ দল।

বৃদ্ধ। বাজ্‌রে মাদল, ঘোর কোলাহল,
রক্ত স্রোতে ভাসছে ধরা।
বালক। হাঁ বাবা, সত্যি নাকি?
বৃদ্ধা। হাঁ রে হাঁ।
যুবক। রক্ত খাব সরা সরা।
রক্ত খাব সরা সরা।

গীত।

টক টক টক, চক্ চক্ চক,
চুমুকি রুধির পিয়ে ;
হাম হাম হুড় দিয়ে।
আঁতড়ি মাখি,
কামড়ে কামড়ে ঝাড়ে ঝাড়ে ঝাড়ে।
হিহি হিহি হিহি খুসি, চুচু চুচু চুচু চুসি,
তাজা তাজা তাজা, মরজা মরজা,
হাম্ হম্ হাম, হারা হারা হারা,
তাথিয়া তাথিয়া থিয়ে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুরু-শিবির।

[illegible]ধন, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, কৃপ, সুশর্ম্মা,
জয়দ্রথ ও অশ্বত্থামা ইত্যাদি।

[illegible] হে সখে, হে মাতুল সুনীত!
[illegible] কমহ বিধি,
নহে রণে মজিবে সকল।
নিশ্চয় বিধাতা বাম,
নহে জ্ঞানময় রাম,
পরাভূত যার ভুজ-বলে
মহীতলে অব্যর্থ সন্ধান যার,
কুরু-শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর পড়িল সমরে,
পামর পাণ্ডব ছলে!
হে আচার্য্য-প্রধান—
শুধে তোমা মূঢ় দুর্য্যোধন,
কোথা ছিল দর্পজ্ঞান ফাল্গুনীর তব,
বৃদ্ধ পিতামহে,
বিধিল দুরন্ত যবে শিখণ্ডীর আড়ে?
চিরদিন, তুমি হে পাণ্ডব-প্রিয়,
সেই উপেক্ষিয়া কর রণ।
যবে সংশপ্তকে, মাতুল কৌশলে,
চলিল পাণ্ডবগণে,
দুই হাতে বুঝি ছড়াইল ধনঞ্জয়,
হাসিলাম হেরি, জ্ঞানহীন আমি,—
এত দিনে বুঝিলাম অর্থ তার ;—
ঘোর বাতে ভগ্ন পত্র যথা,
উড়ায় মদীয় সেনা ধনঞ্জয় রণে ;
অগণিত করীন্দ্রশ্রেণী,
বিকট রবের নাদে ;
রথ রথী চূর্ণ রথ বেগে ;
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-রূপ যেন,
চারিদিকে আগুন উথলে শর-জালে ;—
আচার্য্য উদাস রণে।
নিদাঘ-মিহিরে মীনকুল ক্ষয় যথা,
দিনে দিনে কুলক্ষয় মন,
প্রবল পাণ্ডব তেজে ;
রণস্থল ব্রাহ্মণের নয়,
বুঝিলাম এত দিনে।
দ্রোণ। শুন বৎস,
পিতা পুত্রে স্নেহ সম্বন্ধ।

বার বার বলেছি তোমারে,
অজেয় পাণ্ডবগণে,—
মম শিষ্য বলি,
নাহি জান ধনঞ্জয়ে ;
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ,
রাক্ষসীয় দীক্ষাপূর্ণ বীর,
পাশুপত অস্ত্র করতল,
নিবাত-কবচঘাতী।
এ প্রাচীন কালে,
যুদ্ধ নাহি শোভে আর,
তবু যথাসাধ্য করি রণ,
সাপক্ষে তোমার।
লোকলাজ করি পরিহার,
মমতা করিয়া ছেদ,
মহা অস্ত্র কত হানি ধনঞ্জয়ে,
নিবারে সকলি রণে পার্থ মহারথ,
অতুলনা মহীতলে বীর,
গম্ভীর সাগর সম,
দেবগণ সনে
পুরন্দর পরাভব সমরে যাহার!
এ হেন অর্জ্জুনে জিনিবে সমরে সাধ।
বার বার বলেছি তোমারে,
এ সময়ে দিতে ক্ষমা,
মিলিতে পাণ্ডব-সনে ;
দুষ্ট মন্ত্রী উপদেশে, না শুনি বচন,
জ্বালাইলে কালানল,
পোড়াইতে পতঙ্গের সম,
পৃথিবীর রাজগণে।
আজি হ'তে, নহি সেনাপতি তোর।
চল পুত্র! যাই অন্য স্থান,
দুর্জ্জনের সহবাস নহে শ্রেয়ঃ কভু।

কৃপ। কি কর আচার্য্য বীর!
কৌরব আশ্রিত তব,
তব বাহুবলে বলী দুর্য্যোধন,
তোমার সহায়ে চাহে জিনিতে পাণ্ডবে।
ত্যজি তারে অর্ণব মাঝারে,
কোথা যাও দ্বিজোত্তম?
শুন দুর্য্যোধন,
গুরুর চরণে কর মিনতি বিশেষ,
বড় স্নেহ তোমা প্রতি, ত্যজিবেন রোষ।

দুর্য্যো। গুরুদেব!
না ব'লে তোমারে,
বল বলিব কাহারে!
বলক্ষয় দিন দিন,
খসে একে একে বীরচূড়ামণি,
যামিনী প্রভাতে তারা সম ;
তেঁই দেব!
তাপিত প্রাণের জ্বালা নিবেদি চরণে,
পুত্র জ্ঞানে ত্যজ রোষ প্রভু।

দ্রোণ। প্রাণপণে করি তোর হিত,
তবু অনুচিত কহ বার বার।
কহি পুনঃ পুনঃ,
নাহি বীর এ তিন ভুবনে,
কৃষ্ণার্জ্জুনে জিনে রণে!
যেবা হয় করহ মন্ত্রণা,
পাণ্ডবের নাহি পরাজয়।

দুর্য্যো। প্রভু!
নিতান্ত কি ঠেলিলেন পায়
চির অনুগত দীনজনে?
এ অকূলে তুমি কর্ণধার,
পার কর বিপদে কাণ্ডারী।

দ্রোণ। একমাত্র উপায় ইহার ;—
কহ নারায়ণী-সেনাগণে,
যমের দোসর জনে জনে,
সুশর্ম্মা নায়ক যার—
কালি যুদ্ধে আহ্বানি অর্জ্জুনে,
লয়ে যা'ক স্থানান্তরে ;
হেথা সবে মিলি প্রকাশি বিক্রম,

আক্রমিব বৃকোদর ঠাট ;
রচিব বিচিত্র ব্যূহ অদ্ভুত জগতে,
কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা,
ভেদিতে অক্ষম তিনলোক !
দেখি এ কৌশলে, ফলে যদি ফল।

দুর্য্যো। এই সে মন্ত্রণা সার।
কহ সখা, তোমার কি মত ?

কর্ণ। ভাবি তাই কৌরব ঈশ্বর,
ব্যাঘাত ঘটিল মম প্রতিজ্ঞা পালনে ;
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনে,
বিনাশিবে নারায়ণী সেনা ;
না পাবে এড়ান ভীম কালি তব হাতে
কুরুরাজ !
প্রতিজ্ঞা পালিও তব ক্ষত্রিয় সম্মুখে।

দ্রোণ। কৃষ্ণার্জ্জুন বিনা, তথাপিও তুল্য রণ
ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি সংহতি,
বৃকোদর দুষ্কর সমর কৃতী,
অতুলনা বাহুবল যার—
নহে অবহেলা যোগ্য অতি।
শুন সুশর্ম্মা ভূপাল,
দিক্‌পাল সম বীর্য্যবান্ তুমি,
কালি রণে শার্দ্দূল বিক্রমে,
আক্রমহ ধনঞ্জয়ে,—
যশস্তম্ভ রোপ মহীতলে।

সুশর্ম্মা। হে কৌরব-সেনাপতি,
প্রণাম চরণে দ্বিজোত্তম !
যথাশক্তি করিব সমর,
প্রবোধিব কিরীটিরে ;
জয় পরাজয়, ইচ্ছাসাধ্য নহে মম ;
অবসর না দিব অর্জ্জুনে,
যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ।

দুর্য্যো। তব যোগ্য বাক্য মতিমান্ !
এত দিনে জানিনু জিনিব রণ,
কত শক্তি ধরে ভীমসেন,
না ধরিবে টান মম রণে ;—
কালি হবে পাণ্ডবসংহার।

জয়। হে আচার্য্য ! জানাই প্রণাম পদে
কুরুরাজ ! করি নিবেদন,
প্রাণপণে করি রণ সাপক্ষে তোমার ;
কালি রণে দেহ ভার মোরে,
রক্ষিবারে ব্যূহদ্বার ;—
অর্জ্জুন বিহনে,
পাণ্ডব-বাহিনী নাহি ডরি ;
নিবারিব পাঞ্চাল পাণ্ডবে মহাহবে,
সিন্ধুবারি বেলা যথা।

দ্রোণ। মহাযশা তুমি বীর,
ব্যূহদ্বারে স্থাপিব তোমায়।

দুর্য্যো। বীরবর ! সহোদর সম তুমি মম,
এ সমরে তুমি অধিকারী,
আমি মাত্র সহায় তোমার ;
পূর্ব্ব অরি ভীমসেন তব,
দেহ সমুচিত দণ্ড দুরাচারে !
শুন সমাগত বীরগণে,
নিষ্পাণ্ডবা সমর সঙ্কল্প প্রাতে,
লভহ বিরাম ক্ষণে, যে যার শিবিরে।

[অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৃপ। নিষ্পাণ্ডবা পৃথিবী কি
প্রতিজ্ঞা তোমার ?

দ্রোণ। এ হেন প্রতিজ্ঞা কভু সম্ভবে কাহার !
পাণ্ডবে আহবে কেবা পারে জিনিবারে,
প্রেমে বাঁধা শ্রীমধুসূদন।
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়,"
অখণ্ড শাস্ত্রের বাণী।
দিব্য চক্ষে দেখিতেছি স্থির,
ধাইছে ঘটনা স্রোত অবিরাম গতি,
হরিতে পৃথ্বীর ভার ;

বীরমদে মত্ত অরাতিগণে,
নিধন কারণে
উদয় এ কাল রণ—
সকলি হইবে ক্ষয়,
একমাত্র রহিবে পাণ্ডব।

অশ্ব। তবে কি কাজ সমরে পিতঃ?

দ্রোণ। নিবারিতে কে পারে ঘটনা স্রোত।
ও কথায় নাহি প্রয়োজন,—
সেনাপতি মাত্র আমি,
রাজ-আজ্ঞা করিব পালন।
শুন সাবধানে,
বাধিবে তুমুল রণ কালি;
পশিব পাণ্ডব-বাহিনী মাঝে,
ধর্ম্মরাজে করিতে গ্রহণ।
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
অবশ্য বাধিবে মোরে,
পাণ্ডব সাপক্ষ যত;
হেরি চির অরি,
ধৃষ্টদ্যুম্ন অবশ্য হইবে দোষী;—
প্রাণের মমতা ত্যজি,
সমরে পশিবে বীর—
প্রাণপণে করিব যতন,
প্রতিজ্ঞাপালন হেতু।
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে যদি হয় তনু ক্ষয়,
ক'রো দুর্য্যোধনে যতনে সান্ত্বনা;
ব'লো তারে,
মৃত্যুকালে, বলিয়াছে গুরু তার,
ক্ষমা দিতে কাল রণে;
কিন্তু যদি নাহি মানে মানা,
যাচে যুদ্ধ কুরুরাজ,—
পিতৃ-আজ্ঞা ক'রো হে পালন—
দুর্য্যোধনে রক্ষিও যতনে;
কুরুবীর আশে, ফেরে ভীমসেন রণে,
কোলাহল কেশরী সমান
ভীমে প্রবোধিতে তব ভার।
সাত্যকি সহিত,
আর আর পাণ্ডব-বাহিনী যত,
রহিল তোমার ভাগে কৃপাচার্য্য বীর।
যাও,
লভহ বিরাম নিদ্রাদেবী অঙ্কে সুখে।

[কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার প্রস্থান।

জন্মিয়া ব্রাহ্মণ কুলে,
কুক্ষণে হইনু অস্ত্রধারী!
যাগ যজ্ঞ মঙ্গল কামনা রত দ্বিজ,
জীব-ক্ষয় বাসনা আমার!
যেই কর তুষিত উল্লাসে,
আশী দান করিতে ব্রাহ্মণ,
সেই করে করি নরনাশ,
দ্বিজকুলাঙ্গার আমি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ শিবির।

দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ।

দুর্য্যো। প্রামাণিক তুমি মহাবীর!
তেঁই ডরি স্থাপিতে তোমারে ব্যূহ দ্বারে,
কেমনে রহিব স্থির,
সঙ্কটে রাখিয়া তোমা;—
মহারথিগণে পুনঃ পুনঃ দিবে হানা,
একেশ্বর প্রবোধিবে কত জনে?
সেই হেতু যুক্তি এই সার,
বীর বৈকর্ত্তন নরক প্রহরী মুখে,
পার্শ্বরক্ষা কর তুমি তার।

জয়। না মান বিস্ময় কুরুরাজ,
পূর্ব্ব কথা বলি হে তোমায়।
বনে যবে বঞ্চিল পাণ্ডব,
শূন্য ঘরে দ্রৌপদী করিনু চুরি,
চালাইনু রাজ্যমুখে রথ;
পথে বাদী ভীমার্জ্জুন কৃষ্ণার রোদনে।
বিধিমতে পাইনু অপমান,
কঠিন ভীমের হাতে;
প্রাণ রহে যুধিষ্ঠির উপরোধে।
না যাইনু দেশে,
পশি বনমাঝে,
আরাধিনু দেব পঞ্চাননে,
পাণ্ডব-নিধনসংকল্প করিয়ে হৃদে।—
সদয় হৃদয় আশুতোষ,
দিয়াছেন দাসে বর,—
জিনিব পাণ্ডবগণে অর্জ্জুন বিহনে।
সেই আশে, সুযোগ প্রয়াসে সদা ফিরি;
আজি সমরান্তে দিবা অবসানে,
স্নান হেতু নামিলাম সরোবরে—
বিস্তার সরসী,
দলে দলে রাজহংসকুলে করে কেলি,
মধ্যে শতদলদল,
ফুটিয়াছে অগণন,—
যেন সুন্দরী রমণী ছবি,
হেরিলাম তার মাঝে;
মধুস্বরে শুনিনু ভর্ৎসনা;—
'কোথা সিন্ধুরাজ-সুত,
প্রতিদান তব অপমানে,
কেন শঙ্করের বর কর অবহেলা?'
অকস্মাৎ নিরখিল বাণী,
মিশাইল ধনী,
পরিমল পূর্ণ সমীরণ।
নীরব গগনে, হাসিল চন্দ্রমা;
নীরব স্বভাব, নীরব বিস্তারবাপী;
নীরব সে কমল কানন!
হে কৌরব মহারথ!
মনোরথ অবশ্য লভিব,
কহিতেছে অন্তরাত্মা মম,—
পুনঃ রথে তুলিব দ্রৌপদী,
কাঁদিবে বিবশা, রথমাঝে এলোকেশী,
হেরিব নয়ন ভরে,
প্রাণের সন্তাপ নিভাইব সে সলিলে।

দুর্য্যো। শুভক্ষণে পেয়েছি তোমারে,
ওহে সিন্ধুকুলোত্তম!
পদাঘাত করিব ভীমের শিরে;—
কহিব পামরে কালি,
দেখাইয়া উরুস্থল,
উরুদেশে বসাব কৃষ্ণায়।

জয়। সমরান্তে তোমায় আমায় বাদ,
সুন্দ উপসুন্দ যথা তিলোত্তমা হেতু!

দুর্য্যো। সে আশঙ্কা নাহি বীর!
দুই জন পঙ্কজন স্থলে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অন্তরীক্ষ।

রোহিণী ও গর্গমুনি।

রোহিণী। হায় তপোধন!
কাঁদে প্রাণ পূর্ব্ব কথা স্মরি,—
কুক্ষণে সাজিনু রতি,
পীড়িতে মদনে প্রাণনাথে;
হেরি সে বয়ান, শতদল জলে,
পোড়া মুখে এত হাসি,
হানিনু কটাক্ষ শর মোহিতে নাথেরে,
তেঁই প্রাণেশ্বর অনঙ্গে মাতিয়া,
অবহেলা করিল তোমারে,

দিলে হে কঠিন শাপ ;
বিরহ বিধুরা বালা,
কাঁদি একাকিনী চন্দ্রলোকে ;
ঝর ঝর ঝরে বারিধারা,
হেরি শশধর স্বামী,
ভূমিতলে নর মাঝে ;
শত শর বিদ্ধে বুকে তপোধন
উত্তরারে যবে,
সম্ভাষেণ প্রাণনাথ প্রিয়া বলি ;
অবলারে কর দয়া মুনিবর !
তব শিক্ষামত দেখা দি'ছি জয়দ্রথে ;
কিন্তু দেব ! প্রত্যয় না মানে পোড়া মন !
মহারথী অভিমন্যু বীর,
কি করিবে সপ্তরথী তার !
দ্বাদশ দিবস আজি দেখেছি সমর,
রণিকুলে রথীন্দ্র আর্জ্জুনি ;
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বীরে,
বিমুখিল পুনঃ পুনঃ ;
নাহি গণে যোগ্য অরি কারে,
দম্ভভরে ফিরে মদমত্ত করী সম !

গর্গ। শুন সুলোচনে !
ব্রাহ্মণের মনে কভু স্থায়ী নহে রোষ,
শাপ দিয়া অনুতাপ হইল তখনি ;
চলিনু কৈলাসে,
আরাধিনু দিগম্বরে,
উদ্ধারিতে পতি তব ;
কহিলা শঙ্কর হাসি,—
চন্দ্র লোকে যাবে শশী কুরুক্ষেত্র রণে।
আজি পুনঃ ভেটিলাম ভবে,
আজ্ঞায় তাহার,
গেছে রণদেবী, সঙ্গিনী সংহৃতি,
কাঁদাইতে উত্তরারে ;
কেঁদে সতী হরিবে পতির বল ;
ভূই পাশে পড়িবে কুমার ;—
বাল্যকালে,
চালিলা শ্রীকৃষ্ণে শূর বংশ-গরিমায় ;
বীরদম্ভে আজি ঠেলিবে মায়ের মানা !
হীন-বল মাতার নিশ্বাসে,
হবে তল মহাবল সপ্তরথী রণে।
আদেশ দেছেন শম্ভু বীর হনূমানে ;
হরিবারে সিংহনাদ ভীমের সম্মুখে ;
অরি হিয়া,
না কাঁপিবে থর থরি, গর্জ্জনে তাহার
বিকল হইবে শূর,
রাখিবারে যুধিষ্ঠিরে ;
মমতায় আকুল বালক হেতু,
বৃকোদর হইবে অধীর রণে,
মেরু যথা ঘোর ভূকম্পনে !
চল, সঙ্গোপনে দিব উপদেশ,
যেমত করিবে রণস্থলে।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বাপীতট।

অভিমন্যু।

অভি। প্রাণ মম কি জানি কি চায় !
দিনমান যায় রণশ্রমে ;
নিশা আগমনে,
কি যেন কি যেন পড়ে মনে ;—
যেন নিদাঘে নিকুঞ্জ-মাঝে
গাইছে কোকিল ;
দূর সমীরণে, মিলি একতানে,
ভাসে যেন সঙ্গীত লহরী,-
আধ-শ্রুত, কভু যেন শুনেছি-সে গীত !

সদা জ্ঞান হয়,
রমণীর পদ-সঞ্চালন পাছে ;—
মুদিলে নয়ন, কি যেন ঝলকে,
কে যেন দাঁড়ায় কাছে বিরস বদনে !

(দূরে ভেরী-রব)

নিশাকালে,
কি হেতু নাদিল ভেরী কৌরব শিবিরে !
কি বিকার অন্তরে আমার,
চমকিনু ভেরীনাদে !
যেন,
সাধ হয় চন্দ্র সম ভাতিতে গগনে ;
সুধিব জনকে আজি, কোথা চন্দ্রলোক ?
রাজসূয়কালে
কোন্ পথে চলিল বিমান ;
যেন,
দেখেছি দেখেছি সে মোহন স্থান,
রমণীয় অবশ্য সে পুর,
শশধর বিরাজে যথায় !

(দূরে ভেরী-রব)

পুনঃ শুনি ভেরী রব কৌরব শিবিরে !
নিশীথে কি বাধিবে সমর ?
রণোল্লাসে স্থির রহে প্রাণ।

[প্রস্থান।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। দেখা দিব কালি রণস্থলে,
হৃদে আশ হতেছে বিকাশ,
পাব পুনঃ প্রাণনাথে ;
তমোগুণে ধাইছে ঘটনা,
কৈলাস শিখর হতে।

(স্বপ্নদেবীর প্রবেশ)

স্বপ্ন। চল মম সনে সুলোচনে,
হেরিতে সঙ্গিনী তব ;
মহেশ আদেশে, যাই রঙ্গজনে,
কাঁদাইতে উত্তরারে।

রোহিণী। হে রঙ্গিণি ! সুভাষিণী তুমি !
ভাসি রঙ্গিল নীরদ মাঝে,
সাজি সতী বিচিত্র বসনে,
পুলকিত মতি,
ক্রীড়া কর শিশু সনে ;
হয়ে দূতী গুণবতী,
যুবতী মিলাও যুবজনে,
স্বর্ণরাশি বিলাও প্রাচীনে ;
দেহ প্রাণপতি ভুবনমোহিনী !

স্বপ্ন। পাবে সতী প্রাণেশ্বর তব,
শঙ্কর প্রসাদে ত্বরা।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব-শিবির।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

কৃষ্ণ। দিন দিন হীনবল অরি,
তব অমোঘ প্রতাপে সখে !
মল্লযুদ্ধে তুষিয়ে শঙ্করে,
রাখিলে ঘোষণা ধরামাঝে মহাযশা !
স্থাপ কীর্ত্তি,
মথি বাহুবলে কালি নারায়ণী-সেনা,
ইন্দ্রতুল্য জনে জনে রণে,
মহারাজ মগধ ঈশ্বর,
পরাভব যার তেজে ;
শুনিলাম সুরলোকে করিলা সমর,
দেখি নাই বিক্রম বিকাশ সেই কালে ;
সেইরূপ রণে কালি প্রকাশ প্রতাপ,

পরাভবি সংশপ্তকগণে,
উত্তেজনা কর শক্তি তব,
যতক্ষণ রহে যামী ;
প্রভাতে লইব রথ শিবির সম্মুখে।

অর্জ্জুন। হে মধুসূদন!
তব পদ হৃদি-পদ্মে রাখি,
শিখি নাই ডরিতে অরিরে ;
আইসে যদি তিন লোক কৌরব সহায়ে,
মুহূর্ত্তে শ্রীহরি পারি বিমুখিতে সবে ;
বাড়ে বল শ্রীমধুসূদন,
তোমারে হেরিলে রথে ;
কিন্তু ভাবি যদুবীর,
কে রক্ষিবে ধর্ম্মরাজে,
ধাইবে কৌরব যবে ধরিতে রাজায় ?
একা ভীম,
কত মহারথে নিবারিবে রণস্থলে ?
হে পাণ্ডব সখা, আশঙ্কা হতেছে মনে,
কি হয় সমরে প্রাতে!
সাহস সম্পদ বল, ও রাজীব পদ,
সঙ্কটে কাণ্ডারী শ্রীনিবাস,
কর যুক্তি যে হয় বিধান।

কৃষ্ণ। না হও অধীর সখা!
একা বৃকোদর,
সোসর সমরে সমূহ কৌরব সনে ;
তাহে মহা মহা রথী সহায় তাহার ;—
অপার বিক্রম যুযুধান,
ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি হেন রণে,
মহারথ বিরাট দ্রুপদ,
আর আর দেব অবতার রথী,
ঘটোৎকচ মহাবীর,
রাক্ষসীয় ঠাটে,
জিনিতে তাহারে
কে আছে কৌরব মাঝে ?
বৃথা চিন্তা ত্যজ ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। কি ভয় তাহার দেব,
যারে তুমি দাও হে অভয়!

কৃষ্ণ। কি হেতু বিনয় সখা,
কোন্ কার্য্যে অক্ষম,
অর্জ্জুন গাণ্ডীবধারী!

অর্জ্জুন। সকলি হে,
কৃপায় তোমার চক্রধারী!

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। লীলাস্রোত নাচিছে চৌদিকে,
হরিছে ধরার ভার ;
পলে পলে হোরা, হোরাদলে মিলি,
গড়ি দিবা নিশি,
ত্বরবার বহিবে সময়,
হবে লয় দুরন্ত ক্ষত্রিয়কুল,
ঘুচিবে ধরার ভার।
কি মমতা ভাগিনা ছেদিতে!
বহি দেহভার, ধরার রোদনে,
তমোগুণে রাখিব মেদিনী।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দেবালয়।

সুভদ্রা, উত্তরা ও সখীগণ।

উত্তরা। রাখ শঙ্কর সংগ্রামে প্রাণপতি,
দীনগতি,

চরণে শরণ মাগে হীন মতি ;
আশুতোষ শিব শশাঙ্ক-ধারী,
জাহ্নবীবারি,
কুল্ কুল্ মৃদুল, জটাঘটা মাঝে,
বিভূতি সাজে ;
বব ব্যোম বব ব্যোম দিগম্বর,
হর দেহ বর,
অবলা মাগিছে হৃদি-রঞ্জনে হে,
অঙ্গনা বঞ্চনা করো না ভোলা,
হাড়মালা দোলা,
তমাল বিনিন্দিত নীল গলা,
ধটী বাঘছালা ;
প্রাণপতি যাচে দীনা বালা।

গীত।

শ্রী—পটতাল।

ব্যোম ব্যোম নাচে, নাচে খেপা ভোলা,
নাচে খেপী সাথে,
ধরি হাতে হাতে,
(মরি) কমলে কমল, ভ্রমর বিকল,
রঙ্গিণী যোগিনী মাতে।
(কিবা) চরণে গুন্ গুন্ ভ্রমর বোলে ;—
(হাসে) শতদল দলে, ঢালে পরিমলে,
দিনমণি শ্রেণী নখরে ভাতে।

(স্তব)

জয় পিনাক ধারী, জয় ত্রিপুরারি,
জাহ্নবী বারি ঢালি শিরে ;
হের হর তাপ হর, গৌরী-মনোহর,
ভাসি শিব শঙ্কর, আঁখি নীরে।
ধর ধর পূজা ধর, আশুতোষ দেহ বর,
বিহ্বলা বালিকা, ভোলা ভূতপতি ;
করুণা কুরু ভব, দুরন্ত আহব,
রক্ষ শ্যামাধব, প্রাণপতি !

(অর্ঘ্য প্রদান)

হা জননি !
পড়িল প্রমাদ হেথা,
দিগম্বর অর্ঘ্য নাহি নিল ;
ভাঙ্গিল কি কপাল আমার !
আশুতোষ, কি হেতু করিলা রোষ,
না জানি গো সতি !

সুভদ্রা। একচিত্তে পুনঃ বৎসে,
আরাধ শঙ্করে।

(স্তব)

পতি পুত্র ভ্রমে রণভূমে,
রেখ মনে গণেশ জননী !
সঙ্কটে শঙ্করী,
স্মরি শুভঙ্করী পদযুগ,
রেখ পায় তনয়ায় হৈমবতী ,—
রণজয় দে রণরঙ্গিণি !

উত্তরা। হায় মাতঃ,
পুনঃ হর অর্ঘ্য নাহি ধরে।
প্রের ত্বরা আনিবারে প্রাণেশ্বরে ;
না জীব জননি, তিল আর,
না হেরিলে গুণমণি মম।
যবে বাধিল মা এ কাল সমর ;
নিত্য ঘুমাইলে দেখি গো স্বপনে,
ঈর্ষাপূর্ণ রমণী মূরতি—
পলক বিহীন আঁখি—
চাহে একদৃষ্টে মোর পানে ;
সে বদনে হেরি কত ভাব,
ভয় বাসি হেরি সে সুন্দরী !

সুভদ্রা। পুনঃ ভক্তিভাবে দেহ অর্ঘ্য হরে।

উত্তরা। মাগো ভূতনাথে করিতে অর্চ্চনা,
প্রাণনাথে পড়ে মনে ;
ঢালি জল ভাসি আঁখি জলে !
দারুণ ক্ষত্রিয় পণ,

যুদ্ধ নামে উন্মত্ত প্রাণেশ!
মাগো,
নাথ বিনা এ সংসারে নাহি জানি আর!

সুভদ্রা। কর পুনঃ শিব আরাধনা;
বিশ্বপতি বিশ্বনাথ বিনা,
কামনা পূরায় কেবা!
কেমনে,
চাহ আনিবারে, অভিমন্যে হেথা?
প্রাতে রণ,
ব্যস্ত রথী রণকাজে,
নহে বীরাঙ্গনা রীতি,
বীর-কার্য্যে দিতে বাধা;
কুল কার্য্যে রহ কুলবতী।

উত্তরা। বৃথা গঞ্জ গুণবতি মোরে;
কিশোরে গো কে যায় সমরে—
ক্রীড়াস্থল ত্যজি?
কুরঙ্গ সঙ্গিনী,
হেরি প্রাণাধিক কুরঙ্গেরে
লেলিহান শার্দ্দূল মাঝারে,
কেমনে বাঁধিবে প্রাণ, কুরঙ্গিনী?
ফেলি নিধি জলধি জঠরে,
কার প্রাণ রহে স্থির?
আমি মা দুঃখিনী অতি,
অভাগীরে করো না ভর্ৎসনা,
পাগলিনী পতির বিরহে!
অঙ্কুরিত প্রেমের-মুকুল হৃদে,
যত সাধ রয়েছে কুঁড়ায়ে,
পূরে নি গো একটি বাসনা!
কহি সত্য বাণী জননি গো করযোড়ে,
ধৈরজ ধরিতে নারি নাথ অদর্শনে;
তাহে বামদেব, বাম অবলার,
অর্ঘ্য নাহি নিল পশুপতি!

সুভদ্রা। ভক্তি বিনা অর্ঘ্য, নাহি পায় স্থান,
আরাধনা কর ভক্তিভাবে।
জান না বালিকা তুমি ক্ষত্রিয় নিয়ম,—
সঙ্কট মরণ রণ—অঙ্গ আভরণ;
তপ করি যাচে যোগ্য অরি,
পতি পুত্র যায় রণে,
বীরাঙ্গনা সাজায় সমর সাজে;
ঘোর রণভূমে ভ্রমে বীরকুলনারী,
সারথি হইয়ে রথে,
কাটে বেণী বিনাইতে গুণ,
কাঁদায়ে সন্তানে,
খুলে দেয় আভরণ রণব্যয় হেতু।
বাল্যাবধি জানি রণ-রীতি,
যাদব ঝিয়ারী পাণ্ডুবংশ কুলবধূ।
অকস্মাৎ গেলে দূত সংগ্রাম-শিবিরে,
কি কবে রথীন্দ্র যত,—
আসিবে সত্বরে সবে, বিপদ আশঙ্কা করি,
ভঙ্গ হবে সমর মন্ত্রণা,
এ কামনা করো না কল্যাণি।
যবে যুদ্ধকার্য্যে রত বীরভাগ,
বীরপত্নী ব্যস্ত রহে দেব আরাধনে;
ত্যজ মোহ বীরবালা,
বীরকুল রীতি স্মরি;
মমতা ছেদিতে,
শিখে মা ক্ষত্রিয়-সুতা ভূমিষ্ঠ হয়ে।

উত্তরা। ওগো যাদব সুন্দরি!
জেনে শুনে বুঝাইতে নারি মন

সুভদ্রা। দেবগৃহে করো না রোদন,
অকল্যাণ ঘটে তায়;
চল যাই স্নান হেতু সরোবরে,
শীতল সলিলে স্নিগ্ধ করি প্রাণ মন—
পুনঃ পঞ্চাননে কর পূজা;
চন্দ্রচূড়া চণ্ডীর অর্চ্চনা,
আরম্ভিব পুনঃ আমি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

স্বপ্ন ও সঙ্গিনীগণ।

স্বপ্ন। শুন লো সঙ্গিনি, ভুবনমোহিনী তোরা।
আসিছে উত্তরা
তোল তান গ্রন্থি-হীন গান;
ফুল্ল ফুলযানে, ভ্রম লো বিমানে?
চারিদিকে খেল, ঢাল রাঙ্গা আল,
হাস বনমাঝে ফণী ধরি;
ময়ুর ময়ূরী লয়ে গড় করী,
কেশরী গলাও বায়;
কাঞ্চনে চন্দনে, অঙ্গারের সনে,
মিলায়ে মাখ লো কায়;
স্থান পরিমাণ, হর ধীরে ধীরে,
বাড়াও সময়, পলের ভিতরে,
নেচে নেচে ধাও, নেচে নেচে গাও,
কাঁদাও কাঁদাও, অভিমন্যু ভামিনীরে!

গীত।

বেহাগ—জলদ একতালা।

সঙ্গিনী। চুপি চুপি, কর কাণা কানি,
নাচে নিশীথিনী;—
ঝিমিকি ঝিমিকি, ঝিকি মিকি ঝিকি,
ঝিন্ ঝিম্ ঝিম্ লো।
চলে অনিলে আশু করি, কিরণ সারি,
নামে তিমির গহ্বরে,
ত্রিম্ ত্রিম্ ত্রিম্ লো।
চাঁদে কাঁদে, তারা বাঁধে,
দেখ দেখ কত আনাগোনা;
কেবা আসে, কেবা হাসে,
ভাবে গগনে মানা নাহি মানে;
রবি নিভিল,
জোনাকী টিম টিম্ টিম্ লো,

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। কে যেন ঢালিছে কার অমৃতের ভার,
মরি কি সুন্দর তরু হাসে কত ফুলে;
সৌরভে জুড়ায় প্রাণ।

[শয়ন ও নিদ্রা।

গীত।

সঙ্গিনী। চল দলে দলে, চড়ি শশিকরে,
যাই যাই যাই লো;
ঘুরে ফিরে দেখি, পাই কি না পাই লো।
পুলকে আলোকে, পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে,
স্বর্ণপাখা, মেঘে ঢাকা,
পীত লোহিত সিত সলিলে,
ভাসিল ফণিনী, গ্রাসিল নলিনী,
যাই যাই তাই, ফিরে চাই লো।

১ম সঙ্গি। কে কোথায় জাগে লো সজনি?
২য় সঙ্গি। দুষ্ট তারা ভ্রমিছে রোহিণী।
৩য় সঙ্গি। ধরামাঝে কেন লো রঙ্গিনি?
৪র্থ সঙ্গি। দেখ আসিয়াছে ধনী,
নিয়ে যেতে গুণমণি।
উত্তরা। ওমা! নিয়ে যায় প্রাণনাথে!

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। প্রাণেশ্বরি,
ভাল খেলা খেল উপবনে!
কি হেতু প্রেরিলে দূতী,
কহ সুলোচনে?
যাব ত্বরা প্রভাত নিকট।
উত্তরা। নাথ!
দিব না যাইতে রণে,
কাজ নাই রাজ্য-ধনে মম,
বনে রব বাকল বসনে তোমা লয়ে।
হৃদি-তন্ত্রী কম্পিত সদাই,
বড় ভয় গণি মনে,
না জানি কি ঘটে অকল্যাণ,

অর্ঘ্য না পাইল স্থান ভবেশের মাথে!
শুদ্ধ চিত্তে পুনঃ আরাধিতে ভূতনাথে,
আইলাম স্নান হেতু সরোবরে;
অলসে অবশ কায়া,
তরুতলে অঞ্চল পাতিয়ে,
অঙ্গ ঢালি হ'নু অচেতন;
স্বপনে হেরিনু,
স্বপ্নদৃষ্টা রমণী মূরতি,
ধরি হাতে তুলিল তোমায় রথে;
উতরোলে কাঁদিয়া জাগিনু!

অভি। সম্মুখে দেখিলে স্বপ্ন বিপরীত ফল।
চল সতি,
ভেটি জননীরে, বিদায় লইব ত্বরা;
হের ফুলকুলে সাজিছে মেদিনী,
উষা প্রতীক্ষায় শ্যামা;
কলরবে জাগিতেছে পাখী,—
গাইবে গায়কবৃন্দ
উদিবে যবে, স্বর্ণ কিরীটী সতি।

উত্তরা। ধরি চরণে হে গুণনিধি,
দাসীরে ঠেল না পায়, যেও না সমরে,
যদবধি অর্ঘ্য নাহি লন ভোলানাথ।

অভি। প্রিয়ে!
এ কথা কি সাজে হে তোমায়?
পিতা, ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত আদি,
আত্মীয় বান্ধবগণে, যুঝিবে সঙ্কট রণে,
রব বদ্ধ মহিলা শিবিরে,
নারীর অঞ্চল ধরি!
এই কি বাসনা তব?
বৃথা শঙ্কা ত্যজ আমোদিনী;
না জান বিক্রম মম,
তিনপুর আসে যদি কৌরব সহায়ে,
পরাজিব পলকে প্রমদা;
চল' প্রিয়ে জননী সমীপে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

সুভদ্রা ও গণক।

গণক। শুভে!
রোহিণী নক্ষত্রে জন্মে তোমার তনয়,
রুষ্ট তারা লগ্ন নেছে তার,
দেখিনু গগনে,
মহারুষ্ট তারা,
কালি যদি যায় সুমঙ্গলে,
পুত্র তব অমর নিশ্চয়!

সুভদ্রা। বুঝিনু বুঝিনু এতক্ষণে,
কেন হর অর্ঘ্য না ধরিল,
শঙ্করী পূজায় কেন ঘটিল ব্যাঘাত!
যাও ত্বরা,
কে আছে রে ডাকি আন অভিমন্যে হেথা।

(অভিমন্যু ও উত্তরার প্রবেশ)

অভি। উতলা কি হেতু মাতঃ?
প্রণমে চরণে দাস আশীষ জননি।
কিহে দ্বিজবর!
গণনায় দেখিলে কি স্থির,
কৌরব বিনাশ কাল রণে?

সুভদ্রা। যাইতে দিব না তোরে,
কাল-রণে কালি।

অভি। মাতঃ!—

সুভদ্রা। কোন মতে দিব না
যাইতে রণে আমি।

অভি। আজি নিশিযোগে,
ক্ষিপ্ত-রেণু-গুঁড়া মিশেছে কি বায়ু সনে!
কহ কি জঞ্জাল ঘটায়েছ আচার্য্য আপনি? [প্রস্থান।

সুভদ্রা। বাছা, কাল মাত্র যেও না সমরে,
রাঙ্গনা বারমাতা আমি,

সামান্ত কারণে,
নাহি মানা করি তোরে ;
সাধ কিরে মম,—অর্জ্জুন তনয়,
রহিবে মহিলা শিবির মাঝে,
যাদবনন্দিনী আমি।

অভি। মাতঃ !
জান তুমি যাদব বিক্রম,
পাণ্ডবের রীতি নাহি জান !
প্রমথ-মণ্ডলে শূলী পশিলে সমরে,
পাণ্ডব দিবে না পৃষ্ঠ কভু।

সুভদ্রা। বৎস, শুন মন দিয়া, হও না উতলা,
সাধে আমি করি না রে মানা !
দেখ এই দ্বিজ,
বিশারদ জ্যোতিষ-বিদ্যায়,
কহিয়াছে দিন দিন গণে মোরে,
যে দিন যা ঘটিবে তোমার ;
তারা কষ্ট একদিন আছে আর তোর ;
দেখিল গণিয়া বিপ্রবর,
অমঙ্গল ঘটে বৎস তায়।

অভি। ফিরি রণভূমে, যুদ্ধে ব্রতী অস্ত্রধারী,
মঙ্গলামঙ্গল মাতঃ আছে চিরদিন।
কহ দ্বিজ, কোন গ্রহ রুষ্ট মোর প্রতি ?
হানি শর বিদ্ধি নভঃস্থলে।

সুভদ্রা। অলক্ষ্য সে গ্রহের প্রভাব, বৎস !

অভি। বিপক্ষ প্রত্যক্ষ মাত !
পিতা ভ্রাতা বান্ধব সকল রণভূমে,
রব সবে রাখিয়া সঙ্কটে—
অলক্ষ্য প্রভাবে বাঁধা মহিলা শিবিরে !

সুভদ্রা। বাছা, ঋণী তুই মার কাছে,
মাতৃঋণ যাবে শোধ তোর,
এক দিন ক্ষমা দেহ রণে,
চণ্ডী আরাধিতে দেখিনু রে ধ্যানে ;
তোর মস্তক বিহীন ছায়া !
হর শিরে অর্ঘ্য না ধরিল !

অভি। শুনেছি মা,
উন্মাদ সংবাদ যত উত্তরার মুখে।
মাগো, সহস্র ঋণে ঋণী আমি তব,
যত দিন বহিবে কালের স্রোত,
সে ঋণ না হবে পরিশোধ ;
চাহ সে ঋণে মা উদ্ধারিতে মোরে,
কৃপা তব অতুল ঈশ্বরি !
কিন্তু মাতঃ,
অস্থি হেতু পিতৃঋণে ঋণী আমি,—
মান হেতু পুত্রের কামনা,
প্রাণ হেতু পিতৃমান দিব বিসর্জ্জন !
নারিব জননি,
ক্ষম বুঝি অবুঝ সন্তান।
সেহ পদধূলি,
রণমৃত্যু চাহে ক্ষত্রবীর ;
জন্মে কত নর দেহধারী অগণন,
দিনে দিনে পলে পলে,
মরে, যায় কালের কবলে,
কিন্তু বীর্য্যবানে না ভুলে ধরণী,
কীর্ত্তি তার চলে অগ্রসর,
দেখাইয়ে পথ অন্য বীরে ;
লক্ষ হৃদি হয় উত্তেজিত,
শুনি গুণগ্রাম গান তার,
হেন পুত্র কর কি কামনা,
যাদব নন্দিনী পাণ্ডব গৃহিণী মাতঃ ?
চাহ যদি সে পুত্র তোমার,
দেহ পদধূলি যাই চলে রণস্থলে ;
একান্ত চঞ্চল হইতেছি মাতঃ,
হের উষা উদিল গগনে ;
বিলম্বিতে নারি আর।

উত্তরা। যাও নাথ বধিয়া আমায় !

অভি। প্রিয়ে, সকলই জান নহ মত।

উত্তরা। একদিন মাত্র রহ গৃহে।

অভি। কেন উপরোধ,

কহিও ভ্রাতার কাণে মৎস্যরাজ সুতা ;
প্রেমকথা বিলাস ভবনে,
কর্ত্তব্যের সনে, সম্বন্ধ নাহিক তার।
পতি আমি, শুন বীরাঙ্গনা,
ধর উপদেশ বাণী,
কুলের কামিনী রহ কুলাচারে রত,
যদি হয় অলস তাহায়,
অন্যব্রতে-ব্রতী জনে নাহি দেহ বাধা।

উত্তরা। নাথ !

অভি। না উত্তরা।

[উত্তরার মূর্চ্ছা।

প্রণাম চরণে মাতঃ, নিশা অবসান।

[প্রস্থান।

উত্তরা। মাগো ! কি হলো, কি হলো !

সুভদ্রা। বল মা, কি উপায় করি আর !
উপায়ের সার,
চণ্ডীকার পদ করি ধ্যান।

উত্তরা। নাহি কহ মোরে,
শঙ্করে পূজিতে আর ;
পূজি নারায়ণে—রক্ষাকর্ত্তা জনার্দ্দন।

সুভদ্রা। হর হরি করো না মা ভেদ ;
গৃহভেদে না জানি কি হয় !
চল যাই দেবালয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিবির সম্মুখ পথ।

অভিমন্যু।

অভি। এখন' স্বভাব ঢাকা নিশা আবরণে,
মেঘে ঢাকা শশী,
তাই প্রভাত জানিয়া
কুজনিছে বিহঙ্গিনী সুমধুর !
একি বিঘ্ন, কুৎসিত বায়স রব !
উত্তরা চেতনাবধি,
না না, থাকিলে বাড়িত মায়া ;
ডরি মাত্র প্রেমের বন্ধনে !
মাতৃ মানা শুনিল কি ধনঞ্জয় ?
যবে রথী,
চলিল একেলা বনে ব্রহ্মচারী বেশে,
ভ্রমিবারে দ্বাদশ বৎসর,
কর্ত্তব্য রক্ষণ হেতু !

(গণকের প্রবেশ)

গণক। বীর, গ্রহাচার্য্য আমি,
শুন মানা একদিন তরে।

অভি। দ্বিজ !
ক্ষত্রিয়ের বশ নয় রোষ ;
কিম্বা, কি হেতু বা রুষি আমি !
শুনি উপন্যাস,
এখন তো আছে যামী ;
কিহে দ্বিজ !

গণক। কুমার, দেখিনু গণনে,
কালি গ্রহ কষ্ট তব প্রতি।

অভি। ওহে দ্বিজ !
ও সংবাদ শুনেছি ত জননীর মুখে ;
কিবা অমঙ্গল, সমরে পড়িব কালি ?
শুভ এ বারতা

পাণ্ডবের পক্ষে, হে ব্রাহ্মণ;
জেনো স্থির, অর্দ্ধ সৈন্য না বিনাশি রণে,
ধনু মম হবে না অচল।
এক কথা কহি দ্বিজ,
বৃদ্ধ তুমি পিতামহ সম,
লহ স্বর্ণমুদ্রা, হে আচার্য্যবর,
ক'য়ো উত্তরারে,—
"নাহি ভয় পুনঃ আসি করিব চুম্বন।"

গণক। কিন্তু বৎস,
ছিল ভাল না যাইলে রণে।

অভি। দ্বিজ, লহ মুদ্রা,
দেখ গণে, আরো ভাল যাইলে সমরে!

গণক। নাহি অকল্যাণ ভয়,
গ্রহশান্তি করিব করিয়া স্নান।

অভি। এক কথা শুন হে ব্রাহ্মণ,
যদি শায়ী হই রণভূমে,
কহিও মাতারে,
অবাধ্য বালক বলি ক্ষমেন জননী।
বলো উত্তরারে,
বড় ভাল বাসিতাম তারে,
কুলমান দায় ছেদিনু প্রেমের ডুরি!
কিম্বা কিছু নাহি বলো তারে,
বলো মাত্র, প্রত্যক্ষ দেখেছ,
দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে স্মরি তার নাম!
গুরোচার্য্য, আর নাহি রহ এ স্থানে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে গীত)

পরজ—রূপক।

ধীরে ধীরে ক্রমে বাড়িছে কোলাহল,
ফুল হেরি উষা হাসে,
ফুলকুল বাসে।
ধীরে ধীরে, ফুল হাসে ফিরে,
হেরি মাধুরী, কলিকা বিকাশে;
লতিকা পাশে, পরিমল আশে,
অনিল প্রেম কথা মৃদুল ভাষে।
মধুর পিয়াসে,
অলি আসে;
কোকিল কুহরে, পাখিকুল শিহরে,
খুলে প্রাণ, তোলে তান,
মোহিনী রতন রাজী সুনীল আকাশে;
বীর ধীর চলে সমর প্রয়াসে।

অভি। কে ঢালে এ সংগীত লহরী,
হেন স্বর ধরায় কে ধরে?
নীরবিল বীণা!
মরি, পুনঃ ওঠে তান,
শুনি প্রাণভরে ব'সে।
সংগীত চলিল দূরে,
যায় যেন দেখাইয়ে পথ;—
ওহো! ধাইতেছে অগনণ শিবা,
মাংস লোভে রণস্থলে!
কি কঠোর নিনাদে বায়স,
ক্ষুদ্র প্রাণী না হইলে মারিতাম প্রাণে।
আহা!
ঝরিল বারি মায়ের নয়নে,—

(দূরে-ভেরী রব)

ডাকে ভেরী সাজিতে সমরে,
বুঝি,
একা আমি, ত্যজিয়ে শিবির ভ্রমি দূরে,
আর সবে ব্যস্ত অস্ত্র জন,
কেবা আর দূতীর বারতা শুনি,
যাবে নারী মাঝে সম্ভাষিতে প্রেয়সীরে,
ঘোর রণ উপস্থিত প্রাতে!
যাই দ্রুত,
পারি যদি জুড়াইতে সমরের সাধ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

যুধিষ্ঠির ও অভিমন্যু।

যুধি। দেখ বৎস, মজিল সকলি!
সংসপ্তকে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়,
কৌরব কৌশলে আজি,—
নাহি জানি কি হয় সমরে!
যমোপম নারায়ণী সেনা,
তাহে মগ্ধরথী দুর্ম্মদ সুসর্ম্মা সনে;
নাহি এক গোটা পদাতিক মম,
প্রেরি যারে আনিতে সংবাদ;
অবসাদ নাহি কাল-রণে।
মৈনাক সমান,
একা রথে আচার্য্য প্রবীণ,
পশিয়াছে সৈন্য-সিন্ধু মাঝে,
মথিবারে ক্ষীণ দলবল,
সহায় বিহীন!
দারুণ দ্রোণের শরে,
আকুল পাঞ্চাল সেনা,
নিবারিতে নারে ভীমসেন,
বিপক্ষ প্রবাহ ঘোর,—
যুঝে অরি চক্রব্যূহ করি,
দেবের দুর্ভেদ্য সমাবেশ।
সমর্থ কেবল ধনঞ্জয়,
ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ।
কহ পুত্র কি উপায় হবে,
মুহূর্ত্তে মজিবে সব,
রথ যায় গর্ব্বে যথা পর্ব্বত কন্দরে,
গর্ব্বে ভগ্ন মৈত্রী-চক্র মম আগে।
হের মহাত্রাসে,
বিকল বাহিনী মম—পলাইছে বেগে।
এক মাত্র তুমি ধনুর্দ্ধর,
পাণ্ডব শিবিরে, পিতৃসম কুন্তী রণে,
বুঝি কর যা হয় বিধান;
শুনিলাম তব সখা মুখে,
ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ সক্ষম হে তুমি,
সংগ্রাম কৌশল [illegible]

অভি। সখা মম!
জানি আমি প্রবেশ সন্ধান,
নির্গম না জানি তাত;
কিন্তু এ সংবাদ লোক অগোচর।
হে পাণ্ডবনাথ!
এ বারতা কে দিল তোমারে?

যুধি। বয়সে সাহসে রূপে সোসর তোমার,
দেবের কুমার হয় জ্ঞান;
রুধিরাক্ত কলেবরে,
বার্ত্তা দিল দ্রুত বীর,
পুনঃ রণে পশিল ধীমান্।

অভি। কহি তাত, পূর্ব্ব বিবরণ,—
ছিনু যবে জননী জঠরে,
গল্পচ্ছলে চক্রব্যূহ কথা,
কহিতে লাগিল পিতা,
তেঁই জানি প্রবেশ নিয়ম।
শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হলেন মাতা,
না শুনিনু দুর্গম কেমন।

যুধি। ব্যূহ ভেদি কর যুদ্ধ বীর,
ভীম আদি যোদ্ধা মিলি,
যাব সবে পশ্চাতে তোমার,
মহামার করিব কৌরব দলে,
রণজয় হবে অবহেলে,
তব বাহুবলে, পাণ্ডুবংশ উদ্ধার।

অভি। আজি বুঝ পড়িল প্রমাদে।
দেহ পদধূলি ধর্ম্মরাজ,

অবাধে লভিব জয় ;
আনি দিব ডালি রাজপদে
কর্ণ-শকুনির শির ;
পিতৃগুরু উপরোধে না বধিব দ্রোণে
করি নিরস্ত্র সমরে,
সম্মানে তুলিব নিজ রথে।
গর্জ্জে অরি—
কুরুবংশ ধ্বংস হবে রণে।

[প্রস্থান

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহি। এক নিবেদন ধর্ম্মরাজ!
মহারথী অভিমন্যু বীর,
সমযোগ্য সারথি তাঁহার নাহি দেব ;
তেঁই যাচি রাজপদে সারথির পদ।

যুধি। মহাদম্ভে প্রবেশিছে রণে শূর!
জানিলাম তুমি হে পাণ্ডবসখা,
দেবপুত্র নাহিক সংশয়
চল যাই, যথা বৎস সাজিছে সমরে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।

ধৃষ্ট। হে পাঞ্চাল!
শরজালে এখনি নাশিব দ্রোণে ;
হও স্থির, দ্বন্দ্ব সবে বর্ণকের প্রায়,
সপুত্র পাড়িব ব্রাহ্মণকুলের গ্লানি!

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। ভাল ভাল,
নিতান্ত মরণ সাধ কুলাঙ্গার তুমি?

ধৃষ্ট। আরে আরে হিংস্রক ব্রাহ্মণ,
বীরপনা জানাও শাইক যদি?
আজি রাজা হবে যুধিষ্ঠির ;
তীক্ষ্ণ খড়্গে কাটি তোর শির,
দিব মাংসলোভী জীবে ;
সপুত্র পামর,
কবন্ধ সমান প'ড়ে র'বে রণস্থলে।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। পিতঃ!
এখনি হইবে ক্ষয় পাণ্ডববাহিনী;
ধৃষ্টদ্যুম্ন দেহ মম করে,
পশুবৎ নাশি মুড়ে।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। জান না কি নিকট শমন!

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সজ্জাভূমি।

অভিমন্যু ও রোহিণী।

রোহিণী। যবে রণ অবসানে
হাসিতে হাসিতে—
দুই জনে ফিরিব ভবন মুখে,
দিব পরিচয় বীরমণি।

অভি। জানিলাম একান্ত আমাতে তব প্রীতি,
হেরিয়ে তোমারে,
সহোদর জ্ঞান হয় মনে ;
যেন কোথা দেখেছি, দেখেছি
স্বপ্ন সম সে ভাব লুকায়।
আসন্ন সমর,

ফিরি যদি রণ জিনি দোঁহে,
বিরলে বসিয়ে কব কথা পরস্পরে।
তেজঃপুঞ্জ মহারথী তুমি,
কৃপা করি সেজেছ সারথি,
কিন্তু মম সারথি নিপুণ,
নিশ্বাস ছাড়িবে ক্ষত্র,
না করিলে সাথী রণে।
ইথে এই মন্ত্রণা ধীমান্,
সহ অস্ত্র-পূর্ণ অন্ত রথ পাছে,
যাই নিজ রথে আমি,
তব রথ রাখ ব্যূহ মুখে,
রণে যবে করিব প্রবেশ,
যেও বীর পশ্চাতে আমার।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণক্ষেত্র।

যুধিষ্ঠির ও সৈন্যগণ।

যুধি। না পালাও না পালাও, সেনাগণে
ক্ষত্র ধর্ম্ম করহ পালন ;
কৌরব কি ধরে করে তীক্ষ্ণতর তীর ?
নহে তারা অভেদ্য শরীর !—
... সবে মিলি বধি দ্রোণে।

১ম সেনা। অস্ত্র নাহি নরপতি আর।
পড়িয়াছে বড় বড় বীর,
মৃতপ্রায় ভীমসেন রণে,
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান আদি,
অধীর সমরে সবে ;
চতুরঙ্গ সেনা আকুল দ্রোণের বাণে।

নেপথ্যে। এই এই এই যুধিষ্ঠির !
হে আচার্য্য,
করুন গ্রহণ, করুণ গ্রহণ !

২য় সেনা। কি দেখ, কি দেখ আর,
তুলারাশি যেমতি অনলে,
ভস্ম হবে দ্রোণ শরে ;
এল এল, পালাও সত্বর !

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। না পালাও পাণ্ডব-বাহিনী,
ক্ষণকাল দেখ রণ ;
পিতা মম ভুবন বিজয়ী,
অক্ষয়-গাণ্ডীব-ধারী
প্রকাশে বিক্রম অরি অগোচরে তাঁর !
নহি কিহে অর্জ্জুন-কুমার ?
কি ভয় কি ভয়,
রণজয় করিব এখনি।
বরষিব বজ্রসম শর ;
দেখি অগ্রসর কে হয় সমরে!
কে বাঁধে কবচ দৃঢ় বুকে!
এস এস আচার্য্য প্রবীণ,
দেখ কত শিক্ষা শরাসনে।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণ। বালক !
নাহিক বিরোধ মম তোমার সংহতি,
ছাড় পথ, ধর্ম্মরাজে ভেটিব সমরে।

অভি। অবিরোধী ধর্ম্ম নৃপমণি,
বিরোধী অর্জ্জুন-সুত,—
যুদ্ধ দেহ আচার্য্য নিপুণ ;
শুনেছি জনক মুখে ধনুর্ব্বেদ তুমি,
প্রমাণ তাহার দিয়েছ এ রণস্থলে,
ছলে করি পিতারে অন্তর ;
কিন্তু মনোরথ না ফলিবে তব !
যমের দোসর অর্জ্জুন-কুমার,
ধনুর্ব্বাণ হাতে ;
হান অস্ত্র, যত্ন কর প্রতিজ্ঞা-পালনে,
অন্তরে বিমুখ সমরে,

কোথা পাবে কৃপ-বরষণ,
হুতাশন সম অরি সম্মুখে তোমার!

দ্রোণ। সিন্ধুস্রোত চাহ রোধিবারে!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

যুধি। চল সবে, চল হে সত্বর,
সবে মিলি করি আক্রমণ;
হের, বিরথী আচার্য্যবীর।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রণ-স্থল।

অভিমন্যু ও সৈন্যগণ।

অভি। দেখ চেয়ে পাঞ্চাল পাণ্ডব,
ফেরুপাল সম পলাইছে অরিদল,
বিকল কৌরব ঠাট,
অটল সমরে মাত্র সিন্ধুরাজ সেনা;
এখনি করিব আক্রমণ,
আইস সবে পশ্চাতে আমার,
ব্যূহ ভেদি বিনাশি কৌরবে।

সৈন্য। ধন্য বীর অর্জ্জুন-তনয়,
পিতা-সম বীর্য্যবান্।
কারে ভয় কুরুকুল করিব নির্ম্মূল!

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ব্যূহদ্বার।

জয়দ্রথ ও রোহিণী।

রোহিণী। হের বীরবর! অন্তক সমান রণে,
পশিছে অর্জ্জুন-সুত!
নাহি কাজ রোধিয়া উহারে,
স্মর শঙ্করের বর,
আর্জ্জুনিরে দেহ পথ ছাড়ি,—
নিবারহ অন্য অন্য যোধে,
কুরুরাজ দেছেন আদেশ।

[রোহিণীর প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। যম কারে করেছে স্মরণ,
কে রাখে বিপক্ষ ব্যূহ সম্মুখে আমার?

জয়। পিপীলিকা! কতদিন উঠিয়াছে পাখা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি। দেখ দেখ ছিন্ন ভিন্ন ব্যূহমুখ,
বাতে যথা কদলী কানন;
চল সবে আর্জ্জুনি সহায়ে।
চল যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর,
কর আক্রমণ চারিদিকে;
ব্যূহ ভেদি পশিয়াছে রথীন্দ্র কুমার।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

রণক্ষেত্র।

অভিমন্যু।

অভি। একি চারিদিকে অরি,
কেহ নাহি সহায় আমার!
নাহি হেরি কোথা সে সারথি,
কোথা অস্ত্রপূর্ণ রথ তার?
সিন্ধুরাজ সৈন্য সহ রোধিছে পাণ্ডবে;
দৃঢ় অস্ত্রে ভেদি সৈন্যগণে,
নিজ পক্ষে মিলিব এখনি;
কেমনে যুঝিব একা চক্রব্যূহ মাঝে।

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। কি কাজে বিলম্ব বীর?
যুঝ ব্যূহ ভেদি;
আগুবাড়ী আছে মম রথ,
উড়িছে পতাকা দূরে;
হের,
ধাইছে চৌদিকে সেনা বিপক্ষে তোমার;
একেশ্বর জিন রণ বীর,
জিনিল অমরে যথা জনক তোমার,
খাণ্ডব দাহন কালে;
ভীমসেন রথধ্বজ দেখেছি পশ্চাতে,
সিংহনাদে যোঝে মহাবীর,
এখনি হইবে রণী সহায় সমরে।

অভি। আন রথ পশ্চাতে আমার;
গর্জ্জে অরি সম্মুখ সমরে,
নাহি সহে প্রাণে মোর,
অর্জ্জুন-নন্দন আমি।
ছিন্ন ভিন্ন করিব এখনি,
মুহূর্ত্তে ঘুচাব অহঙ্কার।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। ধর অস্ত্র ত্যজহ বালক,
ক্রীড়াস্থল নহে রণভূমি।

অভি। মহাক্রীড়া স্থল হে রাধেয়!
গেণ্ডুয়া খেলিব লয়ে কুরুকুল শির;
বহিবে রুধির ধর;
ছিন্নশির কুরুরাজে,
বাঁধি তোমা শকুনির সনে,
ভাসাইব সে সলিলে,
ক্রীড়াচ্ছলে ভ্রমিব সে ভেলা প'রে;
উপস্থিত হের অস্ত্র খেলা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণ ও অভিমন্যুর প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

ব্যূহদ্বার।

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ।

জয়। সাবধানে রহ বীরভাগ,
হের, পরাভূত পাঞ্চাল পাণ্ডব,
প্রবেশিছে রণে পুনঃ,—
আগে আগে বীর বৃকোদর;
না হও চঞ্চল কেহ, বারিব সবারে,
বায়ুদলে ভূধর যেমতি।

[প্রস্থান।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। উল্কাবেগে কর আক্রমণ,
এখনি নাশিব দুষ্ট সিন্ধুর নন্দনে;
একা পুত্র গেছে ব্যূহ ভেদি
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদি রিপুদলে,
হও সবে সহায় তাহার;

একেলা বালক, যুঝে ব্যূহ মাঝে,
সাগর উথাল সম গর্জ্জিছে কৌরব,
হায় হায় একা পুত্র অরি মাঝে!
রে পামর সিন্ধুসুত!
ঘুচাই সমর সাধ তোর।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

যুধিষ্ঠির ও নকুল।

যুধি। হে নকুল,
কেমনে যাইতে বল শিবির ভিতরে।
যতক্ষণ পাপ দেহে আছে প্রাণ!
ধর্ম্মজ্ঞানহীন আমি মূঢ়,
রাজ্যলোভে করিনু দুষ্কর পাপ!
বার বার কহিল কুমার,
নাহি জানি নির্গম উপায়;
ভ্রান্ত মোহমদে,
প্রেরিনু শাবকে ব্যাঘ্র-মুখে!
কোটি বজ্রনাদ সম বঙ্কারে কৌরব,
কি হয়—কি হয় রণে!
চল লয়ে সংগ্রাম ভিতরে,
ধরুক আমারে দ্রোণ,
ঘুচে যাক্ এ কাল সমর;
গর্জ্জে পুনঃ কৌরবীর চমূ;
হাহাকারে নাদিছে
পাঞ্চাল পাণ্ডবগণে;
প্রাণ মন আকুল নকুল;
নাহি শুনি বৃকোদর সিংহনাদ!
হের দূরে,
হাহা রবে কাঁদিছে সাপক্ষ রথী।
জ্যেষ্ঠ আমি সাধি হে তোমায় পুনঃ,
অর্পি দ্রোণ করে মোরে,
নির্ব্বাণ করহ রণানল।

নকুল। তিষ্ঠ মহারাজ ক্ষণ,
বিকল শরীর তব রিপুর প্রহারে;
যাই রণে তব আশীর্ব্বাদে,
অবাধে জিনিব সিন্ধুরাজে,
তিষ্ঠ সাবধানে নরমণি।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। হায় হায় মজিল সকলি!
জয়দ্রথ করে ঘোর রণ ব্যূহ মুখে,
প্রবেশিতে নারে কোন বীর;
একা শিশু বিপক্ষ মাঝারে!
অষ্টবার ভীমসেন অচেতন;
নবম সমর, না জানি কি হয়,
সিন্ধুরাজ জিনিবার আজি!
ধৃষ্টদ্যুম্ন যুযুধান আদি,
মহারথিগণে
বিমুখিল রণে একা সিন্ধুর কুমার!

[সকলের প্রস্থান।

দশম গর্ভাঙ্ক।

ব্যূহমুখ।

জয়দ্রথ ও সৈন্যগণ।

জয়। দেখ চেয়ে পাণ্ডবের দল,
পলায় শৃগাল সম!
চল ধাই পশ্চাতে তাদের,

ছারখার করি শ্রেণী ভেদি ;—
জয়লাভ হইবে এখনি।

[সসৈন্যে জয়দ্রথের প্রস্থান।

(ভীম ও সহদেবের প্রবেশ।)

ভীম। সহদেব,
সত্বর শিবিরে লহ পাণ্ডবের নাথে।

[সহদেবের প্রস্থান।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ বাহুবলে,
রক্ষিতে নারিনু শিশু !—
হে সৃঞ্জয় পাঞ্চাল পাণ্ডব !
একচাপে বেড়' সিন্ধুসুতে ;—
হায় হায়,
রণে পুনঃ পশিয়াছে ধর্ম্মরাজ !
হে নকুল দেখ কি কৌতুক,
ক্ষিপ্ত শোকে পাণ্ডব উত্তম,
বিকল অরির ঘায় ;
শীঘ্র লও শিবির ভিতরে ;—
উচাটন প্রাণ দুই স্থানে,
কেমনে রাখিব বংশধরে ;
হা কৃষ্ণ ! কি এই হেতু জনম আমার ?
রোধে মোরে সিন্ধুকুলাধম !
আরে আরে ভীরু সেনাদল,
কি লাগি মরণ ভয়,
পলায়ে কি এড়াবে শমন ?
আরে আরে সৃঞ্জয় পাঞ্চাল,
পৃষ্ঠে অরি করিবে প্রহার,
হেয় প্রাণ রাখি কিবা ফল,
অপমান হ'তে মৃত্যু শ্রেয়ঃ !
চল রণে সাত্যকি ধীমান্,
দ্রুতপদে দ্রুপদ তনয়,
অগ্রসর হও মৎস্যরাজ,
পাঞ্চাল রাজন্ শিখণ্ডী সমরে শূর,
কৌরব গৌরব নাশ রণে ;
আক্রমণ কর সিন্ধু ঠাট ;—
ঘূর্ণিবায়ু পশি যথা কানন মাঝারে,
ভাঙ্গে মড়মড়ে তরুদলে,
চল প্রবল প্রতাপে,
প্রবেশি বিপক্ষ মাঝে,
পাড়ি অরি বীরবৃন্দ মিলি।

[ভীমের প্রস্থান।

(সসৈন্যে নকুল ও সহদেব)

নকুল। ধাও বেগে,
এখনি পাড়িব ছার সিন্ধুর নন্দনে।
সহদেব। চল দ্রুতপদে।

[সকলের প্রস্থান।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। জয়দ্রথময় আজি কৌরব বাহিনী !
পাড়িলাম শত জয়দ্রথে রণে,
তবু যুঝে কুলাঙ্গার।
কিন্তু নাহিক নিস্তার,
দেবগণ সহ ইন্দ্র নারিবে রাখিতে।
একি !
অকস্মাৎ দীর্ঘ জটা ঘটা চারিদিকে ;
হৈ হৈ হাহা হুহু রব,
দক্ষযজ্ঞ মাঝে যথা কৈলাসীয় চমূ !

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। দেব, পড়েছে প্রমাদ !
দ্রোণরথ যুধিষ্ঠির শিবির নিকটে,
প্রায় পরাজিত সহদেব ;
পাঞ্চাল পাণ্ডব রথী শিখণ্ডী সংহতি,

অস্ত্রীয়ান দারুণ দ্রোণের বাণে ;
রক্ষ ধর্ম্মরাজে মহাশয়।

[রোহিণীর প্রস্থান।

ভীম। কোন্ ভিতে রব স্থির ?
রথ সহ করিব আচার্য্যে চুর !

[ভীমের প্রস্থান।

(নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

ধৃষ্ট। হে নকুল ! ধাও বাম ভাগে,
দক্ষিণে আক্রমি আমি ;
কহ সাত্যকিরে হাঁকি,
ব্যূহ-মুখে দিতে হানা ;
শুনি, বৃকোদর-সিংহনাদ পাছে,
পশ্চাতে কি পশিয়াছে রথী ?
নকুল। হে সাত্যকি, ধাও ব্যূহমুখে !

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান।

চারিজন পিশাচী।

১ম। সই, কোন্ কোণে ?
২য়। তুই দক্ষিণে ?
৩য়। উত্তরে, তর তরে !

(চারিজন পিশাচের প্রবেশ)

ওগো !
৪র্থ। টলটলাটল্ সমান্ সমান্ চাঁ'র ধারে !
সকলে। টলটলাটল্ সমান্ সমান্ চাঁ'র ধারে।

গীত।

কিলি কিলি কিলি, খিলি খিলি খিলি,
সজনি ;
চকমকে না ঢাকে, না আ'সে রজনী।
কল্‌কলা, হলহলা,
ডিম্বি ডিম্বি, ছিম্বি ছিম্বি,
ঘারঘোর ঝনঝনি,
সন্‌সনি।
পিশা। কিল্লি কিলি, হিল্লি হিল্লি,
হিহি হিহি হি ;
হিল্লি হিল্লি হিল্লি খিল্লি
লিহি লিহি হি।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল ব্যূহচক্র।

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা।

দ্রোণ। ধাও পুত্র ! সমীরণ বেগে,
কহ সিন্ধুরাজে,
দৃঢ় অঙ্গে রহে ব্যূহ-মুখে,
আগুবাড়ি নাহি দেয় রণ,
রহ সাপক্ষে তাহার,
অনুক্ষণ সতর্ক প্রস্তুত,
প্রাণ উপেক্ষিয়া কর রণ,
নাহি দেহ প্রবেশিতে কারে।

[অশ্বত্থামার প্রস্থান।

পশিয়াছে বহ্নি গৃহমাঝে,
দেখি যদি পারি নিভাইতে,

না হইতে ভস্মরাশি বাহিনী আমার।
সিংহের শাবক যুঝে, কেরুপাল মাঝে!
কুরুরাজে কেমনে রাখিব?
অধীর অন্তর মম!
হের সূর্য্যের কুমার,
ভাঙ্গিল কটক শিশু রণে।
কোন মতে রক্ষা কর ব্যূহ;
নহে দলবল যায় ভঙ্গ আজি!
কুরুরাজ!
পতঙ্গের প্রায়,
ঝম্প নাহি দেয় বহ্নি মাঝে,
উত্তরে ভ ঙ্গিল ঠাট, কৃপাচার্য্য রথী,
রণসন্ধি রাখ সাবধানে।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। কুলক্ষয় হ'ল আজি রণে,
পড়েছে কুমার ভাগ!
রথ রথী পদাতি কুঞ্জর,
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ঠাট,
পাড়িয়াছে একেলা বালক।
বারে তারে নাহি হেন জন!
হে আচার্য্য, যত যুক্তি ফুরাল সকল;
হীনবল বাহিনী আমার,
নাহি রথী প্রবোধিতে একেলা বালকে।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। বৃথা পলায়ন কুরুরাজ!
ত্যজ অস্ত্র, ভজ ধর্ম্মরাজে।

দ্রোণ। রথিবৃন্দ,
রাখ প্রাণপণে কুরুরাজে;
হে কর্ণ, হে কৃপাচার্য্য বীর,
রাজার সঙ্কট হেথা!

অভি। বিফল এ যত্ন গুরু.
অস্ত্রজালে কে বাড়িবে আও?

দ্রোণ। পশ—
দ্রুতবেগে সৈন্য-মাঝে কুরুরাজ!

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

নহিবে শকতি মম,
বারিতে এ বালক দুর্জ্জয়।

[উভয়ের যুদ্ধ ও দ্রোণ অচেতন।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অভি। ভাল,
পিতা পুত্রে দেখাইব যম!

[উভয়ের যুদ্ধ।

অশ্ব। (স্বগতঃ) বিক্রমে [illegible]রী শিশু!
ধনু মুষ্টি ধরিতে না পা[illegible]র!

(কর্ণের প্রবেশ)

অভি। হে রাধেয়!
বার বার পলাইয়া রাখ [illegible] প্রাণ,
কুক্ষণে কুমতি,
দিলি কুমন্ত্রণা কুরুরাজে
দিব প্রতিফল ক্ষত্রিয় সমাজে তার!

[দ্রোণ ব্যতীত সকলের যুদ্ধ করিতে২ প্রস্থান।

দ্রোণ। (চেতনা পাইয়া)
নাহি জানি কোথা কুরুরাজ,
কোটি কোটি মহা অস্ত্র দীপিছে আকাশে
আমর্থ, সামর্থ,
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল আদি,
রণে কেবা করে অবতার!
বুঝিতেছে অশ্বত্থামা;
নাহি জানি কোথা দীক্ষা পাইল বালক,
নিবারিছে মহা অস্ত্র যত,

পঞ্চানন যথা,
ধারিলা গরল তেজ সিন্ধুর মন্থনে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

দুঃশাসন ও শকুনি।

দুঃশা। হে মাতুল, জীবন সংশয় আজি রণে।
দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপে,
এক কালে পরাজিল দুরন্ত বালকে,
পলকে প্রহারে কোটি বাণ;
আগুয়ান কে হয় সমরে!
যুঝিলাম এক চাপে শত ভ্রাতা মিলি,
মুহূর্ত্তে নারিনু সহিতে রণ,
বংশনাশ হ'ল আজি রণে!
হুতাশ হ'তেছে প্রাণে,
ব্যূহমুখে না জানি কি হয়;
একা যুঝে জয়দ্রথ বীর,
নাহি অবসর,
প্রেরিতে পদাতি এক সহায়ে তাহার;
হুলস্থুল প্রলয় উদয়,
বুঝি ক্ষয় হইল সকলি।
শকুনি। বৎস, পুত্রশোকে আকুল অন্তর,
বংশের দুলাল মম,
কোথা গেল ত্যজিয়ে আমারে!
দুঃশা। হে মাতুল, মুণ্ডে বাজ পড়ুক তোমার
চন্দ্রসম পুত্রগণ মম,
লোটায় ধরণী তলে;
করহ উপায়,
নহে বিলম্ব নাহিক আর,
পুত্রে দেখা পাবে যমপুরে।
হায় হায়!
পুত্র শোকে আকুল কৌরব শ্রেষ্ঠ,
ধাইছে সংগ্রামে!
শকুনি। দুর্য্যোধন! ক্ষমা দেহ রণে।

[শকুনি ও দুঃশাসনের প্রস্থান।

(দ্রোণ ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। হে আচার্য্য! নাহি বার' মোরে,
মম সৈন্যে নাহি হেন রথী,
যোধিতে সম্মুখ অরি,—
কে যুঝিবে আমি না যুঝিলে।
কেমনে পথিক প্রায় দেখিব দাঁড়ায়ে,
পুত্র-পৌত্র-ক্ষয় মম,
যাক প্রাণ ঘুচুক জঞ্জাল।
হের, মৃতপ্রায় অশ্বত্থামা,
পলায় সারথি লয়ে;
নাহি জানি,
জীবিত কি মৃত রণে সূর্য্যের নন্দন;
হে আচার্য্য, কৃপাচার্য্য হলো নাশ!

[উভয়ের প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। অস্ত্রহীন বিকল কটক,
প্রহারিতে নহে বিধি;
কিন্তু কোন ভিতে নাহি হেরি পথ,
গজপাল বেড়েছে চৌদিকে;
না পারি বুঝিতে,
কোন্ পথে করেছি প্রবেশ!
কোন্ রথা উচ্চৈঃস্বরে ফিরায় বাহিনী?
আ'সে রণে কৌরব-ঈশ্বর,
যোগ্য বটে কুরু অধিকারী;

পুনঃ রথিবৃন্দ, ধাইছে চৌদিকে,
মার মার রবে সবে ;
প্রাগ্ সৈন্য চালে প্রাগ্‌পতি,
রাজার সাহায্য হেতু ;
ভোজঠাট আসিছে পশ্চাতে ;
কাটি পাড়ি উত্তরে বাহিনী ;
অগণ্য রাজার সেনা,
কোথা পথ পাইব উত্তরে !
পশ্চিমে পাণ্ডব দল ;
কিন্তু পথ কোথা, না হেরি পশ্চিমে
যতদূর দৃষ্টির গমন,
সৈন্য-সিন্ধু হেরি চারিদিকে,
ব্যোম-চক্রে মিশিয়াছে সেনা !

(ভগদত্তের প্রবেশ)

ভগ। হের মৃত্যু নিকট বালক !
অভি। ভাল ভাল রাজার শ্বশুর,
সম্মানে কাটিব তব শির !

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। হো, হো, কৃতবর্ম্মা বীর !
আন হেথা আহ্বানি সত্বরে,
মহারথিগণে ;—
হায় হায় কি হ'ল কি হ'ল,
বালক সাক্ষাৎ যম !
কীট যথা আপন বন্ধনে,
মরি বুঝি চক্রব্যূহ করি !
ওহো,
আথালি পাথালি পাড়ি মারে ভীমসেন,
ব্যূহ-মুখে ;
নিবারিতে নারে বা সৈন্ধব।
প্রাগেশ্বর ! চালাও কুঞ্জর ব্যূহ-মুখে,
অতিদ্রুত, অতিদ্রুত ধাও বীর ;—
মহামার করে বৃকোদর,
প্রায় অবসান সিন্ধুসেনা,
ভীমের বিক্রমে ;—
প্রাগ্ সৈন্য লয়ে [illegible]থ।

(দুঃশাসনের [illegible]বেশ)

দুঃশাসন, কি হবে [illegible]বে ;
বধিবে সবারে আজি [illegible]ন-তনয়।
পুনঃ পুনঃ,
বেড়িনু বালকে শত [illegible] মিলি,
প্রাণ মাত্র অবশেষ,
নাহি আর শক্তি ভুজে [illegible]ত ধনুক,
গদাভার লাগে গুরু।

(সপ্তরথীর প্রা[illegible])

হে গুরু !
যদি প্রাণের সন্তাপে রোষ বশে,
কভু দোষ ক'রে থাকি পায়,
ক্ষম সে সকল,
সন্তান তোমার আমি ;
ল'য়ে তব পদাশ্রয়,
যায় যায় হয় বংশনাশ,
ক্ষত্রিয় সমাজ মজে রণে,
আজি পতিহীনা হবে মহী ;
জ্ঞান হয় ভৃগুরাম বালকের বেশে,
পশিয়াছে বাহিনী মাঝারে,
পুনঃ ধরা নিক্ষত্রী করিতে !
গুরু-পুত্র, কৃপাচার্য্য দেব,

যে হয় করহ সবে,
নহে,
সবে মিলি বধ মোরে ঘুচুক বিবাদ ;
হের রথ রথী নায়ক বাহক,
পড়িতেছে কোটি কোটি চারিদিকে ;
হের,
ভিন্দিপাল, পট্টিশ, নারাচ,
শেল, শক্তি, তোমর, ভোমর, জাঠি,
দীপিতেছে নভঃস্থলে,
প্রতিকূলে নাহি অস্ত্র আর ;
হের,
রক্তের প্রবাহ ধাইতেছে খরস্রোতে,
ভাসে অশ্ব মাতঙ্গ বিমান ;
হের, মহাবায় কোথায় কাঁপায় ঠাট,
মহা বহ্নি দহে সেনাগণে ;
জল-স্রোত সমুদ্র-সমান,
ডুবায় কটকে কোথা,
কোথা,
ভয়ঙ্কর অজগর বাঁধিছে বাহিনী ;
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বত চাপানে,
অনীকিনী ক্ষয় কোথা ;
ধূমকেতু সম,
ঝাঁকে ঝাঁকে ধাইছে চৌদিকে,
মহা অস্ত্র কোটি কোটি ;
শুন সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ—
অবসাদ না জানে বালক !
হে সখা, হে মাতুল ধীমান,
হে আচার্য্য, কৃপ মহাশয় !
কি উপায়ে বধিবে বালকে,
বুঝি যুক্তি কর সবে মেলি,
নহে প্রাণ ত্যজিব এখনি ;
না দেখিতে পারি আর বান্ধব-বিনাশ,
ঘোর ত্রাসে রাখ পদে, গুরুদেব।
[illegible]। হের মহারাজ,
সজারু সমান অঙ্গ, বাণে,
দাঁড়ায়ে রয়েছি মাত্র শরাসন ভরে ;
হের,
ময় সম অঙ্গ রথিগণে !
কর্ণ। ভাবি তাই,
নাহি দেখ চক্ষু পালটিতে,
আগুবাড়ি সাজায়ে স্যন্দন,
খান খান হয় মুহূর্ত্তকে,
অজ্ঞান লুটাই ভূমে পড়ি।
পুনঃ পুনঃ করিনু যতন কত,
বিফল সকলি রণে।
অশ্ব। যুদ্ধে আজি নাহিক নিস্তার।
অবতার করিলাম মহা অস্ত্র যত,
হীনতেজ লোষ্ট্র-সম পড়িল ধরায় ;
শিশু নহে, শঙ্কর আপনি !
শকুনি। ডাকিলে কি মহারাজ,
প্রশংসিতে শিশুর বিক্রম ?
কৃপ। উপায় বুঝিতে নারি কিছু।
দুর্য্যো। তবে যাই রণে বধুক বালকে।
দুঃশা। কি করেন, কি করেন কুরুরাজ,
বহ্নি মাঝে পশি কেবা বাঁচে ;
পাষাণ বাঁধিয়া পায় ডুবিলে পাথারে,
কে কোথায় পায় প্রাণ !
দুর্য্যো। হায় ভ্রাতঃ !
অপমান নাহি সহে আর,
বালকে সংহারে সর্ব্ব সেনা !
কি কাজে এ ছার প্রাণ ধরি,
বুঝি আজ সকলি ফুরায় !
দ্রোণ। দেখিতেছি সকলি দাঁড়ায়ে বৎস !
নিরুপায়ে কি উপায় করি ?
নাহি রথী এ তিন ভুবনে,
ন্যায়-যুদ্ধে জিনিবারে অভিমন্যু বীরে।
শকুনি। অন্যায় সমরে তবে বধহ বালকে।
দুর্য্যো। অন্যায় সমরে যদি হয় রণজয়,

কর তবে অন্যায় সমর,
সপ্তরথী বেড়ি মার দুরন্ত বালকে।

কৃপ। দুর্নীত এ মহারাজ।

দুর্য্যো। নীতানীত বিচার আমার তার,
বধ শিশু পার যে প্রকারে।

দ্রোণ। মহারাজ! এই পাপে মজিবে সকলি!

দুর্য্যো। মজে সব এখনি সমরে;
পাপ পুণ্য মম পরে,
পাল বাক্য, রাখ বন্ধুগণে;
মহাপাপ যদি দেখি বাহিনী বিনাশ,
উদাস হইয়া রণে;
বধ শিশু যা হয় আমার;
কি অরিষ্ট ভুঞ্জিল পাণ্ডব,
অন্যায় সমরে পাড়ি কুরুবংশ চূড়া?
পুনঃ কহি, বধহ বালকে।

কর্ণ। শুন রথিবৃন্দ,
ইহা বিনা কি উপায় আছে আর?

শকুনি। উচিত আশ্রিত জনে রক্ষিতে সর্ব্বথা।

[সপ্তরথীর প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। মহা কোলাহলে,
ধাইতেছে সপ্তরথী বিপক্ষে আমার
এককালে করিবে কি রণ!
নাহি ডরি,
মজিবে মূঢ় নিজ মহাপাপে;
একেলা বধিব সপ্তরথী।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

সকলে। বধ শিশু বেড় চারিদিকে।

অভি। রথিকুল-হেয় মূঢ় তোরা,
সাত জন ধেয়ে এল রণে,
আর্জ্জুনি না গণে তায়;
প্রেরিব পতঙ্গ সম শমন-ভবনে,
নরকে রহিবি চিরদিন
অরে অরে কুলাঙ্গারগণে,
অচেতন শতবার লুটায়েছ শির,
সম্মুখে আমার, তোমা সবাকারে রণে;
বীরপুত্র অভিমন্যু বীর,
না মারিনু তীর আর;
নহে এতক্ষণ থাকিত কি প্রাণ,
বেড়িতে কি সাত জনে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

(যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ)

অভি। উপরোধ নাহি কা'রো আর।
নিরস্ত্র কবচ-হীন বাহন-বিহীন,
প্রহারিব সবে সম;
না ছাড়িব হীনপ্রাণী বলি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অন্তরীক্ষ।

রোহিণী ও গর্গমুনি।

রোহিণী। হের মহাভাগ,
বুঝি মনোরথ না পূরিল মোর!
দর্পে যবে সপ্তরথী চালাইলা হয়,
শিশু বরাবরি রণে,
হুহুঙ্কারে পূরিল গগন,
দিক্‌ হস্তী কাঁপিল শঙ্খের নাদে;
উথলিল সাগরের জল,
বজ্রসম ধনুক টঙ্কারে;

ঘন ঘন কাঁপিল মেদিনী,
রথগ্রাম সঞ্চালনে ;
কোলাহলে নাদিল বাহিনী,
অস্ত্রজাল বেড়িল গগনে,
আঁধারিয়ে দশদিশি ;
পিণাক টঙ্কার সম গর্জ্জিল বিষাণে,
মহা অস্ত্র কোটি কোটি,
চরাচর কাঁপিল তরাসে ;
কিন্তু গ্রহ-জ্যোতি যথা রবিকরে,
আচম্বিতে নিভিল প্রভাব যত,
বীর-দাপ সকলি ফুরাল !
যথা তুঙ্গ আগ্নেয়-শিখর,
স্থির মহাবীর রণে ;
সায়ক-নিচয় এড়িতেছে চারি ভিতে ;
যেন,
আঁধারে অন্তর তাপে গর্জ্জিয়া ভূধর,
হুহুঙ্কারে ফুৎকারে ছাড়িছে,
দ্রবময়ী ধাতু প্রস্রবণ নভঃস্থলে,—
উজলিয়া দিশ পাশ ;
যথা, পড়ে ধারা বিবিধ বরণ,
ভস্মি গ্রাম পল্লী প্রান্তর কানন,
অবিশ্রান্ত ঝরিছে চৌদিকে,—
সর্পাকারে দীপ্যমানা রিপু-বিঘাতিনী,
বিমর্দ্দিয়া চতুরঙ্গ অনীকিনী ;
খানা খানা পড়িছে কটক,
ফেণা উঠে রুধির-প্রবাহে ;
সপ্তরথী সাতবার ভঙ্গ দিল রণে !
হেথা,
ব্যূহ-মুখে যুঝে ভীম অসীম-বিক্রম,
একক সৈন্ধব,
কত আর রোধিবে তাহারে ?
হের,
রথ তুলি মারে রথোপরে,
অশ্বে অশ্ব বিনাশন ;
কুঞ্জরে কুঞ্জর পাড়িছে ভূমে ;
কেশরী দলিছে যথা কুরঙ্গের পালে,
প্রাণপণে ভগদত্ত জয়দ্রথ মিলি,
বিন্দ অনুবিন্দ সাথে,
নারে নিবারিতে মহারথে।
হের,
পর্ব্বত প্রমাণ গদা,
চালিতেছে শূর সন্‌সনে ,
গদার বাতাসে উড়ায় বারণ ঠাট !
ধন্য ধন্য সিন্ধুর তনয়,
এতক্ষণ রোধে যোধে ;
পারে কিনা পারে আর !
উত্তরে ত্রিগর্ত্ত মাঝে হের ধনঞ্জয়,
ত্রিপুহর ভৈরব মূরতি মায়াপথে,
দীপ্যমান দিনমণি যেন,
কিরীট ঝলিছে ভালে,
অগ্নিময় আঁখি,
দলদলে যুগল কুণ্ডল ;
শ্রীমধুসূদন,
চালিছেন শ্বেতাশ্ব বাহন চারি
ঘোরনাদে ধাইছে বিমান চক্রাকারে ;
কভু আগু, কভু পাছু,
কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
অন্তরীক্ষে কভু,
কভু দেখি, কভু লুকি,
দেবের নির্ম্মিত যান,
ধ্বজে গর্জ্জে বীর হনুমান্ ;
ইন্দ্র-সম ইন্দ্রের নন্দন,
অবিশ্রাম হানিতেছে শর ;
বিশিখ নিকর,
পঙ্গপাল ঝাঁকে ঝাঁকে ধায় ;
দেখ, সপ্তরথী, সুশর্ম্মা সংহতি,
অস্থি মাত্র সার সবে,
প্রাণপণে বীরে ফিরাইছে,

হরি-ভক্ত নারায়ণী-সেনা!
শুন,
নাহি সেই সিংহনাদ,
সত্রাসে শুনিল যাহা মগধ ঈশ্বর,
যাদব আহবে ঘোর;
একমাত্র পাঞ্চজন্য নিনাদে গভীর,
কম্পে ত্রাসে স্থাবর জঙ্গম!
রণ জিনি,
এখনি ফিরিবে রথী পুত্রের সহায়ে;
এ তিন ভুবনে,
প্রতিবাদী কে হবে সমরে?

কর্ণ। হে কল্যাণি!
বেলা মাত্র তৃতীয় প্রহর,
ষোড়শ বৎসর পূর্ণ দিবা অবসানে;
ইতি পূর্ব্বে না পড়িবে শিশু।
শুন সুকেশিনি!
যুঝে বীর উত্তরার আয়ুবৎ প্রভাবে।
দেখ, দেব দৃষ্টি দানে কৃশোদরি,
একাকিনী,
নিমীলিত নেত্রে সতী আরাধে শঙ্করে!
যাও ত্বরা শুভে,
ভঙ্গ কর উত্তরার ধ্যান;
নিজ বর ভুলি,
ভোলানাথ যদি বর দেন তারে,
প্রলয় ঘটিবে তাহে;
পেয়ে পূজা বিশ্বনাথ,
আশীর্ব্বাদ করেছেন গর্ভস্থ কুমারে,
অন্তর্যামী, বুঝিয়া মায়ের প্রাণ!
পবন-গমনে যাহ চলি,
বিঘ্ন-বিনাশন-বিশ্বনাথে,
আরাধিতে নাহি দেহ আর।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

অভিমন্যু।

অভি। বিচক্ষণ সারথি সবার,
না হানিতে তীর, পলায় আরোহী ল'য়ে;
সাতবার সপ্তরথী হ'ল অচেতন,
বধিতে নারিনু কারে,
পুনঃ দেখি সপ্তধ্বজ দূরে;
নাহিক সহায় একজন;
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির,
ভীম আদি বীর,
অস্থির অন্তর মম স্মরিয়ে সবারে;
পড়িল কি রণে সবে!
নহে কেন,
না হয় সহায় মম এ ঘোর সঙ্কটে!
একান্ত বিপক্ষ হাতে নাহিক এড়ান;
অপ্রমিত সৈন্য চারিভিতে,
নাহি হেরি পথ কোন্‌খানে,
ভাল ত্যজি প্রাণ বীর-পুত্র সম;
কোথা সে সারথি,
কোথা অস্ত্র-পূর্ণ রথ তার?
বুঝি,
কৌরব পক্ষীয় কেহ কৈল প্রতারণা,
সারথির বেশে;
যে হয় সে হয় নাহি ডরি,
মারি অরি সম্মুখ সমরে।

[প্রস্থান।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

কর্ণ। শুন সবে বচন আমার,
এক কালে কর আক্রমণ;

কেহ কাটি ধনু, তূণীর কেহ বা,
কবচ কাটহ কেহ,
কেহ অশ্ব রথ, কেহ বা সারথি,
ইহা বিনা না দেখি উপায় ;
বলবান্ অর্জ্জুন অধিক শিশু।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। থাক্ থাক্, দেখাই বিপাক সবে।

[সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। হের, বিরথী অর্জ্জুন-সুত,
পুনঃ অস্ত্র হান চারি ভিতে।

(রথিগণ সহ অভিমন্যুর যুদ্ধ করিতে ২ প্রবেশ)

অভি। ক্ষমা কভু নাহি দিব রণে,
যতক্ষণ দেহে রহে প্রাণ।

[সপ্তরথী-সহ যুদ্ধ করিতে ২ অভিমন্যুর প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যো। বেড় পুনঃ—বধহ বালকে !

[প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। নাহি অস্ত্র, কৃপাণ ভাঙার,
দণ্ড তুলি করি মহামার ;
এ সংবাদ শুনিলে জনক,
অবশ্য হইত আসি অনুকূল যম,
গোবিন্দ মাতুল সনে !

(সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমন্যুকে আক্রমণ)

দুর্য্যো। অস্ত্রহীন,
তথাপি পাবক-সম বালক সংগ্রামে !
নিবার হে দুর্দ্ধের অনল।

[সপ্তরথী-সহ যুদ্ধ করিতে ২ অভিমন্যুর প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। কাটিল দণ্ড হাথের দুর্জ্জন ;
মরিয়ে দেখাব দুর্য্যোধনে,
পাণ্ডব মরণ-রীতি ;
পড়ে মনে মাতার রোদন,
উত্তরার বিরস বদন !
চক্র-ধার পাড়ি রথ-রথী।

(সপ্তরথীর প্রবেশ)

কর্ণ। দানব-সমরে যথা দেব জগন্নাথ,
চক্রহাতে যুঝে মহাবীর !

[সপ্তরথী সহ যুদ্ধ করিতে করিতে অভিমন্যুর প্রস্থান

দুর্য্যো। রথিবৃন্দ ! নাহি দেহ ক্ষমা,
হান অস্ত্র যতক্ষণ নাহি পড়ে শিশু,
ধন্য ধন্য গুরু পুত্র,
কবচ পেড়েছে কাটি !

[প্রস্থান।

(কবচ-হীন অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। পাই যদি অস্ত্র পূর্ণ রথ একখান,
এখন কৌরবে দেখাইতে পারি বল ;
দেখিতাম কি কৌশলে,
করিত বিরথী পুনঃ সপ্ত কুলাঙ্গার ;
রিক্ত হস্তে করিব সমর।

(সপ্তরথীর প্রবেশ ও অভিমন্যুকে আক্রমণ)

অভি। ক্রমে তনু হ'তেছে অবশ ;—

কত অস্ত্র বরষিছে অরি ;—
বাজে গায় অগ্নি-শিখা সম ;
দেহ-ভার না পারে বহিতে পদ !

(পতন)

দ্রোণ। কেন আর অস্ত্রের ঝঙ্কার ?
উড়িয়াছে কলঙ্ক পতাকা,
পড়েছে বালক রণে !!

(দুষণের প্রবেশ)

দুষণ। ঘুচেছে কি অহঙ্কার তোর ?
যাও— যাও যম-পুরে !

(গদাঘাত করণ)

অভি। ওঃ—
এখন নিবৃত্ত নহে অরি !
দ্রোণ। রহ—রহ দুঃশাসন সুত,
নাহি ভয়,
অতল সলিলে ঝম্প দিয়াছে মৈনাক ;—
উঠিবে না পুনঃ আর !

[সকলের প্রস্থান।

অভি। বুঝি আসন্ন সময় !
আর নাহি হইবে চেতন,
আর নাহি করিব সমর !
ছিল সাধ দেখিব জনকে,
মাধব মাতুল সহ,
রণ জিনি ফিরিয়ে শিবিরে ;—
ছিল সাধ,
জননীর পদধূলি লইব আবার,
উত্তরারে সম্ভাষিব হাসি ;—
খেদ নাহি তায়,
পড়িয়াছি বীরের শয্যায় ;
কিন্তু নিঃসহায় পড়িনু অন্যায় রণে !
জনক পিতা মম—
নিবাতকবচ-জয়ী ;
মাতুল অনাথবন্ধু শ্রীমধুসূদন ;—
হে পাণ্ডব-সখা দেহ দেখা এ সময় ;—
হরি !
তনু যায়, রাঙ্গা পায়,
অনাথে হে দেহ স্থান ;
প্রাণ যায়,—যায় ফিরে চায়,
মোহে দু-নয়নে বহে বারি,
তার নিজ গুণে চক্রধ[illegible] ;—
কাণ্ডারি ! অকূলে [illegible]ার ;
রমাপতি, দেহ দিব্য জ্যোতিঃ,
দূরে যাক সংসার আঁধার।
মায়া ফেরে অবোধ বালক ;
হে গোলোক-পুলক-প্রভু !
দেখাইয়া চল পথ,
মরি মরি কোথা সারথির সাজ হরি !!
বাঁকা শিখি-পাখা,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বনমালী
পীতাম্বর, মধুর অধরে [illegible] —
বাঁশী, রাধানামে মাতোয়া
রাধা রাধা সদা বলে !
প্রেমময়ী প্রেমের প্রতিমা,
ত্রিভঙ্গভঙ্গিনী,
কে রমণী বামে তব ;—
ক্ষীরোদ-মোহিনী রূপে—
ঢালিছে প্রেমের ধারা !
প্রেমের লহরে, পরাণ নাচায়,
পরাণ গলায় হায় !
যাই সখা চিনেছি তোমারে ;—
রণ অবসান ;—
হাসি মুখে চল যাই চন্দ্রলোক !

(মৃত্যু)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির সম্মুখস্থ-পথ।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। চমৎকার! গাণ্ডীব লাগিল ভার গুরু,
টলিলাম রথের গমনে,
কর পদ কাঁপিল তখন,
উচাটন অস্ত মন রণে,
ছিলাম সমরে মাত্র রথাবলম্বনে,
লক্ষ্যহীন, চলিল কর অভ্যাস-কুশলে।
বিকল অন্তর,
অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয়;—
নহে, যে হৃদয় কাঁপে নাই কভু,
মহা অস্ত্র দীপ্তি হেরি,
চাহে কাঁদিবারে উভরায়,
হীনমতি বালিকা যেমতি।
ঘোর কলরব—
বিজয়-হলহলা শুন কৌরবের দলে,
ঘন্তে বাজে দামামা দগড়া;
অন্ধকার পাণ্ডব শিবির,
নাহি রব, প্রাণিশূন্য যেন;
চল দ্রুত-পদে যদুবীর!
কৃষ্ণ। স্থির হও সখে!
সন্দ নাহি অমঙ্গল ঘটেছে নিশ্চয়;
অশুভ ক'র না বৃদ্ধি হইয়ে উতলা,
বাঁধ বুক উচ্চ দুঃখ-হেতু,
ছোট কাজে নহে কভু নীরব পাণ্ডব।

(দূরে জয়ধ্বনি ও বাদ্য)

অর্জ্জুন। ওহো! মহানন্দ কৌরব-শিবিরে।
ধরেছে কি যুধিষ্ঠিরে?
বৃকোদর, ভ্রাতা পুত্র বান্ধব সংহতি,
পড়েছে কি মহারণে?
নহে,
কি হেতু না গর্জ্জে ভীম কৌরব উল্লাসে।
কৃষ্ণ। বিপদ ক'র না বৃদ্ধি বীর;
কি বুঝাব হে সখা তোমায়,
বিপদ-শৃঙ্খল বাড়ে অধীরতা হেতু।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবিরাভ্যন্তর।

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ধৃষ্টদ্যুম্ন,
সাত্যকি প্রভৃতি।

যুধি। হায় ভীম,
কুক্ষণে হইনু আমি পাণ্ডব প্রধান।
ভগবান, এই কি হে লিখে ছিলে ভালে,
পৃথিবী করিনু পতিহীনা।
ভ্রাতা ভ্রাতৃরোধী, পিতা পুত্রে বাদী,
গৃহ ভেদী কালরণে,
আজি যারে হেরি কালি না নেহারি,
নিভে একে একে,
নিশা অন্তে দীপমালা সম।
পালে পাল কুক্কুর শৃগাল,
ভূপাল কপাল ল'য়ে খেলে;
নীর সম রুধির বহিয়ে,
নিত্য আদ্রে মহীতল;
ব্যোম-চর উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
মাংসাহারী বাছ সম পড়ে ছায়া;
মহারোল চক্ষুধ্বনি নীরব নিশীথে,

কেঁদে যেন ভ্রমিছে পুরস্ত্রা,
মহামারি-সহচরী ;
আমা হেতু এ সংহার ক্রিয়া !
যত্ন করি জ্বালিনু অনল,
দিনু ডালি বংশধরে হস্ত পদ বাঁধি
হায় হায় সুভদ্রার অঞ্চলের নিধি !
কি কব যবে সুধাবে উত্তরা বধূ,—
"কোথা ধর্ম্মরাজ, পতি মম ?
বালিকা গো আমি,
কোথা মম বাল্যক্রীড়া সাথী ?"
কি বলে বুঝাব,
কেমনে হায়, অর্জ্জুনে দেখাব মুখ।
কি কহিবে শ্রীমধুসূদন,
শুনি, হত প্রিয় ভাগিনেয় তাঁর,
মম রাজ্য-লোভে,
মম ছার প্রাণ-রক্ষা-হেতু !
আহা ! মরে পুত্র অন্যায় সমরে,
আশ্বাসে বিশ্বাস করি।
হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয় অধম আমি ;
নহে, ত্যজি গাভী-বৎস ব্যাঘ্র-মুখে
না যাইনু রাখিতে তাহারে !

ধৃষ্ট। শুন গভীর রথের নাদ,
আসিতেছে ধনঞ্জয়।

সাত্যকি। কেমনে অর্জ্জুনে দেখাব মুখ !

ভীম। ওহো !

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। হের হে কেশব !
শব সম নীরব সকলে অন্ধকারে।
ওহো বৃকোদর ! কি হেতু নীরব তুমি ?
কেন না সুধাও ভাই রণের বারতা ?
ধীরভাগ ! কেহ কেহ উত্তর আমারে—
কোথা মম অভিমন্যু বীর ?
অভিমন্যু !
দাও যদি কেহ সে উত্তর,
কাতর পরাণ মম !

ধৃষ্ট। হে অর্জ্জুন, গেছে পাখী
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া !
অভিমন্যু মৃত্যু কথা কহিব কেমনে ;
অন্যায় সমরে কুরু বধিল বালকে,
বূহ মাঝে সপ্তরথি-কুলাধমে মিলি !
অর্দ্ধ সৈন্য নাশিয়া সংগ্রামে,
প্রসন্ন কিংশুক সম পড়েছে কুমার,
চন্দ্র-বংশে চন্দ্র-অবতার,
শয্যা রচি অরি-শবে শূর !

অর্জ্জুন। হে কেশব ! হে কেশব !

কৃষ্ণ। ক্ষত্রিয় উত্তম !
সত্য, শূল সম পুত্র শোক !
কিন্তু বজ্র সম ক্ষত্রিয় হৃদয় ;
বীর-বীর্য্য প্রকাশি সমরে,
বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু লভেছে কুমার,
ক্ষত্র পিতা অধিক কি চাহ আর ?

অর্জ্জুন। হে পাণ্ডব সখা,
ধন্য ধন্য তুমি যদুবীর।
কেমনে আমি বুঝিব মহিমা তব ;
পরশ পরশে লোহ কাঞ্চন মুরতি,
ধরে তরু চন্দন সৌরভ
মলয়ের সহবাসে,
দেখি,
পারি যদি, হে আদর্শ নরদেহধারি !
অনুগামী হইতে তোমার।
ওহে কৃপা-সিন্ধু পাণ্ডব-বান্ধব !
ত্রাণকারি ভবার্ণবে !
গুরু তুমি, শিক্ষাদাতা এ পরীক্ষা স্থলে।

যুধি। করিল প্রতিজ্ঞা দ্রোণ ধরিতে আমায় ;
পশিল সমরে,
বলবলে চক্রব্যূহ করি ;
নিবারিতে নারিল কৌরবে,

ভীষ্ম আদি যোদ্ধা মিলি ;
চক্রব্যূহ দুর্ভেদ্য সাজন।
মত্ত রাজ্য লোভে
কহিনু বালকে ভেদিতে দুর্গম ব্যূহ ;
করি মহামায় বীর অবতার,
পড়েছে সম্মুখ রণে,
দ্রোণ আদি সপ্তরথী অন্যায় সমরে
বধিয়াছে পাণ্ডু-কুলোজ্জ্বলে।
ভীম। হে অর্জ্জুন! ভীম বলি ডাক বারবার,
কোথা ভীম, কে দিবে উত্তর ?
ধিক্ ধিক্—
নহি ভীম নহি, নহি কুন্তীর কুমার,
কুলাঙ্গার ক্ষত্রিয়-অধম আমি!
হায়! রণে সবে বেড়িল বালকে,
সপ্ত নরাধমে মিলি ;
না জানি বালক কত চাহিল পশ্চাতে,
বিপক্ষ-বাহিনী মাঝে বিপাকে পড়িয়া,
যবে পীড়িত অরির বাণে,
অবশ্য ডাকিল পুত্র, জ্যেষ্ঠতাত বলি ;—
কিম্বা বৃথা খেদ করি আমি,
বীর-পুত্র রথি-কুল চূড়া,
কভু যুঝে নাই,
মম সম হীনবল মুখ চাহি।
হা কৃষ্ণ! কি কব হে তোমারে ;
ভগ্ন ব্যূহ নারিনু ভেদিতে,
জয়দ্রথ রোধিল সবারে।
অবশ্য দেবতা কেহ হইল সহায়,
নহে ছার জয়দ্রথ,
পদাঘাত করিয়াছি মুখে,
যমোপম রথিবৃন্দে
বারিল সমরে একা।
অর্জ্জুন। কহ দেব অদ্ভুত কথন,
রোধিল তোমারে ছার সিন্ধুর কুমার।
ভীম। হে অর্জ্জুন! ধরি সেহ
প্রতিহিংসার হেতু।
নহে ভীম খড়্গে ছেদি বাহুদ্বয়,
ফেলিতাম জ্বলন্ত অনলে,
ছুরিকায় ছেদি জিহ্বা দিতাম কুক্কুরে ;
বীর-গর্ব্ব না করিত কভু আর,
রহিতাম,
শৃগাল কুক্কুর ভক্ষ শ্মশানের মাঝে,
অনলে না ত্যজিলাম তনু ;
স্পর্শে মম পাবক অশুচি—
সিন্ধুকুল নরাধম রোধিল আমারে।
চক্ষের নিমিষে ব্যূহ ভেদিল কুমার,
হাহাকার উঠিল কৌরব দলে.
ধাইলাম পাছে পাছে তার,
ঘোর যুদ্ধ হইল ব্যূহমুখে ;
প্রাণ উপেক্ষিয়া,
পুনঃ পুনঃ সবে মিলি দিনু হানা
নারিনু ভেদিতে ব্যূহ,
আক্রমিনু কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
কোন মতে নারিনু বুঝিতে,
মহাসৈন্য সমাবেশ ;
যথা যাই তথা জয়দ্রথ—কামরূপী—
শত শত পাড়িলাম চারিভিতে,
আঘাতিতে নারিনু পামরে।
অর্জ্জুন। হে মাধব!
মরে পুত্র জয়দ্রথ হেতু,
কালি তারে বধিব সমরে,
অস্ত না হইতে ভানু।
শুন শুন বীরভাগ ; প্রতিজ্ঞা আমার,
কি ছার কৌরব ঠাট,
রাখিবারে পুত্র-ঘাতী দুষ্টে,
যত্ন যদি করে তারকারি
অসুরারি দলে বলে ;
যক্ষ-সৈন্যে পদাতির যক্ষনাথ ;
যত্ন করে,

ভূচর, খেচর, গন্ধর্ব, কিন্নর,
দিক্‌পাল অষ্টবসু সহ—
যত্ন করে;
রাক্ষস, খোক্কস, পিশাচ, দানব,
বেতাল, ভৈরব, রণে ;—
এক কালে যত্ন যদি করে তিনপুর,
মারিবে রক্ষিতে শিশুকুল-নরাধমে।
এক বাণে কাটিব তাহার শির ;
ধরি বাণ পুনঃ পুনঃ কহিব গর্জ্জিয়ে,
সমূহ অরির মাঝে ;—
'দেখ দেখ বধি শিশুহন্তে ;
কে করেছ মাতৃ-স্তন্য পান,
রক্ষা কর আসি হেথা।'
ফিরিবে না রিপু-বিঘাতিনী,
মহেশের শূলাঘাতে,
পাশ-দণ্ড নারিবে বারিতে মম শর ;
অস্ত্রের প্রভাবে মম অস্ত্র যত,
তৃণ হেন হবে ভস্ম-রাশি,
পশুবৎ ছেদিব অরাতি শির ;
না করিব দ্বিতীয় সন্ধান,
কহি অস্ত্র স্পর্শ করি।
কিন্তু,
শক্তি-ধর যদি কেহ থাকে কোন স্থানে,
রথীন্দ্র-সমাজে পূজ্য, রাখে জয়দ্রথে,
ধনু অস্ত্র না ধরিব আর,
মুক্তকণ্ঠে কহিব ক্ষত্রিয় মাঝে,—
ক্ষত্র-ক্ষেত্রে জন্ম নহে মম ;
না হ'ল না হ'বে কভু পিতৃলোক গতি ;
অগ্নি কুণ্ড কাটি নিজ হাতে,
নিজ হাতে শরচূড়ে সাজি,
প্রবেশিব বহ্নি-মাঝে।
পুনঃ কহি,
বীর-কার্য্য দেখাইব কালি,
রুধিরে ডুবাব ক্ষিতি,
প্রেতাত্মার তৃপ্তি হেতু তার।
ওহো! নিঃসহায় পড়েছে বালক!
মৃত্যুকালে,
অবশ্য ডেকেছে মোরে কুমার আমার।
হায় হায় ফেটে যায় বুক,
অভিমন্যু হত রণে!
তিনলোক কাঁপিত রে বাণে তোর,
ভীষ্মদেব পরাভূত তোর রণে,
হা হা পুত্র! কোথা গেছ ত্যজিয়ে আমায়?
কি ক'ব মায়েরে তোর,
কি কহিব গর্ভবতী উত্তরারে,
কহ মোরে শ্রীমধুসূদন?

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয় হ'ও না অধীর!
হের,
রাজা যুধিষ্ঠির আকুল আক্ষেপে তব,
ম্রিয়মাণ আত্মীয় সকল ;
শুন—
বিজয় দুন্দুভি বাজে কৌরব শিবিরে,
উল্লাসে নাচিছে অরিদল,
হীনবল হইবে বাহিনী তব,
কর নিজ তেজে উত্তেজনা সবে।
ধনঞ্জয়, শক্তি তব সম্বিবার হেতু,
ধৈর্য্য মাত্র মহত্ত্ব লক্ষণ!
হে ভীম. হে ধৃষ্টদ্যুম্ন, হে বীর-সমাজ,
নাহি কি হে মহাকার্য্য প্রাণে?
নাহি কি হে প্রতিহিংসার ভার?
মারি দুগ্ধপোষ্য শিশু অন্যায় সমরে,
গর্জ্জে অরি অহঙ্কারে!

ভীম। শুন শুন বীরভাগ, প্রতিজ্ঞা আমার,
কালি যদি সন্ধ্যার গগনে,
কুরুকুল-কুলবধূ রোদনের রোল,
নাহি ওঠে আজিকার জয়োল্লাস সম,
গদামুষ্টি না ধরিব আর ;—
অগ্নি কুণ্ডে ত্যজিব এ পাপ দেহ।

সকলে। কুরুবংশ ধ্বংস কালি রণে!

কৃষ্ণ। যাও সবে যে যার শিবিরে,
পূজ নিজ নিজ ইষ্টদেবে বল-হেতু;
কালি প্রাতে রুধিরের ক্রিয়া।
না হও চঞ্চল ধর্ম্মরাজ,
নিয়তি রোধিতে নারে কেহ;
বীরধর্ম্মে পড়িল কুমার,
কি দোষ তোমার রাজা;
বংশ তব পূরিল গৌরবে,
অভিমন্যু-পরাক্রমে!

যুধি। ওহে অন্তর্য্যামি!
তোমা বিনা কে বুঝিবে মর্ম্ম-ব্যথা!
মুখ চাহি কহিল কুমার মোরে,
নাহি জানি নির্গম কেমন;
তথাপি প্রেরিনু রণে;
তাই প্রাণ বাঁধিতে না পারি হরি।

অর্জ্জুন। হে পাণ্ডব-নাথ,
অধীর হইলে দেব, কে রহিবে স্থির!
পাণ্ডবের মাঝে,
ধর্ম্ম-জ্ঞানে ধর্ম্মরাজ তুমি,
গত-জীব-হেতু শোক কর কি কারণ?
বিধির নিয়ম খণ্ডন না হয় প্রভু!

যুধি। হা পুত্র! হা বংশধর মম!

[কৃষ্ণ অর্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। বামা-কণ্ঠ-রোল শুন বীর ধনঞ্জয়!
কঠিন কর্ত্তব্য এবে সম্মুখে তোমার।

(সুভদ্রা ও উত্তরার প্রবেশ)

সুভদ্রা। শুন মা আমার, হও স্থির;
গর্ভে তব অভিমন্যু-সুত।

উত্তরা। কহ তাত, কহ বাসুদেব,
কেন হয় অর্দ্ধ নাহি নিল।
কি দোষে ভুলিল ভোলা?
ধরিতে না পারি প্রাণ, তাত!
পূর্ব্বজন্মে ছিনু গো রাক্ষসী,
নিদাঘে হইল জন্ম প্রাণনাথ মম,—
বালা-হৃদি-মঞ্জরি-বিকাশ।
কিন্তু, হে মধুসূদন!
খেদ নাহি তার মম;
শুনেছি সর্ব্বজ্ঞ তুমি,
বল মোরে কেন ভাঙাইলা কুঞ্জনাথ?
ভাঙাইবে যদি, কেন দিলা কেন পতি,
কাঁদাইতে বালিকারে!
কহ, দেবদেবে কে পূজিবে ভবে আর?
হে গাণ্ডীব-ধারি!
ভাবি তাই কি ছার কপাল ধরি!
বিশ্বজয়ী মহারথী তুমি,
তব পুত্রে বধিল কৌরবে,
ঘেরাকে যেমতি,
বেড়ি মারে কিরাতের দল!
হয় মনে, সকলি তোমার চক্র,
ওহে চক্রধারি!
হে পাণ্ডব-সখা!
কাঁদায়েছ সবারে সংসারে,
কাঁদায়েছ যথা গেছ তুমি;—
কাঁদায়ে বসুদেব দেবকীরে,
নন্দালয়ে গেলে হরি,
খেলিলে পাচনী লয়ে রাখালের সনে,
মাতা'লে গোপিনী-প্রাণ বাজায়ে বাঁশরী;
পুনঃ হরি ব্রজ পরিহরি,
চড়িলে অক্রুর-রথে,
কাঁদিল নন্দ, কাঁদিল যশোদা,
'গোপাল গোপাল' ব'লে,
রাখাল বালক আকুল হইল কেঁদে,
কাঁদিল গোপিনী,
অনাথিনী কাঁদিলা রাধিকা;
মাতুলে সংহারি কাঁদাইলে মাতুলে,

এবে হরি পাণ্ডবের রথে,
তাই বুঝি,
পথে পথে কাঁদে বীরকুলনারী যত।
দয়াময় কে বলে তোমাকে!
বালিকার বুকে হানিলা এ শক্তিশেল!

সুভদ্রা। ভাবি এবে কোন্ মায়াবলে,
আছিল আচ্ছন্ন রথিকুল!
দেখেছি সারথি হয়ে,
পাণ্ডবের পরাক্রম রণে;
এ হেন পাণ্ডবপুত্রে নাশিল কৌরবে!
সিংহ-শিশু বিনাশিল,
সিংহের সম্মুখে ফেরুপাল মিলি;
জানিলাম দৈব বলবান্!

অর্জ্জুন। না দহ অন্তর, ভদ্রা, না দহ অন্তর।
আছি স্থির প্রতিহিংসা-হেতু।

কৃষ্ণ। ত্যজ শোক সুভদ্রা ভগিনি,
হের পুত্রশোকে বিকল বীরেন্দ্র আজি!
গৃহিণী তুমি,
কর যতনে স্বামীর সেবা,
ভুলাইতে শোক।
তমালে লতিকা যথা বাঁধে,
পতি পত্নী-বন্ধন তেমতি;
বিকাশে লতিকা সুন্দর তরুর ভরে;
কিন্তু যবে ঘোর বাতে কাঁপে তরু,
বাঁধে তরুবরে লতা দৃঢ়তর বাঁধে,
মরে তরু সনে একই মরণে।
চেয়ে দেখ পুত্রবধূ তব
বালিকা বিবশা পতি শোকে,—
গর্ভে তার পাণ্ডব-সন্তান,
কাঁদিতে কি পাবে না গো দিন?
হে বৎসে উত্তরে!
দেব-নিন্দা নাহি কর কভু;
দোষ নিজ ভাগ্যে গুণবতি!
অবশ্য কল্যাণি,
ঘটেছে ব্যাঘাত অর্ঘ্য দিতে;
স'ন্দ চিত্তে অর্ঘ্য দিলে নাহি ল'ন হর,
সন্দেহ বিষম বিঘ্ন দেব-আরাধনে।
যা হ'বার হইয়াছে গুণবতি,
গর্ভে তব অভিমন্যু বংশধর,
শোকে তাপে ভুলনা কর্ত্তব্য সতি।
যাও ফিরি গৃহে, পাণ্ডবের বধু,
প্রাতে রণ — কর গিয়ে মঙ্গল অর্চনা;
চল,
বহু কার্য্য সম্মুখে তোমার।

অর্জ্জুন। অধীর হৃদয় দেব উত্তরার তরে।

কৃষ্ণ। সে সময় নহে মতিমান,
বুঝ নাই শঙ্কর বিমুখ!
রুদ্র-তেজ বিনে, ভীমসেনে,
কে জিনে সম্মুখ রণে?
চল যাই কৈলাস-শিখরে
আশুতোষে তুষিবারে;
আছে ভার প্রতিজ্ঞা-পালনে।

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যোগেশের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা।

উমা। মা, এতদিন লক্ষ্মীর কৌটটী আমার কাছে ছিল, আজ তোমায় দিলুম, তুমি যত্ন ক'রে রেখো ; মা, লক্ষ্মী যেন অচলা থাকেন। তুমি এতদিন বৌ ছিলে, আজ গিন্নী হ'লে। দেওর দুটীকে পেটের ছেলের মত দেখো। জান্‌বে, তোমার যাদবও যেমন—রমেশ, সুরেশও তেমনি। মেজ-বৌমাকে যত্ন করো। মা, আপনার পর সব যত্নের, তুমি মেজ বৌমাকে যত্ন ক'র্লে তোমাকে মা'র মতন দেখ্‌বে। আর নিত্য-নৈমিত্তিক পাল পার্ব্বণ বার-ব্রত যেমন আছে, সকলগুলি বজায় রেখো, এখন গিন্নী হ'লে, সব দিকে বুঝে চোলো, বরং দুকথা শুনো, তবু কারুকে উঁচু কথা বোলো না, কারুর মনে দুঃখ দিও না, সকলের আশীর্ব্বাদ কুড়িও ; আর কি বল্‌বো মা, পাকা চুলে সিঁদুর প'রে নাতির নাতি নিয়ে সুখে ঘর-করকন্না কর।

জ্ঞান। হাঁ মা, তুমি কি আর বৃন্দাবন থেকে আস্‌বে না ?

উমা। কেমন ক'রে বল্‌বো মা, গোবিন্দজী কি পায়ে রাখ্‌বেন !

জ্ঞান। মা মা, তুমি ফিরে এস, তুমি গেলে বাড়ী খাঁ খাঁ কর্‌বে ; আর আমি কি মা, সব গুছিয়ে কর্‌তে পার্‌বো ? তোমার আদরে আদরেই বেড়িয়েছি, ঘর-করকন্নার কি জানি মা ?

উমা। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী; ঘরে এনে আমার [illegible] বাড়ন্ত ; তোমায় কচি [illegible] কে যে দিকে ফিরিয়েছি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্চি, তোমা হ'তে আমার ঘর-করকন্না সব বজায় থাক্‌বে।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফু। মা, তুমি হেথায় রয়েছ, আমি তেল নিয়ে সৃষ্টি খুঁজ্‌ছি, তুমি রোজই বেলা কর্‌বে ; আমি ভাত চাপা দিয়ে এয়েছি, তোমার পাতের ডালবাটা নিয়ে তবে খাবো ; তা তুমি তো নাইবে না ; এস, নাইবে এস।

উমা। তোর ডালবাটা খেয়ে আর আশ মিট্‌লো না।

প্রফু। তুমি খেতে দাও বুঝি ? যে দিন চাই, সেই দিন বল পেটের অসুখ কর্‌বে।

উমা। তা এইবার আমি ম'লে খুব এক মাস ধরে ডালবাটা খাস্।

প্রফু। হাঁ মা, তুমি [illegible] আমিও যাব।

উমা। আগে তোর নাতি হোক্, তার পর যাবি।

প্রফু। সেই নিয়ে গেলে, তোমায় তেল মাখাবে কে ? উনুন ধরাবে কে ? পাথর মেজে দেবে কে ? মনে কচ্চো কী রাখ্‌বে ? সে বাসনে নগড়ি রেখে [illegible] জান তো ? সেই আ[illegible] দি—এক দিন ডালের [illegible] শাকের কুচি ছিল ; [illegible] চল।

জ্ঞান। তুই যাদবকে ফেলে যেতে পা[illegible]

প্রফু। মা কি যাদবকে ফেলে যাবে না কি? ও মা, তুমি কি নিঠুর মা! ওঃ হরি! তবেই তুমি আমায় নিয়ে গেছ! তুমি যার যাদবকে ফেলে যাচ্ছ! এই মাসেই আসবে তুমি তো এক্ষুণে যাবে?

উমা। আঃ! দাঁড়া বাছা, আগে খাওয়াই হোক্।

প্রফু। ওমা শীগ্‌গির এস, বট্‌ঠাকুরের গলা পাচ্ছি।

উমা। তুই যা, ভাত খেগে যা, তার পর আমার পাতে খাস এখন; আমি যোগেশকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে যাচ্ছি।

প্রফু। না না, তুমি শীগ্‌গির এস, আমি তেল নিয়ে বসে রইলুম।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। মা, রমেশ গাড়ী ঠিক ক'রে এল, একখানা গাড়ীই নিলুম; তুমি মেয়েগাড়ীতে থাকবে, আমরা আলাদা গাড়ীতে থাকবো, সে নানান্ লটখটি, ঐ এক গাড়ীতেই সব যাব।

উমা। এখনও খাও নি?

যোগে। না একটু কাজ ছিল।

উমা। খাওয়া দাওয়া হ'লে একবার আমার কাছে যেও। আমি দেনা-পাওনাগুলো তুলে দেব। আর বলছিলুম কি, চাটুজ্যে ঠাকুরপোর তো কিছু নেই, ঢের সুদ খেয়েছি, ওর বন্ধক জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিও।

যোগে। তা বেশ তো।

উমা। আর বাবা, বলছিলুম কি, বামুনগিন্নীর বড় সাধ আমার সঙ্গে যায়; হাতে কিছু নেই; একজন বামুনের মেয়ে আমার সঙ্গে থাকতো—

যোগে। মা, তুমি 'কিন্তু' হ'য়ে বলছো কেন? যাকে সঙ্গে নিতে হয় নাও, যা ইচ্ছা হয় বল। বাবার কিছু ক'ত্তে পারি নি, তুমিও কখন কিছু ভার দাও নি, তুমি' কিন্তু' হ'লে আমার মনে দুঃখ হয়।

উমা। বাবা, আমি তোদের পেটে ধরেছিলুম বটে, কিন্তু আমি মা নই, তোরাই আমার বাপ; আমি কখন তোদের একটা ভাল সামগ্রী কিনে খাওয়াতে পারি নি; কিন্তু বাবা, তোমাদের কল্যাণে আমার যাকে যা ইচ্ছা, হয়েছে, দিয়েছি। আমার আর কিছু সাধ নেই, যারা যারা ধারে, তাদের যদি ঋণে মুক্তি দিতে পারি, এইটী আমার ইচ্ছে; শুনেছি বাবা, দেনা দিতেও আসতে হয়, পাওনা নিতেও আসতে হয়। গোবিন্দজী যেন এই করেন, তোদের রেখে যাই, আর না ফিরতে হয়। তা বেশী পাওনা নয়, সব জড়িয়ে সড়িয়ে হাজার টাকা।

যোগে। তা তুমি যাকে যা দিতে হয়, দিয়ে দিও।

উমা। তাই বলছি বাবা, তুমি উপযুক্ত সন্তান তোমায় না ব'লে কি কিছু পারি? তবে আমি তাদের ডাকিয়ে বলে দিই গে, আর যার যা জিনিস বন্ধক আছে, ফিরিয়ে দিই গে।

যোগে। মা সে পাগ্‌লা মদন ঘোষ ফিরে এসেছে।

উমা। কোথায়? কোথায়?

যোগে। আমি তারে বাইরে একটা ঘর দিয়েছি, সে তেমনিই পাগল আছে।

উমা। বাবা, সে পাগল নয়, অমনি পাগ্‌লাটে

ক'রে বেড়ায়। ওসব লোক কি ধরা দেয়!

(মদন ঘোষের প্রবেশ)

মদ। এই যে যোগেশের মা আছ, যোগেশ আছ।

উমা। বাবা, প্রণাম করি।

মদ। আমি বলছিলুম কি বংশটা লোপ হ'ল—যা হয় ক'রে একটা বে-থা দাও না! যেমন মেয়ে হয়, একটা পুত্র সন্তান নিয়ে দরকার। শুনছি, তোমার ছোট ছেলের সম্বন্ধ কচ্ছো, আমারও ঐ সঙ্গে একটা সম্বন্ধ কর। বয়স আমার বেশী নয়, কিসের বয়স!

যোগে। মদন দাদা, তোমার কনে গড়াতে দিয়েছি, মোটা মোটা শুঁদরীর চেলা দিয়ে।

মদ। ওই ঠাট্টা কর,—ওই ঠাট্টা কর, বংশটা লোপ হয় যে!

উমা। বাবা, ওর কথায় রাগ করো না। তোমার নাত্-বোয়েদের আশীর্ব্বাদ করবে এস। তোমার মেজ নাত্‌বোর আজও ব্যাটা হয় নি, আর একটা মাদুলী দিতে হবে।

মদ। ব্যাটা হয় নি! সে কি? চল তো, চল তো।

উমা। বাবা, তবে জিনিসগুলো বার ক'রে দিও।

যোগে। আচ্ছা মা!

[উমাসুন্দরী ও মদন ঘোষের প্রস্থান।

জ্ঞান। ঠাকুরুণের এক কথা! ওরে পাগল ব'লে বড় রাগেন।

যোগে। ঐ যে ওঁরে মাদুলী দিয়েছিল, তার পর আমরা হ'য়েছি।

জ্ঞান। ও মা! তুমি এখন আবার কাগজ নিয়ে বস্‌লে কি গা! নাইবে টাইবে না?

যোগে। এই যাচ্ছি, এই চাবিটে নিয়ে মা যে সব জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছিলেন, মাকে দিয়ে এস তো, ছোট সিন্ধুকে আছে।

জ্ঞান। হাঁ গা, তোমাদের কদ্দিন হবে?

যোগে। মাকে রেখেই চলে আস্‌বো; তার পর যা হয়—

জ্ঞান। যা হয় কি, একটা মুখের কথাই খসাও, কাজ তো বারমাসই আছে। নাও, খাও দাও, মন নিবিষ্ট ক'রে কাগজ নিয়ে বসো এখন।

যোগে। মাকে রেখে এসে ভাব্‌ছি, দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌ব, তুমি যাবে? যাও তো নিয়ে যাই।

জ্ঞান। আর অতোয় কাজ নেই; মাকে রেখে এসে উনি আবার বেড়াতে যাবেন! আজ সাত বচ্ছর বেড়াতে যাচ্ছ, আর আমায় সঙ্গে নিচ্ছ!

যোগে। না, এবার সত্যি বেড়াতে যাব।

জ্ঞান। তা খেয়ে দেয়ে তো বেড়াতে যাবে, স্নান কর গে; বাবা, ভ্যালা কাজ শিখেছিলে কিন্তু! কাজ! কাজ! কাজ! মনিষ্যির শরীরে একটু সক্ নেই!

যোগে। সক্ করবো কি, সক্ করবার কি দিন পেয়েছিলুম? তুমি তো জান না, দুটী অপোগণ্ড ভাই নিয়ে কি ক'রে চালিয়ে এসেছি। বাবা ম'রে গেলেন, বাড়ীখানা পাওনাদারে বেচে নিলে, মাকে নিয়ে দুটী অপোগণ্ড ভাইয়ের হাত ধ'রে খোলার ঘর ভাড়া ক'রে রইলুম। সে এক দিন গেছে! এখন ঈশ্বর-ইচ্ছায় একটু কুঁড়েও করেছি, খাবারও সংস্থান করেছি, এক টুক্

সুরেশটা মানুষ হ'ল না; তা ভগবান্ সকল সুখ দেন না। দাও তো বোতলটা।

জ্ঞান। তুমি আপনি নাও, আমি এখনও পূজো করি নি। তোমার সব গুণ—ঐ একটু চুক্ করে খাওয়া কেন? আগে দিনে ছিল না, এখন আবার দিনে একটু হয়েছে। ঐ এক কাঁচ্চা চরামেত্তর মুখে না দিলেই নয়।

যোগে। আমি তো মাত্‌লামো ক'র্‌তে খাই নি, হাড়ভাঙা মেহনৎ হয়, গা-গতর কাম্‌ড়াতে থাকে, খেলে একটু সবল হওয়া যায়, ঘুম হয়—এ কি জান, বিষ বল বিষ,—অমৃত বল অমৃত।

জ্ঞান। অত হাড়ভাঙা মেহনতেই দরকার কি? একটু কম ক'রে কর, ও খাওয়ার কাজ নেই, ও খেলেই বেড়ে যায় শুনেছি।

যোগে। পাগল!

জ্ঞান। পাগল কেন, এই দিনে খাওয়া ছিল না, দিনে খাওয়া হয়েছে।

যোগে। ক'দিন ভাবনায় ভাবনায় ক্ষিদে হ'চ্ছে না, তাই একটু একটু খাচ্ছি—রমেশ, ব্যস্ত আছ?

(রমেশের প্রবেশ)

রমে। আজ্ঞা না।

যোগে। বেরোবে না?

রমে। আজ আদালত বন্ধ, বেরুব না।

যোগে। বেরিও হে, আদালত বন্ধই হোক, আর যাই হোক্, বেরুনো ভাল। শোনো, একটা কথা বলি,—যদিচ আমরা পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পাই নি, কিন্তু আমি তোমাদের পেয়েছিলুম; নইলে আমি এত উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম্ম করতে পাত্তেম না। সমস্ত দিন খেটে যখন রাত্তিরে কাজ করতে আলস্য বোধ হ'ত, তোমরা সেই খোলার ঘরের ভেতর শুয়ে—ফিরে দেখ্‌তুম, আর আমার দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়্‌তো, সেই উৎসাহই আমার উন্নতির মূল। আমার যা বিষয় আশয়, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ অংশী। এই কাগজখানি দেখ, একখানি বাড়ী আমার স্ত্রীর নামে করেছি। কি জানি, পরে যদি ছেলের সঙ্গে না বনে, তীর্থ-ধর্ম্ম করুন, তারই ভাড়া থেকে চল্‌বে; আর মার নামে খানকতক কাগজ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, মাসে মাসে তারই সুদ বৃন্দাবনে পাঠান যাবে; আর বাকী বিষয় তিন বখরা করেছি, এই কাগজ দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে; তুমি এটর্ণি হয়েছ, উকীলপাড়ার বাড়ী তোমার ভাগে রেখেছি। তুমি দেখ, যে ভাগ তোমার ইচ্ছা হয়, আমার বলো, সেই ভাগ তোমার। আর সুরেশের কি করা যায়? ওতো বিষয় পেলেই উড়িয়ে দেবে, এখন কিছু হাতে না পায়, তার একটা উপায় ঠাওরাও।

রমে। দাদা, আমাদের কি পৃথক্ ক'রে দিচ্ছেন?

যোগে। না ভাই, তা নয়। এত দিন মা ছিলেন, এখন বৌয়ে বৌয়ে বনন্তি হোক্ না হোক; তুমি পরে বুঝ্‌বে যে, সম্পত্তি বিভাগ হওয়াই ভাল। এক বখ্‌রা যা আমার থাক্‌বে, তা থেকে আমার চল্‌বে। এক ছেলে—আর আমি কাজ-কর্ম্ম করবো না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় তোমাদের বাড়্‌ বাড়ন্ত হোক। যাদবকে দেখো, আমি দিনকতক বেড়িয়ে আসি। এক অন্নেই রইলুম, তবে চিহ্নিতনামা হ'য়ে রইল এইমাত্র। ব্যাপারীদের দিয়ে নগদ টাকা যা আছে

থাকবে, তা তিন ভাগ ক'রে ব্যাঙ্কে (Advise) এড্‌ভাইস করেছি।

রমে। দাদা মহাশয়, সুরেশকে দিচ্ছেন দিন; আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয়, ছেলে আছে; আমায় মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি কোথায় আপনাকে রোজ্‌গার ক'রে এনে দেব, আমায় ওসব কেন? তবে আপনি দিচ্ছেন, আমি 'না' বল্‌তে পারি নি।

যোগে। রোজ্‌গার ক'রে দিতে চাও দিও, তোমার ভাইপো রইলো। তুমি এ নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আর একটা কথা, আমার বিবেচনায় কলিকাতায় গৃহস্থ ভদ্র-লোকই দুঃখী। এই পাড়ায় দেখ, চাকরী বাকরী ক'রে আন্‌ছে—দিচ্ছে, খাচ্ছে; যেই একজন চোক বুজ্‌লো, অমনি তার ছেলেগুলি অনাথ হ'ল; কি খায়, তার আর উপায় নাই। তাদের যে কি অবস্থা তা, বল্‌বো কি! ভাই রে! আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! আমি টালায় যে একখানি দেবোত্তর বাড়ী করেছি; সেটী অতিথশালা নয়, তাতে এইরূপ অনাথ গৃহস্থেরা এক একটী ঘর নিয়ে থাকতে পাবে; আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা রেখেছি, তারই সুদ থেকে কোন রকমে শাক অন্ন খেয়ে দিনপাত করবে, তুমি তার (Trustee) ট্রাষ্টি। আজকে একটা লেখা-পড়া করো, আমি সই ক'রে দিন কতক বেড়িয়ে আস্‌বো। ত্রিশ বচ্ছর খেটেছি, এক দিনও একটু বিশ্রাম করি নি, একটু আলস্য হয়েছে।

রমে। আজ্ঞা, এ সব এত তাড়া কেন? আপনি বেড়িয়ে আস্‌তে চান, বেড়িয়ে আসুন।

যোগে। না, কাজ শেষ ক'রে যাওয়া ভাল। আমি সমস্ত ভারতবর্ষে বেড়াব, কি জানি, শরীরের ভদ্রাভদ্র আছে।

রমে। আজ্ঞা, যে রকম অনুমতি! আমি তা হ'লে বাড়ীতেই একটা তয়ের ক'রে রাখি।

[রমেশের প্রস্থান।

জ্ঞান। ওমা! আবার [illegible] কেন?

যোগে। বড় বৌ, [illegible] বড় আমোদের দিন!

জ্ঞান। তা ওঠ না, [illegible] হবে না?

(ঝীয়ের [illegible])

ঝী। বাবু, মাঝ দরজায় সরকার মশাই দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছেন। [illegible] ব'ল্লেন, বাবুকে খপর দে।

যোগে। কে পীতাম্বর? [illegible] কেন?

ঝী। আমি তো তা জা[illegible]নি, খপর দিতে বল্লেন।

যোগে। তারে এইখানেই [illegible]।

[ঝীয়ের প্রস্থান।

বড় বৌ, একটু সরে যাও।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

ওর কি বাড়ী থেকে কিছু খপর এলো নাকি?—

(পীতাম্বরের প্রবেশ)

কি হে পীতাম্বর?

পীতা। আজ্ঞা, বাবু, সর্ব্বনাশ—ব্যাঙ্ক বাতি জেলেছে!

যোগে। কি! কি! কি!—কোন্ ব্যাঙ্ক

পীতা। আজ্ঞা,—(Reunion) রি-ঊ-

মন ব্যাঙ্ক। ব্যাপারীদের চেক দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছে।

যোগে। অ্যাঁ! অ্যাঁ! আমার যে যথাসর্ব্বস্ব সেথা! "আজ বড় আমোদের দিন!" "আজ বড় আমোদের দিন!" আবার ফকির হলুম!

পীতা। বাবু! বাবু! আবার সব হবে, ব্যস্ত হবেন না,—

যোগে। (মদ খাইয়া) না না, আমি ব্যস্ত হই নি। যাও পীতাম্বর, যাও—খাতা তয়ের করগে, (Insolvent Court) ইন্‌সল্‌ভেন্ট কোর্টে দিতে হবে। আমি এখন জেলে বেড়াতে যাই!

পীতা। বাবু, আপনিই রোজগার করেছিলেন, গিয়েছে, আবার রোজগার করবেন।

যোগে। হাঁ, হাঁ, তুমি যাও, আমি সব বুঝি। পীতাম্বর! সব আছে, কিন্তু সে দিন আর নাই, সে উৎসাহ নাই। ত্রিশ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় রোজগার করেছি, গেল—একদিনে গেল! ভোজবাজী ফুরিয়ে গেল! (মদ্যপান)

পীতা। বাবু! বাবু! করেন কি? সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ করবেন না,—

যোগে। না না, যাও, তুমি যাও—পীতাম্বর, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? কার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছ? কাল আমি তোমার বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিকারী। (মদ্যপান)

পীতা। বড় মা, আসুন—সর্ব্বনাশ হয়।

[প্রস্থান।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

। বড় বৌ, "আজ বড় আমোদের দিন!" আজ থেকে আমার ছুটি, আর আমার কাজ নাই, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে!

জ্ঞান। গিয়েছে, আবার হবে, ভাবনা কি?

যোগে। ভাবনা কি? অনেক ভাবনা! ভাবনা আমি, ভাবনা তুমি, ভাবনা তোমার ছেলে যাদব। কিন্তু অনেক ভেবেছি, আর ভাব্‌বো না—ফুরুলো; আবার হবে! ত্রিশ বৎসরে হ'ল, এক কথায় গেল, এক কথায় হবে! হবে ত? হবে ত? আবার হবে, বাঃ! বাঃ! ক্যা ফুর্ত্তি! কুছ্ পরওয়া নেই! মদ লেয়াও!—ওই যা ফুরিয়ে গেল। (বোতল নিক্ষেপ) মদ লেয়াও, মদ লেয়াও;—বাঃ বাঃ এমন মজা!—কোন শালা ঠেকে মরে? বড় বৌ, কি আমোদের দিন! কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে।

[প্রস্থান।

জ্ঞান। ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! শীগ্‌গির এস, সর্ব্বনাশ হ'ল!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঙালীর ডাক্তারখানা।

সুরেশ ও জগমণি।

সুরে। কি বহুরূপী বিদ্যাধরি, বিদ্যাধর কোথায়?

জগ। এ দিকে তো খুব চালাকী কর, কাজের চালাকী তো কিছু দেখতে

পাই নি; সে চালাকী থাক্‌লে এতদিন জুড়ী চড়্‌তিস্‌!

সুরে। চালাকী কি এক দিনেই শেখে বিদ্যাধরি? তোমার বিদ্যাধরের কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে ছুটো একটা শিখ্‌বো বৈকি। এক ছিলিম তামাক সাজো, বেশী-ক্ষণ বস্‌বো না। নগদ পয়সা, ছছিলিম তামাক দিও। আর বিদ্যাধরকে ডাক।

জগ। সে এখন পূজো কচ্ছে। ব'স, তামাক খাও।

সুরে। বাবাঠাকুরের নিষ্ঠে-টুকু আছে; পূজোর মন্তর কি?—কস্তং গলাং কাটিতং —কার গলা কাট্‌বো।

জগ। আমরা গলা কেটেই বেড়াচ্ছি কি না, যাও, তুমি বাড়ী থেকে বেরোও।

সুরে। তা শীগ্‌গির বেরোচ্ছি নি, তুমি ইন্দ্রের সভায় নাচ্‌তে যাও কি পোষাকে? —না দেখ্‌লে আমি যাচ্ছি নি। সে দিন যে চাপরাশী সেজেছিলে,—বাঃ বিদ্যাধরি, চমৎকার!

জগ। তামাক খাবে খাও, মেলা বক্‌ বক্‌ কচ্ছো কেন?

সুরে। আচ্ছা, চাপরাশীরূপে তো বিল সাধো, খানসামারূপে তো তামাক দাও, খাস বিদ্যাধরীরূপে তো টাকা ধার দাও,—আর কটা রূপ আছে বিদ্যাধরি, আমায় বল দেখি? (সুর করিয়া)—

"ঘুচাও মনোভ্রান্ত লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ।
তোমার লক্ষ্মীরূপা কোন্‌ রমণী,
রুক্মিণী কি কমলিনী,
চিন্তামণি কর চিন্তা নিবারণ॥"

জগ। চোপ্‌ ইুপিড!

সুরে। বিদ্যাধরি, আবার বল; তোমার ইংরেজি বুক্‌নীতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল; আর এই বা-কটাতে বুক ঠাণ্ডা হ'ল।

জগ। শোন্‌ গাধা ছোক্‌রা! তোরে বলি, শোন্‌! রোজ রোজ দু-চার টাকা ধার করিস্‌, কি ক'ত্তে? আমি কিছু চার টাকার চল্লিশ টাকাক্কা লিখিয়ে দেবো না। সুদ শুদ্ধ তোর ভাইকেই দিতে হবে; তার চেয়ে কেন বিষয়টা ভাগ করে নে না।

সুরে। বাহবা বাঃ! বহুরূপিণি বিদ্যাধরি! সাবাস্‌! এ দোকান তুলে দিয়ে, এবার জেলায় মোক্তারীতে বেরোও,—আমি তোমায় চাপ্‌কান পাগ্‌ড়ী দিচ্ছি।

(নেপথ্যে কাঙালীচরণ।) জগা, কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস্‌?

সুরে। খুড়ো, আমি,—বিদ্যাধরীর বক্তৃতা শুন্‌ছি, আর থর্‌সান্‌ খেয়ে কাস্‌ছি।

(কাঙালীচরণের প্রবেশ)

কাঙা। কেও সুরেশ, কতক্ষণ বাবা, কতক্ষণ?

জগ। আমি বল্‌ছিলুম, দু-চার টাকা ক'রে ধার কর্‌ছিস্‌ কেন? বিষয় ব[illegible] করে নে, উকীলের চিঠি দে,—আ[illegible] থেকে মকদ্দমা ক'রে দিচ্ছি; তা বাবুর ঠাট্টা হচ্ছে।

কাঙা। হাঁ হাঁ, ক্রমে বুঝ্‌বে,—ক্রমে বুঝ্‌বে। কি বাবা, কি মনে ক'র?

সুরে। তোমার বিদ্যাধর আর বিদ্যা
যুগল দর্শন, আর গোটাকতক টাকা ধ

জগ। এক শো টাকার নোট কর্জ্জ নে তে

সুরে। রূপসি, তার কি আর অন্যথা

জগ। তাতে আজ হচ্ছে না, দু শো লিখে দাও তো হয়।

সুরে। এ যে বাবা, বাড়াবাড়ি বিদ্যাধ

(নেপথ্যে) কাঙালী বাবু বাড়ী

কাঙা। কে?—বকেয়া নাম ধরে ডাকে কে? আমি তো হরিহর ডাক্তার। জগা, বল এ হরিহর বাবুর বাড়ী, কাঙালী বাবুর বাড়ী নয়।

সুরে। ও বিদ্যাধরি, আমায় খিড়্‌কি-দোর দিয়ে বার করে দাও,—যেজ দা!

জগ। যাও, বাড়ীর ভেতর দিয়ে পালাও; রান্না-ঘরের জান্‌লা ভাঙ্গা আছে, সেইখান দিয়ে বেরিয়ে পড়।

[সুরেশের প্রস্থান।

(নেপথ্যে।) বাড়ীতে কে আছ গো? কাঙালী বাবু বাড়ী আছেন?

জগ। এ কাঙালী বাবুর বাড়ী না, হরিচরণ বাবুর বাড়ী।

নেপথ্যে। আচ্ছা, হরিচরণ বাবু, হরিচরণ বাবুই সই।

কাঙা। আমি স'রে থাকি, শীগ্‌গির তাড়াস্‌।

[কাঙালীর প্রস্থান।

(জগর দরজা খুলিয়া দেওন ও রমেশ বাবুর প্রবেশ)

জগ। আপনি কা'কে খুঁজ্‌ছেন?

রমে। ডাক্তার বাবুকে।

জগ। তা আমায় ব'লে যান, আমি তাঁর কম্পাউণ্ডার।

রমে। আপনি মেয়েমানুষ, (Compounder) কম্পাউণ্ডার।

— ওমা, তাও ত বটে!

তাও ত বটে কি?

আমি বাবুর বাড়ীর ঝি, তা বাবু বাড়ী নেই, এখানে আসুন।

রমে। বাবু বাড়ী আছেন বৈকি। তুমি যখন (Compounder) কম্পাউণ্ডার, আবার ঝী; বাবুকে ডাক গে, বিশেষ দরকার আছে, কোন ভয় নাই; বল, তাঁর ভাল হবে।

নেপথ্যে। কে রে ঝি, কে রে?

(কাঙালীর প্রবেশ)

কাঙা। আমি এই প্রাক্‌টীশ ক'রে খিড়্‌কি, দোর দে ফিরে এলুম।

রমে। বসুন,—বসুন,কাঙালী বাবু বল্‌বো না, হরিচরণ বাবু বল্‌বো? আপনি যে নামে প্রচার হ'তে চান, আমার আপত্তি নেই।

কাঙা। আপনি তো রমেশ বাবু?

রমে। হাঁ, আমি সম্প্রতি এটর্ণি হয়েছি। আপনি রাণাঘাটে একটা মাগীর সঙ্গে কেরাবি? যে মাগীর সঙ্গে কেরাবি করে-ছিলেন, তার ভাইপো আমার এই কাগজ-পত্রগুলো দিয়েছে, আপনার নামে জালের (Warrant) ওয়ারিণ বার কর্‌বার জন্যে।

কাঙা। কি, আপনি ভদ্রলোককে বাড়ীতে ব'সে অপমান করেন? চাপরাসী,—

রমে। আপনার চাপরাসী তো ঐ রূপসী, তা তো উনি হেথা হাজিরই আছেন, ব্যস্ত হবেন না; কি বল্‌তে এসেছি শুনুন,—সে কাগজপত্র দে'খে আপনি যে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি, তা আমার ধারণা হ'য়েছে, ক্রমে সন্ধান পেলুম, কলিকাতাতে আপনি এটর্ণির ক্লার্কসিপিও ক'রে দিয়েছেন। আমি নূতন আপিস করবো, আপনার মত একজন মহাশয়ের আবশ্যক। আপ-নার ভয় নেই, আমি সেই ভাইপো ব্যাটাকে তাড়িয়েছি, সে ব্যাটাকে

কাগজও দিয়ে দিচ্ছি নি, তারে খালা দিয়ে দিয়েছি যে, চারশো টাকা নিয়ে যাব; সে এখন দিন বাঁও জলে! এই দেখুন, সে কাগজ আমার হাতে।

কাঙা। কৈ দেখি?—কৈ দেখি?—

রমে। এই দেখুন, এতো চিন্‌তে পেরেছেন? তবে কাগজগুলো আমার ঠেঁয়ে থাক্‌বে, আপনার ঠেঁয়ে দিচ্ছি নি। আমি নূতন উকীল বটে, তবে নেহাত কাঁচা নই; পাঁচবার একজামিনে ফেল্ হ'য়ে তবে পাশ হয়েছি। আপনি যখন ক্লার্ক হবেন, আপনার হাতে অনেক আমায় যেতে হবে, আপনিও হাতে থাকা চাই, বন্ধুত্বের নিয়মই এই।

জগ। তা বটে তো বাবা! তা বটে তো বাবা! মুখপোড়া, মানুষ চেন না? এঁর সঙ্গে আলাপ কর্, তোর কপাল ফিরবে। কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি বল্লে, যেন ভাগবত পড়্‌লে! কি বাবা, কি করতে হবে বল? তুমি যা বল্‌বে, ইঁদুর পিড়ের কাণ ধ'রে আমি তাই করাব।

রমে। বাঃ রূপসি! আপনার নাম কি? আপনি সাক্ষাৎ বুদ্ধিরূপিণী।

জগ। আমায় বিদ্যাধরী বল, জগা বল, মাসী বল, খুড়ী বল, যা তোমার ইচ্ছে হয়। এখন কাজের কথা বল।

রমে। সুরেশ ব'লে একটী ছোক্‌রা তোমার এখানে আসে?

কাঙা। কে সুরেশ?

জগ। আ মর! মুড়ো হদ্দি, কা কে বিশ্বাস কত্তে হয়, কাকে অবিশ্বাস কত্তে হয়, জানিস্ নি? এসে বাবা, এসে।

রমে। তোমার কাছে টাকা ধার করে?

জগ। হাঁ, তা করে।

রমে। তার নোটগুলো আমি কিনুবো, আর এবার এলে তারে বুঝিয়ে ঠিক্ কর্‌তে হবে, যাতে একখানা (Hond) বণ্ডে সই করে। বলো, পাঁচশো টাকা পাবে। খানকতক কোম্পানীর কাগজ তোমাদের হাতে থাকবে, তাতে (En-dorse) এন্‌ডোর্স্ করিয়ে নেবে। কথাটা এই, তার বিষয়ের স্বত্ব আমি কিনে নেব।

কাঙা। বুঝেছি, বুঝেছি।

রমে। বুঝেছ তো?

জগ। বুঝ্‌লে কি হবে, তাকে বাগানো বড় শক্ত। তাকে আজ ছ মাস বোঝাচ্ছি, নালিস কত্তে, সে বলে, আমি দাদার নামে নালিস কর্‌বো না।

রমে। তোমাদের কাছে নোট আছে কত টাকার?

কাঙা। সে প্রায় চার পাঁচশো টাকা হবে।

রমে। তারে ভয় দেখাও—নালিস করবো।

জগ। সে তো তাই চায়, বলে, দাদা কি আমায় জেলে দেবেন? দাদা না দেয়, বৌ সব দেবে। এ হতচ্ছাড়াকে নিয়ে আমি কি করবে? একটু বুদ্ধি [illegible] নেই।

রমে। আচ্ছা, ও বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে। আপনি আমার ক্লার্ক হবেন? কাল থেকে বেরোবেন, মাইনে পাবেন না, আপনি ক্লায়েণ্ট জোটাবেন, তারই কষ্টের দশ-আনা ছ-আনা আপনার মাহিনার হিসাবে জমা-খরচ হবে।

কাঙা। তা বাবা, আমার হাতে তো ক্লায়েণ্ট নেই, আমি একটা বজ্জাতী হ'য়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। কিন্তু মাইনে না দিলে চল্‌বে না। যা হোক্, ডিস্পেন্সারি খুলে সিকিরীপাড়া জোমপাড়া বেড়িয়ে রক্তে আনা আটেক ক'রে দিন পোয়াব . আমা

মাঝে মাঝে সব কার্য করাচ্ছে, তাতেও কিছু কিছু পাই। গোটা দুষ্কি ক'রে টাকা দিও, তার পর কাঠার দশ-বারো দু-খানা ক'রো, চার আনা বার আনাতেও রাজী আছি।

রমে। আচ্ছা, তার জন্যে আট্কাবে না।

জগ। তোমার ত একটা পেয়াদা চাই?

রমে। তা আমি দেখে নেব এখন।

জগ। কেন নূতন আপিস কচ্ছো, আমায় কেন রাখ না, আমি তোমার চিঠি নিয়ে যাব।

রমে। তা রূপসি, আমি বুঝ্তে পেরেছি, তুমি পানাউল্লার ঠাকুরদাদা; এখানে ডিস্পেন্সারি চালাতে হবে, আর আর কাজ আছে, তোমায় দেব।

জগ। ডিস্পেন্সারিও চল্‌বে?

রমে। চল্‌বে না কেন, খুড়ো সকাল বিকেল নিকিরীপাড়া ঘুরে আস্‌তে পারবে, দিনের বেলা তুমি ওষুধ দেবে।

জগ। বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। দেখ্‌লি ষ্টুপিড, মানুষ চিনিস্ নি।

রমে। তবে আসি, কাল থেকে বেরোবেন, আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। রূপসি, চল্লুম।

কাঙা। এগারটার সময় বেরুলে চল্‌বে?

রমে। হাঁ, তা চল্‌বে।

[রমেশের প্রস্থান।

কাঙা। জগা, এইবার বরাত ফিরলো আর কি! আবার যখন এটর্ণি পেয়েছি, আর কিছু ভাবি নে; এই পাশের জমীটে বুড়োকে ঠকিয়ে ঠাকিয়ে দেড়শো টাকা ক'রে কাঠা কিনে নেব। এই দিশী মিস্ত্রীকে দিয়ে একখানা গাড়ী তয়ের ক'রে নেব, আর চিৎপুর থেকে দুটো ঘোড়া; বাগান একখানা করবেই হবে, যা হ'ক, তাতে জমজমাট করবো; কথা কচ্ছিস্ নি যে?

জগ। বল্ বল্, তোর আক্কেলের তোড়টা শুনি; তুই মুখ্যু কি না, গায়ে ফুলেল পৌষে তেল দিয়ে বসেছিস্। ও দেখ্‌তে ছোঁড়া, বুদ্ধিতে বুড়োর বাবা, কোন রকম ক'রে সুরেশটাকে হাত করে রাখ্, ভায়ের ঘরোয়া বিবাদ বাধ্‌লো বলে; মকদ্দমা বাধিয়ে দিয়ে সুরেশকে নিয়ে আর এক উকীলের কাছে যাস্, যে খরচা আদায় করতে পারবি।

কাঙা। তোর ত বুদ্ধি বড়, আমার নামে জালিয়াতের নালিশ ক'রে চৌদ্দ বৎসর ঠেলুক,—সেই মাগীর সব কাগজপত্র নিয়ে রেখেছে।

জগ। আমি চখে দেখ্‌লুম, আর আমায় পরিচয় দিচ্ছিস্ কি? মকদ্দমা কি আজ বাধাতে পারবি? দু-বছরে বাধে তো ঢের। ও যে উকীল দেখ্‌ছি, তত দিন বিশটা জাল করবে। আর আমার কথা তুই দেখিস, যখন ডাক্তারখানা রাখ্‌বে বল্লে, কারুকে বিষ খাওয়াবার মৎলব যদি না থাকে তো, কি বলেছি। ওকে আমি দু-দিনে হাত ক'রে ওর পেটের কথা সব নেব।

(সুরেশের পুনঃ প্রবেশ)

সুরে। বিদ্যাধরি, মেজ্‌দা এসেছিল কেন হে?

জগ। ওরে তোর কপাল ফিরেছে, ওরে তোর কপাল ফিরেছে!—(পদধূলি গ্রহণ)

সুরে। আরে যাও বিদ্যাধরি, আমার সিঁথে পারাপ হবে।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফু। ঠাকুরপো, এই নাও।

সুরে। মেজ বৌদিদি, যাদবকে দাদার ঘরে দিয়ে এস তো, আর এই চিঠিখানা মেজদাদাকে দিও।

যাদব। কাকী মা, আমার কান্না পাচ্ছে, আবার যদি বাবার অসুখ হয়?

প্রফু। না, বালাই! আর অসুখ হবে কেন? চল, তোরে আমি নিয়ে যাই।

সুরে। যেদো, যা তোর বাপের কাছে যা, কাঁদিস্ নি। আমি কেমন সুন্দর বেটম-বল কিনে এনে দেব এখন। কাল তোকে গড়ের মাঠে খেলতে নিয়ে যাব।

[যাদবকে লইয়া প্রফুল্লের প্রস্থান।

এই যে, আমার বুদ্ধিমান্ মেজদাদা উপস্থিত; সইসের মাথায় যে ব্রাণ্ডীর কেশ দেখ্‌ছি; এঁর জন্তেও মাদুলী গড়াতে হবে। দাদা যখন ক্যানেস্তারা থেকে বা'র ক'রে একটু একটু খান, তখনি আমি জানি; ও এমন জলপড়া না! আমি আর যা করি তা করি, এ জলপড়া ছোঁব না। ইস্! আমায় দেখে বামাল সাম্‌লাচ্ছেন!

(রমেশের প্রবেশ)

রমে। সুরেশ, এখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস্?

সুরে। তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল, তাই দিতে এসেছি।

রমে। কৈ রে।

সুরে। মেজ বৌদি'র হাতে দিয়েছি।

রমে। তোর হাতে কি?

সুরে। সুগন্ধি; ও বুটের চৈয়ে কি গা?

রমে। ও কৌন্‌সুলি সাহেবকে সওগাত পাঠাতে হবে।

সুরে। কৌন্‌সুলি, না চুকু চুকু ঢালি?—

[সুরেশের প্রস্থান।

রমে। ওরে, এদিকে আয়, ওই উদিকে রাখগে যা।

[সইসের প্রবেশ ও বাক্স রাখিয়া প্রস্থান।

যাতে পরের অপকার, তাতে আপনার উপকার! ভাইয়ের চেয়ে পর কে? প্রথমে মা বখ্‌রা, তার পরে বাপের বিষয় বখ্‌রা, ভাই-পো হবেন জ্ঞাতি-শত্রু! এই মদে দাদার অপকার, আমার উপকার। এ বিষয়-গুলো যে ব্যাপারী ব্যাটারা বেচে নেবে, তাতো প্রাণে সইছে না। দাদাকেও ফাঁকি দেওয়া চাই, ব্যাপারীগুলোকেও ঠকান চাই। যখন মদ ধরেছে, সই ক'রে নেবার ভাবি নি, আজই হ'ক্ কালই হ'ক্, (Mortgage) মর্টগেজ সই ক'রে নিচ্ছি। ভাবনা (Registry) রেজেষ্টীর—তা তখন দেখা যাবে। মদ আমার সহায়; জুড়ুতে দেওয়া হবে না, আজই দাদাকে মদ খাওয়াতে হবে; একবার দাদার কাছে যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যোগেশের ঘর।

যোগেশ ও জ্ঞানদা।

জ্ঞান। ছেলেটাকে চড় মেরেছিলে, কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, একবার ডাক।

যোগে। ডাক্‌বো কি, আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে আমার লজ্জা হচ্ছে, এই সর্ব্বনাশ, তার উপর এই ঢলাঢলি!

জ্ঞান। ও আর মনে কর না। ও ছাই আর ছুঁয়ো না।

যোগে। আবার!

জ্ঞান। একবার যাদবকে ডাক।

যোগে। যাদব! এদিকে এস।

(যাদবের প্রবেশ)

কাঁদ্‌ছ কেন? কেঁদ না বাবা, মেরেছিলুম, লেগেছে?

যাদ। না বাবা, তোমার যে অসুখ করেছে।

যোগে। অসুখ করেছিল, ভাল হয়ে গিয়েছে।

যাদ। আর অসুখ করবে না বাবা?

যোগে। না, আর অসুখ কর্‌বে না; আবার কাঁদ্‌ছ?

যাদ। বাবা, আর অসুখ কর' না, মা কাঁদ্‌বে, ঠাকুরমা কাঁদ্‌বে, কাকীমা কাঁদ্‌বে।

যোগে। না, আর অসুখ কর্‌বে না, তুমি ঠাকুরমার কাছে গে গল্প শোন গে।

যাদ। না বাবা, আমি গল্প শুন্‌বো না, তোমার কাছে বস্‌বো।

জ্ঞান। না, না, গল্প শুন্‌গে ও ঘুমুগে। হাঁ গা, খানখতক রুটী গড়ে আনি না, দুধ দিয়ে খাও, তাতে হাতে করেছ—

যোগে। না, না, পোড়ার মুখে আজ আর কিছু উঠ্‌বে না।

জ্ঞান। তবে শোওগে।

যোগে। এই যাই, রমেশকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, একটা কথা ব'লে শুইগে।

জ্ঞান। আয় যাদব, আয় যাবি আয়।

যাদব। হাঁ মা, বাবার যদি আবার অসুখ করে?

জ্ঞান। আর অসুখ কর্‌বে কেন?

[যাদবকে লইয়া জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগে। এক দিনে কি কাণ্ড হয়ে গেল! মদের কি আশ্চর্য্য মহিমা! এই ঢলাঢলি করলুম, তবু মনে হচ্ছে, একটু খেয়ে শুলে হ'ত। এই সর্ব্বনাশটা হয়ে গিয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন স্বপ্ন; শেষটা কি দেনদার হব! মাগ ছেলে তো পথে বস্‌লোই। উঃ! ইচ্ছা হচ্ছে, আবার মদ খেয়ে অজ্ঞান হই। ওঃ! এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়!—

(রমেশের প্রবেশ)

ভাই, সব শুনেছ?

রমে। আজ্ঞা, শুন্‌লুম বৈ কি।

যোগে। ঢলাঢলি করেছি, শুনেছ?

রমে। বলেন কি! হঠাৎ এ সর্ব্বনেশে খবর এলে লোক জলে ঝাঁপ দেয়; আপনি খুব ভাল করেছিলেন, নইলে, একটা ব্যামো স্যামো হ'ত।

যোগে। আর ভাল করেছি ছাই! মা'র উপোস গিয়েছে, ছেলেটাকে মেরেছি, বাড়ী শুদ্ধ কান্নাহাটী, শত্রুর মুখ উজ্জ্বল!

রমে। না, না, আপনি বুঝ্‌ছেন না, (Sudden Shock) সজন সকে একটা ব্যামো হতে পারতো।

যোগে। না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন উপায় কি? কারবার (Close) ক্লোজ করেছি, ব্যাপারীর দেনা প্রায় দেড় লাক টাকা। বিষয় বেচে তো না দিলে নয়; আমি ব্যাপারীদের ডেঁকে সময় দিয়ে দালাল বসিয়ে দিই।

রমে। যা একটা বলছিলেন,—বলেন, এখন বেচ্‌লে কি দাম হবে?— আধা দরে যাবে।

তিনি বলছিলেন, বৌয়ের নামে কল্লে হয় না? তার পর ক্রমে ক্রমে বেচা যাবে।

যোগে। ছিঃ! তিনি যেন মেয়েমানুষ বলেছেন, তুমি ও কথা মুখে আন? লোকের কাছে জোচ্চোর হব? শুনাম থাক্‌লে খেটে খাওয়া চল্‌বে। আর চলুক আর নাই চলুক, আমায় বিশ্বাস ক'রে মাল ছেড়ে দিয়েছে—বিশ্বাসঘাতক হব?

রমে। তা তো বটেই, তা তো বটেই, তবে একটা কথা, দরে না বিকুলে তো সব দেনা শোধ যাবে না।

যোগে। আমি সকলকে ডেকে বলি যে, আমার এই আওহাল, তোমরা সব আপনারা রয়ে বসে বেচে কিনে নাও। না রাজী হয়, জেল খেটে শোধ দেবো। এখন আর আমার বিষয় না, পাওনাদারের; তাদের যেমন ইচ্ছে, তাই হবে। আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু বড় গলা ক'রে বলতে পারি, কখন প্রবঞ্চনার দিক্ দিয়ে চলি নি। যারা প্রবঞ্চক, তারা কখন ব্যবসাদার হতে পারে না। বিশ্বাস ব্যবসার মূল, দেখ্‌ছ না, আমাদের জাতে পরস্পর বিশ্বাস নাই, ব্যবসাতেও প্রায় কেউ উন্নতি লাভ ক'ত্তে পারে না; লোকের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলুম, তাইতে যা মনে করেছি, তাই করেছি; সে বিশ্বাস কখনও ভাঙ্‌বো না, এতে জেলে যাই, স্ত্রী রাঁধুনী হয়, ছেলে অনাহারে মরে, সেও ভাল।

রমে। আমিও তো তাই বলি, তবে মা বল্‌ছেন, এই জন্যই শোনালুম।

যোগে। মা বলুন, যিনি অধর্ম্মে মতি দেবেন, তিনি মা'ই হ'ন আর বাপই হ'ন্ তাঁর কথা শুন্‌তে নেই। তুমি আজ রাত্তিরেই ব্যাপারীদের ডাকাও, আমি একটা বিলি করি, তা নইলে হবে না।

রমে। কাল সকালে ডাকৃব। দাদা, ময়রাদের একটা ছেলের ওলাউঠা হয়েছে, ব্রাণ্ডি একটু দিলে হয় না? আমার কাছে ঔষধ চাইতে এসেছে; আপনি ডাক্‌লেন, চ'লে এসেছি।

যোগে। তা আমাদের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দাও না।

রমে। কে ডাক্তার না কি একটু ব্রাণ্ডি খেতে বলেছে।

যোগে। তবে ডিস্‌পেন্সারিতে লিখে দাও।

রমে। লিখে দিতে হবে না, আমার ঠেঁয়ে আছে, ওর তাপ দেবার জন্যে একটা এনেছিলুম; আমি দিয়ে আসি গে।

যোগে। শীগ্‌গির এস, আমি স্থির হ'তে পারি নি, যা হয়, একটা রাত্রেই শেষ করবো।

[রমেশের প্রস্থান।

পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, মন না মতিভ্রম, বিশেষ মার কথা ঠেলা বড় মুস্কিল।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমে। দাদা, এইটুকু দিই? না, আর একটু ঢাল্‌ব?

যোগে। বেশী না হয়।

রমে। দাদা, আজ আমি ব্যাপারীদের খপর দিয়ে পাঠাই, কাল সকালে সব আস্‌বে, আজ হিসাব-পত্র মিলুচ্ছে, সকলে তো আস্‌তে পারবে না।

যোগে। তা বটে, কিন্তু আজ আমার ঘুম হবে না।

[রমেশের মদের বোতল রাখিয়া প্র

(যাদবের পুনঃ প্রবেশ)

কি রে যাদব, আবার এলি যে?

যাদ। বাবা, ঠাকুর মা কাঁদ্‌ছে।

যোগে। কেন রে?

যাদ। ছোট কাকা বাবু চোর হ'য়েছে, কাকী-মা'র বাক্‌স নিয়ে গিয়েছে।

যোগে। সে কি? এ আবার কি সর্ব্বনাশ! শেষ দশায় কি আমার এই হ'ল? আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হ'ল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, দরিদ্র হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া রোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না। চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলেম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল!

যাদ। বাবা, তুমি কি কচ্ছো? আমার মন কেমন করে।

যোগে। করুক্, আমার কি? আর কোন কথার তত্ত্ব করবো না, যা হয় হ'ক; আজ থেকে আমার চেষ্টা রহিত। এই যে সুরাদেবী! যখন কৃপা ক'রে এসেছ, আমি পরিত্যাগ করবো না; আজ থেকে তোমার দাস! (মদ্যপান)

যাদ। বাবা, কি কচ্ছো? আমার মন কেমন ক'রে তুমি অমন ক'র না।

যোগে। তুমি যাও, আমি তোমার বাবা নই। বিস্মৃতি! বিস্মৃতি! আমায় বিস্মৃতি দান কর!

যাদ। বাবা, তোমার অসুখ হবে, ঠাকুর মা বলেছে; বোতল খেয়ে অসুখ হয়েছে, আর খেয়ো না বাবা!

যোগে। যা, তুই যা। আজ থেকে যা, আজ থেকে গা ঢেলে দিলুম, যে যা বলুক; বোতলদিদী, কিসের ভয়?

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরে। দাদা বাবু, কি কচ্ছেন?

যোগে। কে ও সুরেশ? যা খুসী কর ভাই, আর তোমায় আমি কিছু বলবো না। নেচে বেড়াও, খালি আমোদ ক'রে বেড়াও, কিছু চেষ্টা ক'র না। আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি,—কিছু না, কিছু না, ঠেকে শিখেছি! আর কি ভাবি, যা হবার হবে, ক'দিক্ ভাববো? সব দিক্ ফাঁক! খালি জমাট নেশা চলুক্।

সুরে। ও মা! শীগ্‌গির এস, দাদা আবার মদ খাচ্ছে।

যোগে। মাকে ডাক্‌ছিস্? ডাক্, কিছু ভয় করি নি, আর মাকে ভয় করি নি। আমি যে লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়ার ভয় কি? কিছু ভয় নেই,·বস্! যা, এই আংটীটে নিয়ে যা, দু-বোতল মদ নিয়ে আয়। এক বোতল তুই নিস্, এক বোতল আমায় দিস্।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। ও বাবা যোগেশ, আবার কি সর্ব্বনাশ কচ্ছো?

যোগে। কিছু না, তুমি যাও মা, ঘুমের ওষুধ খাচ্ছি। (মদ্যপান।)

উমা। ও সুরেশ, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? কেড়ে নেনা।

যোগে। খবরদার,—মার্ ডাণ্ডা!

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

উমা। ও রমেশ, যোগেশ কি সর্ব্বনাশ করে দেখ্।

রমে। মা, তুমি স'রে যাও, স'রে যাও; মত

মানা করবে, তত বাড়াবে,—মাতালের দুলাই ওই।

যোগে। বাড়াবই তো! ভয় কিসের? ত্রিশ বৎসর ভয় ক'রে চলেছি, লোকনিন্দে? বড় বয়েই গেল!

রমে। ও সুরেশ, মাকে নিয়ে যা; আমি দাদাকে ঠাণ্ডা কচ্ছি। যত ঘাঁটাবি, তত বাড়াবে। যাদবকে নিয়ে যা।

সুরে। আয় যাদব আয়, মা এস।

উমা। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল রে!

রমে। মা চেঁচিও না, চারিদিকে শত্রু হাস্‌ছে।

সুরে। চল মা চল, মেজদাদা ঠাণ্ডা করবে এখন।

রমে। যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

[সুরেশ, যাদব ও উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

দাদা, তুমি তো খুব খেতে পার?

যোগে। হাঁ, বিশ বোতল খাব। যা, আর দু-বোতল নিয়ে আয়।

রমে। খেয়ে ঠিক থাক, তবে তো—

যোগে। খেয়ে ঠিক্ আছি, বেঠিক্ পাবে না। তবে কি জান, বড় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, প্রাণটা কেমন কচ্ছে, তাই খাচ্ছি, মাতাল হই নি।

রমে। হয়েছ বৈকি।

যোগে। চোপরাও!

রমে। চোপরাও?—কৈ লেখ দেখি?

যোগে। আচ্ছা, দাও দোয়াত কলম দাও।

রমে। অমন লেখা না, ঠিক্ সই কত্তে পার, তবে—

যোগে। ঠিক্ করবো, দাও।

রমে। (কলম, দোয়াত ও কাগজ প্রদান)

যোগে। (সই করিয়া) বাঃ! বাঃ! কেমন সই হলো! শুধু সই? সই-মোহর ক'রে দিই, আন।

রমে। এই দাও।

যোগে। (মোহর লইয়া মোহর করণ)

রমে। (স্বগত) একটা কাজ তো হলো, রেজেষ্টী করি কি ক'রে? দেখা যাক্।

যোগে। কি, কি, কি ভাব্‌ছ? কাজ গুছিয়েছ; আমি বুঝতে পেরেছি। যা খুশী কর, আমায় মদ দাও।

(উমাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ)

উমা। ও রমেশ, এখনও যে ঠাণ্ডা হ'ল না?

রমে। আবার এয়েছ? তোমরা যা জান কর, আমি চল্লুম।

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। মা, তুমি মানা ক'ত্তে এয়েছ? আর মদ খাব না, কেন খাব না? এই যে ত্রিশ বৎসর খেটে মলুম কেন? কি কাজ ক'ল্লুম? তুমি বুড়ো মা, আজন্ম বাঁদীর মত খাট্‌লে, তোমার কি কল্লুম? পরের মেয়ে যে ঘরে এনেছিলে, যে বাঁদীর অধম হ'য়ে সংসার কল্লে, তার কি কল্লুম? একটা ছেলে—তার কিসে রাখ্‌লুম? ভাইটে চোর হলো, তার কি কল্লুম? রমেশ মাতাল দেখে সই ক'রে নিয়ে গেল। কে জানে কিসে—চেষ্টা ক'রে তো এই কল্লুম! মনে কচ্ছো, মাত্‌লামো কচ্ছি? না মনের দুঃখে বলছি, বলতে বলতে আগুন জ্ব'লে উঠে, জল দিই—(মদ্যপান) মা, তুমি কিছু বলো না, তোমার ছেলে আজ মরেছে!

[যোগে

উমা। ও বাবা, কোথায় যান? ও বাবা, কোথায় যান? ও রমেশ, তোর বাবাকে দেখ্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যোগেশের বাটীর চক।

ব্যাঙ্কের দাওয়ান ও রমেশ।

দাও। রমেশ বাবু, আপনার দাদা কোথা?

রমে। তাঁর ভারি অসুখ! তিনি শুয়ে আছেন।

দাও। ডাকুন, ডাকুন, শুন্‌লে অসুখ ভাল হয়ে যাবে; (I bring good news.) আই ব্রিং গুড নিউস্!

রমে। ডাকবার যো নেই। কাল মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, ডাক্তার বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছে, কোন রকম (Excitement) একসাইট্‌মেন্ট না হয়।

দাও। বটে, তা হতেই তো পারে, বড্ড (Shock) শকটা লেগেছে। তা আপনাকেই ব'লে যাচ্ছি, আপনারা (Despair) ডেস্‌পেয়ার হবেন না, কালকে (Latest private Telegram to agent) লেটেষ্ট প্রাইভেট টেলিগ্রাম টু এজেন্টের কাছে এসেছে,—(The Bank may recover) দি ব্যাঙ্ক মে রিকভার। বোধ করি, তিন মাসের ভিতর পেমেন্ট (Payment) পেমেন্ট আরম্ভ হবে, কেউ এ খপর জানে না, (Secretry) সেক্রেটারি, আমি আর আপনি এই জানলেম, আপনার দাদা আমার (Intimate friend) ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড, তাঁর (Mind) মাইণ্ডটা কতকটা (Relieve) রিলিভ্ করবার জন্যে এসেছিলেম।

রমে। এ খপর তো তাঁকে এখন দিতে পারবো না, বেশী (Excitement) এক্‌সাইট্‌মেন্ট হবে, তাঁর (Heart afect) হার্ট এফেক্ট করেছে কি না।

দাও। (Never mind) নেভার মাইণ্ড! আপনি জেনে থাকুন, তিন মাস না দেখে কিছু নূতন (arrangement) এরেঞ্জমেন্ট করবেন না। (It is almost certain that we will recover) ইটিজ্ অল্‌মোষ্ট সারটেন্ দ্যাট উই উইল রিকভার।

রমে। (Thank you much obliged for your information) থ্যাঙ্ক্ ইউ মাচ্ ওব্লাইজ্‌ড্ ফর ইয়োর ইন্‌ফরমেশন।

দাও। আমি বড় ব্যস্ত আছি, সকাল সকাল বেরুতে হবে। চল্লুম, (Good morning) গুড্ মরনিং!

[দাওয়ানের প্রস্থান।

রমে। গুড্ মর্ণিং। ইস্! আজ না রেজেষ্টরি করে নিতে পাল্লে তো নয়। দাদার সঙ্গে দাওয়ান ব্যাটার দেখা হ'লেই সব দিক মাটী! আজ যদি রেজেষ্টারি না কত্তে পারি, আর ব্যাঙ্ক যদি (pay) পে করে, সুরেশের (One third-share) ওয়ান্-থার্ড শেয়ার তো বাগিয়ে নিচ্চেই হলো। যদি দাদা টের পায়? টের পায়,

টের পাবে! আমার ওয়ান্-থার্ড কে ছুঁচাবে? (Joint Hindu family) জয়েণ্ট হিন্দু-ফ্যামিলি। আমি মাকড়ি চুরির নালিসটে আঁধারে ঢিল ফেলেছিলুম। দেখ্‌ছি, এটা কাজে আস্‌বে, ওর ঠেঁয়ে ওর (Sha e) শেয়ারটা লিখিয়ে নেবার স্থবিধে হ'তে পারে, জেলের ভয়ে লিখে দিলেও দিতে পারে। দিক্ না দিক্, নাড়া দেওয়া উচিত। এই যে কাঙালী—

(কাঙালীর প্রবেশ)

কাঙা। আমায় ডেকেছেন কেন?

রমে। দেখ, আমি মাকড়ি চুরি গিয়েছে ব'লে পুলিসে জানিয়ে এসেছি। কে করেছে, কি বৃত্তান্ত, তা কিছু বলিনি। তুমি এখন গিয়ে (Informatiɔn) ইন্‌ফরমেশন দাও যে, অন্নদা পোদ্দারের হোথা মাল আছে, পুলিস সন্ধান ক'রে বার করবে। আর অন্নদাও সুরেশের নাম করবে। তুমি আজ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে যোগাড় ক'রে সুরেশকে বাড়ীতে আটক কর।

কাঙা। আর ওতো (Mortgage) মর্টগেজ ক'রে নিচ্ছেন, আর সুরেশকে আটক ক'রে কি দরকার? মর্টগেজ হ'লে তো আর ওর (One-third share) ওয়ান্ থার্ড শেয়ার থাকছে না যে, ভয় দেখিয়ে লিখে নেবেন?

রমে। না, তবু লিখে নেওয়া ভাল।

কাঙা। মর্টগেজ যদি সাজস্ প্রমাণ হয়?

রমে। এতো আমি আপনার নামে কচ্চি নি।

কাঙা। তবে কা'র নামে?

রমে। তবে আর তোমায় (Assignment) এসাইমেণ্ট কাপি কত্তে বলেছি কি? এ সব হেঙ্গাম মিটে যাক্, এক ব্যাটাকে শালের জোড়া টোড়া পরিয়ে এসাই-মেণ্ট সই ক'রে রেজেষ্টারি করে নেব।

কাঙা। কার নামে মর্টগেজ কল্লেন, রেজে-ষ্টারি ক'রে দেবে কে?

রমে। এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লে না? মর্টগেজ রাখ্‌ছে মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া, বসড়ী এলাহাবাদ; যে হয় এক ব্যাটা খোট্টা একশো টাকা পেয়ে মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া হবে এখন; সে জন্যে ভাবি নি, যা হয় করবো। এখন আজকে রেজেষ্টারি ক'রে নিতে পাল্লে হয়। একটা ব্রাণ্ডি, পোর্টের মতন লাল রঙ ক'রে রাখ্‌বো, একটু লাল রঙ্ পাঠিয়ে দিও তো। থাকুক একটা, দাদার খোঁয়ারির মুখে পোর্ট ব'লে দিলে চোল্‌তে পারবে।

কাঙা। আপনি বেশ ঠাউরেছেন, আমার একটা বওয়াটে ভায়ে পশ্চিমে ছিল, ঠিক হিন্দুস্থানীর মতন চাল-চলন। সে কিছু টাকা পেলেই আবার পশ্চিম চ'লে যায়, তাকেই মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া সাজান যাবে।

রমে। সে পরের কথা পরে, পুলিসে জানিয়ে এস গে।

কাঙা। যে আজ্ঞা।

[কাঙালীর প্রস্থান।

রমে। এখন পীতাম্বরে ব্যাটাকে হাত ক'ত্তে পাল্লে হয়।

(পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। ছি ছি ছি! কি আক্কেল! মেজবাবু কোথায় ঘরের কলঙ্ক ঢাক্‌বেন, না ব্যাপারীদের সাম্‌নে বল্লেন কি না বাবু মদ খেয়ে প'ড়ে আছেন!

রমে। ও সব না বোলে কি রকার রাজী

কত্তে পারতুম ? ব্যাপারীরা যদি দেখে, দাদা ঘর-বাড়ী বেচে দেনা দিতে রাজী, তা হ'লে কি এক পয়সা কমাতে চাইবে ? কাঁট-গেজ দেখেও নরম হ'ত না, পাকা কথা পেয়ে বল্‌তো। তুমি তো বোঝ না, বোলতো টাকা দাও, নইলে জেলে দেব। দাদাও বিষয় বেচে দিতেন। রক্ষা হয় কিসে বল দেখি ?

পীতা। তা'ই বোলে কি দেশ জুড়ে বাবুর কলঙ্কটা করেন ? এ ভাইয়ের বিষয় থাক্‌লেই বা কি, না থাক্‌লেই বা কি—যখন মান গেল, জোচ্চর ব'লে গেল, মাতাল জেনে গেল! আমি বড়বাবুকে ভুলি গে; ভুলে বলি যে, মেজবাবু এই ক'রে বিষয় বাঁচাচ্ছেন।

রমে। পীতাম্বর, তুমি দাদাকে না মেরে আর নিশ্চিন্ত হচ্ছো না! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, দাদা টাকার শোকে মদ খাচ্ছেন। আমি বিষয় বাঁচাচ্ছি সাধে ? আজ্ দেখ্‌ছো এই,—যে দিন বাড়ী বেচে ভাড়াটে-বাড়ীতে যাবেন, সে দিন গলায় দড়ী দেবেন। মাতাল বলে—মদ ছাড়্‌লেই গেল, জোচ্চোর বলে—দেনা দিলেই ফুরুলো; সব ফিরে পাওয়া যায়, প্রাণ গেলে তো আর প্রাণ ফিরবে না! পীতাম্বর, তা তোমার কি বল,—তোমার তো মা'র পেটের ভাই নয়, তোমার এক চাক্‌রী গেল, আর এক চাক্‌রী হবে। তুমি ধর্ম্মতঃ বল দেখি, দাদাকে অমন বেহেড্ কখন দেখেছ কি ? এ টাকার শোকে না কি ?

পীতা। আপনি মাতাল ব'লে পরিচয়টা দিলেন কেন ?

রমে। মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল পীতাম্বর! আমাতে কি আর আমি আছি? আমি মর্ম্মে মরে গেছি! তোমায় বল্‌ছি, কথা শুন,—দাদা জিজ্ঞাসা কোরে বল্‌বো, সবাই কিস্তিবন্দীতে রাজী হয়ে গিয়েছে। তুমিও বলো, হাঁ।

পীতা। আজ কেন বল্লুম, তার পর ?

রমে। আজ বিকেলে সব বেটাকে রাজী করবো—কেন ভাব্‌ছ ?

পীতা। যা ভাল হয় করুন, দেড় লাখ টাকা পাওনা, পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, আমার তো বোধ হয় হবে না।

রমে। পীতাম্বর, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আমি যা বলি, শুনো,—দাদার প্রাণটা রক্ষা কর, দাদাকে বাঁচাতে পাল্লে সব বজায় থাক্‌বে।

পীতা। তা সত্য, টাকার শোকেই এ ঢলা-ঢলিটা হ'ল। তা মেজবাবু, না বল্লেই হ'ত; মাতাল জেনে গেল; কথাটা ভাল হ'ল না।

রমে। তুমি একটী উপকার কর, ঐ মদনা পাগ্‌লার কথা মা শোনেন। ওকে দিয়ে মাকে বলাও, যেন দাদাকে বলেন, রেজে-ষ্টারি ক'রে দিতে। একবার রেজেষ্টারিটে কত্তে পাল্লে বুঝ্‌তে পারি, ব্যাপারী-ব্যাটারা রাজী হয় কি না।

পীতা। আমি বলাচ্ছি, কিন্তু গিন্নী মা বল্লেও বড়বাবু রাজী হবেন না।

রমে। চেষ্টা তো কত্তে হয়।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

বড় বৌ, বড় বৌ!

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞান। কি গা ?

রমে। এই দিকে এস না।

জ্ঞান। কি বলবে বল না? ওখানে গেলে বকেন।

রমে। এখানে আর কেউ নেই শোনো—বড় বৌ, বিষয় যাক্, সব যাক্, আমি ভাবি নি, সংসারের জন্যেও ভাবি নি; আমি মোট ব'য়ে সংসার করবো; কিন্তু দাদাকে বাঁচাই কিসে? দেখছো তো! শিবতুল্য মানুষ!—টাকার শোকে মদ খেয়ে ঢলাঢলীটা করেছেন। বলেছেন, বাড়ী বেচে দাও। কিন্তু বড় বৌ, বাড়ী বেচ্‌লে আর দাদাকে পাব না, দম ফেটেই মারা যাবেন!

জ্ঞান। তা ঠাকুরপো, আমি কি করবো বল? আমার তো ভাই, আর হাত-পা আস্‌ছে না।

রমে। না, এই সময় বুক বাঁধ, তুমি অমন কল্লে আমরা ভাস্‌ব।

জ্ঞান। আমি কি করবো বল? ঠাকুরপো, আমার ডাক্ ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে। কাল সমস্ত রাত দুটী চক্ষের পাতা এক করি নি। ছেলেটা সমস্ত রাত ফুলে ফুলে কেঁদেছে—আর যদি ভাই, সে ছট্‌ফটানি দেখ্‌তে,—জল দাও, বুক যায়! এই ভোর বেলা এক গেলাস জল খেয়ে ঘুমিয়েছে।

রমে। এক উপায় আছে, যদি দাদাকে রেজে-ষ্টারি ক'রে দিতে রাজী কত্তে পার, তা হ'লে সব দিক্ বজায় থাক্‌বে।

জ্ঞান। রেজেষ্টারি কি?

রমে। বিষয়টা বেনামী কচ্ছি; সইও করেছেন, রেজেষ্টারি ক'রে দিতে নারাজ হচ্ছেন। এ না কল্লে পাওনাদারেরা সব বেচে নেবে।

জ্ঞান। দেনা শোধ হবে কি ক'রে?

রমে। রয়ে ব'সে বন্দোবস্ত করবো। এই নূতন রাস্তাটা যাচ্ছে, অনেক বাড়ী পড়্‌বে, বাড়ীর দর তিন গুণ হবে। খান দুই বাড়ী ছেড়ে দিলেই সব শোধ যাবে।

জ্ঞান। ও দেনা রাখ্‌তে রাজী হবে না।

রমে। উনি বলছেন জো, আবার টাকার শোকে মদও তো খাচ্ছেন, বাড়ী বেচে তা'র পর গলায় দড়ী দিয়ে ঝুলুন।

জ্ঞান। আর বলো না ঠাকুরপো, আর বলো না।

রমে। তা শেওরালে হবে কি? বাড়ী বেচ্‌লে একটা না একটা কাণ্ড হবে। মা অনুরোধ করুন, তুমি অনুরোধ কর, আমি অনুরোধ করি—

জ্ঞান। মাকে দিয়ে বলাই, আমায় ধম্‌কে তাড়িয়ে দেবেন।

রমে। মা থাক্‌বেন, তুমিও থাক্‌বে। যাও, মাকে বুঝিয়ে বল গে। দাদা উঠ্‌লে মাকে বুঝিয়ে নিয়ে যেও, আমিও থাক্‌বো এখন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

নেপথ্যে। রমেশ বাবু! রমেশ বাবু!

রমে। কে হে, হাবুল? এদিকে এস।

(মঙ্গলসিং জমাদার ও ইনেস্পেক্টরের প্রবেশ)

কি? মাকড়ীর কিছু তদন্ত হ'ল?

ইনে। ওহে সর্ব্বনাশ!

রমে। সর্ব্বনাশ কি?

ইনে। অন্নদা পোদ্দারের দোকানে মাল ধরা পড়েছে, তা'কে (Arrest) য়্যারেষ্ট ক'রে এনে তদন্ত ক'রে দেখ্‌লুম, তোমার গুণধর ভাই সুরেশ চুরি করেছে!

রমে। সে কি! সুরেশ চুরি করেছে?

ইনে। এ সাপে ছুঁচো ধরা হ'ল! কি করি বল দেখি? পোদ্দার ব্যাটাকে ছেড়ে দিলে তো ডিপুটী কমিসনরের কাছে রিপোর্ট করবো।

ন। সে কি? সুরেশ চুরি করেছে? সে পোদ্দার ব্যাটার বল।

ন। না হে, বমনা, মদন নিজের সাম্‌নে বাঁধা দিয়েছে। এ আজ কলুটোলার থানা থেকে এসেছে, নালিশের কথা কিছু শোনে নি। শুনেই বল্লে, সুরেশ বাবু বাঁধা দিয়েছে। সুরেশ বাবু না হ'লে যখনি বাঁধা দিতে গিয়েছিল, তখনি ধত্তো। ওর (Uniform) ছিল না কি না, দাঁড়িয়ে শুনেছে, সুরেশ বলেছে, দাদার মাকৃড়ি বৌকে ফাঁকি দিয়ে এনেছি।

মজ। হাঁ বাবু, সব সাঁচ্ হ্যায়, হাম্ শুনা।

রমে। আঁ্যা! সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! সুরেশ চোর হ'ল!

ইনে। এখন কিছু খরচ কর; রামাস্তাকৃরা ব'লে এক ব্যাটা আছে, সে টাকাপো চার পাঁচ পেলে কবুল দেবে, বাক্স ভেঙ্গে চুরি করেছি! বল তো, আমি সেই ব্যাটাকে চালান দিয়ে মকদ্দমা সাজিয়ে দিই।

রমে। বল কি হাবুল! আমি একজন নির্দ্দোষী লোককে সাজা দেওয়াব? আমার প্রাণ থাক্‌তে হবে না। (I have taken my oath to aid justice.) আই হ্যাব্ টেকন্ মাই ওথ টু এড্ জষ্টিস্।

ইনে। তবে উপায় কি?

রমে। (Let justice take its course.) লেট্ জষ্টিস্ টেক ইট্‌স্ কোর্স। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করো না, যা জান কর।

ইনে। সে কি হে? বেয়াদ হয়ে যাবে।

রমে। (Let justice be done. Oh! help me my god) লেট্ জষ্টিস্ বি ডন্, ওঃ! হেল্প মি মাই গড! ওহো! হো হো!

জমা। বাবু, মত্‌লব হ্যায়।

ইনে। দেখ্‌লা, তবে রমেশ বাবু, চলুন।

রমে। আর কি বল্‌বো! ওহো! হো হো হো!

জমা। বাবু, শালা বদ্‌মাস্ হ্যায়।

[ইন্‌স্পেক্টার ইত্যাদির এক দিকে ও অপর দিকে রমেশের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোগেশের ঘর।

জ্ঞানদা ও যোগেশ।

জ্ঞান। অসুখ করেছে, শোবে এস না, উঠ্‌লে কেন?

(রমেশের প্রবেশ)

রমে। দাদা মশাই, গায়ে কাপড় দিয়েছেন যে, জরভাব হয়েছে না কি?

যোগে। কে জানে ভাই, ঘামও হচ্ছে, শীতও কচ্ছে।

রমে। সে কি? আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

যোগে। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যাপারীদের সঙ্গে কি হ'ল বল?

রমে। আজ্ঞা, সব খবর ভাল—আমি এসে বল্‌ছি। ঘামও হচ্ছে,শীতও কচ্ছে—এ কি?

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। বড় বৌ, কাছে এস; আমার যেন ভয় কচ্ছে, যেন কে আশে পাশে রয়েছে।

জ্ঞান। ওমা! সে কি গো?

যোগে। চট্ ক'রে—না কিছু না, ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্—এ সব কি এ! এখনও কি নেশা রয়েছে? মাথা টল্‌ছে, বুকটায় হাত

যাও। বড় বৌ, কাল কিছু হাঙ্গাম করে-ছিলুম? কিছু মনে নেই।

জ্ঞান। না, কিছু কর নি, তুমি শোবে এস।

যোগে। না, চোখ্‌ বুঝ্‌লে ভয় হয়, আমি ব'সে থাকি। শরীর ঝিমুচ্ছে! শরীর ঝিমুচ্ছে—

নেপথ্যে। বড় বৌ, স'রে যাও, ডাক্তার বাবু যাচ্ছেন।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

(কাঙালীকে লইয়া রমেশের প্রবেশ)

যোগে। ও বাবা! এ কে!

রমে। দাদা, আমি ডাক্তার এনেছি; মশাই দেখুন দেখি, ঘামও হচ্ছে, শীতও কচ্ছে।

কাঙা। ইনি কি (Alcohol) এলকোহল ব্যবহার ক'রে থাকেন?

রমে। আজ্ঞা, একটু হয়েছিল।

কাঙা। তারির (Reaction) রি-একসন, আর কিছু না, ভয় নেই। আপনি যে ক'রে গিয়ে পড়্‌লেন, আমি মনে কল্লুম, (Apoplexy) এপোপ্লেক্‌সি হয়েছে। কি কি হয়েছে, একটু (Mild dose) মাইল্‌ড ডোস খেতে দিন।

যোগে। না, মদ আর ছোঁব না।

কাঙা। হাঁ, তা আপনাকে একেবারে পরিত্যাগ কত্তে হবে বৈকি। রমেশ বাবু, বাড়ীতে কুইনাইন থাকে তো পোর্টের সঙ্গে একটু একটু দিন। রি-একসান্‌টা বড় বেশী হয়েছে। মশাই, একটু ভয় ভয় কচ্ছে কি?

যোগে। আজ্ঞা, শরীরটে কেমন কেন ছম্‌ছমে হয়েছে।

কাঙা। হাঁ, (Collapse) কোলাপ্স আস্‌তে পারে। এক কাজ করুন, (Twelve ounce Port and thre grain Quinine) টোয়েল্‌ভ আউন্স পোর্ট, আর থ্রি গ্রেণ কুইনাইন, সোডাওয়াটারের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু একটু দিন। বড্ড রি-একসান্‌টা হয়েছে। ভয় পাবেন না, সেরে যাবে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, আর এল্কোহল না ছোঁন্;—

রমে। তা ওষুধটা আপনার ঐখান থেকেই পাঠিয়ে দিন।

কাঙা। আচ্ছা, আপনার লোক পাঠিয়ে দিন।

রমে। আসুন।

[রমেশ ও কাঙালীর প্রস্থান।

যোগে। একটু পোর্ট খেলে বোধ হয় উপকার হবে। গা-গতর যেন লাঠিয়ে ভেঙেছে! এক ডোস্‌ খেয়ে শুয়ে পড়্‌বো। মানুষটা বিজ্ঞ, ঠিক্‌ ধরেছে।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞান। হাঁ গা, ডাক্তার কি ব'লে গেল?

যোগে। ওষুধ পাঠিয়ে দেবে।

জ্ঞান। কোন ভয় নেই তো?

যোগে। না।

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমে। দাদা, আমার ঠেঁয়েই আছে, একটু কুইনাইন আর সোডাওয়াটার দিয়ে খান, দু ডোস্‌ হবে, তার পর পাঠিয়ে দিচ্ছে।

যোগে। কি বল্‌ছো?

রমে। বল্‌ছি, ভয় নেই।

[জ্ঞানদার প্রস্থান।

যোগে। হাঁ হে, এ আত্মীয় গঙ্গ বে?

রমে। এখানকার ঐ (Best port) বেষ্ট পোর্ট। দেখ্‌ছেন না, একটু রঙেরও তফাৎ; (Advocate General) এড্‌ভোকেট্‌ জেনারেলের জন্যে ফ্রান্স থেকে এসেছিল। আমি একটা নিয়ে এসেছিলুম, দু এক জন চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এই একটুকু আছে।

যোগে। খেতে একটু নেশাও হ'ল, কিন্তু (Immediate relief) ইমিজিয়েট রিলিভ বোধ হচ্ছে, (Taste) টেষ্টও ব্রাণ্ডীর মতন।

রমে। ব্রাণ্ডীর ও রকম রঙ হয় কি?

(জনৈক চাকরের প্রবেশ ও ঔষধ দিয়া প্রস্থান)

যোগে। কি রকম খেতে বলেছে?

রমে। মাঝে মাঝে একটু একটু খান, এই যে দু শিশি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখুন, ঠিক্‌ এক রকম রঙ, এই এখন চলিত হয়েছে।

যোগে। ব্যাপারীদের কি হলো?

রমে। আজ সে কথা থাক্‌, আপনার শরীর অসুখ।

যোগে। না, সে কথা না শুন্‌লে আমার আরও অসুখ বাড়্‌বে।

রমে। ব্যাপারীদের কথা তো টাকা চায়। আপনার অসুখ, আমরা তো ঘরোয়া একটা পরামর্শ করি নি।

যোগে। আর পরামর্শ কি, বেচে কিনে তো দিতে হবে, একটা সময় নাও।

(জ্ঞানদার ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

রমে। বৌ, দাদা বল্‌ছেন, সব বেচে কিনে ব্যাপারীদের দাও। মাস দুই বাদে বেচ্‌লে তিন গুণ দর হ'ত, চাই কি খান দুই বাড়ী বেচেই সব দেনা শোধ যেতো; তা ওঁর সামগ্রী উনি বেচ্‌তে চাচ্ছেন, তা আমি কি বল্‌বো বল?

জ্ঞান। হাঁ গা, কেন, দু দিন তর নেই? সব তাড়াতাড়ি! সাত গুষ্টীকে পথে বসাবে কেন বল দেখি?

উমা। বাবা যোগেশ, আমারও ইচ্ছা, রয়ে ব'সে বেচা। ছেলেটা পুলেটা হয়েছে, ঐ অপোগণ্ড ভাইটে, আমি বুড়ো মা,—এ বয়সে কোথায় বাড়ী ভাড়া ক'রে থাক্‌বো বল?

যোগে। মা, তুমিও ঐ কথা বল্‌ছো?

উমা। বাবা, সাধে বল্‌ছি, দুদিন বাদে যদি দর হয়, ভদ্রাসনটা থাকে; ব্যাপারীদের টাকার সুদ ধ'রে দিলেই হবে।

রমে। তা বৈকি, আমি (Twe've Per-cent) টুএলভ পারসেণ্টের হিসাব দেব।

যোগে। রমেশ, তোমারও কি ঐ মত?

রমে। দাদা, সাধে মত! কোথায় যাই বলুন দেখি, বুড়ো মাকে নিয়ে আজ কার দ্বারস্থ হব? যাদবের কি হবে? ঐ সুরেশটার কি হবে? এমন নয় যে কারুকে বঞ্চিত কচ্ছি, দু দিন আগু আর পিছু।

যোগে। ব্যাপারীরা থাম্‌বে?

রমে। কৌশল ক'রে থামাতে হবে।

যোগে। কৌশল কি? সোজায় বল, থামে আমার আপত্তি নেই, আমি কৌশল ক'ত্তে চাই নি।

রমে। তবে মা, আমি কি কর্‌বো বল? ব্যাপারীরা যদি টের পায়, দাদা বেচে দিতে বলেছেন, তারা বল্‌বে, আজই বেচ। আর বেচ্‌তেই যে যাচ্ছেন, তাও কিছু এক দিনে হয় না। কেউ কেউ বদমায়েসী ক'রে একটা (Attachment) এটাচমেণ্ট বার ক'ত্তে পারে; তার পর তারে বোঝাও সোঝাও,

তার, মন নরম কর, না হয় ডিগ্রী করে কোর্ট থেকে আধা কড়িতে বেচে নেবে।

যোগে। কি কৌশল ক'র্ত্তে বল?

রমে। আমি পীতাম্বরের সঙ্গে পরামর্শ করেছি, সে ঠিক ঠাউরেছে। সে বলে, বেনামী করুন।

যোগে। কি বেনামী? এ তো জুচ্চুরি!

রমে। দাদা, জুচ্চুরি না কল্লে জুচ্চুরি। এই যে বো'র নামে বাড়ী করেছেন, বৌ কি টাকা দিয়েছিল, না আপনার রোজ্গার? এও বলুন জুচ্চুরি! আপনি বল্বেন, আমি রোজগার ক'রে দিয়েছি। ঐ সুরেশটা বদ্মায়েস, ও যদি বলে (Joint family) জয়েন্ট ফেমিলি, দাদা আমাদের ফাঁকী দেবার জন্য করেছেন। বলুন, এত দিন আমাদের খাওয়ালেন, পরালেন, বলুন জুচ্চুরি করেছেন।

যোগে। হুঁ (মদ্যপান)

উমা। ও কি খাচ্ছ?

রমে। ও ওষুধ। তা দাদা, আমার জেলে দেন দিন; সর্ব্বস্ব যাবে, আমি প্রাণ থাক্তে দেখ্তে পার্বো না। যেদো ভিখিরী হবে, বৌ রাঁধুনী হবে,—মাকে আবার মামার বাড়ী রেখে আস্বো, তা আমার প্রাণ থাক্তে হবে না। আমি বল্ছি, কাল রাত্রে আপনার কাছ থেকে (Mortgage) মর্টগেজ লিখিয়ে নিয়েছি, (Registrar) রেজিষ্ট্রার ডাকিয়ে আনি, আপনি বলুন মিছে, আমায় বাঁধিয়ে দিন, আপদ্ চুকে যাক্; দ্বীপান্তরই যাই, এ সব দেখ্তেও আস্বো না, বল্তেও আস্বো না। দেখ দেখি মা, দু দিন তর নেই। ওঁর মা বল্ছে, স্ত্রী

আধা কড়িতে সর্ব্বস্ব বেচ্বেন, আর দেনা দার হয়ে থাক্বেন।

যোগে। রমেশ, রমেশ, শোন শোন—আমি স[illegible] করেছি?

রমে। আজ্ঞে, আপনি করেছেন কি—আমি স[illegible] করিয়ে নিয়েছি, আমি তো বল্ছি।

যোগে। তবে জোচ্চোর হয়েছি।

উমা। বাবা যোগেশ, আমার এই কথাটী রাখ[illegible] আমি তোরে গর্ভে ধরেছি, তোর মাতৃ[illegible] শোধ হবে, এই কথাটী রাখ; রমেশ [illegible] বল্ছে, শোনো, তোমার ভাল হবে। এ[illegible] দেখ দেখি বাবা, তুমি টাকার শোকে ম[illegible] খেয়েছ; যখন বাড়ী বেচে যাবে, তখন কি[illegible] আর তোমায় তুমি থাক্বে? তুমি জান[illegible] আমি ঋণ কত ডরাই! আমি তোমা[illegible] ভালর জন্য বল্ছি, সুদে আসলে কড়া[illegible] গণ্ডায় শোধ দিও। আজি দিচ্ছ, না হ[illegible] কাল দেবে।

রমে। মা, ঋণশোধ যাচ্ছে কৈ? তা হোলে[illegible] তো বুঝ্তুম, মোট বয়ে সংসার চালাতুম

যোগে। (Mortgage) মর্টগেজ কি ব্যাপারী[illegible] দের দেখিয়েছ?

রমে। দেখিয়েছি, না দেখালে আজ সাতখা[illegible] এনতাকাল এসে পড়্তো।

যোগে। তবে তো কাজ অনেক এগিয়ে[illegible] রেখেছ। ভাই, একটা কথা আছে, বিষ[illegible] 'সমিস্তে', তার মানে আমি বুঝ্তুম না—আজ বুঝ্লুম, আমার বিষম সমিস্তে! ম[illegible] অনুরোধ, স্ত্রীর অনুরোধ; হয় ভা[illegible] জোচ্চোর, নয় আমি জোচ্চোর, [illegible] একজনের উপর দিয়েই স'ক! কুল[illegible] রটতে দেরি হয় না। মাতাল নাম রটে[illegible] এতক্ষণ জোচ্চোর নামও বাজ্লো। [illegible]

দিয়ে অনেক সয়েছে; আজও স'ক। বড় বৌ, খুব কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছ,—জুচ্চুরি ক'রে বিষয় রাখ্‌বে। পার ভাল, আমি বাধা দেব না। আমার—আমার সব ফুরিয়েছে! যখন সুনাম গেছে—সব গেছে, আর কিসের টানাটানি? আর মমতাই বা কিসের? তারা তো রেজেষ্টারী কর্‌বার জন্ত দাঁড়িয়ে আছে; চল, গুড়স্য শীঘ্রং। আমি কাপড় ছেড়ে আসি, পথে শিখিয়ে দিও, কি বল্‌তে হবে। মা, তোমার না ওষুধ নিয়ে ছেলে হয়েছিল? বেশ ওষুধ নিয়েছিলে।—একটা মাতাল, একটা জোচ্চোর, একটা চোর।

রমে। দাদা মশাই, কি বল্‌ছেন?

যোগে। আর "দাদা মশাই" না, ভয় নেই—আর আমি কথা ফেরাচ্ছি নি, রেজিষ্টারী করে দেব, ভয় নেই। বড় বৌ, আমি বলেছিলুম, দিনকতক নিশ্চিন্ত হব, তার দেরি ছিল; কিন্তু তোমরা আজ আমার নিশ্চিন্ত করে।

জ্ঞান। অমন কচ্ছো কেন? তোমার মত হয়, বেচেই দাও।

যোগে। আর গোড়া কেটে আগায় জল কেন? সুনাম খুইয়েছি! সুনাম খুইয়েছি! জীবনের সার রত্ন হারায়েছি! পিতৃবিয়োগে দরিদ্র হয়েছিলুম, কিন্তু পরেশমণি সুনাম ছিল; সেই পরেশমণি যাতে ঠেকেছে, সোণা হয়েছে—সে রত্ন আমার নেই! চল রমেশ, তবে তরের হও।

[যোগেশের প্রস্থান।

উমা। না বাবা রমেশ, ও বেচে কিনেই দিক।

জ্ঞান। ঠাকুরপো, ও যখন অমন কচ্ছে—

রমে। মা, ছেলেটার মাথা না খেয়ে আর নিশ্চিন্ত হচ্ছো না? বেচে কিনে দিয়ে গলায় দড়ি দিক, এই তোমার ইচ্ছে? যাও, তোমাদের কথা আমি শুনিনি, ওলোকে আমি ভাসিয়ে দিতে পার্‌বো না। আমি পৈ পৈ ক'রে বারণ করেছিলুম, দাদা, ও ব্যাঙ্কে টাকা রেখো না, শুন্‌লেন না। ওঁর কি এখন বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে যে, ওঁর কথা শুন্‌তে হবে? কত দুঃখে রোজগার হয়, তা ত কেউ জান না; তা হ'লে বুঝ্‌তে, মানুষটার প্রাণে কি ঘা লেগেছে! এই ডাক্তার ব'লে গেল কি, রমেশ বাবু সাবধান! যে ঘা লেগেছে, হঠাৎ একটা খারাপ হ'তে পারে। সর্ব্বস্ব খোয়াবেন, আবার জেলে যাবেন, আবার ঋণকে ঋণ রইলো, এই কি তোমাদের ইচ্ছে? আঃ! আমার মরণ নেই!

উমা। বাবা, রাগ করিস্‌ নি, রাগ করিস্‌ নি!

জ্ঞান। ঠাকুরপো, দেখ, ও বড় অভিমানী।

রমে। এই আমিও তাই বলি, উঁচু মাথা হেঁট হবে, পাঁচজন হাস্‌বে, তা হ'লে কি বাঁচ্‌বে?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঙালীর বাড়ীর উঠান।

সুরেশ, শিবনাথ ও জগ।

সুরে। বিদ্যাধরি, বিদ্যাধরি, দোর খোলো।

জগ। কে ও?—সুরেশ! আমি এই বিল সেধে টাকা নিয়ে এলুম। এই নাও, এই পাঁচ টাকার নোটখানা নাও।

শিব। কে বাবা, তোমার এ মহাজন কে বাবা,

লক্ষ্মী আপনি, অপ্সরী কিন্নরী! আ মরি মরি! চাপকাণের কি বাহার হয়েছে। আবার এই যে তকমা দেখ্ছি! বিবি, পাগড়ীটে পর, কি বাহার দেখি; সুরেশ, এ হিজ্‌ড়ে বেটীকে পেলি কোথা?

সুরে। চল চল, মজা আছে; মদন দাদা এসেছে?

জগ। সে অনেক ক্ষণ ব'সে আছে।

সুরে। শিবে, সে বেটীরা পেচিয়ে পড়্‌লো না কি?

শিব। পেছিয়ে পড়বে কেন? ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর বাচ্ছা দেখা দিয়েছে! কিন্তু বাবা, তুমি যে পেটেণ্ট বার করেছ, বলিহারি যাই।

জগ। কি বল্‌ছ, পাঁঠা? আমি পাঁঠা রেঁধে রেখেছি, আমোদ করবে ব'লে গেল্লে—

সুরে। বিদ্যাধরি, আজ ব্যাপারটা কি? না চাইতে চাইতেই টাকা, পাঁঠা রেঁধে রেখেছ? আজ গলায় ছুরি দেবে, না বাঁধিয়ে দেবে?

জগ। চোপ্‌ শূয়ার্!

শিব। বাঃ, বাঃ, বুলিদার।

জগ। এ ইষ্টুপিড কে?

শিব। ফের জিতা, পড় বাবা পড়—

জগ। চোপ্‌! কাণ মলে দেব।

শিব। এ কে বাবা? দিনেতে অশ্বিনী হ'ত, রেতে কামিনী।

(ঘোম্‌টাওয়ালীদ্বয়ের প্রবেশ)

বাবা, মেয়েমানুষ দেখ! মনে করেছ, তোমরাই চেহারাবাজ? তোমাদের বাবার বাবা দাঁড়িয়ে!

জগ। যা যা, ভেতরে যা, আমোদ কর্ গে যা।

শিব। রূপসি, তুমি না এলে রাজচটক হবে না।

জগ। আমি যাচ্ছি, তোরা যা, আমার একটু কাজ আছে।

শিব। রূপসি, এস, মাথা খাও, তা নইলে এক তিল আমোদ হবে না।

সুরে। আরে আয় না, এর চেয়ে মজা হবে আয়।

শিব। হাঁরে তুই বলিস্‌ কি, এর চেয়ে মজা হয়? আমি আধ ঘণ্টায় ভঙ্গী ঠাওর কত্তে পাল্লেম না। যেন কামিখ্যের হিজ্‌ড়ে ডা'ন! রূপসি, গাছচালা জান?

সুরে। আয় না, আর এক চেহারা দেখ্‌বি আয় না।

শিব। বাবা, এর উপর যদি তোমার ফর্‌মেসে চেহারা থাকে, তা হ'লে তুমি হোসেন খাঁ। সব কত্তে পার, ইন্দ্রের শচী আন্‌তে পার।

সুরে। আয়, মজা দেখ্‌বি আয়।

শিব। রূপসি, ভুলে থেকো না, আমোদ হবে না, তোমার নাচ দেখ্‌তে হবে; এস হে।

প্র, ঘো। হাঁ মিতে, ও কি দাড়ি গোঁপ কামিয়েছে?

শিব। এই মুরুব্বিকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তত্ত্ব পাইনি বাবা!

[জগা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। মড়ারা সব মরেছে! কারুর দেখাটী নেই। ওদের ইয়ারের মন, এ কোটরে যদি না ট্যাকে, তা হ'লে তো ফস্কালো, কাজ করে, তার বাঁধন নেই।

(জনৈক দরোয়ানের প্রবেশ)

তোম কে হায়?

দর। বাবু ঘরমে আছে?

জগ। কেন?

দর। ভিতর যাব, একঠো কথা আছে।

জগ। কি কথা আছে, হাম লোককো বল।

দরো। আরে এতো বড় ঝামিলা! তোম্ নোকর হায়, তোম্‌সে ক্যা বোলে?

জগ। নোকর হায় তো কি হুয়া হায়? কোন্ বাবুসে কথাবাত্রা হায়?

দরো। জগ বাবুসে।

জগ। হাম লোক হচ্চি জগবাবু।

দরো। আরে! এ আওরাৎ ক্যা চাপরাসী!

জগ। তুমি তো সন্ধান নিতে আয়া হায়, সুরেশ বাবু আগা কি না?

দর। আরে, এতো ঠিক হুয়া, আওরাৎ তো বাবু বন্ গিয়া। বাঙ্গালা কা বহুৎ তামাসা, সেলাম, বাবু সেলাম!

জগ। বাত্ কা জবাব দিতে পার্‌তা নেই?

দরো। হাঁ হাঁ, ওহি বাত!

জগ। তুমি যাও, পোড়ারমুখো মিন্‌সেকে জল্‌দী করকে পাহারোলা নিয়ে আস্‌তে বল।

দরো। সেলাম বাবু সা'ব।

[দরোয়ানের প্রস্থান।

(মদন ঘোষ, সুরেশ, শিবু ও ঘোম্‌টা ওয়ালী-দ্বয়ের প্রবেশ)

শিব। ছিঃ বিত্তাধরি! এমন ফাঁকা জায়গা থাক্‌তে অমন কোটরে জায়গা কচ্ছো?

জগ। তা এইখানেই ব'স—তা এইখানেই ব'স। আমি আস্‌ছি, এইখানে একটু কাজ সেরে আস্‌ছি।

শিব। দোহাই সুন্দরি! অনাথ হ'ব! অনাথ হ'ব!

জগ। আমি এলুম বলে।

[জগর প্রস্থান।

সুরে। মদন দাদা, এই তো সব কনে এনে হাজির করেছি, একটা পছন্দ ক'রে নাও।

মদ। কৈ—কৈ? তা ভাই, তোমরা কর্‌বে না তো কর্‌বে কে? যাকে হয় দাও, যাকে হয় দাও; কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা—

সুরে। মদন দাদা, গোটা দুই বে কর, কি জানি, একটা যদি বাঁজা হ'ল?

মদ। তা ভাই, তোমার কথায় আমার অমত নেই, তোমার কথায় আমার অমত নেই।

সুরে। দেখ, দাদার আপত্য নেই।

প্র, খে। আমাদের ভাগ্‌গি।

মদ। তবে দাদা, আজ্‌কে বে হলে হয় না?

সুরে। তা হবে না কেন, পুরুত ডাকাই।

শিব। সুরে—সুরে, বিদ্যাধরী আসুক, যুগল দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করবো।

মদ। ভায়া, এরা সব ওড়্‌না গায়ে দিয়ে এসেছে, এরা তো বেশ্যা নয়?

সুরে। মহাভারত! এদের চোদ্দপুরুষ কুলীন, ঘটকের কাছে কুলুজী আছে।

মদ। তাই বল্‌ছি ভাই, তাই বল্‌ছি। কি জান দাদা, দত্তপুকুরে একটা বেশ্যার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। আমি দাঁতে কুটো ক'রে তবে জাতে উঠি।

সুরে। দাদা, কনেদের একবার গান শোনো।

মদ। কনে গাইবে?

সুরে। গাইবে না? ওরা সব কি যেমন তেমন কনে? এরা সব রাজের (Deputy Magistrate) ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট। গাও হে কনেরা, গাও।

গীত।

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল।
ভাগ্‌রা নাগর বরণ দু-পোড়,
বদনখানি বাদার বিল॥

মরি কি আঁকা বাঁকা,
চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
আকর্ণ হাঁ, ভ্রূ মেড়ে ফাঁকা ;
গজে গেছে বাছার দাড়ী,
উল্টো ঠোঁটে মজায় দিল ॥

সুরে। দাদা, বাহবা দিলে না ? চুপ ক'রে কি ভাব্‌ছ ?

মদ। হাঁ দাদা, হাঁ দাদা—

শিব। কি বল্‌ছো ?

মদ। বলি, এরা তো যাত্রাওয়ালার ছেলে নয় ?

শিব। রামঃ!

মদ। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি ; কি জান, বোসেরা একটা যাত্রাওয়ালার ছোঁড়ার সঙ্গে বে দিয়েছিল, সেই অবধি আশঙ্কা আছে—

(জগর প্রবেশ)

শিব। না, কাজ নেই, কাজ নেই, তোমার সন্দেহ হয়, এই কনে বে কর।

মদ। এ কে ? এ যে সেই চাপরাসী।

শিব। সে কি ? চাপরাসী কিসের ?

মদ। তবে কি বৌরূপী ?

শিব। বহুরূপী কেন ? কনে দেখ্‌ছো ? আ মরি মরি!

খি, খে। তোমার বরাত ভাল, বরাত ভাল।

শিব। গালে হাত দিয়ে কি দেখ্‌ছো ?

মদ। কি জান ভাই, আশঙ্কা হয় ; দেখ্‌ছি গোঁপ টোঁপ তো কামায় নি ?

শিব। চল্ সুরে চল, তোর দাদার পছন্দ হবে না।

সুরে। তাই তো দেখ্‌ছি, এমন বিদ্যাধরী ছেড়ে দিলুম—

মদ। পছন্দ হবে না কেন ? পছন্দ হবে না কেন ? যেমন হয় হ'লেই হ'ল, যেমন হয় হ'লেই হ'ল ; কি জান, বংশরক্ষা বংশরক্ষা।

সুরে। এস বিদ্যাধরি, আমার দাদার বাঁয়ে এস।

জগ। (স্বগত) আঁটকুড়ীর ব্যাটা মরেছে!

সুরে। কি বিদ্যাধরি, চুপ করে আছ যে ?

জগ। (স্বগত) আ মর্!

শিব। কি বাবা ডাকিনি, কি মন্তর আওড়াচ্ছ ?

সুরে। দাদা, কনের সঙ্গে কথা কও।

মদ। ভায়া, এই তো আমোদ-প্রমোদ হ'ল, এখন বাসরঘর হবে না ?

সুরে। সে কি দাদা ? আগে বে হ'ক্।

মদ। হাঁ হাঁ, তবে পুরুত ডাক।

সুরে। কনে পছন্দ হয়েছে তো ?

মদ। তা হয়েছে, কি জান, বংশরক্ষা, বংশরক্ষা।

সুরে। শিবে! মন্তর পড়।

শিবে। "অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা, যে প্রদগ্ধা কুলে মম"—

সুরে। বল হরি, হরিবোল।

খে, ঘয়। উলু উলু উলু—

(কাঙালীর প্রবেশ)

কাঙা। জগা, সর্ব্বনাশ করেছিস্! ঘরে চোর পুষে রেখেছিস্! পাহারাওয়ালা জমাদারে বাড়ী ঘেরোয়া ক'রে রেখেছে।

জগ। ও মা! সে কি গো ?

কাঙা। এই দ্যাখ, এই সার্জ্জন আস্‌ছে।

(ইনেস্পেক্টর, জমাদার ও পাহারাওয়ালা-গণের প্রবেশ)

ইনে। সুরেশবাবু, এ মাকড়ী কার ?

সুরে। এ মাকড়ী মেজ বো'র।

ইনে। আপনি কোথায় পেলেন?

সুরে। আমি তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইনে। ভুলিয়ে, না বাক্স ভেঙে?

জমা। (ঘোমটাওয়ালীদ্বয়ের প্রতি) আরে, তোম্ লোক খাড়া রহো।

ইনে। কি, বাক্স ভেঙে?

জমা। আপ্ চালান দিজিয়ে, বহ যেয়াসা গাওয়া দে। (জনান্তিকে) বাবু, এসমে কুচ্ মিলেগা?

সুরে। কি! বৌকে সাক্ষী দিতে হবে!

জমা। নেই তো কা, পুলিসমে সব কইকো চালান দেগা।

সুরে। তবে আমি বল্‌ছি, বৌ কিছু জানে না, আমি বাক্স ভেঙে চুরি করেছি।

জমা। কবুল দেতা?

ইনে। সুরেশবাবু, সত্যি কথা বলুন। আপনার তাতে ভাল হবে। শুনুন, আপনি বৌকে জড়ান, বেঁচে যেতে পারেন।

সুরে। সে কি ইনেস্পেক্টর বাবু? আমার প্রাণ যায়, সেও কবুল, আমি আপনার কুলবধূকে পুলিসে হাজির করবো? আমি কবুল দিচ্ছি, আপনি লিখে নিন;—দাদার বাক্স দাদার বাইরের ঘরে ছিল, আমি ভেঙ্গে চুরি করেছি।

জমা। আরে বাবু, শুনিয়ে তো, মারা যাওগে কাহে?

সুরে। মারা যাই যাব, আমার এই কথা জমাদার সাহেব, আমি আমোদ ক'রে বেড়াই, কিন্তু কাপুরুষ নই। আমার যদি (Transportation) ট্রান্সপোর্টেশন হয়, তবু আমার এই এক কথা। আমিই কুলাঙ্গার, আমি কোন্ বংশে জন্মেছি, তা জানেন? আমাদের সাত পুরুষে মিথ্যাকথা জানে না।

ইনে। আপনি আপনাদের বৌকে বাঁচাবার চেষ্টা কচ্ছেন, কিন্তু আপনি ছেলেমানুষ, বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না। আপনাদের বৌয়েতে আর আপনার মেজ-দাদাতে ষড়্‌যন্ত্র ক'রে ধরিয়ে দিচ্ছে; বল্লেন তো, রিপোর্ট লিখে নিই,—আপনাদের বৌ আপনাকে বাঁধা দিতে দিয়েছিল।

সুরে। কি! মেজদাদা আমায় বাঁধিয়ে দেবেন? মিথ্যা কথা! অন্য যদিও দাদা আমায় শাসিত করবেন মনে ক'রে থাকেন, (বৌ যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। যা'র মুখ দেখ্‌লে প্রাণ শীতল হয়, যার সরলতার তুলনা হয় না, যার মিষ্টকথা শুন্‌লে, আমারও প্রাণ নরম হয়, ইনেস্পেক্টারসাহেব, তুমি সে স্বর্গীয়মূর্ত্তি দেখনি, তাই ও কথা বল্‌ছো। আর অমন কথা মুখে এনো না, তোমার মহাপাতক হবে।)

কাঙা। আঃ, আমার চিঠি ছিঁড়ে কে পাঁচ টাকার নোট বার করে নিয়েছে? (শিবুকে ধরিয়া) দেখি, তোর হাতে কি দেখি? এই আমার নোট! এই আল্‌পিন গাঁথা! ইনেস্পেক্টার সাহেব, ধর, এ চোর!

সুরে। সে কি বিদ্যাধরি, চুপ ক'রে রইলে যে? তুমি যে ধার দিলে?

কাঙা। ধার দিলে বৈ কি? আবার জবরদস্তি? এই দেখ জমাদারসাহেব,ভাইপোকে পাঠাব ব'লে গালা টালা এঁটে সব ঠিক ক'রে রেখেছিনুম, ছিঁড়ে বার ক'রে নিয়েছে।

সুরে। শিবে, তুই ভাবিস্ নি, আমি মজেছি না না মজ্‌তে আছি? দেখ্‌ছি ষড়্‌যন্ত্রই বটে! জমাদারসাহেব, আমার বন্ধুর কিছু দোষ নেই, যা দোষ সব আমার, আমি ওকে ডেকে এনেছি।

জমা। বাহার গিয়া চিঠি লেকে গিয়া নেই?

রেজেষ্টারি নেই কর্‌কে ঘরমে রাখ্‌কে গিয়া কাহে?

কাঙা। আমার কম্পাউণ্ডারকে ব'লে গিয়েছিলেম, রেজেষ্টারি কত্তে।

জমা। আচ্ছা, নালিস কিয়া,হাম লোক চালান দেতা। খোদাবন্দ! লে চলে?

সুরে। ইনেস্পেক্টার সাহেব,আমি সত্য বল্‌ছি, আমার বন্ধুর কোন অপরাধ নেই। এই মাগী আমায় ঐ নোট ধার দিয়েছিল, আমি ওর ঠেঁয়ে রেখেছি, এ চুরি নয়। যদি চুরির দাবী হয়, সে দাবী আমার উপর দিন। ওকে ছেড়ে দিন। ও আস্‌তে চায় নি; আমি ওর মার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। ইনেস্পেক্টার সাহেব, অপমান কর্‌বেন না। চোরধরা আপনাদের কাজ, আপনি অনায়াসে বুঝ্‌তে পাচ্চেন, আমি সত্য বল্‌ছি কি মিথ্যা বল্‌ছি। বাবু, আপনার পায়ে ধচ্ছি, মিনতি কচ্ছি, একে ছেড়ে দিন, আমাকেই দুই চুরির দাবী দিয়ে চালান দিন।

ইনে। কাঙালী বাবু, মাম্‌লা সাজিয়েছেন বটে, টেঁক্‌বে না।

কাঙা। (জনান্তিকে) ইনেস্পেক্টার বাবু, ওর মার হাতে ঢের টাকা, কিছু আদায় ক'রে দিন না। একবার ওর বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই কিছু পাবেন; আর নালিশ বন্ধ হ'তে মানা করেন, আমি চেপে যাচ্ছি।

ইনে। চল্‌, এন্‌লোককো লে চল্‌, আওরৎ-লোককো ছোড়্‌ দেও।

মদ। বাবা, আমি নই, আমি নই, আমায় বে দিতে এনেছিল।

সুরে। হায়! হায়! আমি এত লোককে মজালুম! বন্ধুকে মজালুম, এই পাগ্‌লাটাকে মজালুম! নরাধম বিট্‌লে বামুন, তোর মনে এই ছিল? কেন ভদ্রলোককে মজাস্? ছেড়ে দিতে বল্‌। কাঙালী খুড়ো, রাগ থাকে, আমার উপর দাবী দাও; শিবু, ভয় ক'রো না, মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আমি সব সত্যকথা বল্‌বো।

মদ। হায়! হায়! বে কত্তে এসে মজ্‌লুম!

ইনে। এ আবার কে? এরে ছেড়ে দাও।

জমা। শিবু বাবু, ইনেস্পেক্টার সাবকো কুচ্‌ কবলায়কে ছুট্টী লেও।

শিব। যা বলেন, আমি মার ঠেঁয়ে নিয়ে দেব।

জমা। তোম্‌বি আও, রিপোর্ট লেখ্‌নে হোগা।

[জগ ও কাঙালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জগ। তুই ভারি গাধা! সুরেশকে ফাঁসাবার কথা, ওকে নিয়ে টানাটানি কল্লি কেন?

কাঙা। আরে জানিস্ নি, ও বড় পাজী! ওর মার হাতে ঢের টাকা আছে। সে দিন বল্লুম, হাণ্ডনোট সই ক'রে দে, তা আমায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চ'লে গেল।

জগ। আ মুখ্যু! আ মুখ্যু! যখন ওর মার হাতে টাকা আছে বল্‌ছিস্, ওকে অম্‌নি ক'রে চটাতে হয়? দেখ্‌ দেখি, আলাপ হয়েছিল, আমায়ও পছন্দ করেছিল— আজও রাগ বরদাস্ত কত্তে পাল্লি নি,— কাজ করবি? দূর! যা, রমেশ বাবুকে খপর দে গে যা, আমি রাঁধি গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বাটীর দরদালান।

যোগেশ ও পীতাম্বর।

পীতা। বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সুরেশ বাবু চুরির দাবীতে গ্রেপ্তার হয়েছে! জামিন নিলে না, মেজ বাবুকে খুঁজে পাচ্ছি নি; কি হবে? কি করি, বাবু, বাবু!

যোগে। কি, কারে ডাক্‌ছো?

পীতা। আজ্ঞা—

যোগে। আমায়? আমার কি বলতে এসেছ? যাও, মেজ বাবুর কাছে যাও, যাও মার কাছে যাও, যাও বড় বোর কাছে যাও। যারা বিষয় রক্ষা কচ্ছে, তাদের কাছে যাও, আমি রেজেষ্টারী আফিসে এক কলমে বিষয়, মান, মর্য্যাদা তোমাদের মেজ বাবুকে দিয়ে এসেছি। বাকী প্রাণ, তার ওষুধ এই! (বোতল প্রদর্শন)

পীতা। আজ্ঞা, সুরেশ বাবু ফৌজদারীতে পড়েছেন।

যোগে। আমি তো শুনেছি, এ আর বিচিত্র কি? চুরি, জুচ্চুরি, বাটপাড়ী, দাগাবাজী যে পুরে বিরাজমান, সেথায় ফৌজদারী হওয়া আশ্চর্য্য কি? আমায় আর কিছু শুনিও না, আমার কাছে কেউ এস না; আমি কিছু শুনবো না ব'লেই মদ খাচ্ছি, ভুলে থাক্‌বো ব'লে মদ খাচ্ছি, প্রাণ বেরুবে ব'লে মদ খাচ্ছি। আমার মহাজন শুঁড়ী, কারবার মদ খরিদ, লাভ জ্ঞান-বিসর্জ্জন, এইতে বখিল যায়। যখন মরবো, ইচ্ছে হয়, টেনে ফেলে দিও! যাও, কতদিন আর আমার কাছে এস না।

(জ্ঞানদা ও উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। ও বাবা, সুরেশকে নাকি পাহারাওয়ালায় ধরেছে?

যোগে। শুনেছি, আর দুবার শুনাতে চাও, শোনাও। বড়বৌ শোনাতে চাও, শোনাও। সকলে মিলে বল, সুরেশকে ধরেছে, সুরেশকে ধরেছে। আমার উত্তর শুনবে? আমি কি কর্ব্বো, আমি কি কর্ব্বো, আমি কি কর্ব্বো! মা, সে দিন ছিল, যেদিন আমার এক কথায় লাখ টাকা আস্‌তো; বোধ হয়, খুনী আসামীও আমি জামিন্‌ হ'লে ছেড়ে দিত; সে দিন ছিল, যে দিন জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার আমার অনুরোধ রক্ষা ক'র্ত্তো; সে দিন ছিল, যখন আমি সত্যবাদী ছিলেম, যখন আমি বাঙালীর আদর্শ ছিলেম, যখন সচ্চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি আমায় লোকে জান্‌তো; আজ সে দিন নেই, আজ মদ আমার প্রিয়সখী, জোচ্চোর আমার খেতাব!

উমা। ও বাবা, সুরেশের অদৃষ্টে যা আছে হবে, তুই মদ বন্ধ কর্; আমি বুড়ো মা— আর আমায় দগ্ধাস্‌ নি।

যোগে। তুমি মা? ভাল, তোমার ঋণ তো শোধ দিয়েছি; রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, আর তোমার অনুরোধ কি? যা কারুর হয় না, তা আমার হয়েছে, মাতৃঋণ শোধ দিয়েছে!

উমা। আমার কপালে কি মরণ নেই? মদ কি আমার ভুলে রয়েছে? যোগেশ, তুই এ কথা বল্লি? তোর যে আমি বড় দিব্বেশ করি!

যোগে। মা, তুমি মাতালের দিব্বেস্‌ কর?

জোচ্চোরের পিত্তেস্ কর ? বিশ্বাসঘাতকের পিত্তেস্ কর ? এমন পিত্তেস্ রেখ না ; যাও, তোমার মেজ ছেলের কাছে যাও, যে বিষয় রক্ষা ক'চ্ছে, সে সব দিক্ রক্ষা করবে। মা, বড় প্রাণ কাঁদ্‌ছে, তাই একটা কথা তোমায় বল্‌ছি,—মনে ক'রে দেখ, যখন আমি কাজ-কর্ম্ম ক'রে সন্ধ্যার পর ফিরে আস্‌তুম্, আমার মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হ'ত, মনে হ'ত আবার মাকে প্রণাম করবো, আবার ভায়েদের মুখ দেখ্‌বো, আবার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবো, আবার ছেলের মুখচুম্বন করবো ; সমস্ত দিন কাজে ভুলে থাক্‌তুম্, আস্‌বার সময় মনে হ'ত যে, আমার জুড়ী চল্‌তে পাচ্ছে না, আমি উড়ে বাড়ীতে যাই ! দশ মিনিট দেরী আমার দশ ঘণ্টা বোধ হতো। গাড়ী থেকে নেবে দোরে ছেলেকে দেখ্‌তেম্, উপরে উঠে ভায়েদের দেখ্‌তেম্, বাড়ীর ভিতর তোমাদের দেখ্‌তেম্, বাড়ী আস্‌তেম—স্বর্গে আস্‌তেম ! আজ সেই বাড়ী আমার নরক ! বাড়ী আমার না, জুচ্চুরি ক'রে এ বাড়ীতে র'য়েছি। মা, আমায় চান না বিষয় চান ; পরিবার আমায় দেখেন না, বিষয় দেখেন ; তাই আমার দেখেন না, বিষয় বাগিয়ে নেন। বাঃ ! কি সুখের সংসার ! তবে আমায় কা'কে দেখ্‌তে বল ? আমার আর শক্তি কৈ ? জোচ্চোর, জোচ্চোর, জোচ্চোর ! মা, আমি জোচ্চোর ! ছি ছি ছি !

উমা। বাবা, আমার তুমি কেন তিরস্কার কচ্ছো ? আমি তোমার বিষয় একথি নি, আমি প্রাণরক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেম ; তুমি টাকার শোকে মন খচ্ছ, সকলে বচ্ছে, তুমি বাড়ী ছেড়ে প্রাণে মারা যাবে।

যোগে। প্রাণের জন্য, তুচ্ছ প্রাণ যেতই বা। মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ। সমস্ত বেচে যদি আমার দেনা শোধ না হ'ত, যদি আমি জেলে যেতেম, যদি টাকার শোকে আমার মৃত্যু হ'তো, আমার মনে এই শান্তি থাক্‌তো, এ জীবনে আমি কারুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করি নি। সে শান্তি আজ বিদায় দিয়েছি, আর ফিরবে না, বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে তার দোর খুলে দিয়েছি।

পীতা। বাবু, আপনি প্রতিপালক, অন্নদাতা, আপনার সঙ্গে কথা কইতে ভয় হয় ; আপনি বিবেচক, বিবেচনা ক'রে দেখুন, সপরিবার ডোবাবেন না।

যোগে। পীতাম্বর, আবার নূতন কথা ! সপরিবার ডোবাব না ব'লেই রেজেষ্টারি ক'রে দিয়েছি, সপরিবার রক্ষা হ'ক্, আমায় ছেড়ে দাও। মান গিয়েছে, মান গিয়েছে, বুঝেছ পীতাম্বর, দুর্ণাম রটেছে !

জ্ঞান। ওগো, আমাদের গলায় ছুরী দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তা'ই কর।

যোগে। কেন আমার গরজ কি ? ইচ্ছা হয়, গঙ্গা আছে, ঝাঁপ দাও, আগুন আছে, পুড়ে মর ; বঁটী আছে, গলায় দাও ; বিষ আছে, কিনে খাও ; আমায় কেন বল্‌ছো ? আমার উপায় আমি কচ্ছি, তোমাদের উপায় তোমরা কর।

পীতা। বাবু, একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব ফিরবে, সব পাবেন।

যোগে। কি ফিরবে, কি পাব ? স্বীকার করি, টাকা ফিরে পেতে পারি, কিন্তু কলঙ্ক কখনই ঘুচ্‌বে না ; কারুর কখনও ঘুচে নি, রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে। এ দুঃখের সংসারে ভগবান্ একটী রত্ন দেন,

সে রত্ন যা'র আছে, সেই ধন্য! সুনাম! রাজার মুকুট অপেক্ষাও সুনাম শোভা পায়, দীন-দরিদ্র এ রত্নের প্রভাবে ধনী অপেক্ষাও উন্নত, বিজ্ঞের পরম বিজ্ঞতার পরিচয়, মূর্খ বিদ্বান্ অপেক্ষাও পূজ্য হয়। সে রত্ন আমার নাই, আছে মদ—চল হে যাই।

[যোগেশ ও জ্ঞানদার প্রস্থান।

উমা। ওরে, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

পীতা। গিন্নি মা,গিন্নি মা,কাঁদ্‌বার দিন পাবেন। একটা কথা বলি শুনুন, থানায় শুন্‌লেম, মেজ বাবু ছোট বাবুকে ধরিয়ে দিয়েছেন।

উমা। অ্যাঁ! বল কি! রমেশ কোথায়? তারে ডাক।

পীতা। আমি তো তাঁরে খুঁজে পাচ্ছি নি।

উমা। দেখ,—খুঁজে দেখ; শীগ্‌গির আমার কাছে নিয়ে এস। দীনবন্ধু! একি আবার শুন্‌লেম্?

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফু। ওমা, ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়ে দাও মা,—মা, শীগ্‌গির আন্‌তে পাঠিয়ে দাও।

উমা। তুই বাছা, আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিস্ নি।

প্রফু। ওমা, তোমার পায়ে পড়ি মা, বট্‌ঠাকুর কে ব'লে ঠাকুরপোকে আন, ঠাকুরপো খেয়ে যায় নি। আন্‌তে পাঠাও মা, আন্‌তে পাঠাও, নইলে আমি বাঁচ্‌বো না মা, তোমার পায়ে পড়ি।

উমা। আন্‌তে পাঠিয়েছি, তুই চুপ কর।

প্রফু। মা তুমি আমায় ভাঁড়িও না, তোমরা পরামর্শ করেছ,ঠাকুরপোকে শাসিত করবে? আমি ভুল্‌বো না; আমি এইখানে ব'সে রইলেম, আমি যাব না, কিছু না।

উমা। যাই, একবার বাবার কাছে যাই, তিনি কি উপায় করেন দেখি। তুই আয়, এখানে একলা ব'সে কি করবি?

প্রফু। না,আমি যাব না, ঠাকুরপোকে না দেখে উঠ্‌বো না। আমার মাক্‌ড়ীর জন্যে ঠাকুরপোকে ধরেছে, আমি সব গহনা খুলে বাক্সর পুরেছি, যদি ঠাকুরপো না ফিরে আসে, বাক্স শুদ্ধ জলে ফেলে দেব, আর আমিও জলে ঝাঁপ দেব।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

(রমেশের প্রবেশ)

রমে। ওরে তুই এখানে বসে রয়েছিস্?

প্রফু। ওগো, ঠাকুরপোকে ধরেছে, তুমি শীগ্‌গির ঠাকুরপোকে নিয়ে এস।

রমে। শোন্, আমি সেইখান থেকেই আস্‌ছি, কাল যদি কেউ সাহেব টায়েব জিজ্ঞাসা কত্তে আসে—

প্রফু ওমা! সাহেব আস্‌বে কি গো! আমি সাহেবের সাম্‌নে বেরুব কেমন ক'রে?

রমে। ঘোরের পাশ থেকে কথা কইতে হবে।

প্রফু। ওমা! আমি তা পারবো না

রমে। শোন্, ন্যাকামো করিস্ এখন। তোকে জিজ্ঞাসা করবে যে, সুরেশকে মাক্‌ড়ী তুমি দিয়েছিলে? তুই বলিস্ না, বাক্স ভেঙে নিয়েছে।

প্রফু। না, তাতো না, আমি মাক্‌ড়ী আন্‌তে দিয়েছিলুম!

রমে। তুই বল্‌বি, বাক্স ভেঙে নিয়েছিল?

প্রফু। ওমা, কি ক'রে বল্‌বো!

রমে। কি ক'রে বল্‌বি কি? যেমন ক'রে কথা কচ্ছিস্, তেমনি ক'রে বল্‌বি। এই কথা বল্‌তে আর পারবি নি?

প্রফু। না, আমি তা পারবো না।

রমে। পারবি নি? তবে তোকে সাহেব ধ'রে নিয়ে যাবেশ

প্রফু। আমি মাকে ডাকি, আমি মা'র কাছে যাই।

রমে। শোন্ শোন্, তুই এ কথা না বল্লে সুরেশের মেয়াদ হয়ে যাবে, মেয়েমানুষের ঠেঁয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে শুন্‌লে, সাহেব বড় রাগ করবে, সুরেশকে কয়েদ দেবে।

প্রফু। ওগো, তুমি আমার সব গহনা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এস, ঠাকুরপোর জন্যে আমার বড় প্রাণ কেমন ক'চ্ছে, আমি মিছে কথা বল্‌তে পারবো না,—ঠাকরুণ বলেন, দিদি বলেন, মিছে কথা কইলে নরকে যায়।

রমে। তবে সুরেশ জেলে যাগ।

প্রফু। না, গো, তুমি নিয়ে এস।

রমে। আমার কথা শুন্‌বি নি? আমি তোর স্বামী, মা তোরে শিখিয়ে দিয়েছেন জানিস্, স্বামী গুরুলোক, স্বামীর কথা শুন্‌তে হয়।

প্রফু। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি।

রমে। খবরদার! কেটে ফেল্‌বো! দূর ক'রে দেব! শোন্ যা শিখিয়ে দিলুম, বলিস্ তো বল্‌বি, নইলে আর তোর মুখ দেখ্‌বো না।

প্রফু। আমি তবে আজ কাঁদি, তুমি যাও।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদ। ও কাকা বাবু, তুমি ছোট কাকাবাবুকে কেন ধরিয়ে দিয়েছ? ও কাকা বাবু, ছোট কাকাবাবুকে ধরিয়ে দিও না।

রমে। চোপ্!

যাদ। না কাকা বাবু, আর বল্‌বো না; কাকা বাবু, ঘাট হয়েছে; কাকা বাবু, ও কাকিমা তুমি বল না, ছোট কাকাবাবুকে আন্‌তে বল না?

রমে। যেদো, এখান থেকে বেরো।

যাদ। যাচ্ছি কাকা বাবু, যাচ্ছি।

[যাদব ও প্রফুল্লের প্রস্থান।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। ভ্যালা মোর ভাই রে! চাঁদ রে! তোমায় পাঁচ পাঁচ বৎসর ফেল ক'রেছিল! কি অবিচার! কি অবিচার! এতদিন যে বাড়ীটে শ্মশান ক'ত্তে পাত্তে! সুরেশকে জেলে দাও, যেদোর গলায় পা দাও, আমার জন্য ভেবো না,—আমি মদ খেয়েই থাকব।

রমে। কি মাতলামি ক'চ্ছো!

যোগে। সাবাস্! সাবাস্! উকীল কি চিজ্! ও দেরি না, দেরি না, শুভকর্ম্মে বিলম্ব না; যেদোর গলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে চালকুমড়ী কর; আর মা আমার রত্নগর্ভা; একটী মাতাল, একটী উকীল, একটী চোর!

রমে। মাত্‌লামোর আর জায়গা পেলে না?

[রমেশের প্রস্থান।

যোগে। যেদো ধর্, ধর্, তোর কাকাবাবুকে ধর্।

[যোগেশের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যোগেশের বাটীর সম্মুখ।

মদন ঘোষ।

মদ। বরাত! বরাত! ক'নে জুটেছিল, সবই হয়েছিল, বংশরক্ষাটা হ'ল না, বরাত্ বরাত! আর কি করবো! দিন দিন যৌবনটা ব'য়ে গেল, কি করবো! বরাত্ বরাত! ও বাবা, আবার পাহারাওয়ালা আসে যে! আমি না, আমি না—

(জগ ও কাঙালীচরণের প্রবেশ)

জগ। কি বর, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো না? অমন কচ্ছো কেন? আমি যে কনে!

মদ। তুমি কনে না; পাহারাওয়ালা? তোমারি সঙ্গে কে, উটীও কি কনে?

জগ। ও কনে কেন? ও পুরুষমানুষ, ও আমার—

মদ। ও কি তোমার বড় দিদি?

জগ। হাঁ, একটা কথা বলি শোন।

মদ। হাঁগা, তোমাদের কোন্ দেশে বাড়ী? তোমাদের মেয়ে মদ্দের গোঁপ বেরোয়?

জগ। গোঁপ বেরুবে কেন? শোন না;—

মদ। তবে যে তোমার দিদির গোঁপ বেরিয়েছে?

জগ। দিদি কেন? ও আমার মাস্‌তুতো ভাই?

মদ। মেসো, না বোন্‌পো?

জগ। কথা শোন, তা নইলে আমি চ'লে যাব!

মদ। না যেও না,—যেও না; কি জান, বংশ-রক্ষা,—কি জান, বংশরক্ষা!

কাঙা। ও তোর বাপের পিণ্ডি, কি কথা বল্‌ছে, শোন না।

মদ। হাঁ হাঁ, পিণ্ডির জল, পিণ্ডির জল! বংশ-রক্ষা, বংশরক্ষা!

জগ। তুমি যদি কনে চাও, একটী কথা বল্‌তে হবে; এই কথা, তুমি ঘরে ছিলে, তুমি দেখেচ যে, চিঠি ছিঁড়ে নোট বার ক'রে নিয়েছে। সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করবে, তুমি বলবে যে, চিঠি ছিঁড়ে নিয়েছে।

মদ। ও বাবা, সাহেব!

জগ। হাঁ, হাঁ, তোমার জমাদার এখনি নিতে আসবে।

মদ। ও বাবা! আমি না,—আমি না।

জগ। শোন্ না, ব্যাটাছেলে, অত ভয় পাচ্চো কেন?

মদ। দোহাই জমাদার সাহেব! আমি না, আমি না।

[মদন ঘোষের প্রস্থান।

কাঙা। জগা, তোর যেমন বিদ্যে, পাগ্‌লার কাছে এসেছিস্ সাক্ষী কত্তে, দেখ্ দেখি, কত বড় অপমানটা হ'ল? আমার সাম্‌নে তোরে কনে বোল্লে।

জগ। তোর মতন গাধা শুওর আর জন্মায় না; যদি পাগ্‌লাটাকে যে বলাতে পাত্তুম, তা হ'লে মাজিষ্টারের কি বিশ্বাস জন্মাত বল দেখিন্?

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। কে বাবা তোমরা যুগলে! তোমরা কি রমেশ ভায়ার ইষ্টদেবতা? যাও কেন, যাও কেন, যদি কৃপা করে দর্শন দিলে, প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে যাও; যেও না, যেও না, মেয়োকে এনে দিচ্ছি, আহ্লাদে মর।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পুলিস-কোর্ট।

মাজিষ্ট্রেট, ইণ্টারপ্রিটার, উকীলগণ, সুরেশ, শিবনাথ, অন্নদা পোদ্দার, পীতাম্বর, জমাদার, কনষ্টেবলগণ ও কোর্ট-ইনেস্পেক্টার ইত্যাদি।

পাহা। এই চোপরাও! চোপ্!

ইণ্টা। সুরেশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদা পোদ্দার, শিব নাথ লাহিড়ী আসামী।

পাহা। সুককাল শুঁই আসাম! শিবলক্ষ্মী বেওয়া আসাম।

প্র-উ। (I appear for the first prisoner) আই এপিয়ার ফর্দি ফাষ্ট' প্রিজ্নার।

দ্বি, উ। (I for the second prisoner) আই ফর্ দি সেকেণ্ড প্রিজ্নার।

তৃ, উ। (I appear for the sivnath) আই এপিয়ার ফর্ শিবনাথ।

জমা। খোদাবন্দ্! ঘর্‌সে বাকস্ তোড়কে আসামী সুরেশ, মাকড়ীচুরি করকে অন্নদা পোদ্দারকা দোকানমে বেচা।

ইণ্টা। (Breaking box, stealing earring) ব্রেকিং বক্স ষ্টিলিং ইয়ারিং।

মাজি। (I understand) আই অণ্ডার-ষ্ট্যাণ্ড।

ইণ্টা। গাওয়া লে আও—

(রমেশের প্রবেশ)

ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি—

রমে। ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি, যাহা বলিব, সব সত্য; সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, কোন কথা গোপন করিব না।

ইণ্টা। কি নাম?

রমে। রমেশচন্দ্র ঘোষ।

সুরে। মেজদাদা, মিথ্যা হলপের প্রয়োজন নাই। আমায় সাজা দেওয়াবেন, দেওয়ান, আমিই স্বীকার ক'রে নিচ্ছি। ধর্ম্ম-অবতার! দাদার ঘরে কাঠের বাক্সতে এই মাকড়ী-গুলি ছিল, আমি বাটালি দিয়ে বাক্স ভেঙে এ মাকড়ীগুলি অন্নদা পোদ্দারের দোকানে দশ টাকায় বাঁধা রেখেছিলেম।

[রমেশের প্রস্থান।

পীতা। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার! আমার একটী আর্‌জি শুনতে আজ্ঞা হয়।

ম্যাজি। টোম্ কোন্ হ্যায়?

(ইণ্টারপ্রিটার ও মাজিষ্ট্রেটের কাণে কাণে কথা)

মাজি। (O is it?) ও ইজ ইট? ক্যা আর্‌জি বোলো।

পীতা। হুজুর, এ আসামী অতি সদাশয়। ওঁর ভাজ রমেশ বাবুর স্ত্রী, এই মাকড়ীগুলি ওঁকে দেন, কিন্তু পাছে ওঁর ভাজকে সাক্ষী দিতে হয়, এই ভয়ে আসামী দোষ স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। ইনি চুরি করেন নি, মাকড়ী গুলি ওঁকে দিয়েছিল।

মাজি। আচ্ছা, বাই জককা গাওয়া ডেও।

সুরে। হুজুর, ধর্ম্ম-অবতার, আমার নিবেদন শুনুন, আমার ভাজ আমায় দেন নি, আমি ফাঁকি দিয়ে—চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি; আমার কথা সত্য, মিথ্যা নয়, আপনি আমায় সাজা দিন। এই পীতাম্বর আমা-দের বাড়ীর পুরাণ লোক, আমার মায়ার মিথ্যাকথা বলছে। ধর্ম্ম-অবতার, আর একটী আমার নিবেদন, আমার বন্ধু শিবনাথের

[য]াবে চুরির দায়ী হ'য়েছে, শিবনাথ নির্দোষী, আমিই নোট নিয়েছিলেম।

[মা]। (Young man. you will be punished for your confession) ইয়ংম্যান্, ইউ উইল বি পানিশ্‌ড ফর্ ইওর কন্‌ফেসন্।

[প্র]। তোমার কবুল দেওয়াতে সাজা হবে।

[সু]। সাজা হয় হোক্, আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যখন আমার ভাই আমায় জেবাদ দেবার জন্তে মিথ্যা সাক্ষী দিলেন, মিথ্যে হলপ্ ক'ত্তে প্রস্তুত, যখন আমার এই বিপদ জেনে দাদা মেজদাদাকে বারণ করেন নি, তিনিও আসেন নি, তখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, আমিই ঘরের কণ্টক, সে কণ্টক দূর হওয়াই আবশ্যক। আমার বাড়ীর কথা জানেন না, মা আমার সাবিত্রী! আমার দাদা সাক্ষাৎ সদাশিব। বড় ভাজ অন্নপূর্ণা! ছোট ভাজ সরলা সোণার প্রতিমা। মেজদা উকীল, আমি নিগুর্ণ, আমার দূর হওয়াই উচিত।

প্র, উ। (He speaking under Police persuasion) হি ইজ স্পিকিং অণ্ডার পুলিস পারসুয়েশন্।

মাজি। (No help, I have warned him) নো হেল্প আই হাব্ ওয়ারেণ্ড্ হিম্। টুমি যাহা বলিটেছ, ফিরাইয়া না লইলে টোমার সাজা হইবে।

সুরে। ধর্ম্ম-অবতার। সাজা দিন, এই আমার প্রার্থনা। আমার মত নরাধমের চোর-ডাকাতের সঙ্গে বাস হওয়া ভিন্ন আর কি হ'তে পারে? আমি একজন পোদ্দারকে মজাতে ব'সেছি, আমার নির্দ্দোষী বন্ধুকে মজাতে ব'সেছি, অকূলঙ্ক কুলে কলঙ্ক এনেছি—কুলাঙ্গারকে দণ্ড দিন।

মাজি। নোট-চুরির কঠা কি বোলো?

জমা। ইস্কা কুচ পাওয়া নেই হ্যায় খোদাবন্দ্।

সুরে। ধর্ম্ম-অবতার! এ মকদ্দমায়ও আমি দোষী। যে বন্ধু আমার মুখ থেকে খাবার দেয়, তা'কে আমি নীচাশয় নরাধমের কাছে নিয়ে গিয়ে চোর অপবাদ দিয়েছি।

মাজি। টোমার পোনের ডিবস কঠিন পরিশ্রমের সহিট কারাগার হইল। Mr pearson, I discharge your client) মিষ্টার পিয়ারসন্, আই ডিস্‌চার্য্য ইয়োর ক্লায়েন্ট।

প্র, উ। (Thank your worship) থ্যাঙ্ক ইয়োর ওয়ারসিপ।

জমা। তোম্ এসা বেকুব! যাও, জেলমে যাও!

শিব। জমাদার সাহেব, দাঁড়াও দাঁড়াও; আমার বন্ধুকে একবার দেখি! সুরেশ, ভাই, তোমার এই দশা হ'লো! তুমি সদাশয় আমি জান্‌তেম, কিন্তু যে, বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তা কখনও আমি জানি নি। তোমার কাছে আমি বন্ধুত্ব শিখ্‌লেম; তোমার বন্ধুত্ব আমি এ জন্মে ভুলব না, আর যদি পারি, এ ঋণের এক কণা শোধ্‌বার চেষ্টা পাব। সুরেশ, ভাই, একবার কোল দাও! আমার কোন গুণ নাই, তোমার কিছুই ক'ত্তে পারবো না, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জেন যে, আমার প্রাণ দিয়েও যদি তিলমাত্র উপকার হয়, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত। যদি আমার ক্ষুদ্র কুটীর থাকে—আধখানি তোমার, যদি এক খানি বস্ত্র থাকে,—আধখানি ছিঁড়ে তোমায় দেব, যদি এক মুঠো অন্ন থাকে,—আধমুঠো তোমায় দেব। ভাই রে, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার ভাইই তোমার শত্রু! কিন্তু দাদা, আজ থেকে ভাই আমি তোমার ছোট ভাই! তোমার নফর!

পাহা। চল্! চল্! হড়্বড়াও মৎ!

জমা। আরে, রও রও।

সুরে। শিবনাথ, আমার একটী অনুরোধ রেখ—আমার মত লোকের কুসঙ্গ ছেড়ে সৎ হও,লেখা-পড়ায় মন দাও, মানুষ হবার চেষ্টা পাও; আমি আমার বুড়ো মা'র বুকে বজ্রাঘাত ক'রে চল্লেম, কুলে কলঙ্ক দিলেম। তুমি ভাই, তোমার মাকে সদ্‌গুণে সুখী কোরো; যদি কখন আমার সঙ্গে দেখা হয়, মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেও, কখন আমার ছায়া মাড়িও না! আমার দাদাদের দোষ নেই, তাঁরা বার বার আমায় শোধ্‌রাবার চেষ্টা করেছেন, আমি নির্ব্বোধ, তাঁদের উপদেশ শুনি নি। আমার এক অনুরোধ, তোমার মাকে একবার আমার বুড়ো মা'র কাছে পাঠিয়ে দিও, যেন তিনি গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করেন, মেজকে বুঝিয়ে বলেন, তার কোন দোষ নেই, আমি নিজের দোষে সাজা পেয়েছি। সে অন্নজল পরিত্যাগ কর্‌বে, তোমার মা যেন তাকে ভুলান। আমার বাড়ীতে হাহাকার উঠ্‌বে, কেউ দেখ্‌বার লোক থাক্‌বে না,পার যদি এক-বার যেদোকে আদর করো। ভাই, বিদায় দাও। জমাদার সাহেব,নিয়ে চল। পীতাম্বর, তোমার ঋণ আমি শুধ্‌তে পার্‌বো না, তুমি এ অকর্ম্মণ্যের জন্যে কেঁদ না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পীতাম্বরের বাটীর সম্মুখ।

কাঙালী ও পীতাম্বর।

কাঙা। আপনাকে আমি যে দিন অবধি প্রদর্শন করেছি, সেই দিন অবধি আপনার প্রতি মন আড়ষ্ট হয়েছে, আপনি অতি সজ্জন ও প্রকাণ্ড অজ্ঞ।

পীতা। ম'শায়ের আমার নিকট প্রয়ো-জন?

কাঙা। আপনার বন্ধুত্ব যাজনা করি, আপ-নার সৌহার্দ্দ্য জন্য আমি একান্ত সুললিত, আপনি ভদ্রলোক এবং বিশিষ্ট ধূর্ত্ত।

পীতা। ম'শয়ের কিছু আবশ্যক আছে কি?

কাঙা। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, রাজলক্ষ্মী আপনার ঘরে বিচলা হন।

পীতা। যে আজ্ঞা, তার পর?

কাঙা। আপনি তো বহুদিন বহুদিন বিষয় কার্য্য ক'রে মাথার কেশ অসিত ক'ল্লেন, এখন যা'তে আপনি খোস্ মেজাজে নিরুদ্বেগে কিঞ্চিৎ অর্থ সংযম ক'রে প্রদেশে গিয়ে বস্‌তে পারেন, আর নিরুদ্বেগে কাল-কবলিত হন,তা'র উপায় আপনাকে উদ্‌ভ্রান্ত কত্তে এসেছি।

পীতা। কি উপায় 'উদভ্রান্ত' ক'ল্লেন?

কাঙা। আপনি আপনার জবানে পর্য্যবেক্ষ কত্তে প্রস্তুত?

পীতা। প্রস্তুত অপ্রস্তুত পরে বল্‌ছি, আপ-নার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

কাঙা। উর্ত্তম! উর্ত্তম! আমি অভিপ্রায় বিখ্যাত কচ্ছি; আপনাকে আমি পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত করাতে পারি।

পীতা। প্রাপ্ত করান।

কাঙা। উর্ত্তম উর্ত্তম, পরিলোচনা ক'রে দেখুন, অমনি তো কিছু হয় না, আপনাকে একটী কার্য্য ক'ত্তে হবে, কোন কষ্ট নাই।

পীতা। কি কাজটা শুনি?

কাঙা। সাদা কাজ, অতি সলিজ কাজ, কোন কষ্ট না, আপনার প্রতি আড়ষ্ট হয়েছি, এই নিমিত্তই প্রস্তাব করা।

পীতা। কাজ যে সলিজ, তা আপনার দর্শনেই বুঝেছি।

কাঙা। বুঝ্‌বেনই তো—বুঝ্‌বেনই তো, আপনি অতি অজ্ঞ।

পীতা। পাঁচশো টাকা কে দেবে?

কাঙা। আমি আপনাকে দিব, আপনি আমার বন্ধু হ'লেন, আপনার সহিত প্রবঞ্চনা করবো না, আমার কথা সর্ব্বদাই অনটল পাবেন।

পীতা। কাজটা কি বলুন না?

কাঙা। আপনি আপনার প্রদেশে পর্য্যবেক্ষণ করুন, আর কিছুই না, জায়গা-জমি কিনুন, ভোগদখল করিতে রহুন

পীতা। কাটা তো এই, যোগেশ বাবুকে ছেড়ে চলে যাই? তা হচ্ছে না, আমি তাঁর পরিবারকে দিয়ে নালিস রুজু করাচ্ছি। রমেশ বাবুকে বল্‌বেন, কিছু না পারি, তাঁ'র জুক্‌রি আমি আদালতে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

কাঙা। এই কথাটী আপনি অবিত্তীবিকার মতন বল্লেন।

পীতা। অবিত্তীবিকা কেন? যোরতর বিত্তীবিকা সাম্‌নে দেখ্‌ছি, আবার অবি-ত্তীবিকা কোথায়?

কাঙা। এ কার্য্যে আপনার লাভ কি?

পীতা। লাভ এই, আমার অন্নদাতা প্রতি-পালককে রক্ষা কর্‌বো, দুর্জ্জনকে সাজা দেব।

কাঙা। ভাল, পাঁচশত টাকায় না রাজী হ'ন, হাজার টাকা দেওয়া যাবে।

পীতা। আপনি "পর্য্যবেক্ষণ" করুন, "পর্য্য-বেক্ষণ" করুন, এখানে মত্‌লব খাট্‌বে না।

কাঙা। ম'শয়, মোচড় দিচ্চেন মিছে, আর বাড়্‌বে না; যে টাকা মকদ্দমায় পড়্‌তো, সেইটে না হয় আপনাকে দেওয়া যাবে, দুশো একশো বলেন, তাতে আটক খাবে না।

পীতা। কেন ব্যাজ ব্যাজ ক'চ্চেন? চ'লে যান না।

কাঙা। তুমি তো নেহাৎ নির্ব্বুদ্ধি হে, কেন টাকাটা ছাড়?

পীতা। আরে, কোথেকে এ বাঙ্গাই এল! ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও; দুর্গা! দুর্গা! সকাল বেলা!

কাঙা। আচ্ছা চল্লেম. দেখে নেব, উকী লের সঙ্গে লেগেছ! শেষটা বুঝ্‌বে। (Civi Criminal) সিভিল ক্রিমিনেল, দুই রকম (Suit) সুটে মারা যাবে।

(রমেশের প্রবেশ)

কাঙা। রমেশবাবু, ইনি বেগোড় ক'ত্তে চান।

রমে। পীতাম্বর, তুমি কি ক'রে বেড়াচ্ছ? শুনছি নাকি বৌকে দিয়ে আমার নামে নালিস করাবে? তুমি যে মার চেয়ে দরদী দেখ্‌তে পাই! দাদা মদে তাতে সব উড়িয়ে দিক্, তার পর ছেলেটা পথে বসুক্।

পীতা। শ্বশুর, যার বিষয় সে ওড়াবে, আপনি কেন ফিরিয়ে দিন না।

রমে। ফিরিয়ে নিতে চাও, নাও; ওয়ার্ড পারে বৈ তো না। আমি (Receiver Appoint) রিসিভার এপয়েণ্ট করেছি, যেদো সাবালক হ'লে রিসিভারের ঠেঁয়ে নিয়ে নেবে।

পীতা। মেজবাবু, ভাল চান তো ফিরিয়ে দিন, নইলে আপনার ব্যাভার আদালতে জানাব, আপনি অতি দুর্জ্জন, নইলে ভাইকে মেয়াদ খাটান!

রমে। শোন, কাঙালী শোন! আমি দুর্জ্জন বটে?

পীতা। রমেশ বাবু, আপনি লোকালয়ে মুখ দেখান কেমন ক'রে, আমি তাই ভাবি। এক ভাইকে জেলে দিলেন, বড় ভাই—যে বাপের মতন প্রতিপালন ক'রে এল, তারে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী ঢুক্‌তে দিলেন না।

রমে। তোমার এমনি আক্কেলই বটে, বাড়ীতে ওঁর অধিকার কি? উনি তো (Convey) কন্‌ভে ক'রে দিয়েছেন, আমি আমার (Clients Pebalf) ক্লায়েণ্টের বিহাফে দখল করেছি!

পীতা। টাকা দিলেন না, কিছু না, অমনি কন্‌ভে হয়ে গেল।

রমে। টাকা দিই নি—তুমি এমন কথা বল? তোমার নামে (Defamation) ডিফামেশন স্যুট্ হ'তে পারে। রেজেষ্টারি আফিসে মর্টগেজের কাপি দেখে এস। বরাবর হ্যাণ্ডনোট কেটে এসেছেন, তাই হ্যাণ্ডনোটের টাকা জড়িয়ে মর্টগেজ দিয়েছেন।

পীতা। আপনার সঙ্গে আমার তর্কের দরকার নেই, আপনি যা করলেন, করুন, আমি জানি করবো।

রমে। পীতাম্বর, আমার কথা বোঝো।

পীতা। আর বুঝ্‌তে চাই নি, শ্বশুর, আ[পনাকে] নাকে তো তাড়িয়ে দিতে পারবো; আমিই চললুম।

রমে। পীতাম্বর, শোন, আমি তোমায় পাঁ[চ] হাজার টাকা দিচ্ছি।

পীতা। আপনি নরাধম!

[পীতাম্বরের প্রস্থান

কাঙা। আপনি এর এত খোসামোদ কচ্ছে[ন] কেন? শুন্‌ছি তো আপনাদের বড়ো[বাবু] আপনার মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন। এখন তো আপনার দখলে সব; দখল ক'[রে] ব'সে থাকুন; তার পর যা হয় হবে। ভাড়াটে বাড়ীর খাজনা সেধে আদা[য়] করুন, দখলে থাক্। আপনার দাদা[র] দফা নিশ্চিন্ত [হো]ন্, তিনি দিনরাত ম[দ] খাচ্ছেন; এক [পা]গল, আর বৌ। এক পীতাম্বরকে [পাঁ]চ হাজার টাকা দিতে চাচ্ছেন, সেই টাকা খরচ ক'রে ওর জ্ঞাতকে দিয়ে ওর দেশে এক মাম্‌লা রুজু ক'রে দিন। আমি খবর নিয়েছি, ওর জাস্তুতো ভায়েদের সঙ্গে ভারি বিবাদ।

রমে। যা হয়, এক রকম কত্তে হ'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রেসিডেন্সী জেল।

কয়েদীগণ ও মেট।

কাঁদ্‌ছো কেন? ছটা বচ্ছর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে। এই আমি পাঁচ বচ্ছর আছি, দিন কতক একটু ক্লেশ, তার পর সয়ে যাবে,—আমার মত মোটা হবে।

…। ওরে, ও শালার আট দিন হয়েছে।

…। দে শালার মাথায় চাঁটি! দে শালার মাথায় চাঁটি!

…। তুই শালা কি হাঁ ক'রে দেখ্‌ছিস্? পাথর ভাঙ্। (প্রহার)

…। উঃ মা!

…। হাঃ হাঃ! এখানে মাও নেই, বাবাও নেই! ভাঙ্ শালা, ভাঙ্ পাথর; জোরে ঘা দে, এই কাঁড়িটা সাবাড় কত্তে হবে।

…। ও ভাই, আর যে পারিনি; হাতে ফোস্‌কা হয়েছে!

ক। ওরে, ওরে, গোপালের হাতে ফোস্‌কা হয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ!

…, ক। তোর অর্দ্ধেকগুলা যদি ভেঙে দিই, তুই কি দিস্?

সুরে। আমার ঠেঁয়ে তো কিছু নেই, পাঁচটা টাকা ছিল, কেড়ে নিয়েছে।

মেট। তুই শালা যে বল্লি, তোর ভাই আছে, তোর মা আছে; ঘর থেকে টাকা আনা না, যোগাড় ক'রে হাস-পাতালে থাক্ না।

…। বাড়ীতে কি ক'রে খবর পাঠাব?

…। তার যোগাড় কচ্ছি। আমার ষোলটা টাকা দিবি, তার পর এখানে যদি আমাদের সঙ্গে মিশিস্ আর টাকা ছাড়্‌তে পারিস্, কি মজায় থাক্‌বি, তা বুঝ্‌তে পার্‌বি। শ্বশুরবাড়ী তো শ্বশুরবাড়ী! মদ খাও, গাঁজা খাও, যা খুসী কর, আর যদি অম্ন-আনার আদি কর, পাথর ভাঙো, আর বেটেন বেত খাও।

(টরণ্‌কি, রমেশ ও কাঙালীর প্রবেশ)

টর। এ আসামী, তোমরা উকীল আয়া হ্যায়।

সুরে। মেজদাদা, আমায় কি এমনি ক'রে শাসিত ক'ত্তে হয়? আমায় বাঁচাও, আমার প্রাণ গেল!

রমে। চুপ ক'রে শোন, তুই যদি কথা শুনিস্ তো আমি কালই খালাস ক'রে নিয়ে যাই।

সুরে। আমায় যা বল্‌বে, শুন্‌বো, আমি রোজ স্কুলে যাব, আর বাড়ী থেকে বেরোব না।

রমে। দেখিস্, খবরদার!

সুরে। না মেজদাদা, দেখো, আর আমি কখন কিছু দুষ্টুমী কর্‌বো না।

রমে। আচ্ছা, এইটেতে সই ক'রে দে দেখি, আপীল ক'রে তোরে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কৌন্সুলির টাকা যোগাড় কত্তে হবে, সই কর।

(সুরেশের সহি করণ)

রমে। কাঙালি, কোথায় গেলে? সাক্ষী হও।

সুরে। দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙালী কেন?

রমে। সাক্ষী হবে।

সুরে। কিসের সাক্ষী? রসো, যাতে কাঙালী আছে, তাতে অবশ্যই জুচ্চুরি আছে, আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ করি, ট্রান্স-পোর্ট দেবার চেষ্টা কচ্ছো।

রমে। না না, কাঙালীকে না সাক্ষী হ'তে

বলিস্, নেই নেই। দে, আর একজনকে সাক্ষী করবো এখন।

সুরে। আগে তুমি বল, এ কিসের লেখা-পড়া ?

রমে। আর কিছু না, তোর বখ্রা বাঁধা রেখে টাকা তুল্‌তে হবে। সেই টাকা কৌন্সুলিকে দিয়ে আপীল করবো।

সুরে। আমার বখ্রা কি ?

রমে। তুই জানিস্ নি, দাদা আমাদের দু-ভাইকে ফাঁকী দিয়ে বিষয় করেছে, ও বিষয়ে তোরও বখ্রা আছে, আমারও বখ্রা আছে।

সুরে। দাদা ফাঁকী দিয়েছেন! তোমার মিথ্যা কথা। মেজদা, আমার ক্রমে চক্ষু খুল্‌ছে, তোমায় কাঙালীর সঙ্গে দেখে, তোমায় আর এক চক্ষে দেখ্‌ছি, আমি এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, তুমি আমায় শোধ্‌রাবার জন্তে জেলে দাও নি, এ কষ্ট মা'র পেটের ভাই কখন দিতে পারে না; মা'র পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুকেও দেয় না। আমি এখন ভাব্‌ছি যে, তুমি আমায় জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে ? দাদাকে কি ব'লে বোঝালে? মেজবৌকে কি ব'লে বোঝালে ? বড় বৌকে কি ব'লে বোঝালে ? না, তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় জেলে দিয়েছ। তুমি আমার ভাই নও—শত্রু! বোধ হয়, দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন বিপদে পড়েছেন, তা নইলে আপীলের টাকার জন্ত আমার বখ্রা বাঁধা দেবার কোন আবশ্যক হ'ত না। তুমি সত্য বল, তাঁদের কি হয়েছে ?

রমে। সুরেশ, তুই কি পাগল হয়েছিস্ ? দে, দে, কাগজখানা দে।

সুরে। ক্রমে আরও আমার চক্ষু খুল্‌ছে—তুমি আমায় জেল থেকে খালাস কত্তে এস নি, আপনার কাজ কত্তে এসেছ, আমার বখ্রা লিখে নিতে এসেছ; কিন্তু মেজদা, শোন—আমার তো বখ্রা নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না। আমি জেলে প'চে মরি, দ্বীপান্তর যাই, ফাঁসী যাই, সেও স্বীকার—তবু যে কাঙালীর বন্ধু, তাকে আমি বখ্রা লিখে দেব না। পরমেশ্বর জানেন, আরও কি ষড়যন্ত্র তোমার মনে আছে! পরমেশ্বর জানেন, দাদার কি সর্ব্বনাশ তুমি করেছ! যাও মেজদা,—ফিরে যাও, এ কাগজ তুমি পাবে না।

রমে। সুরেশ, ভাই, তুমি শোন নি যে, আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমার হাতে টাকা নাই ?

সুরে। মেজদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ! দাদার টাকা নাই, তোমার টাকা নাই, তোমরা কৃতী! আর আমি, যে কখনও এক পয়সা রোজ্‌গার করি নি, আমার সইয়ে টাকা পাবে ? মেজদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী! আমার চেয়ে কেন, বোধ করি, কাঙালীর চেয়েও মিথ্যাবাদী; তুমি যে দাদার মা'র পেটের ভাই—এই আশ্চর্য্য!

কাঙা। বাবাজী, অবুঝ হয়ো না, অবুঝ হয়ো না, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্ত এসেছে।

সুরে। বুঝেছি কাঙালীচরণ, আমার ভালর জন্ত পুলিসে নালিশ করেছিলেন, আমার ভালর জন্ত আমায় তোমার বাড়ী পুরে গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলে—

আমার ভালর জন্ত মিথ্যা সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্ত জেলে দিয়েছেন, আমার ভালর জন্ত বখ্‌রা লিখে নিতে এসেছেন,—আর ভালর কাজ নেই, আমি কাগজ ছিঁড়ে ফেল্লুম, তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত!

রমে। তবে জেলে প'চে মর্।

সুরে। দাদা, বড় নিরাশ হ'লে, জোচ্চোর জোচ্চোরের বন্ধু! জেলে জুজুরি কত্তে এসেছ? তোমার জেল হয় না কেন, তা জান? আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয় নি!

রমে। আমার কথা হয়েছে, এরে নিয়ে যাও।

টর। চল্ রে চল্।

মেট। খাটনা শালা, ব'সে রয়েছিস্?

(সুরেশকে প্রহার)

সুরে। ও মাগো, তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না!

(ডাক্তারের প্রবেশ)

মেট। বাবু, দেখুন তো, মুখ দে রক্ত উঠ্‌ছে।

ডাক্তা। ইঃ! তাই ত! হাঁসপাতালে নিয়ে যাও।

[সুরেশকে লইয়া মেটের প্রস্থান।

টর। থানেকা ঘণ্টা হয়া, চল্—লাইন্ হো!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জানদার বাটীর উঠান।

উমাসুন্দরী ও পীতাম্বর।

উমা। পীতাম্বর! তুমি সত্য বল, আমার সুরেশের তো ভাল-মন্দ কিছু হয় নি? তুমি আমায় এনে দেখাও, আমার রাত্রে বুক ধড়ফড় করে, মন হু হু করে, যদি একবার চোখ বুজি, নানান্ স্বপ্ন দেখি, কত কি, তোমায় কি বল্‌বো; পীতাম্বর, লক্ষ্মী বাপ, আমায় বল, সে প্রাণে বেঁচে আছে তো?

পীতা। গিন্নি মা, তোমায় বোঝাতে পাল্লেম না বাছা, আমি কটু দিব্য গেলে বল্লেম, তবু তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না? পুলিস থেকে খালাস পেয়েই রেলগাড়ী চ'ড়ে মার দৌড়! আমি কত বোঝালেম যে, গিন্নীমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, তা বল্লে যে, না। সব ছোঁড়ার দল নিয়ে আমোদ কত্তে বেরিয়ে গেল। নদে শান্তিপুরে যে মেলা আছে, সেই মেলা দে'খে আস্‌বে।

উমা। তা বাবা, তুমি লোক পাঠাও, শীগ্‌গির তারে নিয়ে এস। তারে যদি আর তিন দিন না দেখি, তা হলে আর বাঁচ্‌বো না।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নী মা কি বলে। আমি লোক পাঠাই নি না? বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, আমার ভাইকে পাঠিয়েছি; সে পত্র লিখেছে, আর দিন চেরেক সেখানে হবে, মেলা শেষ হ'লেই চ'লে আস্‌বে।

উমা। বাবা পীতাম্বর, তুমি আমায় নিয়ে

চল, আমি একবার দে'খে আসি, তার পর সে পোনের দিন থাকুক।

পীতা। দেখ দেখি, গিন্নীমার কথা! সে নেড়ানেড়ীর কাণ্ড, তুমি কোথা যাবে বল দেখি?

উমা। বাবা, তোমায় খাড় বাড়ন্ত হ'ক্, তোমার ব্যাটার কল্যাণে আমায় একবার নিয়ে চল, আমার বড় আদরের সুরেশ! মেজটা হবার পর, ন-বচ্ছর আমার ছেলেপুলে হয় নি, তার পর বাছাকে পেয়েছিলেম। চার-বচ্ছর অবধি রক্তি রোগে ভুগেছিল, মা কালীকে বুক চিরে রক্ত দিয়ে তবে হারানিধিকে পাই। লোকে বলে, দুরন্ত হয়েছে, কিন্তু বাছা আমার কিছু জানে না। আমি কাছে না বস্‌লে আজও খেতে পারে না! সুরেশ একলা শুয়ে ঘুমিয়ে থাকে, আমি রেতে উঠে উঠে দে'খে আসি,—সেই সুরেশকে আমি পাঁচ দিন দেখি নি! আমার বুক খালি হয়ে গিয়েছে! পীতাম্বর, তুমি আমার এ কথাটী রাখ, একবার আমায় দেখিয়ে নিয়ে এস।

পীতা। আচ্ছা, আজ "তারে" খবর লিখি, যদি না আসে, কাল তখন নিয়ে যাব। এদিকে নানান্ ঝঞ্ঝট পড়েছে, আমার মাথা চুলকোবার অবকাশ নেই।

উমা। তা বাবা, তুমি না যেতে পার, একজন লোক ক'রে দিও, তার সঙ্গে আমি যাব।

পীতা। আচ্ছা, তাই হবে গো তাই হবে, তুমি এখন পূজো কর গে।

উমা। বাবা, পূজো কর্‌বো কি! পূজো কত্তে যাই, সুরেশকে দেখি; খেতে বস্‌তে যাই, সুরেশকে মনে পড়ে, চোখ বুজ্‌তে যাই, সুরেশকে দেখি। হাঁ বাবা, সুরেশ আমার আছে তো; সত্যি বল্‌ছিস্? হাঁ বাবা, তোর চোখ ছল্ ছল্ কচ্ছে কেন? তবে বুঝি, আমার সুরেশ নাই!

পীতা। বুড়ো হ'লে ভীমরথী হয়, চোখে বালি পড়েছে, চোক ছল্ ছল্ কচ্ছে—

উমা। বাবা, আমি যাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই বিমর্ষ হয়, যোগেশের কাছে ভয়ে যাই নি, সে আমায় দেখ্‌লে নিশ্বাস ফে'লে উঠে যায়, বড় বৌমা কথা চাপা দেয়, আমি আর ভাব্‌তে পারি নি। বাবা, আমি কি কুক্ষণেই মেজটার পরামর্শ শুনেছিলেম; কেন আমি যোগেশকে বল্লুম যে, রেজেষ্টারি ক'রে দে। আমার ধর্ম্মভীতু ছেলে, লোকে জোচ্চোর বল্‌বে, এই অভিমানেই মদ খাচ্ছে। আমি আবাগী এই সর্ব্বনাশের গোড়া। যদি যোগেশ না মনের দুঃখে অমন হ'ত, তা হ'লে, কি মেজটা সুরেশকে ধরিয়ে দিতে সাহস কত্তো? আহা! বড় বৌমা কচি ছেলের হাত ধ'রে বেরিয়ে এল; দুধের বাছা কিছু জানে না, বলে, মা আমরা বাড়ী ছেড়ে কেন যাব? গোবিন্দজী কেন আমায় এ মতি দিলেন? মা হ'য়ে কেন আমি যোগেশকে ধর্ম্ম খোয়াতে বল্লেম। আমি আজন্ম তামাসা ক'রেও মিথ্যাকথা বলি নি। মা হয়ে কেন কালসাপিনী হলেম? ধর্ম্ম খুইয়েই আমার এ দশা হ'ল! আমার ধর্ম্মের সংসারে পাপ সেঁধিয়েছে, তাই বাছা আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি। ভাল মন্দ যা হয়, একটা সত্যি কথা বল, তার কি মেয়াদ টেয়াদ হয়েছে?

পীতা। দেখ্‌লে, সে দিন কালীঘাটে

পূজো দিয়ে এলুম ; মেয়াদ হয়েছে, মেয়াদ হ'লে কেউ পূজো দেয় ? তোমার যেমন কথা,—এ নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়, ও কথা চাপা দেয়। তুমি রাত দিন ঘ্যাজ্ ঘ্যাজ্ করবে, কাঁহাতক লোকে তোমার কথার জবাব দেয় ? এখন তো বাপু কথা হয়ে গেল, কাল তো তোমায় নিয়ে যাব।

উমা। নিয়ে যাবে তো বাবা ?

পীতা। হাঁ গো হাঁ ! ভাল যন্ত্রণা ! এ বুড়ী মরবে কবে গা ?

উমা। বাছা, মরণ হ'লেই বাঁচি রে, মরণ হলেই বাঁচি !

পীতা। ম'রো এখন, এখন পূজো কর গে।

উমা। যাই বাবা, তবে নিয়ে যাস্।

[উমাসুন্দরীর প্রস্থান।

(জ্ঞানদার প্রবেশ)

জ্ঞান। পীতাম্বর, কাঁদছো কেন ?

পীতা। বড় মা গো, বুড়ীর কথা শুনলে পাষাণ ফেটে যায় ! মাগীকে ধমকে ধমকে তাড়িয়ে দিলুম, থায় দায় তো ? ও যে বাঁচে, এমন বোধ হয় না ! এ দশটা দিন কি ক'রে কাটাই ?

জ্ঞান। বাছা, আমি যে কি করবো, কিছু ভেবে পাই নি ; একবার ভাতে হাতে করেন, রাত্রে তো দুটী চক্ষের পাতা এক করেন না, কখন বুক ধড়্ ফড়্ করে, কখন নিশ্বাস পড়ে না, বুকে তেলে-জলে দিই, পুরাণ ঘি মালিস্ করি। একটু স্থির হ'য়ে থাকলে আমি মনে করি ঘুমুলেন, তা নয়, সেটা আমায় ভুলোনো যে, ঘুমুচ্ছেন ; আমার ঘরের দোরে এসে দেখি যে, নিশ্বাস ফেলছেন—কাঁদছেন।

পীতা। তাইতো বড় মা, কি হবে ? দশটা দিন কি ক'রে কাট্‌বে। আমি ত বাপু বড় বড় কৌন্সিলিকে কাগজপত্র দেখালেম, আপীল হবে না।

জ্ঞান। হাঁ বাবা, পাথরভাঙা মোকুব করাতে পারে না ?

পীতা। কৈ আর পারলেম ? চার হাজার টাকা নিয়ে চেষ্টা বেষ্টা করলুম, কিছুই তো কত্তে পারলেম না ! দুঃখের কথা কি বলবো, জমাদারের ঠেঁয়ে শুনলেম, কে উকীল এসে জেলারকে ভয় দেখিয়ে গিয়েছে, যাতে খাটুনি মোকুব না হয়। সে উকীল আর কেউ নয়, আমার বোধ হয় মেজবাবু।

জ্ঞান। সে কি ! সে কি চণ্ডাল ? তুমি আরও টাকা কবলাও, সে ডবকা ছেলে, পাথর ভাঙলে বাঁচবে না।

পীতা। চণ্ডালের অধম ! আর তো টাকা হাতে নাই মা ! মা গো, তুমি গহনা খুলে দিলে, আমার বুক ফেটে গেল ! সেইগুলি বাঁধা দিয়ে তাড়াতাড়ি চার হাজার টাকা নিয়ে গেলুম। মা, মহাজনে আর টাকা দিতে চায় না, কে নাকি বলেছে, ঝুটো গহনা।

জ্ঞান। আমার আরও গহনা আছে, তোমায় দিচ্ছি, মেনোর ভাতের গহনা আছে, সে-গুলোও নাও।

পীতা। দেখি, বোধ হয়, তা নিতে হবে না, একটা খবর পাচ্ছি—

জ্ঞান। কি খবর বাবা ?

পীতা। সেটা এখন পাঁচকাণ করবেন না, বোধ হয়, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ফিরে পাওয়া যাবে।

জ্ঞান। পাওয়া যায় ভালই, কিন্তু তুমি আর দেরি করো না, যাতে পাথরভাঙা মোকুব

হয়, আগে কর; আমি গহনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাবা, তোমায় বল্‌বো কি, তুমি পেটের ছেলের চেয়ে বেশী, কিন্তু তোমার সাম্‌নে আমি একদিনও বেরুই নি, আজ আমার ইচ্ছে কচ্ছে জেল-দারগার পায়ে গিয়ে ধরি। বাবা, আমার ওঁর চেয়ে সুরেশের জ্বালা বড় হয়েছে!

পীতা। তবে তাই পাঠিয়ে দেবেন, আমি চট্ ক'রে খেয়ে নিই।

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

জ্ঞান। মেজবৌ, কি ক'রে এলি? পালিয়ে আসিস্ নি তো?

প্রফু। না দিদি, আমায় পাঠিয়েছে; বলেছে, ঠাকুরপোকে ছাড়িয়ে আন্‌বে। একবার মা নাকি গেলেই ছেড়ে দেয়।

জ্ঞান। মা যাবে কি লো?

প্রফু। হাঁ দিদি, ঠাকুরপো একখানা কাগজ সই কল্লেই হয়; ওর উপর নাকি রেগে আছে, যদি ওর কথায় না সই করে, মা সই কত্তে বল্লেই সই করবে, তা হ'লেই ঠাকুরপো আস্‌বে। দিদি গো, তোমরা চ'লে এলে গো, আমার ঠাকুর-পোর জন্যে বড় মন কেমন কচ্চে গো! ছাই খেয়ে কেন মাকুড়ী দিয়েছিলেম গো!

জ্ঞান। কাঁদিস্ নি, কাঁদিস্ নি, চুপ কর, মা শুন্‌বেন।

প্রফু। মাকে বল্‌বো না?

জ্ঞান। না না, খবরদার! বলিস্ নি।

প্রফু। তবে দিদি, ঠাকুরপো কেমন ক'রে আস্‌বে?

জ্ঞান। মা শোনে নি, তার জের হয়েছে, শুন্‌লেই ম'রে যাবে।

প্রফু। মা ম'রে যাবে! আগ্‌দিন্ দিদি তোমায় বলেছিলেম; আমায় চুপি চুপি মাকে বল্‌তে বলেছিল, তোমায় বল্‌তে বারণ করেছিল; না দিদি, আমায় বলেছে, ঠাকুরপোকে ছেড়ে দেবে; আমায় ভুলিয়ে রাখ্‌তো, আজ আন্‌বো কাল আন্‌বো; আমি কাল পরশু ছদিন ঘরে দোর দিয়ে উপোস ক'রে রইলেম। আমায় বল্লে, ঠাকুরপোকে এনে দেব, তবে আমি বেরিয়েছি—এখনও কিছু খাই নি, ঠাকুরপো না এলে আমি না খেয়ে মর্‌বো। দিদি, মাকে তেল মাখাতে পাই নি, তোমায় দেখ্‌তে পাই নি, যেদোকে দেখ্‌তে পাই নি, তাতেও তবু থেকুম ঠাকুরপোকে না দেখ্‌লে আমি বাঁচ্‌বো না।

জ্ঞান। কি প্রতারণা! সে কি চণ্ডাল! আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও প্রতারণা! রামায়ণে শুনেছিলেম, কে একজন রাক্ষস চোখে ঠুলি দিয়ে থাক্‌তো, স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখ্‌তো না, সেই এসে কি জন্মেছে? এ কারুর নয়।

প্রফু। ও দিদি, তুমি ওর নিন্দা করো না, মা যে বলেন, ওঁর নিন্দে শুন্‌তে নেই; হাঁ দিদি, ঠাকুরপোর কি হবে?

জ্ঞান। তুই থাবি আয়, আমি ঠাকুরপোকে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

প্রফু। হাঁ দিদি, ঠাকুরপো এলে তোমরা সকলে ও বাড়ীতে যাবে? ও আমায় বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে দিলে আমি তোমাদের আসতে দিতেম না, দেখ্‌তেম দেখি, কেমন ক'রে আস্‌তে; আমি যেদোকে কোলে নিয়ে মায়ের দুটো পা জড়িয়ে ব'সে থাক্‌তেম।

জ্ঞান। আর যাব কেমন ক'রে ভাই? আমাদের তাড়িয়ে দিলে, আর কোথায় যাব?

প্রফু। তোমাদের তাড়িয়ে দিলে? তবে যে বল্লে, তোমরা চ'লে এলে,—ও কি সব মিছে কথা কয়? তবে আমি ওর কথা শুন্‌বো কেমন ক'রে? মা আমায় কি ব'লে দিয়েছেন—স্বামীর কথা কি ক'রে শুন্‌বো—মিথ্যা কথা কি ক'রে শুন্‌বো—দিদি, আমি আর খাব না, কিছু করবো না, আমি মরবো।

জ্ঞান। না, তুই থাবি আয়, আমরা আবার সে বাড়ীতে যাব।

প্রফু। তাড়িয়ে দিয়েছে, যাবে কেমন ক'রে?

জ্ঞান। ঠাকুরপো হয়, [illegible] কচ্ছিলেম।

প্রফু। হাঁ হাঁ, তাই বল। দিদি! আমি এখন যাব না, আমি মাকে তেল মাখিয়ে দিয়ে যেদোকে খাইয়ে দেব, আর খাব।

জ্ঞান। মা'র এখন ঢের দেরি, তুই আয়।

প্রফু। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। ও মা! বট্‌ঠাকুর আস্‌ছে। দিদি, যেদোকে পাঠিয়ে দিও।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

(যোগেশ ও যাদবের প্রবেশ)

যাদ। বাবা, ছোটকাকাবাবু কখন্ আস্‌বে বল না? বাবা, আমার মন কেমন ক'চ্ছে বাবা।

যোগে। তুই স্কুলে যাস্ নি?

যাদ। না বাবা, আমি পড়া ভুলে যাই, মাষ্টার ম'শয় মারেন; ছোটকাকাবাবু না এলে আমার পড়া মুখস্থ হবে না। বল না বাবা, কখন্ আস্‌বে?

যোগে। রাত্রে আস্‌বে।

যাদ। বাবা, আমি ঘুমিয়ে পড়ি যদি, তুলে দিও; আমি তা নইলে রাত্রে কেঁদে উঠি। আমার ভয় করে বাবা, ও বাবা, কাঁদ্‌ছো কেন বাবা?

জ্ঞান। ও যেদো, তোর কাকী-মা এয়েছে রে।

যাদ। ছোটকাকাবাবু?

জ্ঞান। সে রাত্রে আস্‌বে।

যাদ। আমি আজ শোব না মা, আমি দেখ্‌ব মা।

জ্ঞান। তা দেখিস্, তোর কাকী-মার সঙ্গে খাবি, যা।

যাদ। কাকী-মা, কাকী-মা—

[যাদবের প্রস্থান।

যোগে। মেজবৌমা এসেছেন?

জ্ঞান। হাঁ, তোমার গুণধর ভাই মাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন। মৎলব করেছেন, মাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরপোর ঠেঁয়ে কি সই করিয়ে নেবেন।

যোগে। এই কথা বলতে এসেছেন, ওঁকেও কি বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে তয়ের করেছে নাকি?

জ্ঞান। রাম! রাম! এমন কথা মুখে আন? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু মেজবৌয়ে কলঙ্ক নাই; ঠাকুরপোর জন্য ও তিনদিন খায় নি। ছেলেমানুষ, বুঝিয়েছে ঠাকুরপো আস্‌বে—আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলতে এসেছে।

যোগে। তুমি জান না, জান না, ছেলেকে বিষ খাওয়াতে এসেছে।

জ্ঞান। ছি! অমন কথা মুখে আন! আবার সকালে সুরু করেছ নাকি?

যোগে। উঃ! সব ভুলতে পাচ্ছি, সুরেশটাকে ভুলতে পাচ্ছি নি!

জ্ঞান। তা সুরেশের একটা উপায় কর।

যোগে। কি উপায় করবো? আমা হতে

কোন উপায় হবে না। পীতাম্বর আছে, যা জানে করুক।

জ্ঞান। ছি ছি! কি হ'লে?

যোগে। কি হ'য়েছি, আগাগোড়াই তো জান।

জ্ঞান। ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ব্রাহ্মণহাটার মোড়—শুঁড়ীর দোকানের সম্মুখ।

ব্যাপারীদ্বয়।

প্র, ব্যা। এমন মানুষটা এমন হয়ে গেল?

দ্বি, ব্যা। ম'শয়, টাকার শোক বড় শোক! পুত্রশোক নিবারণ হয়, টাকার শোক যায় না।

প্র, ব্যা। আচ্ছা, তোমার কি বোধ হয়, পীতাম্বর যা বল্লে সত্যি—মদ খাইয়ে লিখে নিয়েছে? না আমাদের ঠকাবার জন্ত সাজস ক'রে এইটে করেছে?

দ্বি, ব্যা। কি বল্‌বো ম'শয়, সাজসও হ'তে পারে, মদেরও অসাধ্যি কাজ নাই। রমেশ বাবু কাল এসেছিলেন, আমার পাওনাটা কিনে নিতে; আমায় কি না সর্ব্বেশ্বর সাধখাঁ পেয়েছেন? দশ হাজার টাকা পাওনা, পাঁচশো টাকায় বেচে ফেল্‌বো? ব্যাঙ্ক খুল্‌বে সন্ধান পেয়েছে, সব কিনে নিতে এসেছে; জুচ্চুরি মত্‌লবটা দেখ! প সাজস্, সাজস্।

প্র, ব্যা। শুনছি, যোগেশকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

দ্বি, ব্যা। সেও শুনেছি।

(ব্যাঙ্কের দাওয়ানের প্রবেশ)

দাও। ওহে, তোমরা যাও না, সকাল সকাল টাকাগুলো নিয়ে এস না।

প্র, ব্যা। ম'শয়, যে হুজুকি দেখিয়েছিলেন।

দাও। আর ভয় নেই হে; আর ভয় নেই!

দ্বি, ব্যা। "আর ভয় নেই" বল্লেই হলো না, বাতী জ্বালালেই হ'ল।

প্র, ব্যা। ম'শয়, আপনার তো যোগেশ বাবুর সঙ্গে খুব আলাপ; শুনছি নাকি রমেশ বাবু [illegible]কে লিখে প'ড়ে নিয়েছেন, এ সাজস্, না সত্যি?

দাও। সাজস্ না, স[illegible]; রমেশটা ভারী জোচ্চোর!

দ্বি, ব্যা। কি ক'রে জা[illegible]লেন ম'শয়?

দাও। আমি তার [illegible] দিনই যোগেশকে খবর দিতে যাই [illegible]াঙ্ক পেমেণ্ট করবে, তুমি কিছু বন্দো[illegible] কর না। রমেশটা আমার সঙ্গে [illegible] ক'ত্তে দিলে না, ওর এই সব মত্‌লব ছিল।

দ্বি, ব্যা। মদ খাইয়ে যেন লিখে নিয়েছে, রেজেষ্টারি হ'ল কি করে? ঠকানও বটে, সাজসও বটে; উনি আমাদের ঠকাতে বেনামী কত্তে গিয়েছেন, শোনেন নি যে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে, আর ইনি সবাইকে ফাঁকি দেবেন, মত্‌লব করেছেন।

[ব্যাপারীগণ ও দাওয়ানের প্রস্থান।

(যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। বাবু, এসে যত মদ খেতে পারেন খাবেন, শুধু একবার বাড়ী [illegible]

একটা এফিডেভিট ক'রে আসবেন চলুন।
আমি বলছি, খানসামার সময় চায় কেশ মদ
নিয়ে আসবেন।

যোগে। ব্যাঙ্কে আবার কি ক'ত্তে যাব ?

পীতা। চেকবইখানা ছিঁড়ে ফেলেছেন
কিনা, একখানা চেক-বই নিয়ে আসবেন।
আমাদের দেবে না, আর রমেশ
বাবুর নামে যে টাকা জমা দেবার
এডভাইস করেছিলেন, সেইটে ক্যান্‌সেল
ক'রে আসবেন। আর হাজার দুচ্চার
টাকার একখানা চেক কেটে দেবেন,
দেখি যদি জেলে কিছু সুবিধা কত্তে
পারি।

যোগে। কিছু সুবিধা ক'ত্তে পারবে ?
ঐটে হ'লে আমি আর কিছু চাই নি,
সুরেশটাকে ভুলতে পাচ্ছি নি ! পীতাম্বর,
তা নইলে আর আমি লোকালয়ে মুখ
দেখাতেম না, ও ছেলেবেলা থেকে
আমা বৈ আর জানে না। কত মেরেছি
ধরেছি কখনও একবার মুখ তুলে চায় নি।
আহা ! কি দুর্ব্বুদ্ধিই ঘট্‌লো ! কারে
দুষ্‌ছি, আমারই বা কি ? গাড়ী আন,
ওখানে ব্যাপারীরা রয়েছে, আমি যাব না।

পীতা। আচ্ছা, এ গাড়ীরই কি হয়েছে,
একখানা গাড়ী নেই ? বোধ হয় সব
খড়দার বেরিয়ে গিয়েছে ; আপনি এই-
খানে দাঁড়ান, আমি গাড়ী ক'রে নিয়ে
আসছি।

(শিবনাথের প্রবেশ)

[illegible]। পীতাম্বর বাবু, শুনেছি নাকি জেলে
ঘুস দিলে খাটা বন্ধ হয় ?

[illegible]। আপনি কে ?

[illegible]। আমি সেই শিবনাথ ! যাকে
সুরেশ বাঁচিয়েছিল, আমি হাজার টাকা
নিয়ে দু-দিন জেলের দোরে ফিরেছি ;
কা'কে দিতে হয় জানি নি, আপনি যদি
এই টাকা নিয়ে ঘুস দিতে পারেন।

পীতা। বাপু, তুমি চিরজীবী হও। তোমার
টাকা দেবার দরকার নাই, আমি দেখ্‌ছি।

শিব। না পীতাম্বর বাবু, আপনি নিন,
আমি মা'র ঠেঁয়ে চেয়ে এনেছি, মা
ইচ্ছে ক'রে দিয়েছেন।

[শিবনাথ ও পীতাম্বরের প্রস্থান।

(ব্যাপারীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

দ্বি, ব্যা। এই যে যোগেশ বাবু ! লুকুবেন
না,—লুকুবেন না, আমরা দেখেছি ! খুব
কৌশলটা শিখেছেন বটে ! এমনি
জুচ্চুরিটে ক'ত্তে হয় ? ঘর থেকে মাল
দিয়ে আমরা চোর ? আপনি রইলেন
বাড়ীতে দোর দিয়ে, ভাইকে আমাদের
ঠেকিয়ে দিলেন। আমাদের হকের
টাকা ডোবার নয়, কারুর তো জুচ্চুরি
ক'রে নিই নি।

[ব্যাপারীদ্বয়ের প্রস্থান।

যোগে। এই অদৃষ্টে ছিল ! রাস্তায় গালা-
গালগুলো দিয়ে গেল। ওদেরই বা দোষ
কি ? জুচ্চুরি করেছি ; দূর হোক, আর
মুখ দেখাবো না, চলে যাই।

(একজন ইতর স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

গীত।

স্ত্রী। মা, তোর এ কোন্ দেশী বিচার।
আমি ডেকে বেড়াই পথে পথে,
দেখা দাও না একটী বার ॥

মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে,
কে জানে কেমন মেয়ে,
কোলের ছেলে দেখ্‌লি নি চেয়ে ;
আমিও মাত্‌বো মদে মা ব'লে,
ডাক্‌বো না আর।

কি ইয়ার, আড়নয়নে চাচ্ছ যে? এক গ্লাস মদ খাওয়াবে?

যোগে। যা যা, স'রে যা, দেক্ করিস্ নি।

স্ত্রী। সরে যাব? কেন বল দেখি? জোর! জোর না কি? বটে, ঢের দেখেছি— জুচ্চুরির জায়গা পাও নি? থাক, আমি চল্লেম।

[স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

যোগে। ধিক্ আমায়! এ ছোটলোক-মাগীও জেনেছে! এও আমায় জোচ্চোর ব'লে গেল! আর কারুর মুখ চাব না, যার যা আছে, তাই হবে। সুরেশ জেলে গেল কেন—আমি কি কর্‌বো? আমি যে মদ খাই, সে কি তার দোষ? না সে জেলে গিয়েছে, আমার দোষ? যাক্—কে কার জন্য মরে, কে কার জন্য বাঁচে? যে মরে মরুক, আমার আর পেছু ফের্‌বার দরকার নাই। যে পথে চলেছি, সেই পথেই যাব। এই যে কাছেই শুঁড়ীর দোকান। কিসের লজ্জা? টাকা তো সঙ্গে নেই—বাঃ, এই যে ঘড়ীর চেইন রয়েছে! (দোকানে প্রবেশ পূর্ব্বক) ভাই, এই ঘড়ী ঘড়ীর চেইন রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডী দাও তো, বিকেলবেলা ছাড়িয়ে নিয়ে যাব।

শুঁড়ী। আমাদের সে দোকান না, আমরা জিনিষ বাঁধা রেখে দিই নি।

যোগে। দাও ভাই দাও, নিয়ে আধ বোতল দাও।

শুঁড়ী। দাও হে একটা ব্রাণ্ডী দাও। মশায়, নগদ খাবার বেলা অন্য দোকানে যান, আর ঝুঁকির বেলায় আমার হেথা। নিন, ভদ্রলোক চাচ্চেন, ফেরাব না? পেছনে বেঞ্চি আছে, ব'সে খান গে।

[যোগেশের প্রস্থান।

ওরে মস্ত খদ্দেরটা, দু-পয়সার চাট দিগে, তামাক টামাক যা চায়, দিস্।

(মাতালগণের মদ খাইতে খাইতে গীত)

রাণী-মুদিনীর গলি, সরাপের দোকান খালি,
যত চাও তত পাবে, পয়সা নেবে না ;
ঠোঙা ক'রে শালপাতাতে, চাট দেবে হাতে হাতে,
তেলমাখা মটরভাজা, গোলাম বেদানা ॥

(রাস্তায় পীতাম্বরের প্রবেশ)

পীতা। কৈ ছাই, গাড়ী তো পেলেম না! বাবু কোথায় গেলেন? শুঁড়ীর দোকানে ঢুক্‌লেন নাকি? কৈ না, হেথা তো নেই, বাড়ী চ'লে গেছেন।

শুঁড়ী। মশায়, যান কেন? ভাল মাল আছে, যা চান, তাই আছে।

পীতা। দুর্গা! দুর্গা!

[পীতাম্বরের প্রস্থান।

প্র, মা। আয়, আবার গাই, আয়। আবার গাই, আয়।

দ্বি, মা। বেশ! বেশ! খুব আমোদ হচ্চে।

(যোগেশের প্রবেশ ও মাতালগণের সহিত নৃত্য)

চুচ্চুরে হ'য়ে মদে, এলোচুলে কোমর বেঁধে,
হয় ঘড়ী তামাক দেয় সেবে ;—
বাপের বেটী শুঁড়ীর মেয়ে,
ঘুঙুর বেঁধে দেয় সে পায়ে,
নাচ গাও যত পার তার কি ঠিকানা।
শুঁড়িনীর এমনি কেতা,
প'ড়ে থাকে যেথা সেথা,
জমাদার পাহারালার নাইক নিশানা॥

(পীতাম্বরের পুনঃ প্রবেশ)

পীতা। কি সর্ব্বনাশ! এও দেখ্‌তে হ'ল! হাড়ী-বাগ্‌দীদের সঙ্গে বাবু নাচ্চেন! বাবু!—বাবু! কি কচ্চেন? আসুন।

যোগে। পীতাম্বর, পীতাম্বর, ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! আমোদ হবে না, আমোদ হবে না।

পীতা। ওরে মুটে, তোদের আট আট আনা পয়সা দেব, ধ'রে নিয়ে আস্‌তে পারিস্‌?

মুটে। নেই বাবু, হামি লোক পারবো না, মাতোয়লো হুয়া।

পীতা। ওহে, তোমরা দুজন লোক দাও ভাই, বড়মানুষ লোকটা বে-ইজ্জৎ হয়, আমি তোমাদের পাঁচ টাকা দেব।

শুঁড়ী। ও সেধো, যা তো, তোতে আর গজাতে নিয়ে যা।

যোগে। নাচ, নাচ, নাচ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমোদ হবে না।

ম, লোক। চলুন বাবু, চলুন, খুব আমোদ হবে এখন।

যোগে। আয় আয়, তোরা আয়, খুব মদ খাব এখন।

মাতালগণ। আয় আয়, বাবু ডাকছে, আয়, খুব মদ খাওয়া যাবে।

[যোগেশ ও মাতালগণের প্রস্থান।

(দোকানের মধ্যে।) ওহে, আর একটা ব্রাণ্ডী নিয়ে এস।

শুঁড়ী। যাচ্ছি বাবু।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যোগেশের বাড়ীর উঠান।

জ্ঞানদা ও প্রফুল্ল।

জ্ঞান। মধুসূদনের ইচ্ছায় আজ সকালবেলাটা মানুষের মতন আছেন, পীতাম্বরের সঙ্গে বেরুলেন, আবার কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌বেন বল্‌ছেন। যদি এই ছাই না খান, তা হ'লে কি ওঁর তুল্য মানুষ আছে?

প্রফু। দিদি, তুমি খেতে দাও কেন দিদি?

জ্ঞান। আমি কি করবো বোন্? সহরে অলিতে গলীতে শুঁড়ীর দোকান, কিনে খেলেই হ'ল। আহা! কোম্পানীর রাজ্যে এত হচ্ছে, যদি মদের দোকানগুলো তুলে দেয়, তা হ'লে ঘরে ঘরে আশীর্ব্বাদ করে, আর লোকে ভাতার-পুত নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে।

প্রফু। হাঁ দিদি, কোম্পানী কেন দিক্ না?

জ্ঞান। ও বোন্, তোমার আমার কথায় কি তুলে দেবে? শুনেছি, শুঁড়ী-দোকানে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয়, অত টাকা কি ছাড়তে বোন?

প্রফু। হাঁ দিদি, আমরা যদি টাকা দিই, তুলে দেয় না?

জ্ঞান। পাগল, কত টাকা দেব বোন?

প্রফু। কেন দিদি, তুমি বলতো গহনা বেচে দিই; একশো ছশো টাকায় হবে না?

(জগর প্রবেশ)

জগ। কি গো মায়েরা, কি হচ্ছে গো?

প্রফু। তুমি কে গা?

জগ। আমায় চেন না বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই। আহা! বাছাদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

প্রফু। ও দিদি! কে এয়েছে দেখ গো! ও দিদি! কে গা?

জ্ঞান। কে গা তুমি? তোমার কেমন আক্কেল গা? পুরুষমানুষ মেয়ে সেজে বাড়ীর ভেতরে এসেছ? ভাল চাও তো স'রে যাও!

জগ। সে কি বাছা? আমি যে তোমাদের খুড়ী হই।

জ্ঞান। হাঁ গা বাছা, তুমি কে গা?

জগ। আমার বাছা বাড়ী এইখানে। আহা! তোমাদের সোণার সংসার ছারখারে গেল—তাই দেখতে এলুম। বলি, মা'রা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন?

প্রফু। ও দিদি, এ ডান! তুমি স'রে এস।

জ্ঞান। না বাছা, আর এক সময় এস, এখন আমরা বড় ব্যস্ত আছি।

জগ। মা, বাড়া এসেছি, অমন ক'রে বিদায় কত্তে আছে কি? আহা! সুরেশ আমার আসতো, আমার বাড়ীতে যেতো, কত আবদার কত্তো। আহা! বাছা আমার কোথায় রইলো!

জ্ঞান। ও বাছা, চুপ কর, চুপ কর, ঠাকরুণ শুনবে।

জগ। চুপ করবো কি; আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! অমন ডবকা ছেলে, তার কপালে এই হ'ল?

জ্ঞান। ও বাছা, ক্ষমা দাও।

প্রফু। ও দিদি—ও দিদি, ওকে তাড়িয়ে দাও।

জগ। হাঁ বাছা, সুরেশের কি কল্লে? বাছাকে আনতে পাঠালে না? তোমরা পেটে অন্ন দিচ্ছ কেমন ক'রে? বাছা জেলে রয়েছে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত রয়েছ?

জ্ঞান। রয়েছি রয়েছি বাছা, তুমি বেরোও, দাঁড়িয়ে রইলে যে? তুমি কেমন মানুষ?

জগ। আহা! সুরেশ রে!

জ্ঞান। বেরুবে তো বেরোও, নইলে অপমান হবে।—ঝি, ঝি, মাগীকে তাড়িয়ে দে ত।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। কি বড়বৌমা, কি বড়বৌমা?

জগ। কে, দিদি? আমায় চিনতে পারবে না, সুরেশ আমায় খুড়ী খুড়ী বলতো।

জ্ঞান। তা বলতো বলতো, দূর হবি ত হ! ঝী মাগী কোথায় গেল? দূর ক'রে দিক্ না গা।

উমা। ছি মা ছি! দুর্ব্বাক্য কাকেও বলতে নাই, মানুষ বাড়ীতে এসেছে। এস দিদি এস, মেজ-বৌ, একখানা পিঁড়ি এনে দাও।

প্রফু। ও মা, ও ডান! ওকে তাড়িয়ে দাও না।

উমা। চুপ কর আবাগী! পিঁড়ি নিয়ে আয়। এস দিদি, এস।

জগ। আহা! দিদি, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে;—তোমাদের সোণার সংসার কি হয়ে গেল!

উমা। আর দিদি, সব গোবিন্দজীর ইচ্ছা! আমার তো হাত নেই।

জগ। দিদি, তোমার একটা কথা বল্‌তে এসে-ছিলুম, নিরিবিলি বল্‌তুম।

জ্ঞান। (জনান্তিকে) ওগো বাছা, তোমায় আমি পাঁচ টাকা দেব, তুমি কোন কথা বলো না।

জগ। না, আমি কি সুরেশের কথা বলি! আমি আর একটা কথা বল্‌তে এসেছি-লুম। গিন্নীর সঙ্গে দেনা পাওনা আছে, তাই বল্‌তে এসেছিলুম। দিদি, শুন্‌ছো? একটা কথা বল্‌তে এসেছিলুম।

উমা। তা বল না।

জগ। তুমি অন্যমনস্ক হচ্ছো?

উমা। আর বো'ন, আমাতে কি আমি আছি? সুরেশকে না দে'খে আমি দানো পেয়ে রয়েছি।

জগ। আহা! তা বটেই তো, কোলের ছেলে!

জ্ঞান। তুমি কি কর?

জগ। ভয় নেই মা, ভয় নেই মা, ভয় নেই। দিদি, নিরিবিলি বল্‌বো, বৌমাদের যেতে বল।

জ্ঞান। কেন গা? আমরা রইলেমই বা।

জগ। না বাছা, সে একটা গোপন কথা।

উমা। বৌমা, এসতো গা, কি বল্‌ছে শুনি।

প্রফু। ও দিদি, তুমি যেয়ো না, এ মাগী ডান, মাকে খাবে!

উমা। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন গা? তোমরা এস, একটা কি মানুষ বল্‌ছে, শুনে যাই।

জ্ঞান। আর্ মেজবৌ, মধুসূদনের মনে যা আছে, হবে।

প্রফু। ও দিদি,লুকিয়ে থাকি এস, মাগী মাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

জ্ঞান। বল্‌ছে কিছু মিছে না, মাগী যেন রাক্ষসী!

(প্রফুল্ল ও জ্ঞানদার অন্তরালে অবস্থান)

জগ। আমি তো দিদি, বড় মুস্কিলে পড়েছি। সুরেশ মাঝে মাঝে এর চুরি কত্তো, ওর চুরি কত্তো; আমি কি করবো,চৌকীদারকে ঘুষ দিয়ে, জমাদারকে ঘুষ দিয়ে, কত রকম ক'রে বাঁচিয়ে বেড়াতেম; এই ক'রে প্রায় শ-পাঁচেক টাকা খরচ ক'রে ফেলেছি।

উমা। বল কি গো, বল কি! সুরেশ চুরি ক'রে বেড়াতো? বাবা তো আমার তেমন নয়।

জগ। ও দিদি,সঙ্গগুণে হয়, ঐ যে শিবে ব'লে একটা ছোঁড়া, সেই সব শিখিয়েছে।

উমা। তার পর? তার পর?

জগ। আমি দিদি, টাকা'র কথা ধরি নি; কিন্তু কর্ত্তা, সে পুরুষমানুষ, বড় টাকার মায়া! আমায় ধমক ধামক ক'রে বল্লে, "টাকা কি করেছিস্?" আমি ভয়ে ব'লে ফেল্লেম, "সুরেশকে দিয়েছি।" এই সুরেশের ঠেঁয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়েছে। আমি দিদি, এদ্দিন ঠেলে রেখেছিলুম, আর তো টাল্‌তে পারি নি। সে বলে, "নালিস করবো, কেন? ওর ভায়েরা রয়েছে, টাকা দেবে না কেন?" কি করবো দিদি, বড় দায়ে প'ড়ে এসেছি।

জ্ঞান। এত কথা কি হচ্ছে?

প্রফুল্ল। মাগী মন্ত্র পড়্‌ছে, ঐ দেখ না, চোখ-দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে!

উমা। দেখ বোন, তুমি আর দিন-কতক রাখ, আমি সুরেশের দেনা এক কড়া রাখ্‌বো না,যেমন ক'রে পারি,শোধ দেব। আমি বড় বিপদে পড়েছি, গোবিন্দজীর ইচ্ছায় শুন্‌ছি, একটু ছিরে লাগ্‌ছে; একটা কিছু সুবিধা হ'লেই সুদ শুদ্ধ চুকিয়ে দেব, ওর ভায়েরা না দেয়, আমি যাদের ধার দিয়েছি, আদায় হ'লেই তোমায় ডেকে চুকিয়ে দেব।

জগ। কর্ত্তা তো আর রাখ্‌তে চায় না; সে

বলে, "কেন, ওর মেজ-ভাই চুকিয়ে দিক না, ও একটা সই কল্লেই চুকে যায়।"

উমা। কিসের সই? আবার সই কিসের?

জগ। কে জানে বোন, রমেশ বাবু নাকি বলেছে।

উমা। না বোন, আর সই-টই'য়ে কাজ নাই, আমি সবই চুকিয়ে দেব, বেটা তো নয়, আমার পেটের কণ্টক! কি একটা সই ক'রে নিয়ে আমার যোগেশকে উন্মাদ করেছে। সুরেশ ফিরে আসুক, কত টাকা শুনি, হিসেব ক'রে সব চুকিয়ে দেব।

জগ। দিদি, সে কথাও বল্‌তে এসেছি, অমন ডব্‌কা ছেলে, এখনও দশ দিন রয়েছে।

উমা। দশ দিন নয় বোন, চিঠি লিখেছে, পরশু দিনে আস্‌বে।

জগ। কে চিঠি লিখেছে গো?

উমা। পীতাম্বরের ভাই নবদ্বীপ থেকে তাকে আন্‌তে গিয়েছে।

জগ। নবদ্বীপ কি গো?

উমা। তবে কোথা গিয়েছে?

জগ। ও মা! কিছু শোন নি? না বোন, বল্‌বো না, আমার বৌমায়েরা বারণ করেছে।

উমা। তুমি বল, শীগ্‌গির বল, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে! সে কি নাই? সুরেশ কি আমার নাই?

জগ। নাই কেন, বালাই! কত্তা তো ঠিক বলেছে; আহা! মাগী জানে না, সেকেলে, মানুষ ভুলিয়ে রেখেছে।

উমা। কি? কি? আমায় বল, আমার শীগ্‌গির বল?

জগ। ও বোন, তুমি কারুর কথা শুনো না, তুমি তোমার মেজ বেটার সঙ্গে চল। সুরেশকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সই কত্তে বল্‌বে চল। যা হবার হবে, কারুর কথা শুনো না, ছেলে যদি বাঁচে, সব পাবে।

উমা। শীগ্‌গির বল, শীগ্‌গির বল, আমার সুরেশ কোথায়, শীগ্‌গির বল? আমার প্রাণ থাক্‌তে থাক্‌তে বল; বল, বল, তোমার পায়ে পড়ি বল। দেখ্‌ছো কি, আমার প্রাণ যায়,—বল, বল?

প্রফু। ও দিদি, মা কেমন কচ্ছে।

জ্ঞান। ওরে! তাই তো।

(জ্ঞানদা ও প্রফুল্লের অন্তরাল হইতে প্রবেশ)

জ্ঞান। মা, মা, অমন কচ্চো কেন মা? তুমি চ'লে এস; দূর হ মাগী, দূর হ!

উমা। বল—বল, শীগ্‌গির বল, কেন স্ত্রীহত্যা দেখ্‌ছো? তুমি সেকেলে মানুষ, স্ত্রীহত্যা করো না। বল দিদি, বল, আমার প্রাণ রাখ! সুরেশেকে পাব তো?

জগ। দিদি, কি বল্‌বো বল, তার যে জেল্ হয়েছে; সে পাথর ভাঙ্‌ছে।

উমা। অ্যাঁ! জেল হয়েছে?

জ্ঞান। না মা, না,—মিছে কথা, ও মাগী রাক্ষসী। দূর হ!

উমা। অ্যাঁ! জেল হয়েছে? পাথর ভাঙ্‌ছে? মধুসূদন! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞান। ও মা! কি হ'ল গো! সর্ব্বনাশ হ'ল! মা, মা, মিছে কথা, মা শোন মা,— দূর হ মাগী!

জগ। (স্বগত) না, কিছু হ'ল না, আমার কাজ হ'ল না, মাগী মূর্চ্ছো গেল, কাল আবার আস্‌বো। মাগী [illegible] মূর্চ্ছা যাবার আর সময় [illegible] কথা শোন্, তবে মূর্চ্ছো [illegible]

জ্ঞান। বেহারা, [illegible] দে' তাড়িয়ে দে [illegible] [illegible]!

জগ। দূর হোক্‌গে ছাই! মাগী গঙ্গা নাইতে যায় না? সেইখানে ধর্‌বো।

প্রফু। ওমা, ওঠো মা, ওঠো!

উমা। আ মর! ঘুমুচ্ছি, ঘুম ভাঙাচ্ছিস্ কেন? গোল কচ্ছিস্ কেন? আমি উঠ্‌বো না।

প্রফু। ও দিদি, মা কি বলে গা!

জ্ঞান। মা, মা, কি বল্‌ছো? ওঠো না।

উমা। যা পোড়ারমুখি, আমি যাব না।

জ্ঞান। ওমা, কি বল্‌ছো? মা, ওঠো না।

উমা। আ মর! ঘুমুতে দেবে না, বাবাকে গিয়ে বল্‌বো, এমন স্ত্রীও সঙ্গে দিলে, আমায় ত্যক্ত ক'রে মাল্লে।

জ্ঞান। হায়! হায়! মেজবৌ রে, সর্ব্বনাশ হ'ল! মা বুঝি খেপ্‌লো!

উমা। কৈ রে, সুরেশ আমার কৈ? সুরেশ রে—বাপ্ রে, তোরে কি আমি পাথর ভাঙ্‌তে পেটে স্থান দিয়েছিলেম? বাবা রে, তুই কি আর ফিরবি? আর কি মা বল্‌বি? তুই যে আমার হারানিধি! আমি বুক চিরে মা কালীকে রক্ত দিয়ে তোরে পেয়েছি। আমার সেই সুরেশ! সুরেশ পাথর ভাঙ্‌ছে! ও মা, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

জ্ঞান। কি সর্ব্বনাশ! কি হবে? মেজবৌ, ঝীকে শীগ্‌গির পাঠিয়ে দে, ডাক্তার ডেকে আনুক।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

[illegible]। [illegible]ঠো মা, অমন কচ্ছো কেন? মা, [illegible], ঠাকুরপো আবার ফিরে আস্‌বে, [illegible] পাথর ভাঙ্‌তে হবে না। মা, [illegible]চ্ছো মা? মা, মা!

[illegible] মা, তোদের পায়ে পড়ি মা, আমি শ্বশুরবাড়া যাব না মা, আমায় শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিও না মা, আমি বাবা এলে যাব, আমি বাবাকে দে'খে যাব।

জ্ঞান। ও মা, কাকে কি বল্‌ছো? আমি যে তোমার বড় বৌ।

উমা। ওহো-হো-হো! কি হ'ল! কি হ'ল! বাপ্ রে সুরেশ রে! ও বাবা, তোমার ধ'রে রেখেছে বাবা? বাবা, তাই আস্‌তে পাচ্ছ না বাবা? তুমি যে মা নইলে থাক্‌তে পার না! আহা, হা! হা! কি হ'ল! বুক যায়! বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

(নেপথ্যে যোগেশ।) পীতাম্বর, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমোদ হবে না,—"রাণী মুদিনীর গলি"—

(যোগেশ ও পীতাম্বরের প্রবেশ)

ছেড়ে দে শালা, আমি নাচ্‌বো! এই যে বড়বৌ! ও প'ড়ে কে, মা? ভুল্‌ছো কেন? ভুল্‌ছো কেন? ঘুমুক্; হয় মদ খাও, নয় ঘুমাও, বস্! বড়বৌ, তুমি মদ খাও, আমি মদ খাই, পীতাম্বর মদ খাও—

পীতা। বড় মা, এ কি গো?

জ্ঞান। আর কি বল্‌বো বাছা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! এক মাগী এসে মাকে খবর দিয়েছে।

যোগে। পীতাম্বর—পীতাম্বর, মদ নিয়ে এস; খুব গরমগরম হ'ক! খেয়ে প'ড়ে থাকি।

পীতা। বাবু, একেবারে উচ্ছন্ন গেলে? গিন্নী মা যে মূর্চ্ছা গিয়েছেন। দেখ্‌ছো না?

যোগেশ। তোর কি? তুই কেন মুচ্ছো যা না।

পীতা। যান, মাত্‌লামো করবেন না। বড় মা,

ধরুন, গিন্নী-মাকে বিছানায় নিয়ে যাই, বড় মা, মাকে বিছানায় নিয়ে যাই, গিন্নী মা! গিন্নী মা—

উমা। কে রে রূপো? ঠাকৃরুণ এ দিকে আস্‌ছেন নাকি? রান্না-ঘরে যাই, রান্না-ঘরে যাই।

[উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদার প্রস্থান।

(নেপথ্যে জ্ঞান।) ও পীতাম্বর, ও পীতাম্বর, এদিকে এস, এখুনি আছাড় খেয়ে পড়্‌বে।

যোগে। কোথা যাস্ শালা? মেয়েদের পেছনে পেছনে কোথা যাচ্ছিস্?

পীতা। যান ম'শয়, মাত্‌লামীর সময় আছে।

যোগে। চোপরাও শূয়ার! আমি মাতাল? দেখ্, বাড়ীর ভেতর থেকে যা বল্‌ছি; ভাল চাস্ তো বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোও! শালা, অন্দরে ঢুকে মেয়েদের পেছনে ফির্‌ছো?

পীতা। বাবু, গিন্নী-মা যে মরে!

যোগে। মরে মরুক! তোর বাবার কি?

(নেপথ্যে জ্ঞান।) ও পীতাম্বর, শিগ্‌গীর এস, শীগ্‌গির এস।

পীতা। যাই মা, যাই; যাচ্ছি বড় মা, এখানে এক আপদে ঠেকেছি।

যোগে। শালা, তবু যাবি? (ইট লইয়া পীতাম্বরকে প্রহার।)

পীতা। ওরে বাপ্ রে! খুন কল্লে রে! খুন কল্লে রে!

যোগে। ধর্ শালাকে! চোর! চোর! চোর!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবনাথের বাড়ীর ছাদ।

সুরেশ ও শিবনাথ।

সুরে। ভাই শিবনাথ, তুমি আমার মাকে এইখানে নিয়ে এস, আমায় দেখ্‌তে পেলেই তাঁর বাই-রোগ সেরে যাবে, আমি তো এখন সেরেছি।

শিব। তা আন্‌ব হে, তুমি এতো মিনতি কচ্ছো কেন? তোমায় যে বাঁচাতে পার্‌বো, এ আমার মনে ছিল না; তা হ'লে কি তোমার মাকে রমেশ বাবুর বাড়ী যেতে দিই। তুমি কিছু ভেবো না, মা রোজ দেখে আসেন; আর তোমাদের মেজবৌ যে যত্নটা কচ্ছে, তোমায় আর কি বল্‌বো। মা বলেন, অমন বৌ কারুর হবে না।

সুরে। শিবনাথ, তোমার ঋণ আমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বো না।

শিব। তুমি ঐ কথা একশোবারই বল। তোমার ধার আমি কখনচ্চ শুধ্‌তে পার্‌বো না—তুমি আপনি জেলে গিয়ে আমার জেল বাঁচিয়েছ।

সুরে। ভাই শিবনাথ, তুমি বড়বো'র কোন খবর পেলে?

শিব। না ভাই, আমি [illegible] কিছুতেই পেলেম না; [illegible] কোথায় গিয়ে আছে, আমি, [illegible] এডভারটাইজ ক'রে দিয়েছি. ([illegible] Police) ডিটেক্‌টিভ পুলিসকে

দিয়ে খবর নিচ্ছি, আমি আপনি রোজ ঘুরছি, কিছুতেই কিছু সন্ধান কত্তে পাচ্ছি নি।

সুরে। তারা বোধ হয় বেঁচে নাই; দাদার কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে কথা তোমায় আর কি বল্‌বো! রমেশ বাবু কতকগুলো মাতাল ঠেকিয়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মদ খাচ্ছেন, আর পথে পথে বেড়াচ্ছেন। আমি এত আন্‌বার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই বাগ ফেরাতে পারি নি।

সুরে। আমাদের সোণার সংসার ছারখার হ'ল! কি কুক্ষণেই মেজদাদা জন্মেছিলেন! দাদার এ দশা হবে, আমি স্বপ্নেও জানি নি। কখনও একটা মিথ্যা কথা বলেন নি, কখনও পরস্ত্রীর মুখ দেখেন নি। ভাই রে, যদি ব্যামোতে আমার মৃত্যু হ'তো, সেও ভাল ছিল; আমি বেঁচে উঠে দাদার এই দশা দেখ্‌তে হ'ল?

শিব। সুরেশ, কেন আক্ষেপ কচ্ছো? তুমি সব ফের পাবে; তুমি একটু ভাল ক'রে সেরে ওঠো, আমি টাকা খরচ ক'রে মকদ্দমা করবো। তোমার মেজদার জোচ্চুরি আমি বার ক'রে দিচ্ছি। মা বলেছেন, বাড়ী বেচ্‌তে হয়, সেও কবুল, তবু যাতে তোমার মেজদাদা জব্দ হয়, তা করবেন।

সুরে। হাঁ হে, পীতাম্বরের কোন খবর পেয়েছ?

শিব। সে চিঠি লিখেছে, শীগ্‌গির আস্‌বে, বড্ড কাহিল আছে, একটু সারলেই আস্‌বে; অমন লোক হবে না। তোমার দাদা মাথায় ইট মেরেছিল, জ্বরে কাঁপ্‌ছে, আমি এত বারণ কল্লেম, তবু তার খালাসের দিন আমার সঙ্গে গেল। আহা! বেচারা রাস্তায় ভিরমি গেল, আমি এক বিপদে পড়্‌লেম; এ দিকে তোমায় নিয়ে সাম্‌লাব, না তাকে নিয়ে সাম্‌লাব।

সুরে। আমার সে সব কিছুই মনে নাই।

শিব। তুমি তিনমাস অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছ, কি ক'রে জান্‌বে?

সুরে। দেখ, তিন মাস যে কোথা দে কেটেছে,—ভাই, আমার কিছুই মনে নাই। আমার স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়, কে আমায় জেল থেকে নিয়ে এল; তার পর জ্ঞান হয়ে দেখি, তোমার মা কাছে ব'সে, তুমি কাছে ব'সে। ভাই শিবনাথ, আমি জেলে যাবার সময় একবার কোল দিয়েছিলে, আজ একবার কোল দাও; তোমার মত বন্ধু আমার যেন জন্ম-জন্মান্তরে হয়।

শিব। সুরেশ, আমরা বন্ধু নই; মা বলেন, তোরা দু-ভাই; আমার মায়ের পেটের ভাই নাই, তুমি আমার ভাই। আমার পুলিসের কথা মনে পড়্‌লে এখনও গা কাঁপে! তুমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছ। ভাই সুরেশ, আমি তোমার উপদেশ শুনেছি, আমি শুধ্‌রেছি, আমি আর কুসঙ্গে মিশি নি।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তা। সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, তোমার গুণধর ভাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, সুরেশ কেমন আছে? আমি বল্লেম, ম'রে গেছে; খুসী বে! পথে আবার কাঙালে বেটা ধরেছে, তারেও বলেছি, তুমি মরেছ। সে বেটা বিশ্বাস করেছে। তার বাপ-

বেটা—বেটাই বল আর বেটাই বল, মাথা চালতে লাগ্‌লো। অমন চেহারা কখন দেখি নি বাবা! (Monst'r of ugliness) মন্‌ষ্টার অব আগ্‌লিনেস্! শিব বাবু, তোমার কে, ওকে একটু একটু বেড়াতে ব'লো।

শিব। বেড়াচ্ছে তো, রোজই একটু একটু ছাদে পাইচারী কচ্ছে।

অক্ষ। একটুর কর্ম্ম নয়; সেরে গিয়েছে তো, সকাল বিকালে খানিক খানিক বেড়িয়ে আস্‌বে। চল, তিনজনে খানিক বেড়িয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঙালীর কম্পাউণ্ডিং-রুম।

রমেশ, কাঙালী ও জগ।

কাঙা। এখন নিশ্চিন্তি, রামরাজ্য ভোগ করুন্। কেমন বাবু, বলেছিলেম? ও অকালকুষ্মাণ্ড পীতাম্বরও ঘোর আহাম্মক, ওকে আপনি টাকা দিতে গিয়েছিলেন; পাঁচ হাজার টাকাও লাগ্‌লো না, দু হাজার টাকাতেই ফৌজদারীতে গ্রেপ্তার ক'রে দিলেম। এখন যাক্, তার পর মকদ্দমা যা হয় হবে। ওর ভাগ্নেটো ডাইটে বড় ভদ্রলোক, ওটার মতন নয়। যখন টেনে নিয়ে যায়, সে যে তামাসা! আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বাঁচি নি।

রমে। কি রকম? কি রকম?

ছিল; বেটা অমনি পাক্‌—বিছানার পড়ে,—মরে; তবু সুরেশের বাসাসের দিন গাড়ী ক'রে চলো।

রমে। তা তো শুনেছি, তার পর?

কাঙা। সুরেশও মুদ্দোর, ওও মুদ্দোর; কে কাকে দেখে! ও বেটা তো গাড়ীর ভেতর ভিরমি গেল, সুরেশও ভিরমি যায় যায়—

রমে। সেই দিনেই ল্যাঠা মিট্‌তো, চৌরঙ্গীর মাঠ না পেরুতে পেরুতে মারা যেতো, কোত্থেকে শিবে বেটা জুটলো।

কাঙা। হাঁ, ঐ এক বেটা চামার! বেটা দুজনকে মুখে জল দিয়ে, বাতাস ক'রে, বাড়ী নিয়ে গেল।

জগ। হুঁ হুঁ, আমি তো বলেছি যে, ম'লে শিবেকে চটাস্ নি, হাতে রাখ্, তা হ'লে তো এ কাজ হয় না। সুরেশটা হাস-পাতালে পচ্‌তো। সকলকে হাতে রাখা ভাল, সকলের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলা ভাল। ঐ যে তুই মদনাকে পাগল ব'লে অগ্রাহ্য করেছিলি, কত বড় কাজটা পেলি বল্ দেখি? পাগ্‌লি বল্লে হয় না, দলীলের বাক্স তুই চুরি কত্তে পাত্তিস, না আমি পাত্তেম? বড়বৌটা যে খাণ্ডা-রণী! তোকে জায়গা দিতো, না আমায় জায়গা দিতো?

কাঙা। পাগ্‌লাটা খুব হুঁসিয়ার! কেমন সন্ধান ক'রে, সিন্দুক ভেঙে নিয়ে এসেছে।

জগ। রোজ কেন ওর কাছে যেতেম, এই বোঝ। রমেশ বাবু, তুমি হও আর যেই হও, আমার একটু নিও। বেটা ছেলে হও, মিছে ডিক্রী

তোমাদের বৌ হাজার টাকার বাড়ী বেচে? সেজ্‌লো গেজ্‌লো দলীল চুরি, রেজেষ্টারী-আপিসে তো নকল পেতো।

রমে। বাবা! তুমি তো মেয়ে নও, পুরুষের কাণ কাটে! মিথ্যা যোগেশ সাজিয়ে এক তরফা ডিক্রী ক'রে দাদাকে ওয়ারিণ ধর্‌'ন, আমার বুদ্ধিতে আস্‌তো না, বুদ্ধিতে এলেও সাহস হ'ত না। যদি (False personification) ফল্‌স্‌ পার্‌সনিফিকেশনের চার্জ্জ আন্‌তো, তা হ'লে সর্ব্বনাশ হ'ত।

জগ। চার্জ্জ আন্‌লেই হ'ল? তবে পয়সা খরচ ক'রে মাতাল লাগিয়েছ কি ক'র্ত্তে? দিনে রেতে চোখ চাইতে পাল্লে তো আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে? তবে তো চার্জ্জ আন্‌বে?

রমে। আচ্ছা, বড়বৌ বাড়ী বেচে টাকা দেবে, কি ক'রে ঠাওর পেলে?

জগ। আমরা সব এক আঁচড়ে মানুষ চিনি; ওরা সব পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা।

কাঙা। বাড়ীটের খুব দর হয়েছিল, যদি দলীলগুলো হাত না হ'ত, ক্যাঁসাদে ফেলেছিল; হাতে কতক টাকা পেতো। তোমাদের বড়বৌ যে দস্তি!—স্বচ্ছন্দে মকদ্দমা চালাতো। আপনার ঠেঁয়ে দলীল দে'খে খদ্দের বেটা ভারি দম্‌ খেয়ে গেল।

জগ। তা নইলে বাড়ী হাজার টাকায় বাগাতে পাত্তেন না; পাগ্‌লাকে দিয়ে তো দলীল আনিয়েছি, আরও কি কাজ করি দেখ। বড়বৌ মনে করেছে, চোরে চুরি করেছে, পাগ্‌লার পেটে পেটে এত, তা ধ'র্ত্তে পারে নি। এখনও আন্দাজ হয়, মাগীর হাতে দু-তিনশো টাকা আছে, আর মদে খরচ ক'রো না, মদ বন্ধ ক'রে দাও, ঘরের টাকার টান পড়ুক। ব্যাঙ্কের টাকা তো আটক হয়েছে?

রমে। সে আমি (Administrator general) এড্‌মিনেষ্ট্রেটার জেনারালের হাতে দিয়েছি, ব্যাপারীর টাকা পেমেণ্ট ক'রে বাকী টাকা হাতে নিয়েছে; সে এখন বিশ-বাঁও জলে! পীতাম্বরে যখন ধরা পড়েছে, আমি আর কিছু ভাবি নি।

জগ। হাঁ গা ও সাহেবটাকে হাত কল্লে কি ক'রে?

রমে। ওরা তো তাই চায়, আস্‌তে কাটে, যেতে কাটে। দরখাস্ত কল্লেম, আমাদের যৌত টাকা, একজন মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে; পীতাম্বরে আপত্তি করেছিল।

কাঙা। আর ধরাই প'ড়ে গেল, কে বা আপত্তি করে! চাচা আপন বাঁচা; ও টাকার বড় কিছু পাওয়া যাবে না, একবার এড্‌মিনেষ্ট্রেটারের গর্ভে গেলে আর কিছু বা'র হয় না।

রমে। তা কি করবো, সব দিক সাম্‌লান ভার। ও টাকায় আর তেমন লোক্‌ কর্‌বুন না, শেষ যা হয়, দেখা যাবে; এখন নগদ টাকা হাতে পড়্‌লে মকদ্দমা চল্‌তো; শুধু আমার ভয় পীতাম্বরে বেটাকে।

কাঙা। সে ভয় করবেন না, সে ভয় কর্‌বেন না। বেটাকে যখন ফৌজদারীতে ধল্লে, তখন বেটা মরণাপন্ন। ঐ শিবে বেটা ডাক্তার এনে আপত্তি কল্লে যে, পথে মারা যাবে। ওর জাস্তুতো ভাই দেখ্‌লেম, ভারি ভদ্রলোক, হেড কনষ্টেবলকে টাকা গুঁজে বল্লে যে, মারা যায়, আমার দায়, তুমি নিয়ে চল। চার্জ্জটা তো যে সে দেয় নি!

জগ। কি মকদ্দমাটা, আমায় তো একদিনও বল্লি নি, এর ভাল মন্দ বুঝ্‌বো কি ক'রে?

জন কাঁদিস্, আমি মেয়ে মানুষ, তোরা পুরুষ, তারি বুদ্ধি জোরের। এই যাই ছুটো কাট্তে পারেন তো বুঝতেন, কোথায় কে পুরুষ, কার কত হাতি। পোড়া ভগবান্ যে মেরেছে, কি কর্‌বো।

রমে। রূপসি, তুমি সব পার।

জগ। কি কেল্টা করেছিস্, শুনি?

কাঙা। ঐ যে ছোট একখানা তালুক করেছিল না? কিছু টাকা দিয়ে এক বেটা তোমাকে আদমারা ক'রে, ওর জাস্ততো ভাই ফৌজদারী বাধিয়েছে যে, উনি নায়েবকে হুকুম দিয়ে মেরেছেন।

জগ। এই তো কাঁচিয়েছিস্, যাকে মেরেছে, সেই ওর হয়ে সাক্ষী দেবে; ওর জাস্ততো ভাই পেঁচে পড়্বে।

কাঙা। আরে, সে টাকার লোভে ইচ্ছে ক'রে মার খেয়েছে, ঠিক ঠাক্ সাক্ষী দেবে। আর ঐ অবস্থায় তাকে ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে গেল, হয় তো পথেই মারা যাবে।

জগ। বটে, বটে! মফঃস্বলের লোক এমন! আহা হা হা! তারাই সুখী, তারাই সুখী! আমিও এ বুদ্ধি করেছিলেম; কেমন বল্ পোড়ারমুখো, বলি নি যে, শিবেকে জব্দ কত্তে চাস্, মাথায় লাঠী মেরে পুলিসে গে দাঁড়া? আপনি না পারিস্, আমি যাচ্ছি। তা তুই রাজী হ'লি কৈ?

রমে। সুরেশের খবর কিছু শুনেছ?

কাঙা। কিছু বুঝ্তে পাচ্ছি নি; যে ডাক্তারটা দেখ্ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, সে বল্লে, আজ তিন দিন মরেছে; কিন্তু জগা বলে, আমার বিশ্বাস হয় না।

রমে। আমারও ডাক্তার বেটা বল্লে, কিছু আর বল্তে পাচ্ছি নি।

জগ। ও মিছে কথা, আমি ডাক্তার বাটার মুখ দেখেই বুঝেছি। কাজকে নিকাল ক'রে কোন কাজ কর্‌বে না। এখন ধর, ও বেঁচেই আছে। আমার আর একটা বুদ্ধি নাও—আজই হ'ক, কালই হ'ক, আর দু-দিন বাদেই হ'ক, তোমাদের বড়বৌকে আর মেজোকে এনে বাড়ীতে পোরো।

কাঙা। কেন, তাদের এনে ফল কি?

রমে। না না, ঠিক বলছে, এখনও সব দিক্ মেটে নি, কেউ যদি বড়বৌকে হাত ক'রে মকদ্দমা চালায়, সে এক ফ্যাঁসাদ হবে।

জগ। আরও আছে, এই ডাক্তারখানাটা রয়েছে, এতে কোন্ অসুধটা নেই? বল যদি, কিছু কাজই হ'ল না, ডাক্তারখানা রেখে লাভ?

রমে। ও কি কথা রূপসি!

জগ। ক্রমে বুঝ্বে, ক্রমে বুঝ্বে, আগে বাড়ী নিয়ে এস।

রমে। তারা কোথা আছে? বাড়ী বেচে রাতারাতি কোথায় উঠে গেল, ত তো সন্ধান কত্তে পারি নি।

জগ। সে সন্ধান আমি কর্‌বো।

রমে। যাক্, পাঁচ কথায় কেটে গেল, একটা কাজের কথা হ'ক,—তোমার ভাগ্নেকে শিখিয়ে রেখো, কাল (Assignment registry) এসাইন্‌মেন্ট রেজেষ্টারি ক'রে নেব; রেজেষ্ট্রারটা ভারি বজ্জাত! সব খুঁটিয়ে না জেনে রেজেষ্টারি ক'রে না; ভাল ক'রে শিখিয়ে রেখো।

কাঙা। আপনিই কেন শেখান না, সে ও রয়েছে। ওরে ভজা! ভজা! মলো পড়্লো কি ঘুমুলো, ঘুমুলো কি মলো! ভজা!

(ভজার প্রবেশ)

ভজ। মর! ঘুমুতে দেবে না, একটু যদি চোক বুজেছি, ভজা, ভজা, ভজা! ভজা যেন ওর বাপের খান্সামা!

জগ। ভজহরি বাবা. কাল তোমার রেজেষ্টারি আপিসে যেতে হবে।

ভজ। কুচ পরোয়া নেই! যাওয়েঙ্গে!

রমে। যখন রেজেষ্ট্রার জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কি কাজ কর? তুমি বল্‌বে, তুমি জমীদার, সপ্তচর পরগণা তোমার জমীদারী। নাম বল্‌বে, মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া।

ভজ। জমীদার মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া, রায় বাহাদুর।

রমে। না না, রায় বাহাদুর ব'লো না।

ভজ। খালি জমিদারী দিয়া? কুচ পরোয়া নেই, আজ রাত্‌কা ওয়াস্তে রূপেয়া লেয়াও।

কাঙা। কাল একেবারে টাকা পাবি।

ভজ। মামা, আমায় কচি ছেলে পেলে নাকি? রোজ রোজ টাকা চাই, তবে এ কাজ হবে।

রমে। আচ্ছা, এই দু-টাকা নাও।

ভজ। :কেয়া! জমীদারকা সাম্‌নে দো রোপেয়া নজর লেয়ায়া? তা হচ্ছে না, নিদেন ষোলটা টাকা আজ রাত্রে চাই। এই ধর না, পাঁটা একটা আড়াই টাকা, দু টাকার একটা মদ, আর আট টাকার কম একটা হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষ হবে না; এই তো ফুটকড়াই হয়ে গেল! ষোলটা টাকা বার ...র, আর মামা মামীকে যা দাও, তা ...দা—তবে মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া! তা ... বাবা যে ভজহরি, সেই ভজহরি! ...্, ঘড়ী ঘড়ীর চেইন, হীরের আঙটী তো তোমায় দিতেই হবে, আমি খালি গোঁপে তা দিয়ে থাক্‌বো, বোধ হয়, এ থেকে এক পোয়া আতর নিতে পারি।

রমে। আচ্ছা, চারটে টাকা নাও।

ভজ। চার টাকার মতনও কাজ আছে; রামেশ্বর, বদ্দিনাথ সাজ্‌তে বল দু টাকাই বায়না নিচ্ছি। মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার, ষোল রূপেয়া নজর লেয়াও!

কাঙা। আচ্ছা আটটা টাকা নে!

ভজ। বকো মৎ বেকুব, হাম নিদ যায়, জমীদারকা সাত হড়্‌বড়াতে হো?

রমে। আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, আমি ষোল টাকাই দিচ্ছি।

ভজ। এতো বায়না, আসলের বন্দোবস্ত কি বলুন? আমি বেশী চাইনি. লক্ষ্ণৌয়ে পুঁটিয়া ব'লে আমার একটা মেয়েমানুষ আছে, সে বেটী টাকার জন্যে আমায় তাড়িয়েছে। শ-দুই টাকা নইলে ফের ঢুক্‌তে পারবো না, এই দুশো, রেল ভাড়া, আর আর আমায় কি দেবে?

রমে। আচ্ছা, তার জন্য আটক থাবে না।

ভজ। জমীদারীর চাল-চুল সব ঠিক পাবেন, মোচ্‌মে তা চড়ায় গা এসাই, পায়ের ফেলেগা এসাই, বাত করেগা হোঁ হোঁ, যেসাই বেকুবি মাঙো ওস্তাই বেকুবি হ্যায়। গাধ্‌ধাকা মাফিক কলম পাক্‌ড়েগা উন্টা, কাগজ উন্টাবি লেগা, জমীদার লোক যেসা বেকুব হোতা, ওসাই বন্ যাগা, কুচ পরোয়া নেই, রোপেয়া লেয়াও।

রমে। তোমায় যে গোটাকতক কথা শেখাব।

(টাকা প্রদান)

ভজ। বাবু, আজ রাত্রে মদটা ভাঙ্‌টা খাবো, সব কথা কি মনে থাক্‌বে? কাল টাট্‌কা

টাট্‌কা ব'লে রেখেন, কাজ ফুড়ে ক'রে দেব ;—বস্‌!

[ভজহরির প্রস্থান।

রমে। এ ছোক্‌রা চালাক আছে।

কাঙা। তা-খুব!

জগ। বাবা, আমাদের বন্দোবস্ত কি করে? একখানা বাড়ী আর দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চেয়েছ, সেটাও অমনি এক সঙ্গে সেরে ফেল্লে হয় না?

রমে। তার জন্য ভাবনা নাই, তার জন্য ভাবনা নাই, সে হবে হবে।

[রমেশের প্রস্থান।

জগ। ষ্টুপিড্‌কে এত দিন ধ'রে যে বলছি, বাড়ীখানা লিখে নে, হাতে থাক্‌তে কাজ গুছিয়ে নে, কাজ রফা হয়ে গেলে, তোমার মুখে ঝাড়ু দিয়ে বিদায় করবে।

কাঙা। না, তার যো কি? আজ না কাল, কদ্দিন ভাঁড়াবে?

জগ। আচ্ছা, দেখি আর দিন কতক, তোর বুদ্ধি শুনেই চলি, যদি ফাঁকে পড়ি, তোকেও ধরিয়ে দেব, ওকেও ধরিয়ে দেব। আমি রাজসাক্ষীর সাক্ষী হব, তা না হয়, কজনেই জেলে যাব; খেটে মরবো। বুদ্ধি দেব আর ফাঁকে পড়বো, সে বান্দা আমি নই; তুই ষ্টুপিড্‌ তখন দেখ্‌বি। আমার ঘটে যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নাই।

কাঙা। আরে, ঠকাবে না, ঠকাবে না।

জগ। আমি তোমাদের দুজনকে বাঁধিয়ে দেব, এই আমার কথা। বিধাতা যদি না, দেখ্‌তে পেলে তার মুখে আগুন জেলে দিই! এমন গোঁয়ার মুখ্যুর সঙ্গে আমার জুটিয়েছে! আমার কতক দুর্গতি রমেশ।

কাঙা। চল্‌ চল্‌, ক্ষিদে পেয়েছে।

জগ। পিণ্ডি খাবি যা! আমি চল্লুম, মদন-মোহনের বাড়ী আজ শুনেছি কি ভাল দিন আছে, দেখি যদি বৌটা মদনমোহন দেখ্‌তে যায়, তা হ'লে পেছু পেছু গিয়ে বাসায় সন্ধান করবো, নয় তো আবার কাল ভোরে গঙ্গার ঘাটে [illegible] হবে।

কাঙা। আচ্ছা, ওদের [illegible]জিস্‌ কেন? তারা যেখানে হয় থাকুক না, তোর কি?

জগ। এ কাজটা চল্লিশ হাজার টাকার কাজ, তুই কি বুঝ্‌বি? আমি যা খুসী করি, তুই বকাস্‌ নি।

কাঙা। যা মরগে যা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তম্ব-গৃহ।

যোগেশ ও জ্ঞানদা।

যোগে। কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ? আমার সঙ্গে লুকোচুরি!—কেমন ধরেছি! ভালমানুষের মতন চাবীটা বার করে দাও, আজ দুদিন আর বেটারা মদ খেতে দেয় না।

জ্ঞান। তুমি আবার কি কত্তে এসেছ? ছেলেটা কি ক'রে উপোস ক'রে মরছে, তাই দেখ্‌তে এসেছ?

যোগে। আমি কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে [illegible] মদ ফুরিয়েছে, মদ চাই, টাকা বার ক'রে দাও, সুড়্‌ সুড়্‌ চলে যাচ্ছি। কাকে[illegible] দেখ্‌তে চাই নি. চুহ চুহ মদ খেলা! বস্‌!

জ্ঞান। তোমার একটু লজ্জা হয় না? বাপ-ছেলে অন্নাভাবে মরে, যার বাড়ী ভাড়া, সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্যে তাড়িয়ে দেবে; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল; তা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ? ধিক্! তোমায় ধিক্!

যোগে। ধিক্ একবার!—ধিক্ লাখবার। আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, যেলোকে ধিক্, আর যে যে আছে, সবাইকে ধিক্; ধিক্ ব'লে ধিক্, ডবল ধিক্! কেমন বাবা, ধিকের ওপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম। যাও, বাপের সুপুত্র হয়ে বাক্সটা খোলো।

জ্ঞান। ওগো, একটু হুঁস কর; কোথায় দাঁড়াব, তার স্থল নাই। আগামী বাড়ী ভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি, কখন্ তাড়িয়ে দেয়; ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ী খেয়ে আছে, তোমার কি দয়া-মায়া নাই? পাখীতেও যে ছেলের আহার যোটায়। ঘরে চাল নাই, এখনি ছেলে খিদে পেয়েছে ব'লে কাঁদবে, তুমি টাকা চাইতে এসেছ, তোমার লজ্জা নাই?

যোগে। বড় লজ্জা লজ্জা কথা ক'চ্চো যে? কিসের লজ্জা? লজ্জা থাকলে কেউ জুয়াচুরি করে? লজ্জা থাকলে মদ খায়? লজ্জা থাকলে কেউ ভিক্ষা করে? আর দিন দিন ভিক্ষা ক'রে মদ খাচ্ছি, একটা পয়সার জন্য বাজার লোকের কাছে হাত পাতছি, আবার লজ্জা দেখাচ্ছ? তবে আর কি, কিসের লজ্জা? দিয়ে এস, [illegible] নিয়ে এস!

[illegible]লো, আমি চল্লেম।

আছে [illegible] কোথা? টাকা বার কর; না বার ক'ত্তে পার, চাবী দাও, আমি বার ক'রে নিচ্ছি; ঐ যে বাক্স রয়েছে, আমি ভেঙে নিতে পারবো।

জ্ঞান। কি কর, কি কর? আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি বাসন বাঁধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, দুটো ঘর ভাড়া ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

যোগে। তা আমার কি? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ? আমি এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছি; বিষয় চিনেছিলে, বিষয় নিয়ে থাক। কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে। হা, হা! ছেড়ে দাও বল্‌ছি—

জ্ঞান। ওগো, একটু বোস; তোমার পায়ে পড়ি, একটু বোস।

যোগে। ছেড়ে দাও বল্‌ছি, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও, নইলে খুন করবো।

জ্ঞান। খুন করবে কর, আপদ চুকে যাক্।

যোগে। বটে রে হারামজাদী! (পদাঘাত)

জ্ঞান। ও বাবা রে!

যোগে। এখনও ছাড়্‌লি নি? ছাড় হারাম-জাদী!—ছাড়!

[বলপূর্ব্বক বাক্স লইয়া প্রস্থান।

(বাড়ীওয়ালীর প্রবেশ)

বাড়ী। ওগো বাছা, ভাড়া দাও। ওগো, কথা কচ্চো না যে? বাছা, ভাল চাও তো ভাড়া দাও—নইলে আমি আর বাড়ীতে জায়গা দিতে পারবো না। আমি পতিপুত্রহীন, এই ঘর-দুটো ভাড়া দিয়ে খাই—ও মা, তুমি কেমন ভালমানুষের

মেয়ে গা ? যেন কে কাকে বল্‌ছে ; রাজ-রাণী শুয়ে ঘুমুচ্ছেন ; ও মা, এ যে সিট্‌কে মিট্‌কে রয়েছে, মৃগী রোগ আছে নাকি ? ওমা, এমন লোককেও ভাড়া দিয়েছি, খুনের দায়ে পড়্‌বো নাকি ?

জ্ঞান। ও মা !

বাড়ী। কি গো কি ? তোমার কি হয়েছে ?

জ্ঞান। কিছু হয় নি বাছা।

বাড়ী। না হয়েছে নাই, এক দিনের ভাড়া দিয়ে তুমি উঠে যাও ; কোন্ দিন দাঁত ছিরকুটে ম'রে থাক্‌বে, আমার হাতে দড়ী পড়্‌বে।

জ্ঞান। মা, আমার হাতে কিছুই নাই, আমার ছেলে আসুক, নিয়ে চ'লে যাব।

বাড়ী। হাঁগা, তুমি কেমন জোচ্চোরণী গা ? এই যে থালা ঘটী বাঁধা দিয়ে ধার ক'রে নিয়ে এলে ; আমার ভাড়া দাও বাছা, ভাড়া দিয়ে চ'লে যাও, জুচ্চুরির আর জায়গা পাও নি ?

জ্ঞান। ও মা, আমি যা এনেছিলেম, চোরে নিয়ে গেছে, ঘটী বাটী যা আছে, তুমি বেচে নিও ; আমি ছেলেটী এলেই চ'লে যাচ্ছি।

বাড়ী। ও মা, ঘটী বাটী তো ঢের, ভ্যালা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিলেম ; তাই চ'লে যেয়ো বাছা, চ'লে যেয়ো।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

(যাদবের প্রবেশ)

যাদ। মা, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন ?

জ্ঞান। যাদব ! চল, এখানে আর আমরা থাক্‌বো না।

যাদ। কোথা যাব মা ?

জ্ঞান। কালীঘাটে যাব চ' যাবি ?

যাদ। খিদে পেয়েছে, ভাত খেয়ে যাব।

জ্ঞান। না, সেইখানে গিয়ে খাবে।

যাদ। আজ ভাত কি নেই ?

জ্ঞান। না, আজ রাঁধি নি।

যাদ। পথে চল্‌তে পার্‌বো না, বড্ড খিদে পাবে ; আর এক পয়সার মুড়ী কিনে দিও।

জ্ঞান। হা ভগবান্, অদৃষ্টে এই লিখেছিলে ! ভিক্ষে ক'ত্তেও যে জানি নি, কোথায় যাব, কোথায় দাঁড়াব ?

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

যাদ। কাকীমা এয়েছে, কাকীমা এয়েছে—

প্রফু। দিদি ! যাদব, যা তো, এই সিকিটে নিয়ে যা, খাবার কিনে আন্, আমরা খাব।

যাদ। ওমা দেখ, মা দেখ, খাবার কিনে আনি গে মা।

জ্ঞান। যাও বাবা, যাও।

[যাদবের প্রস্থান।

প্রফু। দিদি ! তোমার এমন দশা হয়েছে দিদি ?

জ্ঞান। মেজবৌ, তুমি কেমন ক'রে এলে ?

প্রফু। আমায় পাঠিয়ে দিলে ;—বল্লে, তোমাদের বড় দুঃখ হয়েছে, ওদের নিয়ে আয়। দিদি, এখন আমি মিছে কথা শিখেছি, আমি নিয়ে আস্‌ছি ব'লে এসেছি, কিন্তু দিদি, তোমাদের নিয়ে যাব না ; কি তার মত্‌লব আছে। আমি তোমাদের বল্‌তে এসেছি, নিতে এলে খবরদার যেয়ো না ; সেই ডাইনী মাগী [illegible] ? এক মিন্সে ডান, "যেয়ো যেয়ো" ব'লে ফুস্ করে, আমার বুক শুকি— খবরদার দিদি, তোমাদের না ! যেয়ো না।

জ্ঞান। বোন্, তোমার কাছে আমার একটী মিনতি আছে, তুমি এক দিন যাদবকে পেট ভ'রে খাইয়ে পাঠিয়ে দিও, তার পর আমি গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো। একদিন যদি পেট ভ'রে খাওয়াতে পারি, আমি ওকে মেরে ফে'লে জলে গিয়ে ডুবি। আজ তিন দিন একবেলাও পেট ভ'রে দিতে পারি নি; রাত্রে একটু কেন খাইয়ে শুইয়ে রাখি। বোন, আমার আর কিছু ক্ষোভ নাই। আমি মহাপাতকী, কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছিলেম, তাই এ দশা হয়েছে; কিন্তু দুধের ছেলে, ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করে, এ যাতনা আর দেখ্‌তে পারি নি! আজ আমাকে বার ক'রে দিয়েছে, ভাড়া দিতে পারি নি, রাখ্‌বে কেন? মনে করেছিলেম, ভিক্ষা ক'রে দুটী খাইয়ে জলে গিয়ে উলবো; আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তুমি এলে।

প্রফু। দিদি, তুমি কেঁদো না, আমার এ গহনা-গুলি নাও, এই বেচে কিনে চালাও। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌তুম, মাকে দেখ্‌তে কেউ নাই, না খাইয়ে দিলে খায় না, কি করবো, আমার ফিরে যেতে হবে। তুমি এগুলি নাও, আমি আবার এসে যেখানে থেকে পাই, টাকা দিয়ে যাব।

জ্ঞান। বোন, তোমার গহনা নিয়ে আমি কি করবো? এতো থাক্‌বে না, আমার স্বামী আমার শত্রু! সে দিন বাড়ীবেচা তিনশো টাকা বাক্স ভেঙে চুরি ক'রে নিয়ে গেল; আজ বাসন বাঁধা দিয়ে ঘর-ভাড়ার [illegible] এনেছিলেম, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে [illegible] নিয়ে গেল।

[illegible], তুমি কি আমায় পর ভাব্‌ছো? [illegible] আছে; [illegible]মার পর নই, আমি তোমার সেই ছোট বোন; আমার পেটের ছেলে নাই, যাদব আমার ছেলে, আমার যা আছে, সব যাদবের। আমি যাদবের জিনিষ যাদবকে দিচ্ছি, তুমি কেন নেবে না দিদি?

জ্ঞান। মেজবৌ, পর ভাবি নি, আমি কি ছিলেম, কি হয়েছি! আমার বাড়ীর যে সব সামগ্রী কুকুর-বেড়ালের খেয়ে অরুচি হয়েছে, সে আমার যাদব খেতে পায় না; যে স্বামী আমার মুখে রোদের আঁচ লাগ্‌লে কাতর হ'ত, সে আমায় লাথি মেরে ফে'লে গেল; যে কাপড়ে সল্‌তে পাকাতুম, সে কাপড় যাদবের নাই; কখনও চন্দ্র-সূর্য্য মুখ দেখে নাই, আজ নিরাশ্রয় হয়ে পথে চলেছি!

(যাদবের প্রবেশ)

যাদ। কাকীমা, কাকীমা, বাবা হাত মুচ্‌ড়ে সিকি কেড়ে নিয়ে গেল।

জ্ঞান। দেখ বোন—দেখ, আমার অদৃষ্ট দেখ! আমি কোথায় যাব? স্বামী কার শত্রু হয়? ভগবান্ কেন আমায় এ পেটের বালাই দিয়েছেন, আমার কি মরণ নাই?

প্রফু। দিদি, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? অমন ক'চ্ছো কেন?

জ্ঞান। কে জানে ভাই, আমার শরীর কেমন কচ্ছে, আমি কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নি। (উপবেশন)

(বাড়ীওয়ালীর পুনঃ প্রবেশ)

বাড়ী। হাঁ গো, এখনও ঘরে রয়েছ, এখনও বেরোও নি?

প্রফু। কে মা তুমি? তোমার কি এক বাড়ী?

তুমি কি ভাড়ার জন্য বল্‌ছো? কত ভাড়া হয়েছে বল, আমি দিচ্ছি।

বাড়ী। এ তোমার কে গা?

প্রফু। আমার জা।

বাড়ী। আহা, তোমার জা, ওর এমন দশা কেন গা?

প্রফু। ওগো বাছা, সে ঢের কাহিনী। তুমি আমার মা, আমার দিদিকে আর ছেলেটীকে যদি যত্ন কর, তুমি বাছা যা চাও, আমি তাই দিই।

বাড়ী। হুঁ, হুঁ, বড়লোকের ঘরের মেয়ে, তা বুঝ্‌তে পেরেছি। কি কর্‌বো বাছা, কড়ি নেই, এই ঘর দুটী ভাড়া দিয়ে খাই, তা নইলে কি ভালমানুষের মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই?

প্রফু। তা বাছা তুমি এই হারছড়া রাখ, এই বাঁধা দিয়ে খরচপত্র চালিও; আমার সঙ্গে এস, আমি আমাদের বাড়ী দেখিয়ে দেব, টাকা ফুরুলেই এক একখানা গহনা দেব, তুমি বেচে চালিও।

বাড়ী। হাঁ বাছা, আমার কাছে কেন রেখে যাচ্ছ? তোমাদের বাড়ী কেন নিয়ে যাও না; আমি কোথায় গহনা বাঁধা দেব, কে কি বল্‌বে, আমি কাঙাল মানুষ, আমি অত পার্‌বো না।

প্রফু। ওগো, বাড়ী নিয়ে যাবার যো নাই। আচ্ছা, তোমায় আমি টাকা দেব।

বাড়ী। বাছা, আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি; তুমি ভাড়া দেও বাছা; তোমার দিদির কাছে টাকা দিয়ে যাও, এসে দিয়ে দিতে হয়, আমি দিতে পার্‌বো।

জ্ঞান। মেজবৌ, বোন,তুমি কেন অমন কচ্ছো? আমার দিন ফুরিয়েছে, আমি আর বাঁচ্‌বো না, মেজোর যদি [illegible]

বাড়ী। কেন মা, কেন তুই বাঁচ্‌বি নি? ও মা, বলিস্ নি মা, আমার ভয় করে।

জ্ঞান। মেজবৌ, প'ড়ে গিয়ে বুকে লেগেছে, আমার দম আটকাচ্ছে।

প্রফু। ওগো বাছা, তুমি একজন ডাক্তার ডেকে আন না।

বাড়ী। না বাছা, আমি কব্‌রেজ ডাক্‌তে পার্‌বো না। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, তোমাদের খুন বিদায় কর। ও মা, মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌ছে যে গো, ওঠো গো ওঠো; মত্তে হয়, রাস্তায় গিয়ে মর।

প্রফু। হাঁগা বাছা, তোমার দয়া নাই? মানুষ মরে, তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ?

বাড়ী। না বাছা, আমার দয়া-মায়া নাই। ঘরে ম'লে আমার ঘর ভাড়া হবে না, আমি ভাড়া চাই নি বাছা—তোমরা বিদায় হও।

প্রফু। ও বাছা, তুমি যা চাও, তাই দিচ্ছি, তাড়িও না বাছা! আমি তোমায় সব গহনা দিয়ে যাচ্ছি।

বাড়ী। হাঁ, হাঁ, তোমার গহনা নিয়ে আমি বাঁধা যাই।

প্রফু। কোথায় নিয়ে যাব, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

জ্ঞান। মেজবৌ, তুই ভাবিস্ নি, আমি সেরে উঠেছি, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ কচ্ছিল, সেরে গিয়েছে, তুই বাড়ী যা।

প্রফু। দিদি, কি হবে দিদি? কৈ দিদি, তুমি তো সার নি, তুমি যে এখনো কাঁপ্‌ছো।

জ্ঞান। না বোন, তোর ভয় নেই, আমার অমন হয়; ঠাকুরুণ পাগলমানুষ, একলা আছেন, তুই দেখ্ গে যা; তো[illegible] টাকা থাকে, আমায় দিয়ে [illegible]

প্রফু। হাঁ দিদি, সেরেছ [illegible] না!

বাড়ী। এই নাও [illegible]

আসি দিদি। আমি পাল্কীর বেহারাদের দিয়ে তোমার টাকা পাঠিয়ে দেব, সর্দ্দারকে ব'লে দেব, তোমার রোজ খবর নেবে।

জ্ঞান। এস বোন, এস।

[প্রফুল্লের প্রস্থান।

বাড়ী। হাঁগা, তুমি চোক টিপ্‌লে যে? ওকে তো বিদায় কল্লে, আমি বাছা তোমায় রাখ্‌তে পার্‌বো না।

জ্ঞান। আমি যাচ্ছি মা, তোমায় কি ভাড়া দিতে হবে?

বাড়ী। আমি এক পয়সা চাই নি বাছা, তুমি বিদায় হও।

জ্ঞান। এই নাও একটী টাকা নাও, আমি পাঁচ দিন এসেছি; তুমি যাও, আমি বাসন-কোসন নিয়ে বেরুচ্ছি।

বাড়ী। নাও, শীগ্‌গির নাও, ঐ ধোপা-পাড়ায় ভেতর খোলার ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে থাক গে।

[বাড়ীওয়ালীর প্রস্থান।

জ্ঞান। যাদব,—যাদব, কাঁদিস্ নি—চল। মা ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আশ্রয়হীন কল্লে? শরীরে বল নাই, রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে পথে প'ড়ে ম'রে থাক্‌বো, মুদ্দফরাশে টেনে ফে'লে দেবে। এ অনাথ বালক কোথায় যাবে? লক্ষীর কথায় শুনেছিলেম, আপনার ছেলেকে খাও[illegible]র জন্ত সাধ রেঁধেছিল, আমারও [illegible]চ্ছে হচ্ছে, আমি ম'লে এর দশা [illegible] হবে?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রমেশের ঘর।

রমেশ ও জগ।

রমে। প্রফুল্ল আন্‌তে পারে না।

জগ। আমার ওকে আর বিশ্বাস হয় না, ও তেমন শাদাটী আর নেই। আমি যোগাড় ক'রে রেখেছি, মদ্‌নাকে তার বাড়ীর দোর-গোড়ায় পাহারা রেখেছি, ছেলেটা বেরুবে, আর ভুলিয়ে নিয়ে চ'লে আস্‌বে। হাতে হ'লেই হ'ল, বৌকে তো আর দরকার নাই।

রমে। বৌকে দরকার আছে বৈকি। পীতাম্বরে বেটা শুন্‌ছি আস্‌ছে; সে বেটা এসেই একটা হাঙ্গাম বাধাবে, তার সন্দেহ নাই।

জগ। তা ছেলেকে আন্‌তে পারে, বৌকে হাত করা শক্ত হবে না; ছেলেটা খেতে পায় না, খাবার দাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে, বৌটাকে ছেলে দেখাবার নাম ক'রে আনা যাবে। একটা ভাব্‌ছি, বৌটা থাক্‌লে ছেলেটাকে মারা মুস্কিল; সে পরের কথা পরে, বাড়ীতে এলে পোর। আমি চল্লেম, রাত হয়েছে।

রমে। আমায়ও বেরুতে হবে। মা রাত্রে যে চেঁচায়, বাড়ীতে থাক্‌তে ভয় করে।

জগ। তুমি তো বাগানে যাবে? আমায় অমনি নাবিয়ে দিয়ে যাও না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফু। আমি যা ঠাউরেছি ভাই; ছেলে এনে

খেয়ে ফেল্লে। নুন-কুঁড়ো খেয়ে বেঁচে থাকুক, আমি তাদের দুধ ঘি খাওয়াতে চাই নি, প্রাণে বেঁচে থাকুক, পরমেশ্বর করুন, প্রাণে বেঁচে থাকুক।

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরে। বৌদি, মা কোথা?

প্রফু। ঠাকুরপো, তুমি কোত্থেকে এলে?

সুরে। আমি রাত্রিবেলা যে দিক দে বাড়ী সেঁধুতেম, সেই দিক্ দে সেই পাঁচিল টপ্‌কে এসেছি।

প্রফু। ঠাকুরপো তুমি যেদোকে বাঁচাও।

সুরে। তারা কোথায়?

প্রফু। আড্ডায় বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা কর, আমার পাল্কী ক'রে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল, তুমি যেদোকে নিয়ে পালিয়ে যাও।

সুরে। এত রাত্রে তো বেয়ারাদের দেখা পাব না?

প্রফু। তবে কাল সকালে খবর নিও।

সুরে। তাই নেব; মা কোথায়?

প্রফু। শুয়ে আছেন।

সুরে। তুমি এত রাত্রে জেগে ব'সে আছ যে?

প্রফু। তিনি ঘুমুতে ঘুমুতে উঠেন।

সুরে। তা তুমি মা'র কাছে না থেকে এখানে রয়েছ যে? যদি আর এক দিক্ দে চ'লে যান?

প্রফু। না, তিনি এই ঘরেই আসবেন। যখন জেগে থাকেন, যেন ছেলেমানুষ হন, যেন নূতন শ্বশুরঘর কত্তে এসেছেন, আমায় মনে করেন, তাঁর বাপের বাড়ীর ঝি। এই খাওয়ালেম, তখনি ভুলে যান;—বলেন, "ঝি, ঠাকরুণ কি আজ আমায় খেতে দেবেন না?" আর ঘুমন্ত যেন সেই গিন্নী; কি বকেন, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি। ঐ দেখ, আসছেন; চক্ষের পলক পড়ছে না। মনে কচ্ছো, জেগে আছেন, তা নয়, ঘুমুচ্ছেন।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। সই কর, সই কর, নব খাস্ খাবি; আমার বিষয় থাকুক, আমার বিষয় থাকুক, সই করবি নি? রমেশ, রমেশ! ওকে খুন ক'রে ফেল। ওহো, আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে, আমার ধর্ম্মের ঘরে পাপ সেঁধিয়েছে!

সুরে। ও মা, মা, আমি তোমার সুরেশ।

উমা। শীগ্‌গির রেজেষ্টারি ক'রে নে, শীগ্‌গির রেজেষ্টারি ক'রে নে; ভাঙ—ভাঙ পাথর ভাঙ; আমার সব ফুরুলো! গড় গড় গড় গড়, এই বৃন্দাবনে এয়েছি।

প্রফু। ও মা, অমন কচ্ছো কেন মা? ঠাকুরপো এসেছে, দেখ না মা!

উমা। উঃ! বৃন্দাবনে কি অন্ধকার! খালি ধোঁয়া, খালি ধোঁয়া, কিছু দেখ্‌বার যো নেই! গড় গড় গড় গড়—ভাঙ পাথর ভাঙ, পাথর ভাঙ, বুক যায়, বুক যায়!

(মূর্চ্ছা)

প্রফু। এমনি মূর্চ্ছা যান, আমি ধরি, আমাকে নিয়ে পড়েন। এই দেখ না, আমার সর্ব্বাঙ্গ থেঁতো হয়ে গিয়েছে।

সুরে। ও মা, মা! আমি যে সুরেশ মা, কেন অমন কচ্ছো? ও মা, ওঠো মা, আমি যে সুরেশ; মা, এই দেখ্‌তে কি আমায় গর্ভে ধরেছিলে? এই দেখ্‌তে কি [illegible] বুক চিরে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছিলে, [illegible]য়! এই দেখ্‌তে কি আমি জেল [illegible] এলেম? মাগো, আর [illegible] মা!

উমা। ও ঝি—ঝি! এত [illegible]

খেতে দিদি নি ? আমি অপরাধ করেছি, তাই বুঝি ঠাক্‌রুণ খেতে দেবে না ?

সুরে। ওমা, মা, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছো ? আমি যে তোমার সুরেশ, দেখ মা।

উমা। ও ঝি, বৌমার মিন্‌সের আক্কেল দেখেছিস্ ? স'রে যেতে বল্। আমি কি সেই ছোট বৌটী আছি যে, কোলে ক'রে নিয়ে বেড়াবে ?

প্রফু। মা, ঠাকুরপো ফিরে এসেছে।

সুরে। ও মা, মাগো! একবার কথা কও, বুক ফেটে যাচ্ছে মা!

উমা। স'রে যেতে বল্, স'রে যেতে বল্, এখন আমি বুড়ো মাগী হয়েছি, এখন আমার আদর করা কি ? বল্লি নি ?—বল্লি নি ? আমি চল্লেম, আমি চল্লেম; ওহো হো হো হো! বুক যায়! বুক যায়!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাস্তা।

জনৈক মাতাল ও যোগেশ।

যোগে। কি বাবা, কাজ গুছিয়েছ, আর মদ দেবে না ?

মাতাল। আর মদ কোথায় পাব, কাপ্তেন খাল হ'য়েছে—আর মদ কোথায় পাব ?

[illegible]। যেয়ো না, শোন, একটা কথা শোন, পাপি [illegible] যোগেশ ছিল, সে তোমাদের মদি [illegible] না, তোমাদের মুখ দেখ্‌লে খাড়ের [illegible]। তার একটী স্ত্রী ছিল, দেখ্‌লে আছে; যদি [illegible]তো; একটী ছেলে ছিল, তারে কোলে নিত; ছুঁলো খেতো। দিন গেলো, দিন ফুরুলো, আবার একজন যোগেশ হ'ল। বলে যোগেশ, যোগেশ কি না কে জানে; এ যোগেশ কে, তা জান ? স্ত্রীর বাড়ী-বেচা টাকা নিয়ে পালায়, স্ত্রীকে লাথি মেরে কেঁদে দিয়ে বাক্স নিয়ে চ'লে এলো; ছেলেটার হাত মুচ্‌ড়ে পয়সা কেড়ে নিলে; প্রাণে একটু লাগ্‌লো না। কাকেও সে চায় না; বল্‌তে পার, কোন্ যোগেশ আমি ? সে কি এ ?

মাতাল। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

[মাতালের প্রস্থান।

যোগে। আচ্ছা, যাও। কোন্ যোগেশ আমি, সে কি এ ?

(জনৈক লোকের প্রবেশ।)

ওহে, একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না।

[লোকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

(শিবনাথ ও ভজহরির প্রবেশ)

শিব। স'রে যা, স'রে যা, গায়ের উপর পড়িস্ নি।

ভজ। ক্যা তোম হামকো পছান্তা নেই ? হাম মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়া জমীদার।

শিব। এ পাগল নাকি ?

ভজ। পাগল নয় ম'শয়, পাগল নয়, সুরেশ বাবু কোন্ বাড়ীতে থাকেন, বল্‌তে পারেন ? সুরেশ ঘোষ, সুরেশ ঘোষ; এখানে কোন শিবনাথ বাবুর বাড়ী থাকেন ?

শিব। সুরেশ বাবুকে কি দরকার ?

ভজ। হাব উনা কাঁহা গ্যয়া, জমীন্দার; আচ্ছা দেখ্‌কে বল্‌তা নেই? ম'শয়, শিবনাথ বাবুর বাড়ী বল্‌তে পারেন?

শিব। আমার নাম শিবনাথ, তোমার সুরেশ বাবুর সঙ্গে কি কাজ?

ভজ। শুনুন না, বুঝ্‌তেই তো পেরেছেন, আমার কোন পুরুষে জমীদার নয়; সুরেশ বাবুর ভাই রমেশ বাবু আজ আমায় জমীদার করেছেন। আমি যোগেশ বাবুর বিষয় বাঁধা রেখেছিলেম, সে বিষয় রমেশ বাবুকে লিখে দিয়ে রেজেষ্টারী ক'রে এলেম; হায় জমীন্দার হায়, সপ্তচয় পরগণা হামারা হায়।

শিব। তুমি জমীদার?

ভজ। জমীন্দার নেই? রেজেষ্টার লিখ্‌ দিয়া জমীন্দার। ও ম'শয়, আপনি বুঝ্‌তে পারবেন না; শালা লোক, সুরেশ বাবুর কাছে নিয়ে চলুন; তিনি না বুঝ্‌তে পারেন, একটা উকীল ডাকুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। রমেশ বাবু ফাঁকি দিয়েছে, বাজার-রাষ্ট্র কথা,—এ কথা শোনেন নি? আমাকে জমীদার সাজিয়েছিল।

শিব। বুঝেছি, বুঝেছি, আমার সঙ্গে এস।

ভজ। ক্যা জমীন্দার এসা যাগা? সোয়ারী লেয়াও; তোম ক্যায়সা দাওয়ান? তোম্‌কো বরতরফ্‌ করেগা।

শিব। তুমিও তো এ জুচ্চুরির ভেতর আছ? আমরা নালিস করে তোমারও তো মিয়াদ হবে?

ভজ। অত দূর করবেন কেন? আমার নিয়ে রমেশ বাবুর কাছে হাজির হ'লেই তাঁর গা শিউরে উঠ্‌বে, লিখে দিতে পথ পাবেন না। চলুন না, আমি বানিয়ে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

শিব। তুমি যদি পেয়ে পেয়োও?

ভজ। পেয়োলে তো এগিয়েছি কেন? অবিশ্বাস হয়, একটা উকীল ডেকে এফি-ডেবিট করিয়ে নাও না; আর আমি আগে তো এক পয়সা চাচ্ছি নি, তোমাদের বিষয় পাইয়ে দিই, আমায় কিছু দিও, তোমরাও সুখে স্বচ্ছন্দে থেকো, আমিও পুঁটিয়াকে নিয়ে থাক্‌বো।

শিব। আচ্ছা, তুমি এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জ্ঞানদা ও যাদবের প্রবেশ)

জ্ঞান। যাদব, এক কথা বলি শোন্, এই চারটে টাকা বেশ করে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস্‌ নি, কারুকে দেখাস্‌ নি, ইচ্ছা হয়, লুকিয়ে বা'র ক'রে দোকানে যা, কিনে খাস্‌। আর এখন এই দু-আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খেগে, আমি এইখানে ব'সে থাকি।

যাদ। কেন মা, তুমি এস না, তুমিও তো খাও নি মা!

জ্ঞান। আমি খেয়েছি বৈকি।

যাদ। অমন হাঁপাচ্ছ কেন মা?

জ্ঞান। হাঁপিয়েছি, তাই তো ব'সে আছি, তুই যা।

যাদ। মা, তোরে জল এনে দেব মা?

জ্ঞান। না বাছা, তুমি যাও, খাও গে।

[যাদ[illegible] প্রস্থান।

এই তো আমার কাল উপস্থিত ... ছিল হ'ল, ম'লেই ফুরিয়ে যায় ... কি হবে, আর দেখ্‌তে আম[illegible] ... তো বাছা খেতে পাবে।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। তোমার তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি, এক ছটাক মদ দেবে। এ কে, জ্ঞানদা প'ড়ে নাকি?

জ্ঞান। তুমি এসেছ? আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন; আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ করেছি! আমি শিব-পূজো ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই। এখনও শোধরাও, তোমার সব হবে।

যোগে। মচ্ছো, জ্ঞানদা মচ্ছো এসেছ? তোমাদের এত দূর হয়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও মরেছে? বেশ হয়েছে! মচ্ছো, মর। আমি মদ খাই গে; মরে নড়ে পাবে না? তা মর রাস্তায়ই মর; কি করবো, হাত নেই, মদ খাই গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

জ্ঞান। তুমি আমার একটী উপকার কর, যদি এই কথাটী স্বীকার পাও, তা হ'লে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পীতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি পীতাম্বরকে যদি একখানা চিঠি পাঠিয়ে দাও, সে এসে নিয়ে যায়, তা হ'লে আমি সুখে মরি।

যোগে। তুমি, মাস্তায়, যেদো সেথায় মরবে, কেমন?—তা বেশ! আমি বলতে পারি নি, মিছে কথা বলবো না, পারি যদি পীতাম্বরকে চিঠি লিখবো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে; যদি শীগ্‌গির না ঘাড়ে চাপে, তা হ'লে পারবো; আর ঘাড়ে চাপলে আমি কি করবো? কি বল, আমি আমি মেরেই তোমায় মেরে ফেলেছি, কেমন?

জ্ঞান। তোমার অপরাধ কি, আমায় ভগবান্ মেরেছেন!

যোগে। না না, ভূতটা তফাতে আছে, আমি বুঝতে পাচ্ছি; আমিই মেরে ফেলেছি! কি করবো বল, ভূতে মেরেছে, চারা নাই! মচ্ছো, মর—মর! (জ্ঞানদার মৃত্যু) আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

রমেশ ও কাঙ্গালী।

রমে। বৌ মারা গিয়েছে, সুরেশও মারা গিয়েছে, আমি আজ ডাক্তারকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা কল্লেম, শুনলেম, পীতাম্বরে বেটা তার দেশে নিয়ে গেছলো সেইখানে মারা গেছে। এখন ছেলেটা কোথায় গেল? সেইটাকে ধত্তে পাল্লেই যে আপদ্ চোকে। এড্‌মিনিষ্ট্রেটারের কাছ থেকে টাকাটা বার ক'রে আনি। দাদা পাগল হয়েছে। পীতাম্বরে বেটা যদি মাকলার উদ্যোগ করে, বেনামী স্বীকার পাব, দাদার নামে কয় পোয়াকী বন্দোবস্ত করবো;—সেও কি,

হ্ব এক বোতল মদ দিয়ে রেখে দেব, মদ খেতে খেতেই একদিন অক্কা পাবে।

কাঙা। জগা তো ঠিক বলেছিল, ছেলেটা হাত করা ভারি দরকার, দেখ্‌ছি, ওর ভারি বুদ্ধি। বাবু, একজন খেটে খুটে বিষয় কল্লে আপনি বুদ্ধির জোরে ফাঁকতালায় মেরে দিলেন!

(জগ, যাদব ও মদনের প্রবেশ)

এই যে জগা ছেলে নিয়ে এসেছে।

যাদ। ও মদন দাদা, এ কে মদন দাদা? আমার ভয় করে মদন দাদা! আমার মা কোথায় মদন দাদা? কে ভাত রেঁধে ডাক্‌ছে মদন দাদা? ও মদন দাদা, আমার ভয় কচ্ছে মদন দাদা!

রমে। ভয় কি? আয়, এ দিকে আয় তোর মা বাড়ীর ভিতর আছে।

যাদ। আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমায় মা'র কাছে নিয়ে চল, আমার ভয় কচ্ছে!

রমে। চুপ্! কাঁদিস্ নি।

যাদ। না না, কাকা বাবু, আমি কাঁদবো না, তুমি মেরো না কাকা বাবু!

রমে। যা, এর সঙ্গে যা।

যাদ। ও কাকা বাবু, আমার ভয় করে কাকা বাবু! আমার তেষ্টা পেয়েছে কাকা বাবু! একটু জল দাও, কাকা বাবু।

রমে। না, জল খায় না, তোর অসুখ করেছে।

যাদ। না কাকা বাবু, অসুখ করে নি কাকা বাবু, আমার খিদে পেয়েছে।

রমে। খিদে পেয়েছে! কেটে ফেল্‌বো!

যাদ। হাঁ কাকা বাবু, আমি দুদিন খাই নি কাকা বাবু. আমি মাকে খুঁজ্‌ছি; মা টাকা বেঁধে দিয়েছিল, কে কেটে নিয়েছে, আমি কিছু খেতে পাই নি; আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও।

রমে। জল খায় না, যা, ওর সঙ্গে যা।

যাদ। আমি আর চল্‌তে পারি নি, কাকা বাবু!

রমে। এই চাবী নাও, যে মহলটা বন্ধ আছে, সেইটে খুলে তারির ভেতর রাখ গে। নিয়ে যাও, পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাও।

কাঙা। এসো, তোমার মা'র কাছে নিয়ে যাই, চল।

যাদ। সত্যি বল্‌ছো, মিছে কথা বল্‌ছো না?

রমে। আবার কথা কাটাতে লাগ্‌লো, মেরে হাড় ভেঙে দেব, অসুখ করেছে, শোগে যা।

যাদ। অসুখ করেছে? আমি কিছু খাব না, একটু জল দাও।

রমে। না, যা যা, জল দেবে এখন, যা।

যাদ। ও মদন দাদা, তুমি এসো।

[যাদব, মদন ও কাঙালীর প্রস্থান।

জগ। কাজ তো গুছিয়ে আছে, একটা ইংরেজ ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো; তুমি রোগ বল্লেই টাকার লোভে একটা রোগ বল্‌বে এখন, আর ওষুধও লিখে দেবে এখন। বেশ, কারুর সন্দেহ কর্‌বার যো নাই; ছেলে পথে বেড়াচ্ছিল, যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, মারা গেল, তুমি কি করবে?

(মদনের পুনঃ প্রবেশ)

মদ। পাহারাওয়ালা সাহেব, ও ছেলেটাকে ছেড়ে দাও না।

জগ। চোপ্! এখনি বেঁধে নিয়ে যাব।

মদ। না না, আমি তো চুরি করি নি, তুমি যা বল্‌বে, তাই শুন্‌ছি। পাহারাওয়ালা সাহেব, ছেলে তো এনে দিয়েছি, এখন

আমি কোথাও চ'লে যাই, তুমি আর আমায় ধ'রো না।

জগ। চুপ ক'রে বস। (রমেশের প্রতি) ওকে দিন কতক ভুলিয়ে রাখ, কি জানি, কোথাও গোল করুক। আর ওষুধের যদি একটা ওল্টা পাল্টা কত্তে হয়, বলা যাবে, পাগ্‌লটা ওল্টা পাল্টা করেছে, কোন কিছু দোষ চাপাতে হয়, ওর ওপর দিয়ে চাপান যাবে।

রমে। ঠিক বলেছ। মদন দাদা, তুমি যেতে চাচ্ছ, আমি ক'নে ঠিক ক'রে রাখ্‌লেম, আর তুমি চল্লে?

মদ। হাঁ দাদা, সত্যি? হাঁ দাদা, সত্যি?

রমে। সত্য বৈ কি।

মদ। তাই বল্‌ছি—তাই বল্‌ছি, বংশটা লোপ হয়, বংশটা লোপ হয়।

রমে। দিব্যি কনে ঠিক করেছি।

মদ। তা যেমন হ'ক, কি জান, বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

রমে। যেমন হ'ক কেন, বেশ কনে ঠিক করেছি, তুমি বৈঠকখানায় বসো গে!

মদ। হাঁ দাদা, আর পাহারাওয়ালার সঙ্গে বে দেবে না?

রমে। পাহারাওয়ালা কেন?

মদ। দেখ দাদা, বেশ্যার মেয়ে বে দিয়েছিল, দাঁতে কুটো ক'রে জাতে উঠেছি, যাত্রাওয়ালার ছেলে বে দিয়েছিল, দুটো কাণমলা খেয়ে চুকেছে, এই পাহারাওয়ালা বিয়ে ক'রে আবার প্রাণটা গেল! আর পাহারাওয়ালা বে দিও না দাদা!

রমে। না মদন দাদা, বেশ মেয়ে।

মদ। তাই বল্‌ছি, তাই বল্‌ছি, কি জান, বংশরক্ষা! বংশরক্ষা!

[মদনের প্রস্থান।

জগ। তবে যাও, ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো। দুদিন খায় নি, আর জোর দুদিন টেঁকবে।

[জগ ও রমেশের প্রস্থান।

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফু। কিছু জানতে পাল্লেম না, কি ফুস্‌ফুস্‌ কল্লে; ছেলেটাকে কি ধরেছে? আমার মন আজ কেমন কচ্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি নি, আমার প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! আমি আর কাঁদতে পারি নি; আমার কান্না এসে না, আমার বুকের ভিতর কেমন ক'চ্ছে! ঠাকুরপো কি সন্ধান পায় নি? কি করি, আমার বুকের ভিতর কেমন ক'রে উঠ্‌ছে!

(ঝীর প্রবেশ।

ঝী। বৌ ঠাক্‌রুণ, একটু মুখে জল দেবে এসো, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে তুমি কি পাগলের সঙ্গে মারা যাবে? শুনেছিলেম, কল্‌কাতার বৌগুলো কেমন কেমন হয়, আমি এমন বৌ তো কখন দেখি নি। এসো, সকাল সকাল নাও, দুটী খাও।

প্রফু। দেখ ঝি, বুঝি আমার এ বাড়ীতে খাওয়া ফুরিয়েছে, আমার বড় মন কেমন কচ্ছে! আমার যদি এমন হয়, তা হ'লে আর আমি বাঁচ্‌বো না, আমায় কে যেন ডাক্‌ছে, আমার প্রাণ যেন কাঁদ্‌ছে, আমি কাঁদতে পারি নি, আমার যেন নিশ্বাসবন্ধ হয়ে আস্‌ছে।

ঝী। ও কিছু নয়। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, রাতদিন পাগলের সঙ্গে যোঝা, বাতিক বেড়েছে।

প্রফু। না ঝি! আমার কোথায় কি

সর্ব্বনাশ হচ্ছে, আমার বড় মন কাঁদ্ছে, তোমায় একটী কথা বলি, যদি আমার ভাল মন্দ হয়, আমার গহনাগুলি তুমি নিও, বেচে যা টাকা হবে, তাই থেকে ঠাক্-রুণকে খাইও। আবাগীর আর কেউ নাই !

ঝী। বালাই ! অমন সোণার চাঁদ বেটা রয়েছে, তুমি অক্ষয় অমর হও, কেউ নেই কি ?

প্রফু। না ঝি ! অমন আবাগী ভারতে আর জন্মায় না ! তুমি আমার কাছে বল, তুমি কোথাও যাবে না, যাকে দেখ্বে ? আমি আর বাঁচ্বো না, আমার কোথা ভরাডুবী হয়েছে।

ঝী। হাঁগো হাঁ, তাই হবে, তুমি এখন এসো ; ফাঁকে ফাঁকে দুটী খেয়ে নেবে, ফাঁকে ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেবে, তা নইলে বাঁচ্বে কেন ?

প্রফু। আমার মা বাঁচ্তে এক তিল ইচ্ছে নাই, কেবল ঐ আবাগীর জন্ম মনটা কাঁদে। আমার ছেলেবেলা মা ম'রে গিয়েছিল, আমি শ্বশুরবাড়ী এসে মা পেয়েছিলেম, সেই মা আমার এমন হ'ল—আমাদের সোণার সংসার ভেসে গেল !

ঝী। কি করবে মা ? কারু তো হাত নয়, এসো মা, এসো !

প্রফু। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশীমিত্রের ঘাট।

শিবনাথ, সুরেশ ও ভজহরি।

শিব। ওহে সুরেশ ! আমি তো ছেলে কোথাও খুঁজে পেলেম না। আমি সমস্ত রাত থানায় থানায় ঘুরেছি; পাঁচজন লোক লাগিয়ে কলিকাতার অলি-গলী খুঁজেছি, কেউ তো বলে না যে দেখেছি।

সুরে। বল কি ! তবে সর্ব্বনাশ হয়েছে, সে আর নাই ! মেজদা মেরে ফেলেছে।

শিব। সে কি ?

সুরে। আর সে কি ! তোমায় তো বলেছি, মেজবো'র ঠেঁয়ে শুনে এলেম, তাকে মেরে ফেল্বার পরমার্শ কচ্ছে। ভাই শিবনাথ, আমার প্রাণের ভিতর জ'লে জ'লে উঠ্ছে, যেদোকে যদি না পাই, এ প্রাণ আর আমি রাখ্বো না। আমি কি এই যাতনা ভোগ করবার জন্মই জন্ম গ্রহণ করেছিলেম ? ভাই, আমার যেদোকে এনে দাও, যেদোকে না পেলে আমি এ শ্মশান থেকে যাব না। আমি তিন দিন দেখ্বো, তার পর জলে ঝাঁপ দেব।

ভজ। ওহাইয়াদ, ওহাইয়াদ, সাফ ওহা-ইয়াদ ! সুরেশ বাবু, একে না পেলে মর্বো, ওকে না পেলে মর্বো, তা হ'লে তো আর বাঁচা হয় না; দিনের ভিতর দুশোবার মত্তে হয়। মনে করেছেন কি, আপনিই ঝড়-ঝাপটা খাচ্ছেন, আর কেউ কখন খায় নি ? তবে কাঁদ্ছেন কাঁদুন, বেশী বাড়াবাড়ি কেন ?

সুরে। ভাই রে, আমার মতন অভাগা পৃথিবীতে

আর নাই! আমার অন্নপূর্ণার মত মা জ্ঞানশূন্য হয়ে বেড়াচ্ছেন, আমার ইন্দ্রের মত বড় ভাই পথে পথে ভিক্ষা কচ্ছেন, আমার রাজলক্ষ্মী বড়ভাজ, অনাহারে পথে প'ড়ে মরেছেন, আজ অনাথার মত পোড়ালেম,—আমার—প্রফুল্ল কমল মেজবৌ দিন দিন মলিন হচ্ছেন, আজ আমার ব্রজের গোপাল হারিয়েছে! আমি আপনি জেল খেটেছি, তাতে দুঃখিত নই, আমার যেদোর মুখ মনে পড়্‌ছে আর আমি প্রাণ ধ'র্‌তে পাচ্ছি নি!

ভজ। মুখ মনে ক'র্‌তে গেলে অনেকের অনেক মুখ মনে পড়ে। আমার ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ নয়, এক গৃহস্থ বাপ ছিল, হাস্যমুখী মা ছিল, গ্যাঁটা-গোটা সব ভাই ছিল, বোনটা আমি না খাইয়ে দিলে খেত' না, তার পর শোন, একদিন খেলিয়ে এসে বাড়ীতে দেখি, সব বাড়ী শুদ্ধ কাঁদছে। কি সমাচার?—না জমীদারে আমার বাপকে খুব মেরেছে, রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়েছে, প্রাণ ধুক্ ধুক্ কচ্ছে। সেই রাত্রি-তেই তো তিনি মরুন, তার পর জমীদার বাহাদুর ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন, ছেলে পুলে নিয়ে মা-ঠাক্‌রুণ বেরুলেন, দেশে আকাল, ভিক্ষে পাওয়া যায় না, যা দুটী পান, আমাদের খাওয়ান, আপনি উপোস যান। এক দিন তো গাছতলায় প'ড়ে মরুন্—

সুরে। আহা হা!

ভজ। রসো, আহা হা ক'রো না, ঝড়ে যেমন আঁব পড়ে, ভাইগুলো সব একে একে পড়্‌লো আর মলো; বোনটাকে এক মাগী ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কাঁদতে লাগ্‌লো, আমিও কাঁদ্‌তে লাগলেম। তার পর আর সন্ধান নাই! কেমন, মুখ মনে পড়্‌বার আছে?

সুরে। আহা ভাই, তুমিও বড় দুঃখী।

ভজ। তার পর মামা-বাবুর কাছে গিয়ে পড়্‌লেম; গরুর জাব দেওয়া, বাসন মাজা, উনুন ধরান, ভাত রাঁধা; মামা-বাবুর বেত আর মামী-ঠাক্‌রুণের ঠোনার সঙ্গে ফেণে ফেণে ভাত; জেলটা আসটাও ঘুরে আসা গিয়েছে।

(সুরেশের জনৈক পরিচিতের প্রবেশ)

সু-প। কেউ তো কিছু বল্‌তে পারে না। একজন ময়রা বল্লে, একটী ছেলে খাবার কিন্‌তে এসেছিল, একটা বুড়ো এসে বল্লে, "শীগ্‌গির আয়, তোর মা ডাক্‌ছে"; কিন্তু কে যে, তা আমি কিছু সন্ধান ক'ব্লে পাল্লেম না।

সুরে। ও ভাই, তুমি আবার যাও, কোন রকমে সন্ধান কর। আহা! কখনও কোন ক্লেশ পায় নি, ননী ছানা খেয়ে বেড়িয়েছে! কখনও রাস্তায় বেরুতে পেতো না, কখনও ভূঁয়ে নাবে নি, কোলে কোলে বেড়িয়েছে। না জানি, তার কত দুর্গতিই হচ্ছে!

ভজ। রসো, রসো, বিনিয়ে কেঁদো এখন; বুড়ো বল্লে বুঝি, বুড়ো সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছে? সুরেশ বাবু, সন্ধান হয়েছে, তোমার মায়ের পেটের সহোদর নিয়ে গিয়েছে। সে বুড়টী আমার মাতুলানীর অনুচর! সুরেশ বাবু, সুরেশ বাবু, একটু আড়ালে দাঁড়াও, আমি সন্ধান নিচ্ছি। ঐ যে তোমার মধ্যম, মা'র পেটের ভাই—গাড়ী থেকে নাব্‌ছেন, যাবার যো কি? চুম্বকে যেমন লোহা টানে, তেমনি টান

দিয়েছি, আমার দে'খে নড়্বার যো কি? একটু আড়ালে দাঁড়াও,—একটু আড়ালে দাঁড়াও,—আমাদের দু জনকে একত্রে দেখ্‌লে সরবে।

(সুরেশ ও শিবনাথের অন্তরালে অবস্থান ও রমেশের প্রবেশ)

ক্যা রমেশ বাবু, আপ হিঁয়া তস্‌রিপ কাহে লেয়ায়া, মেজাজ্ খোস্?

রমে। কি হে, তুমি যাও নি?

ভজ। হাম্ লোক জমীন্‌দার হ্যায়, যাতে যাতে দো এক রোজ রহে যাতা।

রমে। আরও কিছু টাকা চাই না কি?

ভজ। মেহেরবাণী আপ্‌কা।

রমে। আচ্ছা এসো, আমি ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট কিনে দিচ্ছি, আর একখানা চেক দিচ্ছি, এলাহাবাদের ব্যাঙ্কের উপর।

ভজ। যাবই তো; রয়ে গিয়েছি কেন জানেন, আরও যদি কিছু কাজ-কর্ম্ম দেন।

রমে। আর এখন কিছু কাজ নেই, হ'লে চিঠি লিখে পাঠাব।

ভজ। সো তো আপ্ লিখিয়েগা, সো তো আপ্ লিখিয়েগা, দোস্তি হুয়া, ও সব তো চলেই গা; দেখিয়ে হাম্‌সে কাম চল্‌তা, দোসরাকো কাহে দেনা?

রমে। সত্য বলছি, এখন আর কিছু কাজ হাতে নাই।

ভজ। আবি নেই, দো রোজমে হো শেক্তা। আগর ভাতিজা মরে তো একঠো জমীন্-দার গাওয়া চাহিয়ে, ওস্কো বেমার হুয়া-থা; হাম্‌তো জমীন্‌দার হ্যায়, আপ্‌কো মোকামমে যাতা হ্যায়।

রমে। ভাতিজা! ভাতিজা কে?

ভজ। ভাইপো গো ভাইপো, বাবর!

রমে। ও কি কথা?

ভজ। সুরেশ বাবু, আসুন, সন্ধান পেয়েছি।

রমে। এই যে সুরেশ বেঁচে আছে, মিছে কথা বলেছে পাজী বেটা!

ভজ। ম'শয়, যান কেন, ভাইয়ের সঙ্গে এক-বার আলাপ ক'রে যান।

[রমেশের প্রস্থান।

(শিবনাথ ও সুরেশের প্রবেশ)

সুরে। কি সন্ধান পেলে, কি সন্ধান পেলে? আছে তো—বেঁচে আছে তো?

ভজ। বোধ হচ্ছে তো আছে, আসুন, শীগ্-গির আসুন, বাবুর বাড়ীতে চলুন।

শিব। বাড়ীতে যাবে, যদি ঢুক্‌তে না দেয়?

ভজ। আমাতে সুরেশ বাবুতে গেলে দোর ভাঙ্‌লেও কিছু বল্‌বে না, ঢুক্‌তে দেবে না কি?

[সকলের প্রস্থান।

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

গীত।

মন আমার দিন কাটালি, মুল খোয়ালি,
ভাল ব্যাসাত কল্লি ভবে।
একলা এলে একলা যাবে,
মুখ চেয়ে কার ঘুরছ তবে॥
কে তুমি বলছো আমি,
দেখ্ ভেবে আর ভাব্‌বি কবে;—
ভাঙ্‌বে মেলা, ঘুচ্‌বে খেলা,
চিতার ছাই নিশানা রবে॥

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে

গেল! কি কর্‌বো, গেল তা কি কর্‌বো? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! গেল, যাক্; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! হাঁ হে, তুমি তো মড়া পোড়াতে এসেছ?

লোক। হাঁ।

যোগে। মদ টদ খাচ্ছ না?

লোক। এ কে রে!

(পলাইতে উদ্যত)

যোগে। বল না, বল না, আমায় যা বলবে, তাই কর্‌বো। বেশী খাব না, এক গেলাস দাও, ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, পয়সা দাও, চট্ ক'রে এনে দিচ্ছি। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! গেল, তা কি কর্‌বো?

[লোকের প্রস্থান।

আহা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! ঐ না কারা মড়া পুড়িয়ে যাচ্ছে,—গায়ের ব্যথার জন্য একটু মদ খাবে না? যাই ওদের সঙ্গে। আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

[যোগেশের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যোগেশের দরদালান।

[illegible]দন ও প্রফুল্ল।

মদ। না না, [illegible] পারবো না, আমি পারবো না। ছেলে [illegible] ছেলে মারবে। আমায় লুকিয়ে রেখে [illegible] ছেলে মারবে, ছেলে মারবে, বংশলোপ কর্‌বে, বংশলোপ কর্‌বে।

প্রফু। কি গা, কি বল্‌ছো? ছেলে মার্‌বে কি বল্‌ছো গা?

মদ। ওগো, বংশলোপ কর্‌বে, বংশলোপ কর্‌বে, ছেলে মার্‌বে! সেই পাহারাওয়ালা ছেলে মার্‌বে। হায়! হায়! আমি কেন পাহারাওয়ালা যে করেছিলেম!

প্রফু। মদন দাদা, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল, ছেলে মার্‌বে কি?

মদ। না, না, আমি বল্‌বো না, আমায় ধর্‌বে, জমাদারে ধর্‌বে, আমি কোথায় লুকুবো?

প্রফু। মদন দাদা, তোমার ভয় নেই, তুমি বল।

মদ। না না, সে তেমন পাহারাওয়ালা নয়, সে ধর্‌বে, আমার ভয় কচ্ছে।

প্রফু। কে ধর্‌বে? ছেলে মার্‌বে কি— আমায় শীগ্‌গির বল।

মদ। না না, বল্‌বো না, আমি তার ভয়ে সিন্দুক ভেঙে দলীল চুরি ক'রে আন্‌লেম, তবু ছাড়্‌লে না; আমি তার ভয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে এলেম, তবু ছাড়্‌লে না; ছেলে মার্‌বে, না খেতে দে মার্‌বে, আমায় বিষ দিতে বলে, আমি একটু জল দিয়েছিলেম, দুধ দিয়েছিলেম, তাই বেঁচে আছে,—না না—দুধ দিই নি। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফু। মদন দাদা, মদন দাদা, কাকে ধরেছে? যেদোকে?

মদ। হাঁ, হাঁ, না, না, আমি না, আমি না, আমি দলীল চুরি করেছি, ধরিয়ে দেবে; হায়! হায়! যে কষ্টে সে মজ্‌লেম, যে কষ্টে সে মজলেম! কেন এ দুষ্ট

পাহারাওয়ালা বে কল্লেম? সেই আমায় ভয় দেখিয়ে, দলীল চুরি কত্তে বল্লে, তাকে আমি দলীল দিলেম, এখন আমায় ধরিয়ে দেবে। কি হবে, কি হবে, আমি ছেলে-টাকে দুধ দিয়েছি জানলেই এখনি আমায় বেঁধে নে যাবে। আমি পালাই, আমি পালাই।

প্রফু। মদন দাদা, দাঁড়াও।

মদ। না না, দাঁড়াব না, আমায় ধরবে, আমি লুকুবো।

প্রফু। মদন দাদা, ভয় নেই, ভয় নেই, ছেলে কোথায় বল?

মদ। ওরে বাপ্‌রে! আমায় ধরলে রে!

প্রফু। তুমি কেন ভয় পাচ্ছো? ছেলে কোথায়, বল? আমি ছেলেকে বাঁচাব, মদন দাদা, শীগ্‌গির বল কোথায়?

মদ। ঐ তোমাদের পোড়োমহলে রেখেছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমি লুকুই,—আমি পালাই, আমায় মেরে ফেল্‌বে!

প্রফু। মদন দাদা, তোমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয় এত কর?

মদ। না,—না, মরতে পারবো না, মরতে পারবো না। আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

প্রফু। মদন দাদা, ধিক্ তোমায়! মা বল্‌তেন, তুমি একজন সাধুপুরুষ, তোমার কি এই বুদ্ধি? তুমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে অধর্ম্ম কর? প্রাণের ভয়ে বাক্স ভেঙে চুরি কর? প্রাণের ভয়ে কচি-ছেলে এনে রাক্ষসের মুখে দাও? এই প্রাণ কি তোমার চিরকাল থাকবে? একবার ভেবে দেখ, যম তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। যখন ধর্ম্মরাজ তোমায় জিজ্ঞাসা করবেন যে, তুমি বালক ভুলিয়ে এনে রাক্ষসকে দিয়েছ? তখন তুমি কি উত্তর দেবে? মদন দাদা, সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে কর, এখনও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, বাল-কের প্রাণরক্ষার উপায় কর; ছার প্রাণ চিরদিন থাকবে না, ধর্ম্মই সাথী, ধর্ম্ম রক্ষা কর, ধর্ম্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও। মদন দাদা, যা করেছ, তার আর উপায় নাই, আমায় ব'লে দাও, যেদো কোথায়? আমি তাকে কোলে নে বসি, দেখি, কোন্ রাক্ষস আমার কাছ থেকে নেয়? এখনও বলছো না? তোমার কি মরণ হবে না? এ মহা-পাতকের কি শাস্তি হবে না? যদি হিত চাও, যদি ঘোর নরকে তোমার ভয় থাকে, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও; যমরাজ দণ্ড তুলে তোমার পেছনে পেছনে ঘুরছেন, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না।

মদ। অ্যাঁ—অ্যাঁ!—যমরাজ?

প্রফু। হাঁ, যমরাজ তোমার পেছনে পেছনে। যদি সেই মহা ভয় হ'তে উদ্ধার হ'তে চাও, সাহস বাঁধ, আমার সঙ্গে এসো, যেদো কোথায়, দেখিয়ে দেবে এসো; তুমি সামান্য পাহারাওয়ালার ভয় কচ্ছো? যমদূতকে ভয় কর না?—ধর্ম্মরাজকে ভয় কর না? অবোধ বালককে ভুলিয়ে এনেছ, তবু স্থির আছ? প্রাণভয়ে তার প্রাণরক্ষার উপায় কচ্ছো না? তোমার প্রাণে ধিক্, তোমার ভয়ে ধিক্, তোমার জন্মে ধিক্!

মদ। চল চল, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি; ধর্ম্ম-রাজ, রক্ষা কর, রক্ষা কর!—যদি ধরে? ও ভয়? যখন যমদূত

প্রফু। তো

ধর্‌বে, তার উপায় কি করেছ? এখনও ধর্ম্মের আশ্রয় নাও, সামান্ত ভয় ছাড়।

মদ। চল চল, এই দিকে চল, মরি মরবো, ছেলে দেখিয়ে দেব; ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

যোগেশের ঘর।

যাদব, রমেশ, কাঙালী ও জগ।

যাদ। কাকা বাবু, একটু জল দাও। আমার আগুন জ্বলেছে গো—আগুন জ্বল্‌ছে!

রমে। জল দিচ্ছি, এই ওষুধটা খা।

যাদ। না গো, জ্ব'লে যায়, জ্ব'লে যায়, আমায় একটু জল দাও।

জগ। কোন্‌টা দেব?

রমে। (Tart r Emetic) টারটার এমিটিক দাও, ডাক্তার আস্‌ছে, বমি হ'বে—দেখ্‌বে এখন।

জগ। না না, পেটে কিছু নেই, উঠ্‌বে কি? সেইটেই উঠে যাবে, ডাক্তার বল্‌বে, খেতে দাও; এইটে দাও, খুব ছট্‌ফট করবে দেখ্‌বে এখন।

যাদ। [illegible] না গো, ও কাকা বাবু, আমি [illegible] এখন আর দুধ দিও [illegible] কালের কথা [illegible] ছুঁচ ফুটছে। কাকা [illegible] দুখ ভোগ ক[illegible] কাকা বাবু! উজ্জ্বল, মা পালিনী[illegible] [illegible]সছে। করেন খেটেছে, বংশের এক[illegible] হারে মৃত্যু-শয্যায়! এ ছবি তোমা[illegible] [illegible]নে

জগ। আহা, বাছা আজ নির্জ্জীব হয়ে পড়্‌ছে।

কাঙা। ডাক্তার বাবু, বাঁচ্‌বে তো? বাবুর ছেলে নেই, পুলে নেই, কেউ নেই, ঐ ভাইপোটাই সর্ব্বস্ব!

যাদ। ও ডাক্তার বাবু, আমার কিছু হয় নি, আমায় একটু জল খেতে দিলেই বাঁচ্‌বো।

ডাক্তা। দাও, দাও, জল দাও।

জগ। ও আমার পোড়ার দশা, জল কি তলায়?

যাদ। ওগো, আমায় জল না দাও, একটু দুধ খেতে দাও, আমি কিছু খাই নি।

রমে। ডাক্তার সাহেব, (Delirium set in) ডিলিরিয়াম সেট ইন্ কল্লে।

ডাক্তা। এত দুধ সুরুয়া রয়েছে, তোমাকে খেতে দেয় না?

যাদ। না ডাক্তার বাবু, আমাকে খেতে দেয় না।

ডাক্তা। ছুট্।

জগ। ডাক্তার বাবু, একটা উপায় কর, বাছার জলটুকু তলাচ্ছে না!

রমে। (Doctor, your fe) ডক্টর, ইয়োর ফি।

ডাক্তা। একটা (Bilster) ব্লিস্টার দাও।

যাদ। না গো না, আর বেলেস্তারা দিও না গো; আমার পেটের খানা এখনও জ্বল্‌ছে। এই দেখ—ঘা হয়েছে।

[ডাক্তার ও রমেশের প্রস্থান।

ও মা গো, একবার দেখে যাও গো; মা, তুমি কোথায় আছ গো! জ্ব'লে গেলেম গো! জ্ব'লে গেলেম! মা গো, একবার দেখে যাও!

(রমেশের পুনঃ প্রবেশ)

রমে। ওহে কাঙালী, ডাক্তারকে রাখ্‌তে গিয়ে দেখি, ভজহরি, সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর চার বেটা দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ কচ্ছে; বাড়ী ঢোক্‌বার যেন কি মত্‌লব কচ্ছে।

জগ। তার ভয় কি? এই বেলেস্তারাখানা দিলেই হয়ে যাবে এখন।

যাদ। ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি; আমায় গলা টিপে মেরে ফেল! জ্ব'লে গেল গো, জ্ব'লে গেল! ও কাকা বাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমি একটু জল খেয়ে মরি। কাকা বাবু, কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকা বাবু!

কাঙা। চল, যাওয়া যাক, মদনাকে পাঠিয়ে দিই, এই মালিস্‌টা এক ডোস্ খাওয়ালেই হয়ে যাবে এখন; এই বিছানার কাছেই রইলো।

যাদ। কাকা বাবু, তোমার পায়ে পড়ি কাকা বাবু, আমায় জলে ডুবিয়ে মার, আমায় একটু জল দাও, জল খেলেও বাঁচ্‌বো না কাকা বাবু!

রমে। দাও, একটু জল দাও।

জগ। না, না, পাঁচ মিনিট বুঝ্‌বে।

যাদ। না, আমি জল খেলেই মরবো; না, আমি জল খেলেই মরবো; এই দেখ না, আমার গায়ে ইঁদুর-পচার গন্ধ বেরিয়েছে, আমায় কুকুরে চিবিয়ে খাচ্ছে।

জগ। চল চল, দেখা যাগ্‌গে; ভজহরিটা সুরেশ জুটেছে, আমার ভাল বোধ না। আমি তো বলেছিলুম, ডাক্তারটা মিছে কথা কয়েছে, সুরেশ মরে দি

[রমেশ, কাঙালী ও জগন্

যাদ। ও মা, মা গো, কতক্ষণে মরবো মা

(প্রফুল্লের প্রবেশ)

প্রফু। এই যে আমার যাদব। যাদব, যাদব, বাবা!

যাদ। কে ও—কাকীমা এসেছ? আমায়? একটু জল দাও। (প্রফুল্লের জল দেওন) আমি আর খেতে পাচ্ছি নি, আমার চোকে কাণে জল দাও। কাকীমা, আমায় না খেতে দে কাকা মেরে ফেল্লে।

প্রফু। পরমেশ্বর! কি কল্লে! ও বাবা, এই দুধ খাও!

যাদ। আর গিল্‌তে পারবো না, গলা আট্‌কে গিয়েছে; দেখ্‌লে না, জল গিল্‌তে পাল্লেম না। কাকীমা, মা কি বেঁচে আছে? বেঁচে থাক্‌লে মা আমায় খুঁজে খুঁজে আস্‌তো। যদি বেঁচে থাকে, তোমার সঙ্গে দেখা হয় বোলো না, আমি না খেতে পেয়ে মরেছি। আমার আধপেটা ভাত দিত, মা কাঁদ্‌তো, খেতে পাইনি শুন্‌লে, মা আমার বুক চাপ্‌ড়ে ম'রে যাবে। কাকীমা, বোলো, আমি ব্যামোতে মরেছি।

প্রফু। বালাই! বালাই! ছি বাবা, ও সব কথা বল্‌তে নাই। যাদব, যাদব, বাবা, বাবা! পরমেশ্বর, রক্ষা কর!

প্রবেশ ?

র ধিক্, রক্ষা

ছি; রক্ষ-

া কর!—

ভয়? যখন যমদূত

প্রফু।

ধর্ম্মরাজ ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ ! রক্ষা কর। (পায়াজল লইয়া ছুধের সহিত প্রফুল্লের খাওয়াইয়া দেওন) আর আমি পাগল নই, আর আমি পাগল নই, ধর্ম্মরাজ ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ ! রক্ষা কর !

(রমেশ, কাঙালী ও জগর পুনঃ প্রবেশ)

জগ। কৈ, কোথায় কি ? তুমি যেমন, বাতাস নড়্‌লে ভয় পাও ! তোমার ভয় হয়,গাড়ী ক'রে আমার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।

প্রফু। কে রে রাক্ষসি ! মা'র কোল থেকে তার ছেলে কেড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস্ ? তোর সাধ্য না। রাক্ষসি, দূর হ ! নরকে তোঁর মত যত পিশাচী আছে, একত্র হ'লে পারবে না ;—দূর হ ! দূর হ !

কাঙা। এ কি সর্ব্বনাশ !

রমে। প্রফুল্ল, তুই হেথা কি কত্তে এসেছিস্ ? এখান থেকে যা, ছেলের বড় ব্যামো, চিকিৎসা কত্তে হবে।

প্রফু। তুমি এখনও প্রতারণা কচ্ছো ? তোমায় অধিক কি বলবো, তুমি কার জন্য এ সর্ব্বনাশ কচ্ছো ? তুমি কার জন্য সহোদরকে পথের ভিখারী করেছ ? কার জন্য কনিষ্ঠকে জেলে দিয়েছ ? কার জন্য বংশধরকে অনাহারে মেরে টাকা রোজ্‌গার কচ্ছো ? তুমি কার জন্য গর্ভধারিণীকে পাগলিনী করেছ ? শুনেছি, তুমি বিদ্বান্, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমার তুমি বুঝিয়ে দিতে পার, এ মহাপাতকে লাভ কি ? পরকালের কথা দূরে থাকুক, ইহকালে কি সুখ ভোগ করবে ? সদাশিব বড় ভাই মদে উন্মত্ত, মা পাগলিনী হয়েছেন, ছোট ভাই কয়েদ খেটেছে, বংশের একটী ছেলে অনাহারে মৃত্যু-শয্যায় ! এ ছবি তোমার মনে উদয় হবে, তোমার জীবনে কি সুখ, আমি তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

রমে। দেখ্‌ প্রফুল্ল, ছোটমুখে বড় কথা ক'স্ নি ; ভাল চাস্‌তো দূর হ, নইলে তোরে খুন করবো।

প্রফু। তুমি কি মনে কর, আমি প্রাণ এত ভালবাসি যে, অবোধ নিরাশ্রয় বালককে রাক্ষসের হাতে রেখে প্রাণভয়ে পালাব ? প্রাণভয়ে স্বামীকে পিশাচের অধম কার্য্য কত্তে দেব ? আমি ধর্ম্মকে চিরদিন আশ্রয় করেছি, ধর্ম্মকে ভয় করেছি, আমার প্রাণের অত ভয় নেই ; নিশ্চয় জেনো—তোমার চেষ্টা বিফল হবে। সকল কার্য্যের শেষ আছে, তোমার কুকার্য্যের এই শেষ সীমা ! ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য করবেন না, সতর্ক হও ; আমি সতী, আমার কথা শোন ; যদি মঙ্গল চাও, আর ধর্ম্মবিরোধী হ'য়ো না। তুমি কখনই এ শিশুকে বধ কত্তে পারবে না।

মদ। না মা, বধ কত্তে পারবে না। ধর্ম্মরাজ ! আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ ! আশ্রয় দাও ; না না, বধ কত্তে পারবে না। আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই, আমি আর পাগল নই।

জগ। তবে রে মড়া মদনা ! তুমিই পথ দেখিয়ে এনেছ ?

মদ। হাঁ হাঁ, আমি জান্‌লা ভেঙে এনেছি। ধর্ম্মরাজ ! আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ ! আশ্রয় দাও ! জমাদার,আর তোমায় ভয় করি নি ; পাহারাওয়ালা,আর তোমায় ভয় করি নি ; চাপ্‌রাসি, আর তোমায় ভয় করি নি। ধর্ম্মরাজ ! আশ্রয় দাও, ধর্ম্মরাজ ! আশ্রয় দাও।

রমে। প্রফুল্ল, চুপ হ! ভাল চাস্ তো চুপ হ!

প্রফু। আমার ভয় কি! এ সংসারে আমার ভাল আর কি আছে? আমার ভাল আমি চাই নি, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি এত দিন মা'র জন্ত বড় অস্থির ছিলেম, আজ তোমার জন্ত ব্যাকুল হয়েছি।

জগ। রমেশ বাবু, রমেশ বাবু, কি কচ্ছো? ওদের ঠেলে ফেলে দে ছেলেটাকে নিয়ে চল।

মদ। খবরদার পাহারাওয়ালা! খুন করবে! ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর।

রমে। প্রফুল্ল, প্রফুল্ল, তোরে খুন ক'রে ফেলবো! স'রে যাবি তো যা!

যাদ। কাকীমা পালাও, তোমায় মেরে ফেলবে, আমি মরি, তুমি পালিয়ে যাও!

প্রফু। তোমার কি প্রাণ পাষাণে গড়া? এই স্নেহপুত্তলী ছেলেকে না খাইয়ে মারছো! ছি ছি ছি! তোমায় ধিক্! তোমায় সহস্র ধিক্! আমার কথা শোন, আমার মিনতি রাখ, আর মহাপাতকে লিপ্ত হ'য়ো না, আমি আবার বলছি, ধর্ম্ম অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য করবেন না।

রমে। তবে মর! (প্রফুল্লের গলা টেপন)

মদ। ছেড়ে দে রাক্ষসি! ছেড়ে দে নরাধম! ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর।

(সার্জ্জন, জমাদার, ইন্‌স্পেক্টার, পাহারাওয়ালার সহিত সুরেশ, শিবনাথ, পীতাম্বর, ডাক্তার ও ভজহরি ইত্যাদির প্রবেশ)

পীতা। আরে নীচপ্রবৃত্তি নরাধম! স্ত্রীহত্যা বালকহত্যা করছিস্? (রমেশকে ধৃত করণ)

ডাক্তা। ওহে শিবু, শিবু, ভয় নাই, ছেলে বেঁচে আছে! (Pulse steady) পালস ষ্টেডি আছে, দিন দুই তিন সেরে যাবে, ভয় নাই।

মদ। হাঁ হাঁ পাহারাওয়ালা, আমি রোজ রাত্রে দুধ খাইয়েছি; ভয় নাই, ভয় নাই, খারাভস্ম দিয়েছি; ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর।

সুরে। ডাক্তার বাবু, এ দিকে দেখুন, মেজ বৌদিদির মুখে রক্ত উঠছে।

ডাক্তা। ইস্! তাই তো!

সুরে। মেজ্‌ বৌদিদি! মেজবৌদিদি!

প্রফু। ঠাকুরপো এসেছ? যাদোকে দেখো, আমার দিন ফুরিয়েছে, আমার জন্ত ভেবো না, আমি মা'র জন্ত জোর ক'রে প্রাণ রেখেছিলেম, আজ আমি নিশ্চিন্ত হলেম। আমি তোমায় মাকড়ী দিয়েই সর্ব্বনাশ করেছিলেম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর; আমি জানতেম না, এ সংসারে এত তারণা! ভগবান্ আমায় ভাল [illegible] নিয়ে যাচ্ছেন,—যেখানে প্রতারণা নাই, সেইখানে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁর দুঃখিনী মেয়ে, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি, আজ আমায় তিনি কোলে নিচ্ছেন! (রমেশের প্রতি) দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা করবো না; জগদীশ্বর করুন, যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তুমি বড় অভাগা—সংসারে কারুকে আপনার কর নি। আমার মৃত্যুকালে প্রার্থনা—জগদীশ্বর তোমায় মার্জ্জনা করুন। ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখন মনে ক'রো—আমি চল্লেম! (মৃত্যু)

হুরে। দিদি, দিদি, মেজবৌদিদি! মেজ-বৌদিদি! শিবনাথ, শিবনাথ, কি হলো! মেজ দাদা! তোমায় বল্‌বার আর কিছু নাই।

পীতা। নরাধম! তোর কার্য্য দেখ্!

ভজ। রমেশ বাবু, হাম বোলাথা একঠো জমীন্দার গাওয়া রাখ্ দিজিয়ে। এই দেখুন না, তা হ'লে তো এই ফ্যাঁসাদ হতো না; এইবার এই বালা পরুন!

(ইন্‌স্পেক্টর কর্ত্তৃক রমেশের হস্তে হাতকড়ি প্রদান)

রমে। দেখ হাবুল, বে-আইনী ক'রো না, বে-আইনী করো না!

ভজ। রমেশ বাবু, কিছু বে আইনী নয়; ক্রিমিনেল প্রসিডিওরে মার্ডার, এটেম্প্‌ট্ টু মার্ডারে বালা মল দুই পর্‌তে হয়।

জগ। আমায় ধ'রো না, আমায় ধ'রো না! আমায় ছেড়ে দাও!

জমা। চোপ্‌রাও শয়তানি!

জগ। দেখ দেখ, তোমার নামে আমি কেস্ আন্‌বো; তুমি ভদ্রলোকের মেয়ের জাত খাও।

ভজ। মামা, তুমি কিছু দাবী দেবে না? বে-আইনী টে-আইনী কিছু বলবে না? এত দিন উকীলের বাড়ীর চাকরী কল্লে কি? একটা সেক্‌সন খোঁজো, দুটো মুখের কথাই শোনাও! বাবা, ঢের ঢের বদমায়েসী দেখে এলেম, ক'রেও এলেম, কিন্তু মামা মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে!

জমা। কেঁও রমেশ বাবু, আবি ধরম দেখ্-লানা নেই? যব ভাইকো কয়েদ দিয়া, তব্‌তো বহুত ধরম দেখ্‌লায়া।

ভজ। ছেলাম রমেশ বাবু, ছেলাম! ধর্ম্ম দেখানটুকু আছে না কি? তুমি আমার মামী মামার ওপর! সত্যি কথা বল্‌তে কি, মামার মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি, মামীর মুখেও কখন ধর্ম্মের কথা শুনি নি।

ইন্। রমেশ বাবু, বেশ বাগিয়েছিলে, কিন্তু শেষটা রাখ্‌তে পাল্লে না; তা হ'লে একটা (Historical character) হিষ্টরিক্যাল্ কেরেক্টার হ'ত!

ভজ। রমেশ বাবু, পাঁচজনে পাঁচদিক্ থেকে পাঁচকথা কচ্চে, তুমি একবার ধর্ম্ম দেখিয়ে বক্তৃতা কর। তোমার মুখে ধর্ম্মের দোহাই শুন্‌লে, লোক যে বয়েসে আছে, সেই বয়েসেই থাক্‌বে।

যাদ। কাকীমা, কাকীমা!

ডাক্তা। ভয় নাই, ভয় নাই, এই যে তোমার কাকীমা! ভয় কি? তুমি এই দুধ খাও।

যাদ। আমার মা কি আছে?

ডাক্তা। তোমার কাকীমা আছে, ভয় নাই।

পীতা। নরাধম, নররাক্ষস! সংসারটা এমনি ছারেখারে দিলি?

ভজ। সে কি পীতাম্বর বাবু, কি বল্‌ছো? এমন কুলের ধ্বজা আর হয়! আবাল বৃদ্ধ বনিতা ওর নাম গাইবে, যমরাজ ওরে নরকের মেট্ ক'রে দেবে। মামা বাবু, মামীমা, তোমরাও এক একজন কম নও, তোমাদের তিনের ভেতর যে কে কম, এ বেদব্যাস চাই ঠিকানা কত্তে, এমন পাথরকুচীর প্রাণ, দোহাই বলছি, আমার বাপের জন্মে দেখি নি! এই ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে মারছিলে? তোমাদের বাহাদুরী যে, আমার চোখেও জল বার করেছ।

[illegible] তোমার। দেখ, [illegible] এসেছে, আমি [illegible] নি। প্রভু, তোমার [illegible] না, এই আমার [illegible] আমি পাগল নই, আমি পাগল নই; ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর, ধর্ম্মরাজ! রক্ষা কর!

ভজ। না, তুমি পাগল নও, আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি। মা, তুমি এই পাগলকে মানুষ করেছ, কিন্তু মা, তোমার মৃত্যুতে যেন ভজহরির দুর্ব্বুদ্ধি দূর হয়! মামা বাবু, মামীমা, রমেশ বাবু, দেখ, আমি যদি ভজ হ'তেম, তোমাদের শাপ কত্তেম; তোমরা যথার্থই অভাগা।

(উমাসুন্দরীর প্রবেশ)

উমা। বাপ্‌রে, বুক যায়, বুক যায়, বুক যায়! (মূর্চ্ছা)

হরে। তাই ঠিক, আমার কি সর্ব্বনাশ দেখ। মা, মা, জননি! তোমার অভাগা সুরেশকে একবার কোলে কর। মা গো, দেখ, আমি প্রাণ ধরতে পাচ্ছি নি!

ভজ। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—" সুরেশ বাবু, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যাদবকে পেলে এই ঢের; আর বেশী কাঁদাকাটী ক'রো না, যা হবার হয়ে গিয়েছে, ফেরবার জো নয়।

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগে। এই যে আমার বাড়ীই জটলা, মড়া পুড়িয়ে সব এইখানে এসেছে। এই যে যেদো, এই যে মা, [illegible] যে রমেশ! দেখ্‌ছো, দেখ্‌ছো, [illegible], মর্‌বার সময়ও দেখ্‌বে, দেখ, দেখ! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! আহা হা! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

সম্পূর্ণ।

নল-দময়ন্তী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

নল	...	...	নিষধরাজ।
পুষ্কর	...	...	রাজভ্রাতা।
বিদূষক	...	...	রাজসখা।
ভীমসেন	...	...	বিদর্ভরাজ।
ঋতুপর্ণ	...	...	অযোধ্যারাজ।

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কলি, দ্বাপর, রাজগণ, সারথি, মন্ত্রী, দূতদ্বয়, রক্ষী, ব্যাধদ্বয়, মুনি, গ্রামবাসী ও নাগরিকগণ।

স্ত্রীগণ।

দময়ন্তী	...	...	বিদর্ভরাজকন্যা ও নলের স্ত্রী
রাজমাতা	...	...	(চেদিনগরের)
সুনন্দা	...	...	চেদিনগরের রাজকন্যা।
রাণী	...	...	ভীমসেনের স্ত্রী।

সখীগণ, অপ্সরীগণ, জনৈক বৃদ্ধা ও ধাত্রী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

নল ও বিদূষক।

নল। সখা, হের বন উপবনসম,
নৃত্য করে ময়ূর ময়ূরী ;
বহে বায়ু ধীরি ধীরি মকরন্দ বহি,
দোলে ফুল সোহাগ-পরশে ;
সরস কুসুমে রসায় ঋষির মন ;
তাহে কুহুতান মত্ত করে প্রাণ ;
রম্য স্থান হেথা—ক্ষণ করহ বিশ্রাম।
সখা, সখা,—
বিদূ। কারে কহ মহারাজ ?
যে হিড়িক টান—
সখা তব করেছে পরাণ ;
আর কোথা পাইবে সখারে ?
বাবা ! রথ চলে এত বেগে ?
দিব্য করি,—ক্ষুধায় যদ্যপি মরি,
আর মিষ্টান্ন অদূরে থাকে,
তবু তব রথে না যাব কখন।
আর কারে বলি ?
রাজার পিরীত কিছু ভূতুড়ে ধেতের ;
বনে পেলে পিরীত ঝাঁপিয়ে ওঠে !
ভাল, মহারাজ,
কখন কি করি নি পিরীত ?
দেখিনি ত এ বেতর ঢঙ্ !
নল। বর্ব্বর, দেখ কি অতুল শোভা ;
চিনিয়াছ মিষ্টান্ন কেবল।
বিদূ। আর মহারাজ চিনেছেন নব ঘাস !
নল। (স্বগত) তর তর পত্র যথা প্রভাতসমীরে,
প্রাণ কাঁপে নিরন্তর ;
দু'খ-সুখমাঝে আশা দোলায় আমার।
আরে মন ! রত্ন কার করে আশা ?
ত্রিভুবন রত্ন করে আকিঞ্চন।
স্বয়ম্বরে যাব—লজ্জা পাই পাব —
বারেক দেখিব,
নয়নে শ্রবণে বিবাদ ঘুচাব।
এ জীবনে কি বা পাব ?
দেখিব সে কল্পনা-প্রতিমা !
হায় !
কেন মনে হয় সে আমায় ভালবাসে ?
বিদূ। মহারাজ, ভাণ্ডাও আমার ?
ঠেকিয়াছ পিরীতের দায় !
জানি আমি—আমার ত গেছে দিন।
নল। দেখ সখা !—ব্যাকুল ভ্রমর
গুঞ্জরি জানায় মনোজ্বালা
মুদিত নলিনী ফি'রে নাহি চাহে আর,
এ কি—এ কি কঠিন ব্যাভার !
দেখ সখা, নিরাশায় ভ্রমরা ফিরিল !
বিদূ। এইটুকু নূতন কেবল !
আমি যবে ব্রাহ্মণীরে দেখি—
ঐ কড়া খাস, ঐ রূপ উপর চাউনি—
মিষ্টান্ন পাইলে
হয় ত বা রয়ে গেল গোটা দুই !
কিন্তু,
ভ্রমর এলো কি গেল কখন' দেখি নি।
মহারাজ, কেঁদে কেন ;
আমি ব্রাহ্মণীকে দেখে কেঁদে তবে বাঁচি,
তবে ক্ষুধা হয় !
নল। সখা, সত্য কহি—
নলরাজা নহি আমি আর ;
ছি ছি কত করি মন বঝাইতে নারি ·

রাজ্য ধন মান নাহি চাহে প্রাণ ;
ক্ষত্রিয়ের প্রাণের সুসার
বীর্য্য বল কাজ নাই আর ;
প্রাণ তৃষিত আমার—
দাবানল দহে সদা।
সে প্রমদা আমারে কি চাবে ?
সে রতন ত্রিভুবন করে আকিঞ্চন ;—
কোন্ গুণে পাব তারে ?
যাব—যাব স্বয়ম্বরে ;—
আর লাজে বাধে কি বা ?

বিদূ। কোথা যাও ? একে ঘোর সন্ধ্যা—
তায় এই সোমত্ত বয়েস, রাজা,—
তায় পিরীত হারামে !
একা কেন ঘাটে ব'সে খাবে জল ?
মহারাজ, চল বিলম্ব ক'রো না ;
জান ত মৃগয়া ক'রে
বনে মিষ্টান্ন না মেলে ;
যত দূর পদ্মের ডাঁটায় হয়।

নল। দেখ সখা, কিবা দীপ্তি অকস্মাৎ—
খোলে জলে মুদিত নলিনী।

(পদ্ম হইতে দেববালাগণের আবির্ভাব ও গীত)

ইমন্ বেহাগ—একতালা।

হায় রে হায় ! প্রেমিক যে জন
সে কেন চায় ভালবাসা ?
দিলে নিলে, বদল পেলে
ফুরিয়ে গেল প্রেমপিয়াসা !
প্রেমে চায় ভালবাসি,
পরাব না, পরবো ফাঁসী,
চায় না প্রেম কেনা বেচা,
ভালবেসে পুরায় আশা।

নল। (স্বগত) সত্য, কেন প্রাণ চাহে বিনিময়,
সঙ্গীতের ছলে
দেববালা কেন উপদেশ।
আশা নাচায় কাঁদায় ;
আর ছলনায় ভুলিব না ;—
আশা দিব বিসর্জ্জন।
পরি প্রেম-ফাঁসী হইব সন্ন্যাসী ;
ভালবেসে আশা মিটাইব।

(দেববালাগণের গীত)

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে যার সয় না ব্যথা,
সে কেন কয় প্রেমের কথা ?
প্রেমে দিন যাবে কেঁদে—
প্রেমিক যে জন সে ত জানে ;
প্রাণ দিতে যে জানে পরে,
বিচ্ছেদের ভয় সে কি করে ?
বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে—
হৃদয়-চাঁদে হেরে ধ্যানে।
যে আপনা কাঁদে, চায় সে কারে ?
সাধের ফাঁসী খুলতে নারে !
প্রাণ যজে প্রাণ দিয়ে পূজে,
ব্যথা কি আর থাকে প্রাণে ?

(জলমগ্ন হওন)

নল। (স্বগত) সত্য, আমি ভালবাসি ;
আমি প্রাণ দিছি তারে ;
তবে, দানে কেন চাই প্রতিদান ?
তুচ্ছ হয় প্রাণ,
যদি আশা করি বিসর্জ্জন।
কিন্তু,
মরাল-বচনে মনা শুনে ভ'লে ম...
সে চায় আমার—
ব'লে গেছে স্বর্ণ-বিহঙ্গম।
চায় বা না চায় দেখি পরীক্ষায়।
দেখে যাব—কোন্ ভাগ্যধরে
আদরে সে রমণীরতন।
(প্রকাশ্যে) সখা, সখা ! এ কি ভাব তব ?

বিদূ। হায়! আমি গরীব ব্রাহ্মণ—
কেন ঠেকিলাম রাজার পিরীত-দায়?
নল। সখা, সখা! আজন্ন কি হেতু তুমি?
বিদূ। বসো, তুমি মহারাজ;
কর দেখি অঙ্গুলী-দংশন,—
দমা ধরে গেঁছে বুকে;
বাবা হু হুবার!
মহারাজ, তোমার এ প্রেমের হিড়িকে
যে কারুর প্রাণ বাঁচে, এমন ত
বোধ হয় না।
ঘরে ব'সে কোথা পেলে রাক্ষসে প্রণয়?
রাক্ষসী নিশ্চয়!
বনে একা পেলে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।
নল। সখা!
অনুমানে জ্ঞান হয় দেবকন্যাগণ।
বিদূ। তোমার প্রেমের চোটে
পদ্ম কেটে দেবকন্যাগণ এলো বনে!
নিশ্চয় রাক্ষসী, ইচ্ছা যদি, রহ রাজা;
আমি—সোঁদা ব্রাহ্মণের ছেলে—
ভরা সাঁজে হেথা নাহি রব।
নল। যাও সখা, কহ গিয়ে সারথিরে—
অশ্বগণে দেয় তৃণ পানি;
এ কাননে করিব বিশ্রাম আজি।
বিদূ। রাজা-রাজড়ার খেলা—
পালা, বামুণ, পালা।

[প্রস্থান।

(ইন্দ্র, বরুণ, যম ও অগ্নির প্রবেশ)

ইন্দ্র। জয় হ'ক্ মহারাজ!
নল। তেজঃপুঞ্জ মূরতি সুন্দর—
পুরুষ-প্রবর,
কে বা তুমি সম্ভাষ কাননে?
পরিচয় দেহ মোরে,
কহ মহাজন! কিবা প্রয়োজন
সাধিবে তোমার দাস?
ইন্দ্র। শুন মহামতি! আমি দেবরাজ;
মায়াবন করিয়া সৃজন
আসিয়াছি ধরামাঝে।
নল। সফল জনম মম,
বহু পুণ্যে পাইলাম দরশন।
ইন্দ্র। আসিয়াছি বড় আশে তব পাশে,
কর সত্য, ওহে সত্যবান্,—
কৃপাবান্ হবে মম প্রতি?
নল। মিনতি কি হেতু, দেব! আজ্ঞাবাহী দাসে
যেবা আজ্ঞা হয়,
প্রাণপণে সাধিব নিশ্চয়,
দেবরাজ! আদেশ কিঙ্করে।
ইন্দ্র। যার তরে যাও স্বয়ম্বরে,
তারে হে'রে মদনে পীড়িত মম প্রাণ!
হেরি, সে রূপ-মাধুরী
ধৈর্য্য না ধরিতে পারি;
ইন্দ্রত্ব যদি মম যায়
ক্ষতি নাহি তায়—
ধরি নরকায় রহি তারে লয়ে সুখে!
কিন্তু সুলোচনা তোমা বিনা
অন্য জনে না হেরে নয়ন-কোণে;
হংস-মুখে তব বার্ত্তা শুনি,
আছে তব ধ্যানে,—
নলরূপ নিরত নয়নে জাগে!
তাই, মহাশয়, চাই তবাশ্রয়—
দূত হয়ে যাও তার বাসে;
বরিতে আমায় বুঝাও বালায়;
শচী হ'তে রাখিব আদরে,
ব'ল তারে;—স্মর-শরে জর জর তনু;
ব'ল—দেবরাজ কিঙ্কর হইতে চাহে।
অগ্নি। আমি—অগ্নি, শুন হে ভূপাল,
কি জ্বালা করিয়াছি তারে হেরে!

যদি ইন্দ্রে নাহি বরে, ব'ল মোর তরে ;
মন্মথের শরে মন নিপীড়িত মম !

ইন্দ্র। বরুণ, শমন,—
হের, আশীর্ব্বাদ জানায় রাজন্ !
আসিয়াছে দময়ন্তী-আশে।
আছি চারিজন—
যারে ইচ্ছা—করুক্ বরণ ;
দৌত্য-কার্য্য কর মহারাজ !

নল। শুন দেবগণ !
দেব-কার্য্য করিব সাধন ;
যাব আমি দূত হয়ে ;
কিন্তু বালা রহে অন্তঃপুরে,
সতর্ক প্রহরী সদা ফিরে ;
কি উপায়ে দেখা পাব তার ?

ইন্দ্র। দেব-মায়া ঢাকিবে তোমারে—
অদৃশ্য পশিবে, রাজা।
হেথা পুনঃ দেখা পাবে মো সবার।

[দেবগণের প্রস্থান।

নল। (স্বগত) আরে, সত্যঘাতী মন !
কেন হও বিচঞ্চল ?
উচ্চ শিক্ষা শিখ রে হৃদয়,
পর-সুখে হ'তে সুখী ;
দুর্লভ রতন,
পার যদি, যত্নে কর দেবে সমর্পণ,
বিসর্জ্জন কর রে লালসা ;
দেবরাজ ইন্দ্র যাহে চায়,
সে সুধায় নরে কোথা পায় ?
দেবাঙ্গনা মিলাইব দেব-সনে ;
আরে রে অবোধ মন !
যদি ভালবাস,
সুখে তার কি হেতু অসুখী তুমি ?
শচী সনে রবে ইন্দ্রাসনে—
কি হেতু অসুখী হও ?
ছি ! ছি ! দুর্নিবার নয়নের ধার।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

দময়ন্তী ও সখীগণ।

দম। হেরিলাম সুন্দর মরাল
সরোবরে ভাসে কুতূহলে ;
স্বর্ণ-পাখা হেরি মনোহর
ধাইলাম ধরিতে সত্বর ;
বক্রগ্রীবা মাণিক-নয়নে
চাহিল কাঞ্চন-বিহঙ্গম ;
নরস্বরে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল ;—
"নলরাজ পাঠাইল মোরে,
তোর তরে ভূপতি উদাস !
দময়ন্তী ধ্যান জ্ঞান তাঁর।"
সখি ! মুগ্ধপ্রায় কতই শুনিনু,
দু' নয়ন ভাসিল সলিলে ;
ছলে পুনঃ কহিল সুবর্ণ-দূত,—
"দেহ লো যুবতি ! বারি-বিন্দু দুটী তোর।
যত্নে দিব নলের নিকটে।"
উন্মত্তের প্রায়,
লাজ খেয়ে কতই কহিনু,
চাহিল অঙ্গুরী—পুত্তলীর প্রায় দিনু ;
দেখিতে দেখিতে উড়িল সে মায়াবী
মরাল।
বুঝি মন্মথের অনুচর পাখী ;—
ললনায় কাঁদায় মদন !
সখি ! সখী ! কে আগে জানি ত,
দাসী হ'তে চায় প্রাণ ?

(সখীগণের গীত)

অড়ং কানেড়া—পোস্তা।

প্রাণে প্রাণ পড়্‌লো ধরা,
ব'লে গেল সোণার পাখী ;
প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা,
চখে চখে, রইল বাকী।
নয়নকোণে চাইবি যত,
বাণ খাবি বাণ হান্‌বি তত,
নীরবে প্রাণের কথা,
আঁখি সনে কবে আঁখি।

দম। সখি, বুঝ না বুঝ না প্রাণের বেদনা—
তাই রঙ্গ কর কত!
প্রাণ দিছি নলে—নল মম প্রাণনাথ ;
ভেবে মরি,—
স্বয়ম্বরে যদি তাঁরে নাহি হেরি।
সখি, সত্য কি কহিল পাখী?

সখী। সখি! সত্য মিথ্যা বুঝ মনে মনে ;
পদ্ম-আশে ভ্রমরা আপনি আসে,—
ভৃঙ্গ কেন না আসিবে তোর?
যার তরে কাঁদে যার প্রাণ,
সে কাতর তার তরে।

দম। সখি, দেখ—দেখ আসিছেন নলরাজা!
সখি! এসেছে রতন, করহ যতন,
আমি ত আপনহারা ;
নিত্য হেরি যে বদন ধ্যানে,
দেখ লো নয়নে—
সম্মুখে সে নিরুপম ঠাম!
সখি, ধর—ধর, কাঁপে লো অন্তর মোর।

(নলের প্রবেশ)

১ম সখী। মহাশয়! দেহ পরিচয় ;—
অকস্মাৎ
কে তুমি উদয় দেব, রমণী-আগারে?

নল। মম নাম—শুন, সুলোচনে!
দেবরাজ-আদেশে এসেছি,
দেব-বলে পশিয়াছি অন্তঃপুরে ;
কেন রাজবালা উতলা আমারে হেরে?
আমি দেব-দূত—দাস তাঁর।

দম। নাথ, কি বল—কি বল? আমি দাসী,
তব আশে রাখি প্রাণ।

নল। ভদ্রে, দেব-কার্য্যে মম আগমন ;—
ইন্দ্র, অগ্নি বরুণ, শমন,
তব প্রেম করি আকিঞ্চন,
পাঠাইল হেথা মোরে ;
মন চাহে যারে বর তারে, বরাননে,—
দেবের বাঞ্ছিত তুমি ;—
এ সুধার নর নহে অধিকারী!
দেবরাজে যদি, সতি, ভজ,
রবে শচী হ'তে আদরে, সুন্দরি,
অগ্নি বা বরুণ, যম—
যারে মালা করিবে অর্পণ—
যতনে সে রাখিবে তোমারে।

দম। প্রভু, কি কথা দাসীরে বল?
নহি স্বৈরিণী ;
হংস-মুখে শুনি, তব পায়ে দিছি প্রাণ ;
তুমি প্রাণনাথ ;
আশ্রিতে হে ক'রো না আঘাত ;
আমি নারী, বাঞ্ছা করি নরে,
না চাহি অমরে ;—
নল মম হৃদয়ের রাজা।
যদি প্রভু নিদয় হইবে,
নারী-বধ লাগিবে তোমারে!
দেবদূত, কহ গিয়া দেবগণে—
পিতৃসম গণি চারি জনে ;
যাচি শ্রীচরণে—নল স্বামী হয় মোর।
প্রাণদূতা, বাঁধিবে দিও দেখা ;
নহে, তখনি ত্যজিব প্রাণ ;

নল বিনা আমি আর কার?
তুমি হে, আমার;
প্রাণেশ্বর, কেন ছল কর?
ছলে প্রভু, ভুলাতে নারিবে;
স্বামী! পত্নীরে ঠেলো না পায়।

নল। (স্বগত) আরে হীনবল প্রাণ!
নারীর বচনে হইতেছ বিচঞ্চল?
(প্রকাশ্যে) শুন সুলোচনে
যদি ভালবাস,
ভালবাসা চিরদিন রবে;
সঁপি, কায় পূজা কর দেবতায়,
আপনায় দেহ বলি।
দেব-কার্য্যে নরে ধরে দেহ।
দেব-কার্য্যে আসিয়াছি সুবদনি,
দেব-কার্য্যে যাচি জায়া পাতি—
দেবে কর দেহ-দান;
তব আত্ম-বিসর্জ্জন
জগজ্জন করিবে কীর্ত্তন।
শুন, বরাননে, সুখ তুচ্ছ গণি,
দুখে সুখ শিখ মোর তরে;
আমিও কেঁদেছি,
কাঁদিয়ে শিখেছি;
কেঁদে কেঁদে হব সুখী।

দম। প্রভু, কি দিয়ে করিব দেব-পূজা?
দেহ প্রাণ,—কিছু আর নহে মোর;
দেবগণে সাক্ষী করি কহি—
সকলি হে দিয়েছি তোমায়;
জানি নাথ, তুমি হে আমার;
দানে তব নাহি অধিকার।
ধর্ম্মপত্নী আমি তব;
দেহ মোরে পতিপূজা-উপদেশ;
কহ, নাথ, স্বয়ম্বরে দিবে দেখা?

নল। দেব-দূত—দাস-কার্য্যে নিযুক্ত,
কল্যাণি,—
এবে আমি নহি ত স্বাধীন;—
অঙ্গীকার কেমনে করিব?

দম। প্রভু, ছেড়ে যাবে ভেব না কখন;
সতী পায় পতি-দরশন—
দেবতা মিলায় আনি;
যেতে চাও, যাও হে নির্দ্দয়,
দাসী পদ কভু না ছাড়িবে।
দেবগণে পিতৃসম গণি!

নল। যাই, সুলোচনে,
দেবগণে দিই গিয়ে সমাচার।

দম। দেখা দিবে স্বয়ম্বরে?

নল। না পারিব দেবাদেশ বিনা।

[নলের প্রস্থান।

দম। দিয়ে নিধি, কেন বিধি, হও প্রতিকূল?
ছি! ছি! ধিক্ নারীর জীবন!
সাধিতে কাঁদিতে দিন যায়;
যারে প্রাণ চায়—সে আমারে ঠেলে পায়,
তবু প্রাণ তত কাঁদে তার তরে!
আরে! আরে! এ প্রাণের তরে,
লজ্জাহীন কত আর হব?—
কতই সাধিব?—
ছি! ছি! প্রাণ,
বার বার কত হ'বি আপমান?

(সখীগণের গীত)

গারা ঝিঁঝিট—একতালা।

আগে কি জানি বল,
নারীর প্রাণে সয় হে এত?
কাঁদাব মনে করি; ছি! ছি! সখি,
কাঁদি কত।

সাধ করি—সে সাধ্ রে এসে,
প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে ;
লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে,
অপমান আর সব কত ?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাঙ্গণ।

বিদূষক ও সারথি।

বিদূ। শুন, হে সারথি,
ব্রহ্মহত্যা যদি নাহি চাও—
যথা পাও মিষ্টান্ন আনিয়া দাও।
মরুভূমি বিদর্ভ-নগর,
সারা দিন কিছু খাই নাই ;
দেখ, হ'ল প্রায় সূর্য্যোদয়,
বাল্যভোগ গিয়েছে চিতায় ;
ভূতে পেয়ে রাজা প্রেম খায়,
ঝোপে ঝাপে রজনী কাটায় ;
আমি, বল, কেমনে সামাল দিই ?
য়ও, বেরঙা পিরীত,
দেখেছি ত যথোচিত ;
বলি, ও সে জ্বালায়ে আমি ত পড়েছি,
কবে ভোজন ভুলেছি বল ?
রাজার এ নয় ত পিরীত,
পেত্নীতে পেয়েছে নিশ্চয় ;
ঐ দেখ,
ছোমোচাপা ছুমুহবে আসে রাজা !

(নলের প্রবেশ)

মহারাজ, তব পিরীতের দায়,
ব্রাহ্মণের প্রাণ যায় ;—
কে যেন কাহারে বলে ?

নল। আরে রে বাতুল, কি জানিবি,
কি বেদনা মর্ম্মস্থলে মোর ?
সূত ! যাও, অশ্বগণে কর গে সংযত—
আজি যাব নিষধ-নগরে ;
(স্বগত) না, না—
যাব স্বয়ম্বরে, বারেক দেখিব তারে,
(প্রকাশ্যে) রহ প্রস্তুত, সারথি,
আজ্ঞা মাত্র পাই যেন রথ।

[সারথির প্রস্থান।

(স্বগত) আহা, সরলা ললনা !
দেবের ছলনা কেমনে বুঝিবে বালা ?
কে'লে যাব তায় !
প্রাণ আর ফিরিতে কি চায় ?
হায় ! সে আমারে চায় ;—
আমি তার হব,
যাব আমি সভামাঝে ;
কিন্তু,
ছলে ভু'লে, বরে যদি নল-বেশী দেবে,
কেমনে বাঁধিব প্রাণ ?
সভামাঝে হারাইব জ্ঞান,—
উপহাস্য হব লোকে !

বিদূ। মহারাজ, পিরীতের নানান্ ভিরকুটি
জ্ঞাত আছে গরীব ব্রাহ্মণ ;
কড়া শ্বাস, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি—
এ সব রকম জানা আছে কিছু কিছু ;
কিন্তু,
প্রাতে কিছু বেতর রকম।

নল। আরে রে বাতুল,
পরিহাস-সময় এ নয়।

বিদূ। ভাল,
বুঝিলাম তবু জীবন্ত রয়েছ, রাজা !

বলি, অত কেন ? মালা দিতে হয়, দেবে ;
মহারাজ, আমি ত বাতুল,—
বল দেখি, এত কি নলের সাজে ?

নল। সখা, নলরাজা নহি আমি আর।
আহা! অশ্রুপূর্ণ লোচন বালার,
সকাতরে প্রণয় যাচিল,
লাজ খেয়ে প্রাণ বিলাইয়ে পায় ;
হায় রে নির্দ্দয় !—পলায়ে আইনু আমি ;
পুত্তলীর প্রায়
একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল ;
নীরব ভাষায়
প্রাণে প্রাণে কহিল আমায় ;—
"দেখো' নাথ, রেখো মনে"
আমি অভাজন—
এ রতন বুঝি নাহি পাব।
হেরি, পঞ্চ নল,
উন্মাদিনী বালা কতই কাঁদিবে! কেমনে
নীরব রব ?—
পরিচয় কেমনে না দিব ?
কেমনে বাঁধিব প্রাণ ?
আঁখি-বারি কেমনে বারিব ?

বিদূ। রাজা, পঞ্চশরে ব্যাকুল তোমার প্রাণ,
—পঞ্চ নল কোথা পেলে ?

নল। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, শমন,
চারিজন বসিবেন মোর রূপ ধরি ;
তাই ভাবি—স্বয়ম্বরে যাব কি না যাব।

বিদূ। এ তো বড় বাড়াবাড়ি দেবতার !
এ আবদার কেন, রাজা ?

নল। দময়ন্তী-আশে আসিয়াছে চারিজন।

বিদূ। মহারাজ, দেবতাদের ত বিলক্ষণ !
যারে তারে প্রয়োজন !
মর্ত্ত্যে এলো মানবী-আশায় !
মহারাজ, কেমনে জানিলে ?

নল। কৃপা ক'রে ব'লেছেন তাঁরা মোরে।

বিদূ। আহা, অতুল করুণা !
আর কৃপা করি, যাইবেন দময়ন্তী লয়ে !
মহারাজ, কি দিলে উত্তর ?
আমি হ'লে বলিতাম,—
করুণায় কাজ কি, রতন ?
এই হেতু এত চিন্তা তব ?
আমি সভায় চীৎকার ক'রে কব,—
এই নল রাজা ;—
দময়ন্তি, এসো এই স্থানে।

নল। করিয়াছি পণ, নাহি দিব পরিচয়।

বিদূ। মহারাজ, তুমিও রতন !
নাও—কোণে যাও, ঐ ছোপে ব'সে কাঁদ।

নল। স্বয়ম্বরে যাব কি না যাব, ভাবি ;
সভামাঝে নারী যারে অনাদরে,
ধিক্ তার জীবন যৌবন !
প্রাণ যারে উন্মাদ হইয়ে চায়,
অন্য জনে মালা তুলে দিবে—
কত জ্বালা যে জানে সে জানে !
যাব স্বয়ম্বরে, প্রাণে প্রাণে কবে কথা ;—
সরলা আমারে চায়।—

[নলের প্রস্থান।

বিদূ। বাবা, যত বাগ্‌ড়া রাজার পিরীতে ? বেয়াড়া রকম সব ; দেখ না, এলেন কি না যম ! আমি হতেম ত বিলক্ষণ দু' কথা শুনুতেম্। বাবা ! যমটা যেন কেমন কেমন দেবতা ! নামটা মনে হলেই, গাটা ছম্ ছম্ করে ! দূর হোক্, এবার থেকে সন্ধ্যা না ক'রে আর খাব না। আমার ইচ্ছা করে, ভাল ক'রে মোণ্ডা সাজিয়ে একবার যমকে পুজ' দিই ; যেই দু হাতে বদনে তোলে—বলি, তবে সে মোণ্ডায় ঠেলাটি বোঝো ! বামুনের ছেলে—সন্ধ্যা আহ্নিক করেন বা না করেন, অভ হ'লো

মা। যাই, আমিও যাই সভায়; বহু
কুধায় আতুর্কায়—ভাণ্ডারটা ঘুরে যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্বয়ম্বর-সভা।

রাজগণ, ভট্টগণ প্রভৃতি আসীন; ইন্দ্র, অগ্নি,
বরুণ ও যমের নলরূপে অবস্থান।

১ম ভট্ট। এ কি স্বয়ম্বরে চারি নলরাজা?

(নলের প্রবেশ)

২য় ভট্ট। হের পঞ্চম উদয় আসি।

(রাজা ভীমসেনের প্রবেশ)

ভীম। এ কি বিড়ম্বনা?
শুনি মহিষীর মুখে
কন্যা মম চাহে নলরাজে;
এ সমাজে পঞ্চ নল?
হায়!
কেবা করে ছল অবলা বালিকা সনে?

(দময়ন্তী ও সখীগণের প্রবেশ)

সকলে। আহা, কি মোহিনী ছবি!

দম। এ কি! সভামাঝে পঞ্চ নল?
দেবগণে করিছেন ছল;
ওহে, ধর্ম্ম-আত্মা দেবগণ!
ধর্ম্ম রক্ষা কর অবলার,
দেহ সবে নিজ নিজ পরিচয়,
নাহি পারি করিতে নির্ণয়—
নারী আমি;—দেবমায়া কেমনে ভেদিব?
হের, কাতরা নন্দিনী,—
পতি-করে করহ অর্পণ তারে,
প্রাণেশ্বরে দেহ দেখাইয়া;
দেবগণ! দেহ নিদর্শন
যাহে সতী পায় নিজ পতি,
মালা-করে
ধর্ম্ম সাক্ষী করি, কহি সভা-মাঝে;—
নল মম প্রাণেশ্বর!

(দেবগণের নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ)

প্রাণেশ্বর! মালা পর গলে (মালা দেওন

নল। প্রাণেশ্বরি! প্রাণ লও বিনিময়ে।

ইন্দ্র। হে কল্যাণি!
তব যোগ্য নলরাজ, নল-যোগ্যা তুমি;
চারি জনে করি আশীর্ব্বাদ
স্বামি-ভক্তি অচলা রহুক তব;
সতি! ধর্ম্মে তোর রবে মতি,
অলক্ষিত-বিদ্যা,
দিই যৌতুক স্বামীরে তব

অগ্নি। হে কল্যাণি! যৌতুক ও[illegible]—
অগ্নি বিনা নলরাজা করি[illegible]ন।

বরুণ। জল পাবে যথা তথা
নলরাজে করি আশীর্ব্বাদ
কল্যাণি! বঞ্চহ সুখে।

যম। প্রাণি-বধ বিদ্যা দিই পতিরে তোমার,
চারুনেত্রে! করি আশীর্ব্বাদ;
অবিচল-ধর্ম্মে রবে মতি,
হবে পতি-সোহাগিনী।

দম। কিঙ্করীরে অপার করুণা!

নল। ওহে, অন্তর্যামী দেবগণ!
কৃতজ্ঞতা কি ভাবে প্রকাশে দাস?

(সখীগণের গীত)

সাওন বাহার—একতালা।

কোন্ গগনে ছিল রে এ দুটী চাঁদ?
এলো ধরাতলে।

চাঁদে মিলে, দেখ কত খেলে ;
আর হাসে রে চাঁদ, আর ভাসে রে চাঁদ,
আরে নয়ন-জলে।
কথা চাঁদে চাঁদে, কথা কত ছাঁদে,
কথা নয়নে নীরবে রে।
পিয়ে সুধা, প্রাণ দোলে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

কলি ও দ্বাপর।

কলি। একাদশ বর্ষ করি রন্ধ্র অন্বেষণ!
বৃথা পরিশ্রম—মনোরথ না পূরিল।
ধর্ম্ম-পরায়ণ নল বিচক্ষণ
নারিলাম প্রবেশিতে শরীরে তাহার ;
নাহি অনাচার—
মম অধিকার নিষ্ঠাচার জান নাহি।
হায়! না দেখি উপায়
ঈর্ষানলে দহে প্রাণ।
ছি! ছি!
কত অপমান সহিলাম স্বয়ম্বরে ;—
দময়ন্তী, যৌবনের ভরে
দেবে অনাদরে!
নলে বরে দেব সভা-মাঝে!
কি প্রেম-বন্ধনে আছে দুই জনে ;
অবিচ্ছেদ বহিছে প্রবাহ ;
অহরহ হেরি, প্রাণে জ্বলে মরি ;
ভাল—আর দেখিব কয়েক দিন ;
নলরাজে যদি নাহি পারি
বৃথা কলি নাম ধরি!
সংসারের অধিকারী হইব কেমনে?
ক্রীড়া-দাসী কুমতি আমার
সতর্ক রয়েছে সদা,
কিন্তু নলে কোন ছলে না পারে ভুলাতে।

দ্বাপ। দেখ, আর নাহি প্রয়োজন,
দেবরাজ করেছেন নিবারণ,
শুনেছ ত দময়ন্তী নহে দোষী ;
স্বয়ম্বর-স্থলে
দেবাদেশে বরিয়াছে নলে ;
দেহ ক্ষমা—হিংসি নাহি কাজ,—

কলি। ক্ষমা কোথা হৃদয়ে আমার?
কুৎসিত আচার—মম অলঙ্কার ;
হিংসা, দ্বেষ—সহচর ;
মিথ্যা-কথা, নিষ্ঠুরতা—সহায় আমার!
ক্ষমা আমা হ'তে না সম্ভবে ;
নিজ কার্য্যে যাও, হে দ্বাপর,
আমি নলে না ছাড়িব।
দময়ন্তী গরবের ভরে,
নল বিনা চক্ষে নাহি দেখে কারে।

দ্বাপ। সাধে কি হে, ক্ষমা কথা আনি মুখে?
আছি যে অসুখে—তোমাকে কি কব আর?
নিত্য যেন নব অনুরাগ—
নল সনে নিত্য প্রেম-খেলা—
হেরি বাড়ে জ্বালা, আর না সহিতে পারি।
এ প্রণয়ে বিচ্ছেদ কি হবে?
কেন তবে বৃথা করি পরিশ্রম?

কলি। হে দ্বাপর!
শক্তি মম অগোচর নহে তব ;—
যথা আমার উদয়, ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ সমুদয়,
প্রেমকথা নাহি রয় ;
পিতা পুত্রে অরি ;
তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরি বন্ধু বধে সহোদরে ;

সতী ত্যজি পতি উপপতি করে সদা।
কোন মতে পারি যদি পশিতে শরীরে,
অচিরে দেখিতে পাও প্রভাব আমার।
দ্বাপ। ভাল,
আমা হ'তে কিবা তব হবে উপকার ?
কলি। অক্ষপাটী হবে তুমি—এই মাত্র চাই।
নল-সহোদর,
পুষ্কর দুষ্কর পাপ-প্রিয়,
প্রভুসম নিত্য মোরে সেবে ;
বসিয়া নির্জ্জনে
মনে মনে সাহায্য সে চায় মোর ;
আজীবন করে মন,—
নলে দিবে বনবাস ;
রাজ্য-আশ পূরাব তাহার ;
ত্বরা দেখা দিব তারে।
দ্বাপ। কেমনে জানিলে তুমি সাহায্য সে চায় ?
কলি। চিরদিন হিংসা করে নলে ;
কিন্তু, নিজ বুদ্ধিবলে
কোন কার্য্য নাহি হয় সমাধান।
হতাশ হইয়ে, শূন্য-পানে চেয়ে,
নিত্য কহে—"কে আছ কোথায় ?
দেহ সাহায্য আমায়—
ঈর্ষার নরকে নাহি ডরি।"
দেখ, দূরে আসে ধীরে ধীরে
হেঁট মুণ্ড, চিন্তায় মগন,
পাপচিন্তা করে অনুক্ষণ।
এসো অন্তরালে
মন তার এখনি জানিবে।

(অন্তরালে গমন।)

(পুষ্করের প্রবেশ)

পুষ্ক। (স্বগত) এক-মাতৃগর্ভে জন্ম
আমা দোঁহাকার—
আমি পাপাত্মা পুষ্কর,
উনি পুণ্যশ্লোক নল !
রাজ্যে আর রহা নহে শ্রেয়ঃ,—
রাজদ্রোহী ভাবে জনে জনে,
মন্ত্রী হেরে সন্দেহ-নয়নে।
হীনমতি সভাসদ্ পেটুক ব্রাহ্মণ—
কুক্কুর, যেমন—সদা পিছে লাগে মোর।
ভাল, রাজ্য ত্যজি যাব ;
যাব—কিন্তু হিংসা না ত্যজিব।
হায় ! কেহ নাহি সহায় আমার।
প্রজাগণে সুনিয়মে বশ,
মন্ত্রী অতি সতর্ক সুধীর,
সৈন্যগণ সতত প্রস্তুত ;
একা আমি কি করিব ?
কি সৌভাগ্য তার,—
ইন্দ্রের বাঞ্ছিত নারী বরিল তাহারে !
পুণ্যবান্ জগতে আখ্যান ;
তৃপ্ত মন—অতুল বৈভব-অধিকারী,
পুণ্যবান্ আমিও হইতে পারি—
সিংহাসন যদি পাই !
হীনপ্রাণ নাহি যাচে আপন উন্নতি।
সন্তোষ—সন্তোষ—
দুর্দ্দশায় সন্তোষ কোথায় ?
প্রাণ জ্ব'লে যায় !
অবস্থার বিনিময় যদি করে নল,
ধর্ম্ম-বল তবে বুঝি তার।
নহে,
রাজা হ'য়ে দান যজ্ঞ কে বা নাহি করে ?
দেখি কয় দিন আর—
বিনা রণে ভঙ্গ নাহি দিব।

(কলির প্রবেশ)

কলি। কে তুমি ? কি ভাবে মগ্ন
অন্তর তোমার ?

কিবা কার্য্য বাঞ্ছা কর ?
ত্যজ ভয় না কর সংশয়।

পুষ্ক। চিন্তা কি-বা ? কে-বা তুমি ?
শ্রম দূর করি আসি এ বিজন স্থলে।

কলি। শুন বৎস ! ডাণ্ডা'ও না মোরে।
আমি, রে সহায় তোর,
অন্তর তোমার অগোচর নহে মোর ;
শুন বৎস ! বলি,—ঈর্ষানলে জ্বলি ;
কলি নাম খ্যাত চরাচরে,
শুন কথা, ত্যজ মনোব্যথা,
রাজ্যেশ্বর করিব তোমায় ;
রাজ্য ত্যজি না কর গমন।

পুষ্ক। (স্বগত) নিশ্চয় মন্ত্রীর চর।
(প্রকাশ্যে) মহাশয় ! রাজ্য কেবা চায় ?
আমি রাজ-সহোদর,—
রাজদ্রোহী নহি।

কলি। শুন, যাহে তব জন্মিবে প্রত্যয় ;—
দময়ন্তী-আশে যাই বিদর্ভ-নগরে,
স্বয়ম্বরে করিল সে অনাদর ;
দণ্ড তার দিব সমুচিত।
করিব কৌশল
রাজ্যভ্রষ্ট হবে রাজা নল,
পত্নীসনে বিচ্ছেদ ঘটিবে ;
যদি তুমি না হও সহায়,
অন্য জনে করিব আশ্রয় ;
বল কিবা ইচ্ছা তব ?

পুষ্ক। কায়, মন, প্রাণ
বলিদান এখনি চরণে দিব,
নল যদি হয় রাজ্যচ্যুত।
কহ মহাশয় !
কিবা কার্য্য চাহ আমা হ'তে ?

কলি। অক্ষপাটী উপায় কেবল !
মায়া-অক্ষবলে
রাজ্য ধন জি'নে লবে ছলে ;
ধৈর্য্য ধর সুদিন আসিছে তোর—
স'য়েছ বিস্তর, রহ আর কয় দিন।

পুষ্ক। আজি হ'তে ক্রীতদাস তব আমি।

কলি। যাও নিজাগারে,
দেখা দিব সুযোগ হইলে।

[কলির প্রস্থান।

পুষ্ক। (স্বগত) আজ এ কি অভিনয়—
কলি আসি হইল উদয় !
নহে মন জীবন বেচিনু তারে ;
নহে আজি বেচিয়াছি বহুদিন—
যবে ধীরে ধীরে তুষানলসম
রাজ্য-আশা জ্বলিল হৃদয়ে।
এত দিন একা ব'সে করিনু কল্পনা,
আজি ক্ষমবান্ সহায় মিলিল।
তবে কেন ভয়ে কাঁপে প্রাণ ?
মৃত্যু যদি হয়,
তবু অন্য পথ নাহি লব ;
হয়েছি কলির ক্রীতদাস,
অঙ্গীকার রাখিব আমার।
অক্ষপাটী—অক্ষ-সুনিপুণ নলরাজা—
আশামাত্র জীবনে উপায় ;
আশা ত্যাগ না করিব।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। মহাশয়, না হয় একটু হাস্‌লেন ;—
না হয় দু' দণ্ড লোকালয়ে বস্‌লেন ;—
মনের কপাট না হয় খানিক খুল্লেন। বলি,
মহাশয় ! হাস্‌তে কি দিব্যি দেওয়া আছে ?

পুষ্ক। দেখ, উপযুক্ত শাস্তি দিব তোরে !
আমি রাজ-সহোদর !

বিদূ। বলি, তাই ত মুস্কিলে ঠেকেছি ; নইলে
আমার মাথাব্যথা কি ? নিত্য মুখ দেখি
—আর ঘরে হাঁড়ি ফাটে ! মহাপ্রভু,

মুখের ভাবটা একচেটে করেছেন। হাসি কান্না দিব্যি ক'রে বলতে পারি, কিছু বোঝা যায় না।

পুষ্ক। হে ব্রাহ্মণ! কেন কহ কুবচন?
এসো যদি মমাগারে,
কত দিই মিষ্টান্ন তোমায়।

বিদূ। দেন কি,—কেউটে সাপের নাড়ু? আর গোখ'রোর মোহনভোগ?

পুষ্ক। দেখ, তুমি রাজ-সখা,
আমি রাজ-সহোদর;
আজি হ'তে বন্ধু তুমি মম।

বিদূ। ইস্! বিষম গ্রহের কোপ! মহাশয়, আহার দিতে চান, বন্ধু ব'লে ডাকেন,—শনির দৃষ্টি নিশ্চয় লেগেছে! নইলে অকস্মাৎ মহাশয়ের এত প্রেম কেন?

পুষ্ক। দেখ, তুমি যথাবাদী,
তাই নিরবধি যাচি আমি বন্ধুত্ব তোমার।

বিদূ। বামনীর হাতের নোয়ার কি জোর! এতেও এতদিন টিকে আছি! বলি, ব্রাহ্মণের ছেলে ত নরবলি হয় না, তবে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কেন?

পুষ্ক। আমি, জানি,
শঠ তুমি মোরে বল চিরদিন।
কিন্তু,
আজি নয় এক দিন দিব বুঝাইয়ে
কত মম অন্তর সরল?
সরল অন্তর তব,
তাই প্রাণ তব অনুগত।

বিদূ। যা হোক্ মহাশয়, আজ্‌কে একটা উপকার আপনা হ'তে হ'ল। আপনি যে চুপি চুপি পেয়ে আছেন, তা—দোহাই ধর্ম্ম—কে জানে? দোহাই মহাশয়, কৃপা ক'রে ছেড়ে যান, নইলে বোজার বাড়ী যাব।

পুষ্ক। যাই আমি; কর পরিহাস।

(গমনোদ্যত)

বিদূ। মহাশয়, ছুটো গাল দিয়ে যান; যে মিষ্টমুখ দেখালেন, রাত্রে ভরাব! জেনে শুনেই হাসেন না; হাস্‌লে বুঝি সৃষ্টি থাকে না।

পুষ্ক। দূর হোক্।

[প্রস্থান।

বিদূ। যখন শুন্‌লেম বন-ভোজন
তখনি প্রাণ-কম্পন!
আবার তার উপর লক্ষণ—
পুষ্কর আছেন নিরিবিলি ব'সে;
যদি এক হাঁড়া মোণ্ডা নিয়ে চুলোয়ও যাই,
সেখানেও যদি পুষ্করকে দেখ্‌তে না পাই
তো কি বলি, পুষ্কর থাক্‌তে উদর চালান
দুষ্কর হয়ে উঠ্‌লো।

(নল, দময়ন্তী ও সখীগণের প্রবেশ)

নল। বন-শোভা উদ্যানে কোথায়?
স্বেচ্ছাধীন লতা হের, ধায়;
স্বেচ্ছাধীন তমাল প্রসারে বাহু;
বসন্ত তানে গায় স্বেচ্ছায় বিহঙ্গ ভ্রমি,
ফোটে ফুল ছড়ায় সৌরভ,
কি বিভব প্রকৃতির!

বিদূ। মহারাজ! রাখ তব বন-উপাসনা;
আজিকার বন নহে যেমন তেমন।
মৃগয়ায় বনে ফল নহে মৃণাল মিলিত!
আজি দাবানল নাহি হয়।
প্রথম লক্ষণ সুদর্শন সহোদর তব;
আগমন তাঁর হয়েছিল এই স্থানে।

নল। ছি! ছি! কু-কথা কি হেতু বল সখা?

বিদূ। কেন বলি? শাকস্থলী জ্বলে,
বলি তাই।

অন্নের দফা ছাই!
বুঝি এইখানেই খাবি খাই!

নল। সখা, সহোদর মম;
নিন্দা কর এ নহে উচিত তব।

বিদূ। দোহাই রাজার! নিন্দা নাহি করি।
করি মাত্র স্বরূপ বর্ণন!
হরেক রকম দেখেছি বদন;
কিন্তু মুক্ত-কণ্ঠে বলি দিগ্বিজয়ী
সহোদর তব;—

নল। কোথায় পুষ্কর?

বিদূ। ছিলেন নির্জ্জনে;
হে'রে নর-সমাগম
হয়েছেন অন্তর্ধান।

সখীগণের গীত।

ললিত বাহার—যৎ।

কুহুতানে আকুল করে প্রাণ।
বুঝি রাখ্‌তে নারি কুল মান।
কুসুম হেরি ভুল্‌তে নারি,
মনে পড়ে সে বয়ান॥
গুঞ্জরি ভ্রমরা চলে, মনের কথা পদ্মে বলে,
সাধ হয় সাধি গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে অভিমান।

বিদূ। বলি, বনে কি আজ খুনো-খুনি করবে?
বলি,
তোমাদের যেন হাওয়া-খেকো জান,
এ গরীব ব্রাহ্মণের প্রাণ কিসে বাঁচে,
এখন তান্ ধরেছ!

নল। সখা, শুন অতি সুন্দর সঙ্গীত;
সুধাকণ্ঠ সুলোচনা সখীগণ।

বিদূ। মহারাজ ও পাত্‌লা সুধায় রাজারাজ্‌-ড়ায় পেট ভরে, দেখ্‌ছেন ঘন ব্রাহ্মণ—আমাদের রকমের ঘন সুধা চাই। যা হক্, এক রকম ত হ'ল—এখন চলুন, শিবিরে যাওয়া যাক্।

নল। প্রিয়ে!
এই স্থান প্রিয় অতি মম—
হেথায় মরাল-দূত দিল সমাচার;
হেথায় কত দিন বসিয়া একাকী
তোমারে করেছি ধ্যান।

বিদূ। মহারাজ! ক্ষান্ত হও,
ভয় হয় কথা শু'নে!
আবার কি ঊর্দ্ধদৃষ্টি হবে রাজা?
হংস হংস রব তোল কেন?

নল। আর নাহি ভয়—
দময়ন্তী সহায় আমার।
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আর কেন হবে? (গমনোদ্যত)

দম। নাথ, কোথা যাও?

নল। আসি, প্রিয়ে।

[নলের প্রস্থান।

সখীগণের গীত।

অহং-কানাড়া—পোস্তা।

বলে ফুল দুলে দুলে, তুলে দে লো বঁধুর গলে,
সোহাগ আর করবি কবে?
যাবে মধু বাসি হ'লে।
ফুটেছি আমোদভরে, তুলে নে যা আদর ক'রে;
তোল না আর পাবে না,
বলে কুসুম হেসে ঢলে!

[সকলের প্রস্থান

(দময়ন্তী ও বিদূষকের প্রবেশ)

দম। কই, কোথা মহারাজ?

বিদূ। আজ জানি বিষম বিভ্রাট।
প্রথম পুষ্কর—
তার উপরে উঠেছে হংসের কথা;
রাজা কোথা বসেছেন ধ্যানে।

(নলের প্রবেশ)

নল। চল যাই শিবিরে ফিরিয়ে।
হেথা,
জল কোথা নাই পদ-প্রক্ষালন হেতু।
এসো প্রিয়ে ;
ছুঁয়ো না আমায় - অশুচি রয়েছি।

[সকলের প্রস্থান

(কলি ও দ্বাপরের প্রবেশ)

কলি। পূর্ণ মনস্কাম,
দেখ আজি মিলিল সুযোগ ;
মূত্র ত্যজি, না করিল পদ-প্রক্ষালন,
দেখিব কেমন নল !
দময়ন্তী—বু'ঝে ল'ব অহঙ্কার !
বাদ মোর সনে !
রূপ-গর্ব্বে অবহেলা কর দেবগণে !
আজি সাধের ভ্রমণ,
পুনঃ শীঘ্র যেতে হবে বন !
দেখি কোথা পুষ্কর এখন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নলের পুনঃ প্রবেশ)

নল। কেন মন উচাটন আজি ?
এই স্থানে স্নিগ্ধ হয় প্রাণ ;
মনোলোভা প্রকৃতির শোভা
চিরদিন ভালবাসি ;
কিন্তু,
এ কেমন ? তিক্ত সব হয় অনুভব।
পুষ্কর না আসে হেথা ?

(পুষ্করের প্রবেশ)

পুষ্ক। দেখ মহারাজ ! কি সুন্দর অক্ষপাটী।
নল। অতীব সুন্দর ! কোথা পেলে ?
এসো, আজি করি পাশা-ক্রীড়া।
পুষ্ক। মহারাজ ! অক্ষ-সুনিপুণ তুমি,
অক্ষ-যুদ্ধে কে জিনে তোমায় ?
ভাল—ইচ্ছা যদি অক্ষ-ক্রীড়া,
চল মহারাজ ! রয়েছি প্রস্তুত !
নল। চল তবে শিবিরে খেলি গে।
পুষ্ক। না না, মহারাজ !
রথ আছে প্রস্তুত আমার,
মম্মাগারে চল গিয়ে খেলি।
নল। চল তবে।

[উভয়ের প্রস্থান

(কলি ও দ্বাপরের প্রবেশ)

কলি। বুঝ মম প্রভাব দ্বাপর।
এক পল নাহি রহে দময়ন্তী বিনা—
গেল তারে শিবিরে রাখিয়া হেথা,
অক্ষ-ক্রীড়া হেতু !
যাও ত্বরা অক্ষে হও আবির্ভাব।
এ বৈভব কিছু নাহি রহে যেন।
রাজ্য ধন যাবে, বিচ্ছেদ ঘটিবে—
তবু সঙ্গ না ছাড়িব।
আরে আরে যৌবন-উন্মত্তা বালা—
যার তরে দেবে কর হেলা—
পায়ে ঠে'লে চ'লে যাবে তোরে।
দ্বাপ। চল শীঘ্র—বিলম্বে কি ফল ?
কলি। ভাল, তব উৎসাহে সন্তুষ্ট আমি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

মন্ত্রী ও দূত।

মন্ত্রী। সত্য কহ;
আসিতেছ রাজার নিকট হ'তে?
অসম্ভব কথা!—
গিয়েছেন রাণীরে ত্যজিয়ে?
দণ্ড পাবে মিথ্যা যদি হয়।

১ম দূত। মহাশয়!
সত্য কহি, রাণী পাঠালেন মোরে।
মহারাজ অকস্মাৎ ত্যজিয়ে শিবির
কোথা গিয়েছেন চলি;
কেহ তাঁর সন্ধান না পায়।

মন্ত্রী। কে আছ রে, বন্দী কর দূতে।
সমাচার আপনি লইব;
নিশ্চয় কে অরি করে ছল।

[দূতের প্রস্থান।

২য় দূত। মন্ত্রী মহাশয়! ভয়ে মম কাঁপে কায়
মহারাজ পুষ্করের ঘরে,
অক্ষ-ক্রীড়া হয় তথা।
না জানি কি মায়া-অক্ষ এনেছে দুর্ম্মতি—
বার বার পুষ্কর জিনিছে!
কত ধন করিলেন পণ রাজা,
পুনঃ পুনঃ পুষ্কর জিনিল!
অধপণ শুনি,
আইলাম দিতে সমাচার।

মন্ত্রী। এ কি! কিছু বুঝিতে না পারি।
রে দূত!
চিরদিন প্রত্যয় তোমারে করি,—
অসম্ভব বার্ত্তা কেন দেহ তুমি আজি?

২য় দূত। মহাশয়! সত্য সমাচার,
বন হ'তে এক রথে আসি দুই জনে,
গোপনে করেন ক্রীড়া।

মন্ত্রী। যাও শীঘ্র রাণীরে আগারে আন;
বল তাঁরে সর্ব্বনাশ হেথা!
অক্ষ-ক্রীড়া নিবারণ করুন আসিয়া।

[দ্বিতীয় দূতের প্রস্থান।

(সারথির প্রবেশ)

মন্ত্রী। কহ সূত! রাজ্ঞী এসেছেন পুরে?

সার। আসিয়াছি রাজ্ঞীরে লইয়ে।
হের, আপনি আসেন দেবী।

(দময়ন্তীর প্রবেশ)

দম। মন্ত্রি!
শুনিলাম মহারাজ ফিরেছেন পুরে;
বল, তবে কেন তাঁরে নাহি হেরি?

মন্ত্রী। দেবি! সর্ব্বনাশ হেথা—
পুষ্করের সনে পাশা খেলেন ভূপতি।
এসো মাতা! বিলম্ব না কর;
চল, খেলা করি গে বারণ,
পণে পুষ্কর সকলি জিনে।
এসো মাতা! এতক্ষণে না জানি কি হয়।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

পুষ্কর ও নল পাশ-ক্রীড়ায় নিযুক্ত।

পুষ্ক। কহ রাজা! কি করিবে পণ?

নল। রাজ-পুরে আছে যত বস্ত্র, অলঙ্কার—
এইবার পণ মম।

পুষ্ক। জিনিলাম—দেখ মহারাজ!
নল। অন্য অক্ষ লয়ে কর খেলা।
পুষ্ক। অন্য অক্ষে অন্য দিন খেলিব রাজন্!
যদি মি'টে থাকে সাধ—
ফিরে যাও পণ না করিতে কহি।
নল। ভাল, এত বড় দড় দম্ভ তোর?
অর্দ্ধ রাজ্য পণ।
(রাণী, মন্ত্রী ও সারথির প্রবেশ)
এ কি! রাণী এলো কোথা হ'তে!
দম। মহারাজ! ক্ষমা দাও এ পাশ-ক্রীড়ায়,
নহে সর্ব্বনাশ হবে নাথ!
নল। রাণি! কেন ভাব?
পুনঃ জিনি লইব সকলি,—
অর্দ্ধরাজ্য পণ মম।
পুষ্ক। জিনিলাম—দেখ মহারাজ!
দম। মহারাজ!
জেনে শু'নে কেন কর সর্ব্বনাশ?
মায়া-অক্ষ এ জেনো নিশ্চয়;
নহে, রাজা! তব পরাজয়
বার বার কেন হবে?
শান্ত, ধীর, তুমি, সদাশয়—
পাশার উন্মত্ত কিবা হেতু?
অর্দ্ধ-রাজ্য গেছে—তব অর্দ্ধ-রাজ্য আছে
এখনও হে! দাও ক্ষমা।
রাজা! রাজ্যভ্রষ্ট হবে—
পুত্র কন্যা তব বল কোথা যাবে?
পাপ ক্রীড়া কর নিবারণ—
রাখ, প্রভু, দাসীর বচন।
নল। প্রিয়ে! নাহি ভয়, এখনি জিনিব
রত্নের ভাণ্ডার
আছে চারি সাগর আমার—
এইবার করি পণ।
পুষ্ক। জিনিলাম—দেখ মহারাজ!
দম। নাথ! এখনও হে, দাও ক্ষমা।

নল। রাণি!
গিয়েছে সকলি।
অর্দ্ধ-রাজ্যে কিবা ফল?
আর অর্দ্ধ রাজ্য মম পণ এইবার।
পুষ্ক। জিনিলাম—দেখ মহারাজ!
নল। দময়ন্তি! এইবার কিছু নাহি আর।
দম। নাথ! নাথ! যথা তুমি তথা রাজ্য হবে,
শোক নাহি কর মহীপাল!
পুষ্ক। মহারাজ! দময়ন্তী রয়েছে তোমার,
কেন নাহি কর পণ?
নল। আরে নরাধম! প্রাণে নাহি কর ডর?
নাহি ভয়—না পলাও ভীরু!
মন্ত্রি! আজি হ'তে রাজ্য আর নহে মম,
পুষ্করের অধিকার সব।

(নলের রাজবেশত্যাগ ও দময়ন্তীর অলঙ্কার উন্মোচন)

নল। লও মম অলঙ্কার;
প্রিয়ে, বিদায় জন্মের মত!
দম। কারে নাথ! দাও হে বিদায়?
আমি ছায়া তব,
বরিয়াছি নল মম প্রাণেশ্বরে,
বরি নাই রাজা নল।
আমি পত্নী তব,—কোথা রব তোমা
ছেড়ে?
আমি দাসী ভালবাসি তব সেবা,
বঞ্চনা কি হেতু কর, প্রভু?
যদি অপরাধী পদে—
ক্ষম নাথ! কিঙ্করী ভাবিয়ে।
স্বামি! তোমা ছেড়ে কোথা যাব আমি?
প্রভো! বাঞ্ছা মাত্র—রব তব সনে,
সেবিব তোমারে—কোন ভার নাহি দিব;
প্রাণেশ্বর! ঠেলো না চরণে।
নল। প্রিয়ে! কোথা যাবে উন্মত্তের সনে?

আহা!

রাজবালা, কি দুর্দ্দশা করিলাম তব?

দম। নাথ! মম সম কে বল ধরণীতলে?

তুমি মম প্রাণেশ্বর!

বার বার বলেছ আদরে—

আমি তব জীবনের সহচরী।

পায়ে ধরি, আজি কেন অন্য মত কহ?

তব মুখ হেরি, স্বর্গ তুচ্ছ করি,

ইন্দ্রাণীরে নাহি গণি?

আদরে তোমার—

অতুল বৈভব-অধিকারী!

নল। দেবি!

মনে ভাবি—আমা হেতু ইন্দ্রে না বরিলে,

কোথা যাবে?

আমি নহি আর সেই নল;

এবে নিজ অরি!

বুঝিতে না পারি—কেন মম ভাবান্তর।

বুঝহ প্রমাণ—মায়া-অক্ষ জানি,—

তুমি প্রণয়িনী সম্মুখে বারিলে মোরে—

তবু, বার বার করি পণ,

রাজ্য ধন সকলি হারাই!

বনে যাই তোমা সম পত্নী ত্যজি!

করি মানা—যেয়ো না, যেয়ো না।

শুন বামা উন্মত্ত হয়েছি আমি;

কি করি? কি করি? না বুঝিতে পারি;

কোথা যাব?—মনে নাহি ভাবি তিল।

এখনও সত্য কহি, চন্দ্রাননে!

কে যেন ইঙ্গিত করে মোরে;—

"আরে রে বাতুল! নারী লয়ে কোথা

যাবি?

দেখ্ তোর কি দুর্দ্দশা হয়।"

দুর্দ্দশার নাহি ভয়—

উৎসাহ বাড়ে হে প্রাণে।

চন্দ্রাননে!

এ দশায় কেমনে হইবে সাথী?

ধরা শূন্যপ্রায়।

শূন্য প্রাণ গেছে কোথা চ'লে;

ছায়াসম দেহ হয় জ্ঞান!

যাই প্রিয়ে! যাও তুমি পিত্রালয়ে!

দেখ, কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে পরে,

ব'ল প্রিয়ে!—পাপগ্রস্ত হয়েছিল নল।

দম। এ কি কথা বল প্রভু?

পুণ্যবান্ পুণ্য-আত্মা তুমি,

ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য তোমার

চরাচরে খ্যাত, নাথ!

দিন যাবে;—এ কুদিন নাহি রবে।

গেছে রাজ্য ধন, জীবন যাপন

পরিশ্রমে অনায়াসে হবে।

কুটীর বাঁধিব;

সুখে তথা রব দুই জনে।

উঠিব প্রভাতে বন্দী-বিহঙ্গম-গানে;

তরুগণ ফলে ফুলে রাজ-কর দিবে;

কুরঙ্গ ময়ূরী আসি,

ধীরি ধীরি অতিথি হইবে কত;

প্রেমের সংসার—দিন বয়ে যাবে সুখে।

মন্ত্রী। মহারাজ! কিবা আজ্ঞা দাস প্রতি,

নল। হে সচিব!

বলেছি তোমারে;—রাজা আর নহি

আমি,

আর নাহি আদেশ আমার।

দম। মন্ত্রি! কন্যা পুত্র মম কুমার আগারে,

দোঁহে রেখে এসো কৌণ্ডিন্য নগরে।

আছে তথা আত্মীয় আমার—

আমি যাই পতি সনে।

নল। বৃশ্চিক-দংশন—বৃশ্চিক-দংশন!

ছাড় প্রিয়ে! আর না সহিতে পারি।

[অগ্রে নল ও পশ্চাতে দময়ন্তীর প্রস্থান।

মন্ত্রী। মহিষীর আজ্ঞা পাল সূত!
শীঘ্র রথ করহ প্রস্তুত,—
পুত্র কন্যা লয়ে যাব কৌণ্ডিল্য নগর।
কে জানিত—এ রাজ্যে এ দুর্দ্দশা ঘটিবে?
বুদ্ধি-ভ্রম নলের জন্মিবে?
সকলি দেবের লীলা!
কহ সূত! কোথা যাবে তুমি?
সূত। নল বিনা অন্য জনে আমি না সেবিব,
ভগবান্ দিবেন উপায়।
মন্ত্রী। পুষ্করের রাজ্যে বাস আমি না করিব,—
বন ভাল এ রাজ্য হইতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কলি ও পুষ্করের প্রবেশ)

কলি। শুন হে পুষ্কর,
অর্দ্ধ কার্য্য সমাধান তব।
রাজ্যে এই দেহ রে ঘোষণা—
যেই নলে স্থান দিবে,
সবংশে বিনাশ তার;
যেন বারি-বিন্দু তৃষ্ণায় না দেয় কেহ।
(পুষ্করের অলঙ্কার লওন)
নাহি ভাব, অলঙ্কার হেতু,—
রাজ্য সকলি তোমার।
পুষ্ক। যথা আজ্ঞা প্রভু।

[পুষ্করের প্রস্থান।

(দ্বাপরের প্রবেশ)

দ্বাপ। এখনো কি মনোবাঞ্ছা পূরে নি তোমার?
কলি। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম?
কি অসুখে আছে নল?—
দময়ন্তী আছে সাথে!
গুণবতী পত্নী আছে যার
এ সংসার সুখাগার তার;
আগে করি পতি-পত্নী-ভেদ
মনঃখেদ তবু না মিটিবে।
অন্ন বিনা অতি কদাকার—
ভ্রমি দ্বার দ্বার
মহাক্লেশে যদিও বঞ্চিবে—
তবু তার সন্তোষ জন্মিবে;
মনে হবে,—আছে দময়ন্তী মোর;
সে কাঁদে আমার তরে।
দেখ, যেখানে প্রণয়
দুখে সুখে আছে তথা।
রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছি নলে
তবু দ্বিগুণ জ্বলে এ প্রাণ;
ছিল রাজ্য—গেল, তাতে বা কি হ'ল?
দুর্ম্মতি না জন্মিল তাহার;
তবু পাপাচার নাহি উঠে মনে তার।
আজ্ঞামাত্র সুসজ্জিত সেনা
যুঝিবে নলের তরে;
পণে বদ্ধ রাজ্য আর ফিরিয়ে না চায়;
বনে চ'লে যায়;—
কুমতির নাহি শুনে উপদেশ।
কোন মতে সত্যভঙ্গ হয় যদি নল—
উদ্দেশ্য সফল মম;
দময়ন্তী ছায়াসম পতি অনুগামী—
ফিরাইব পাপমতি হ'লে তার!
কথায় কথায় বহিছে সময়;
দেখি,
রাজ্যহারা বিকল-অন্তর নল কত দূর যায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজ-পথ।

বিদূষক ও ব্রাহ্মণী।

বিদূ। যাও ফিরে ঘরে,—মায়া বাড়ে
তোরে হেরে;
রেখো কথা—নাহি রহ হেথা,—
অরাজক পুষ্করের অধিকার!
ওরে! আয়, গলা ধ'রে কাঁদি তোর;
ফেটে যায় প্রাণ—
একবস্ত্রে রাজা রাণী গেছে চ'লে।

ব্রাহ্ম। কত দিনে দেখা পাব?

বিদূ। নল যবে হবে রাজা পুনঃ।
বনে বড় ছিল ভয়—
সেথা ফল খেতে হয়;
কিন্তু,
পুষ্করের অনুগ্রহে সে ভয় ঘুচেছে;—
একবস্ত্রে রাজা গেছে বনে।
কাঁদি আয়, ব্রাহ্মণি, খানিক;
না, না,—
রাজ্যে মানা—কেহ নাহি দিবে অন্ন জল;
যাই—খুঁজি কোথা রাজা;
যাও ফিরে, নহে, মম পদ নাহি চলে।

ব্রাহ্ম। নাথ!
থাকে যেন মনে দুখিনী ব্রাহ্মণী ব'লে।

[প্রস্থান।

বিদূ। ওঃ! কথাটা নির্ঘাত চোট;
বামুন,
ছোট্, ছোট্,—নইলে যেতে পারবি না।

(পুষ্কর ও রক্ষীর প্রবেশ)

পুষ্ক। বন্দী কর পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণে।

বিদূ। দেখ, বুঝি বিভ্রাট ঘটায়!

রক্ষী। আরে ধূর্ত্ত, কোথা যাস্?

বিদূ। বলি, নূতন রাজার কি পথ চল্‌তে মানা?

পুষ্ক। উত্তরীতে বাঁধা কি রে তোর?

বিদূ। কেন?—হাঁড়ি; যাচ্ছি শ্বশুর-বাড়ী!
রাজ্যের এ শুভ সংবাদ দেব—
আর, মিষ্টমুখ করাব।

পুষ্ক। রে ব্রাহ্মণ! মুখভাব কদাকার মোর?
হাসি নাই মুখে?—
দেখি, কারাগারে অন্ন-ধানে
কত দিন বাঁচে তোর প্রাণ!

বিদূ। আহা ধর্ম্ম-কল্পতরু!—ব্রহ্মবধে সুরু
যদি গরুর দরকার—মহারাজ!
আমার গোয়ালে আছে;
দিও ধানে চালে;
কিন্তু,
রোজ একবার সাম্‌নে দাঁড়াতে হবে—
তা হ'লেই পেট ভ'রে যাবে।

পুষ্ক। লয়ে চল বর্ব্বর ব্রাহ্মণে।

বিদূ। ছি বন্ধু! অত প্রেম সকালে—
এর মধ্যে ভু'লে গেলে?

পুষ্ক। জিহ্বা তোর পোড়াব অনলে।

বিদূ। বলি, গুণ কত! নইলে লোকে
বলে এত?
শুন পুষ্কর!
যদি গর্দ্দানাও ফেল কেটে—
তোমার যে বদ্‌মায়েসী একচেটে,
তা বলতে আমি ছাড়্‌ব না।
যদি মোণ্ডার হাঁড়ি লয়ে বাড়াবাড়ি—
মোণ্ডার হাঁড়ি লও—আমায় ছেড়ে দাও।

পুষ্ক। যমালয়ে দিব তোরে ছেড়ে।

বিদূ। মহারাজ! যদি কষ্ট দিতে চাও—
তবে,
আপনার রাজ্যেই আটক রাখুন।

যে রকম ছুটিয়ে
রাজ্য আরম্ভ করেছেন—
যম-রাজা এসে সলা লয়ে যাবে।
হয় ত, নরক থেকে তুলে
পাপীগুলোকে হেথা ছেড়ে দে যাবে!
শুনেছি ইন্দ্রেতে শচীতে বাজী হয়েছে,—
যম বড়—কি পুষ্কর বড়!

পুষ্ক। নাহি মান, ব্রাহ্মণ বলিয়ে;
বাঁধ;—লয়ে চল কারাগারে।

বিদূ। মহারাজ! ভবপারে যেতে হবে—
একবার ভাব;—
সেথা ত নলরাজা নাই যে,
পাশা খেলে;—
অত জুলুম সেথা চলে বা না চলে!
যাচ্ছি চ'লে;—
আমার সঙ্গে এত বাড়াবাড়ি কেন?

পুষ্ক। রক্ষি, লয়ে এসো কারাগারে।

[পুষ্করের প্রস্থান।

রক্ষী। চল, ঠাকুর!

বিদূ। বলি, চল্‌বো না ত কি? যণ্ডা তুমি—
তোমায় ঠেলে পালাব?
বলি,—উনিই না হয় পুষ্কর!
তোমরা না হয় দেবতা বামুণ মান্‌লে!
গিয়ে দেখ গে—
এতক্ষণে কারাগার ভর্ত্তি!
কেন বাবা, ভিড় বাড়াবে?

রক্ষী। ঠাকুর!—
গর্দ্দানাটা তখন তুমি আমার হয়ে দেবে?

বিদূ। ভাল! ছেড়ে দাও বা না দাও—
একটু সঙ্গে এসো;
মহারাজ উপবাসী—
খুঁজে কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াই।

রক্ষী। ও বামুন! ধনে প্রাণে মার্ব্বে
চাও?—

রাজা আর ঘুরছে কেন?—
সন্ধান নিচ্চে—
কে বস্‌তে দিয়েছে—কে খেতে দিয়েছে;
যার উপর ধোঁকা হচ্চে—
অমনি চাপান দিচ্চে।

বিদূ। কে বলে—আমি মূর্খ বামুণ?
মা সরস্বতি!
তুমি আমার কণ্ঠে ব'সে আছ;—
পুষ্কর যম রাজার বাবা!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নগর-প্রান্তর।

নল ও দময়ন্তী।

নল। বহুদূর—বহুদূর যেতে হবে।
অন্ধকার, চলিতে না পারি আর;
উঃ!—বহুদূর!—কে ও?

দম। নাথ! আমি দাসী।

নল। না না—দময়ন্তী! প্রিয়ে!
আছ সাথে?
বহুদূর—বহুদূর যেতে হবে;
কালি প্রাতে দেখাইব বিদর্ভের পথ।
দেখ, একা আমি অসীম সংসারে।

দম। একা তুমি নহে, নাথ!
দেখ, প্রণয়িনী দময়ন্তী তব
পদ-সেবা-আশে আছে পাশে।

নল। ঐ ত ভাবনা!
ভাবি নাই, অনেক ভেবেছি;
ভেবে কোথা কূল নাহি পাই!

পণে বদ্ধ আমি,—
পুষ্করের অধিকার হেথা,—
কোথা বিশ্রাম করিতে নারি।
না না—পদ নাহি চলে আর ;—
অন্ধকার—কোথা যাব ?
যথা যায় দু' নয়ন।
কে ও ?

দম। কিঙ্করী তোমার, প্রভু !

নল। প্রিয়ে ! এখনো রয়েছ ?
কষ্ট পাবে—তাই করি মানা।
দেখ, হয়েছে স্মরণ—
এই পথ বিদর্ভ যাইতে।
বন-প্রান্ত—
হেথা পুষ্করের নাহিক অধিকার।
দেখ, অসীম প্রান্তর ;
অন্ধকার—অন্ধকার সমুদয়,
মম ভবিষ্যৎ ছবি !
সে আঁধারে রবি না ফুটিবে আর !
গর্ব্ব মম ছিল অতিশয়—
তাই পরাজয়।
মায়া-অক্ষ-পণ মম মিথ্যা নয়।

দম। দেখ নাথ ! হেথা নবতৃণ সুকোমল ;
অঞ্চল বিছায়ে দিই !
মম উরু'পরে মস্তক রাখি
শ্রম দূর কর, প্রভু !

নল। মম কর্ণমূলে কে যেন কি বলে ;
আর না চরণ চলে।
প্রিয়ে ! এখনো এখানে ?
নিদ্রা যাও—নিদ্রা যাব তবে ;
দেখ, ধীর-বায়ু স্নিগ্ধ করে প্রাণ।

(শয়ন)

দম। হায় ! কি শয্যায় আজি হেরি,
মহারাজে !
আরে ! আরে দুর্দৈব প্রবল !
অনশনে ধরাসনে মহারাজা নল !
ধৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য যাঁহার
প্রচার ভুবনময়,
ক্ষিপ্তপ্রায় চঞ্চল প্রকৃতি,
বারেক নহেন স্থির !
শূন্য অভিপ্রায়, পুরনারী প্রায়,
যথা আঁখি ধায় যায় তথা,
ছিন্ন পদ কঠিন পাষাণে,
শ্রমে অভিভূত ;
নিদ্রাগত—কুসুম-শয্যায় যেন !
হায় ! এত ছিল কপালে আমার—
এ দশায় রাজারে দেখিতে হ'ল ?
আজি মম জীবনের বাড়ে সাধ—
আমা বিনা প্রাণধনে কে দেখিবে ?
কে বুঝাবে—শান্ত কে করিবে ?
হায় ! পুণ্যমতি ধর্ম্ম-আত্মা পতি—
দুর্গতি কি হেতু হ'ল ?
ছি ! ছি ! কেন মিছা কাঁদি ?
পতি ক্ষিপ্ত-প্রায়—
কাঁদিবার নহে ত সময়।
প্রাণেশ্বরে আদরে রাখিব,
যত্নে ভুলাইব দুখ ;
পতি-সেবা-সময় উদয়।
ফাটে প্রাণ রাজার এ দশা হে'রে !
হায় ! প্রাণেশ্বর মম—
কত যত্নে রেখেছিল মোরে !—
উপবনে অরুণ-কিরণে
হ'ত যদি রঞ্জিত বদন—
করে ধ'রে যতনে আমার
প্রাণনাথ বসিতেন তরুতলে ;
বস্ত্র দিয়ে মুছাইয়ে মুখ,
রথে যেতে শতবার শুধিতেন মোরে—
'অঙ্গে কি লেগেছে ব্যথা ?'

হায়! যত কথা সব আছে মনে ;—
কি যতনে এ যতন দিব প্রতিশোধ ?
নাথে,
পুনঃ রাজ্যেশ্বর হেরি, মরিবারে পারি—
সে দিন ভুলিব জ্বালা।

নল। (উঠিয়া) না, না, বহুদূর—
বহুদূর যেতে হবে,
হেথা নাহি রব, লোকে মুখ না দেখাব,
ক'বে সবে,—ছন্নমতি নল।

দম। নাথ! সুস্থ হও—শ্রম কর দূর।

নল। কে ও?—দময়ন্তি!
এখনো রয়েছ হেথা?—
যাও—ফিরে যাও; ঘোর বনে যাব, প্রিয়ে!
নিবিড় কানন,—বহুদূর—বহুদূর।

দম। নাথ! ধীরে যাও—
ক্লান্ত তুমি অতিশয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কানন।

নল ও দময়ন্তী।

নল। বারি, তুমি জীবের জীবন!
দময়ন্তি! অভাগিনি! বারি কর পান;
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ।
দেখ, দেখ, স্বর্ণ-পাখা বিহঙ্গম
ব'সে আছে ডালে;
দেখ, অনাহারী আছি তিন দিন;
পাব ধন—নগরে বেচিব;
অন্ন তাহে হবে প্রিয়ে! জীবন-যাপন।

(পক্ষী ধরিতে গমন।)

পক্ষী। পক্ষীরূপে কলি আমি,—
শুন রে অজ্ঞান!
যেই অক্ষে সর্ব্বনাশ তোর—
সেই অক্ষপাটী দ্বাপর আমার সখা।
অবহেলি মো সবারে
দময়ন্তী বরিল তোমারে ;—
প্রতিফল দিব, হতজ্ঞান!

[বস্ত্র লইয়া পক্ষীর প্রস্থান।

নল। প্রিয়ে! প্রিয়ে! এসো না এখানে ;—
বিবসন, কিরাত-অধম,
দিগম্বর আমি ;
বস্ত্র লয়ে পক্ষী পলাইল।

দম। নাথ! এক বস্ত্র পরিব দুজনে ;
বনে অর্থহীন শ্রমজীবী মোরা,—
লজ্জা কি বা তাহে প্রভু?

(দময়ন্তীর গমন ও বস্ত্র দান।)

নল। স্বকর্ণে শুনিলে, প্রিয়ে! কলিগ্রস্ত
আমি ;—
মোর সনে কেন আর রবে?
বহু দুখ পাবে ;—
যাও তুমি পিত্রালয়।
শুন প্রিয়ে!
রাজবালা—ক্লেশ তব নাহি সয়।
দেখ, অতিশয় দুর্গম কানন—
নর-ঘাতী জন্তু ফিরে কত ;
যাও, দময়ন্তি! ফিরে যাও ;
যবে কলির প্রভাবে
পড়িব অশেষ ক্লেশে,

একমাত্র বুঝাইব মনে—
সুখে আছ তুমি চন্দ্রাননে।
প্রিয়ে! বাড়ে দুখ দ্বিগুণ আমার ;
তোমার এ দশা হে'রে ;
প্রিয়ে!
প্রভাত-সমীর লাগিলে বদনে তোর,
ভাবিতাম—ব্যথা বুঝি পাও—
তিন দিন আছ অনাহারে!
যাও প্রিয়ে! অভাগারে ছেড়ে যাও।
মরি! বিমলিনী—
শুকায়েছে সুবর্ণ-নলিনী!
অভাগিনি! কেন অভাগারে বরেছিলে?
আমি পাপাচার—
দেব-কার্য্য না করি উদ্ধার ;
আহা! সরলা ললনা—
আমি তব দুখের কারণ।

দম। নাথ! কি বল—কি বল!
প্রাণ বিচঞ্চল—
ভেদি বক্ষঃস্থল এখনি বাহির হবে।
কোথা যাব?—কেবা আছে তোমা বিনা?
ত্যজিলে আমায়,
ঠেকিবে হে নারী-বধ-দায় ;
কেন বল নিষ্ঠুর-বচন?
গুণমণি!
আমি তোমা বিনে কভু কি হে জানি?
পতি বিনা কিবা সুখ আছে মোর?
তোমা লয়ে নিরবধি রব,
তোমারে সেবিব—
সুখ-সাধ এ হ'তে না করি।
ওহে মহামতি! জান ধর্ম্ম-নীতি,
ভার্য্যা চির-সাথী ;
তবে কেন দাসীরে বিমুখ প্রভু?
বনে বহু ক্লেশ পাবে—
সেবা কে করিবে?
আশ্রিতা কিঙ্করী, চরণে ঠেলো না, প্রভু!
চল, দোঁহে যাই বিদর্ভনগরে ;
আদরে তোমারে রাখিবেন পিতা মোর।

নল। প্রিয়ে! বুঝ না, সরলা তুমি,
কলিগ্রস্ত আমি,
সে আদর এ সংসারে নাহি আর ;
সাধে কি হে ছেড়ে যেতে চাই?
বন দে'খে অন্তরে শুকাই।
প্রিয়ে! তুমি কুসুম জিনিয়ে সুকোমল,
হেরি, মুখপদ্ম মলিন তোমার,
জীবনে না হয় সাধ আর।
কলির ছলনে আত্মহত্যা উঠে মনে!

দম। প্রাণনাথ! বাঁচাও আমায় ;
এ কি কথা বল, প্রভু?

নল। কেঁদো না—কেঁদো না প্রিয়ে
সতর্ক করেছে কলি ;
পাপে মন নাহি দিব আর।
দুর্ম্মতি আমায় লোভে মজাইতে চায়!
অক্ষ-যুদ্ধে লোভে না ফিরিনু ;
লোভে পক্ষী-আশে গেল বাস ;
শান্তি-আশে আত্ম-বিসর্জ্জন
কদাচন করিব না, প্রাণেশ্বরি!
কহি সত্য করি,—
জান তুমি, সত্য মম নাহি টলে।
প্রিয়ে! তোমা বিনা রহিতে কি পারি?
তোমা ছেড়ে যেতে কি হে চায় প্রাণ?
দৈব-বিড়ম্বনে, চন্দ্রাননে! যেতে বলি ;
প্রিয়ে! ক্লান্ত দোঁহে অতিশয়—
এসো, করি শ্রম দূর।

দম। (স্বগত) শঙ্কা হয়,
রাজা যদি ছেড়ে যায় ;
আছি একবাসে—কেমনে যাইবে?
নয়ন মেলিতে নারি।

(উভয়ের শয়ন।)

নল। এই ত সময়—অভিভূত-প্রায়—
হায় এ শয্যায় চন্দ্রাননী।
"যাও চ'লে" কে আমারে বলে ;
একবস্ত্র, কেমনে পলাব ?
না—না—ছেড়ে যাব ;—
দময়ন্তী কোথা যাবে আমা সনে ?
চ'লে গেলে—আমারে না হে'রে
যাবে সতী বিদর্ভ-নগরে।
মরি প্রাণের প্রেয়সী,
পূর্ণশশী ধরাতলে।
বিবসন,—কেমনে পলাব ?

(পার্শ্বে অস্ত্র দেখিয়া)

এ কি ! খড়্গ হেথা এলো কোথা হ'তে ?
এও মায়া—হ'ক মায়া—
করি নিজ কার্য্যোদ্ধার।

(বসনচ্ছেদন।)

এই ত ছেদিনু বাস ;
মম অদর্শনে,
পতিপ্রাণা বাঁচিবে কি প্রাণে ?
চন্দ্রাননে ! ক্ষমা কর অধমেরে,
সুদিন উদয় যদি কভু হয়—
প্রিয়তমে ! দেখা হবে ;
নহে, এই শেষ দেখা !
ছি ! ছি ! আমি কি নির্দ্দয়,—
আমা বিনা যে কভু না জানে,
একা রে'খে দুর্গম কাননে
কোন্ প্রাণে যাব চ'লে ?
হায় ! কে যেন রে বলে—
"এসো, এসো, বিলম্বে জাগিবে বালা।"
যাই প্রিয়ে ! যাই ;
দেখ দেখ, যতেক দেবতা,
সতী একা বনমাঝে।
হে মধুসূদন !
শ্রীচরণ অভাগীরে দিও ;—
আহা ! দুখিনীর কেহ আর নাই !
দেখ দেখ, ক'রো হে করুণা,
অবলা ললনা,
আমা বিনা হবে উন্মাদিনী ;
চিন্তামণি ! নিরুপায় দিও হে আশ্রয়,
আর কেহ নাই—
শ্রীচরণে পত্নী স'পে যাই ;
দয়া ক'রো দয়াময় !
আসি প্রিয়ে ! মাগি হে বিদায়।
(ফিরিয়া) প্রাণ কাঁদে—চ'লে যেতে নারি
সাধে কি হে ফিরি ?
দে'খে যাই—দে'খে যাই আঁখি ভ'রে ;
আহা !
দময়ন্তী ধূলায় লুটায়—
এ দশায় কেমনে ফেলিয়ে যাব ?
না—না—সুকুমারী, রাজার ঝিয়ারী
কষ্ট পাবে মোর সনে
যাই দূর-বনে, নহে জনক-ভবনে
প্রিয়া মম না ফিরিবে ;
অনাথিনী—অর্দ্ধবাস এ কানন-মাঝে,
দেখো, রেখো, দীননাথ !
যাই, যাই পলাইয়ে।

[প্রস্থান।

(কলির প্রবেশ)

কলি। তবু মম মন না পূরিল ;
বিচ্ছেদ হইল,
কিন্তু,
প্রাণে প্রাণে অবিচ্ছেদ প্রবাহ বহিছে !
কে'দে গেছে—কে'দে গেছে ;
যার তরে দেবে অনাদর,

দেখিব নয়ন ভ'রে ;—
হতাশ বিকল যারা কি করে কাননে।

[প্রস্থান।

দম। (উঠিয়া) নাথ!
কোথা প্রাণনাথ?
এ কি! অর্দ্ধবাস মম পরিধানে!
নাথ! প্রাণেশ্বর! কোথা তুমি?
দাও দেখা — নহে, যায় প্রাণ।

(কলির পুনঃ প্রবেশ)

কলি। ছেড়ে গেছে। তবু চায় নলে ;
ঈর্ষানলে প্রাণ মম জ্বলে।
না, না — প্রাণে প্রাণে বিচ্ছেদ
না হবে কভু।

[প্রস্থান।

দম। প্রাণেশ্বর, দাও দেখা,
একা আমি বনমাঝে ;
ওহে গুণমণি! একা আমি বনমাঝে ;
দাও দরশন ;—নহে, না রবে জীবন।
প্রাণনাথ! কোথা গেলে?
ঘোর বন—হৃদি-কম্প হয় ঘন ঘন ;
দেখা দাও—দেখা দাও—প্রাণেশ্বর!
রাখ নাথ! রাখ পরিহাস,
হতেছে হতাশ ;—
কত সহে কামিনীর প্রাণে আর!
অয়ে হে অবনী, হৃদয়ের মণি,
দে'খে যাও—সঙ্গে যদি নাহি লও।
বল স্রোতস্বতি! কোথা গেল পতি?
পুণ্যবতি! বাঁচাও এ অভাগীরে ;
বল পাখি, পাখি,
প্রাণনাথে দেখেছ হে যেতে?—
কোন্ পথে ব'লে দাও মোরে ;
লতা! কহ কথা—
কাঙ্গালিনী চায় পতি-দরশন ;
ঊর্দ্ধশির—দেখ, গিরিবর!
কোথা প্রাণেশ্বর,
বল হে, সত্বর—যাব আমি পতি
পতি বিনা বাঁচি না হে শৈলবর!
প্রাণেশ্বর! দেহ না উত্তর,
কাতরা কিঙ্করী তব।
হায়! কোন্ পথে যাব?
প্রাণনাথে কোথা দেখা পাব?
পদচিহ্ন নাহি হেরি পথে।
মম প্রাণেশ্বরে কে নিলে হে হ'রে?
দে রে ফিরে—দে রে, অভাগীর নিধি।
হায়! হায়! কি হ'ল, কি হ'ল
কিবা ছলে ভুলে ত্যজে গেল প্রাণনাথ?
প্রাণ, মন, জীবন যৌবন
শ্রীচরণে ক'রে সমর্পণ,
আশ্রয় লয়েছে দাসী ;—
ভুলে তারে কোথা আছ প্রভু?
এ কি! এ কি!
দেখা দিয়ে কেন হও অদর্শন?
এই—নাথ! এই যে তোমারে হেরি ;
প্রাণনাথ! পলাও না আর ;—
দেখ বুঝি যায় প্রাণ।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

নল।

নল। চল—চল, ভাবিলে কি হবে?
পতি-পরায়ণা পশ্চাৎ আসিবে ;

দূরে—দূরে—দূরবনে যাই পলাইয়ে,
নহে, প্রাণ-প্রিয়া আসিবে খুঁজিতে।
ঐ বুঝি, আসে প্রিয়তমা ?
পদ নাহি চলে আর,
না—না—যাই পলাইয়ে।
আসে ধেয়ে উন্মাদিনী
আহা! মুক্তকেশা,
অর্দ্ধবাসা, একাকিনী বনে।
এ কি দাবানল ? না, এও মায়া।
কোথা যাব ? পলাব কোথায় ?
চলিতে না পারি আর।
আহা! পতিপরায়ণা—
এতক্ষণ জীবিত কি আছে অভাগিনী ?

(নেপথ্যে)

কে আছ এ বনে! যায় প্রাণ দাহাবলে
চলিতে না পারি।
রক্ষা কর—রক্ষা কর—পু'ড়ে মরি।

নল। নাহি ভয়—কে যাচে আশ্রয় ?

(নেপথ্যে)

দেখ! দেখ!
আসে অগ্নি গর্জ্জিয়ে গ্রাসিতে মোরে ?

নল। নাহি ভয়—নাহি ভয়!

[প্রস্থান।

(কলির প্রবেশ)

কলি। মনোরথ না পূরিল মোর ;
এ দশায় দয়া-ধর্ম্ম নাহি গেল ;
প্রতিশোধ কি হ'ল—বল না ?
দেখ পুণ্য-বলে—তেজঃপুঞ্জকায় ;
দগ্ধপ্রায়—দেহে তার রহি!
এত কষ্ট! তবু নাহি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় ;
জ্ব'লে মরি—জ্ব'লে মরি—
না পূরিল মনস্কাম।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বন।

দময়ন্তী।

দম। শূন্যে, সমীরণে, দুর্গম অরণ্যে
যে শুন রোদন মোর,
ব'লে দাও, কোথা প্রাণনাথ ;
সে আমার—আমারে না ছেড়ে রহে ;
আহা! কভু ক্লেশ নাহি সহে ;—
দুর্গম কাননে কেমনে ভ্রমিবে একা ?—
সঙ্গে নাহি দাসী সেবিতে চরণ দুটী ;
তাই যেতে চাই, তাই, কাঁদি উন্মাদিনী ;
কোথা স্বামী ? কেবা ব'লে দিবে ?
কে রাখিবে অবলারে ?
এ কি! ভয়ঙ্কর অজাগর
আসিতেছে মেলিয়ে বদন ;
প্রাণনাথ! দেখ আসি—
কালসর্প বধে প্রাণে,
অন্তিমে হে, অন্তরের সার!
কৃপা করি দেখা দাও একবার।
দময়ন্তী মরে, বারেক দেখ হে আসি ;
যায় প্রাণ অহি-গ্রাসে ;
ভগবান্! রক্ষা ক'রো নলরাজে,
প্রাণনাথ প্রাণ যায়,—
কোথা তুমি এ সময় ?

(নেপথ্যে)

চট্‌চটি গর্দ্দানা ফেলছি কাটি হে,
ধেড়ে সাপটা।

(সর্পবধ করিয়া ব্যাধদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম ব্যা। দেখ্, দেখ্—টুক টুক টুক
যাই, যাই—বুকে ক'রে নিয়ে,
সুখে চমা খাই।

দম। মাগো! জগৎ-জননি!
এই কি মা, ছিল তোর মনে?
বনে ছেড়ে গেছে স্বামী, অর্দ্ধবাসে ভ্রমি—
শিব-সীমন্তিনি! সতীর সতীত্ব রাখ।
মরিতাম—সেও ছিল ভাল;
দেখ মা, কি হ'ল,
নলের রমণী কিরাত স্পর্শিতে আসে;
দেখ মা অভয়ে! ঠেকেছি গো মহাভয়ে;
পদাশ্রয়ে তনয়ারে রাখ, তারা;
দাক্ষায়ণি! দেখ দুহিতায়।

২য় ব্যা। ওরে, এগো, এগো; ওরে ধর্ না।

১ম ব্যা। উঃ—উঃ!—বড় তাত রে!

উভয়ে। ওরে পু'ড়ে গেল!

[উভয়ের প্রস্থান।

দম। হায়! হায় প্রাণ—চরণ চলে না আর,
না—না—যাব,
যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ,
নাথেরে খুঁজিব—

(মূর্চ্ছা।)

(মুনির প্রবেশ)

মুনি। আহা! কে রমণী ছিন্ন-কমলিনী সম
প'ড়ে ভূমিতলে?
হেরি জ্ঞান হয়—সামান্যা এ নয় নারী।
আহা! এ দশায় কেন অভাগিনী?
কে মা তুমি, ঘোর বনে আছ প'ড়ে?
এ কি! সংজ্ঞাহীন?
শ্বাস বহে ধীরে ধীরে;
জল দিই মুখে।

দম। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! কোথা তুমি?

মুনি। আহা!
বুঝি উন্মাদিনী—পতির বিরহে!
মা গো সন্তান তোমার আমি;
লয়ে যাই কুটীরে তোমায়;—
নহে পথে প্রাণ হারাবি গো অভাগিনি!

দম। পিতঃ! ব'লে দাও কোথা পতি মোর।

মুনি। মা গো! জ্ঞান হয় আছ অনাহারী;
চল মা, কুটীরে বিশ্রামে সবল হবে,
কর বারি পান।

দম। পিতঃ! ব'লে দাও—
কোথা মহারাজা নল;
বনে ফেলে কোথা গেছে মহারাজ।

মুনি। চল মা, কুটীরে,
ধ্যানে হব অবগত—কোথা পতি তোর।

দম। পিতঃ, পিতঃ! পতিরে কি দেখা পাব?

[উভয়ের প্রস্থান।

(কলি ও দ্বাপরের প্রবেশ)

কলি। সখা! মজিলাম নলরাজে ছ'লে;
একে পুণ্যতাপ দেহে তার—
তাহে, কর্কট-গরলে
অহরহ অন্তঃস্থল জ্বলে!
ভাবি—নলে ছাড়ি; ঈর্ষা পুনঃ করে মানা,
অহরহ যে নিগ্রহ সহি—
কি কব তোমারে আর!
আগে কি হে জানি,—
ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে নারিব?
দয়া আছে যার—
আমা হ'তে কিছু নাহি হয় তার।

দ্বাপ। কেমনে করিল তোমা কর্কট দংশন?

কলি। কর্কট, অনন্ত-সহোদর,
নারদের শাপে ছিল কানন-ভিতর,
দগ্ধ হয় দাবানলে;
হেনকালে নল তারে উদ্ধারিল।
বুকে তু'লে লয়ে যায় নল;—
বক্ষে তার দংশিল কর্কট;
তিরস্কার করি, কহে নল;—

"ভাল তব আচরণ !"
কহিল ভুজঙ্গ—"হের নিজ অঙ্গ
হইয়াছে কুৎসিত-আকার ;
ভুজঙ্গম দর্শ কায়, কিবা কাজ ?
স্মরণে আমায় পূর্ব্বকান্তি পাবে, রাজা ;
জেনো মহারাজ ! আমি সখা তব !"
এত বলি, অহি গেল চলি,
বস্ত্র দিয়ে নলরাজে।
দুষ্ট ফণী মলে না দংশিল—
দংশেছে আমায় ;
প্রাণ যায় বিষে তার !
ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়
নলরাজা যায় ;
কি হয়—কি হয়—ভয়ে কাঁপে কায় মম !
আছে হে, গণনা-বিদ্যা রাজার বিশেষ,
সেই বিদ্যাবলে মম ছল নাহি চলে ;
গণনায় মতি স্থির হয় ;
হ'লে স্থিরমতি—অক্ষে কে জিনিত নলে ?
সে বিদ্যা যদ্যপি নল পায়
বধিবে আমায় ;
ঈর্ষায় ঠেকেছি মহাদায়,—
ঈর্ষার প্রভাবে নলে ত্যজিবারে নারি ;
সব দেখে তারি—
যা হবার হবে অবশেষে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বন।

নল।

নল। কীর্ত্তি মম ঘুষিবে জগতে,—
আইলাম ঘোর বনে পত্নীরে ছাড়িয়ে !
সত্য সখা কর্কট আমার ;
কুৎসিত আকার হিত হেতু মম।
কান্তি আর নাহি চাই,
হেমকান্তি দময়ন্তী দিছি ডালি ;—
পূর্ব্ব রূপে হব লোকে ঘৃণার ভাজন।
অধীনতা কেমনে স্বীকার করি ?
ফিরে যাই চ'লে, বনে মূলে
কোন মতে কেটে যাবে দিন।
ছি ! ছি ! পরের অধীন ?
এত ছিল ভাগ্যে মোর !
দময়ন্তি ! প্রাণেশ্বরি !
প্রাণ ছিঁড়ে সাথে কি এসেছি চলে ?
হ'তে হবে পরের অধীন—
জীবন-নির্ব্বাহ হেতু।
আহা ! প্রাণেশ্বরী আছে কি আমার ?
জানু পাতি, জু'ড়ে কর, তু'লে চাঁদ মুখ,
বার বার বলেছিল,—'ছেড়ো না আমায়।
আহা ! অবলায় কোথায় ভাসায়ে এনু ?
আহা ! কেহ যদি বলে—
সুখে আছে প্রাণেশ্বরী ;—
প্রাণ দিতে না হই কাতর।
প্রিয়ে ! গিয়েছে কি বিদর্ভ-নগর ?
অহো ! চিন্তায় উন্মাদ হব !
যা হবার হয়েছে আমার,—
ঘুচেছে জঞ্জাল।
প্রিয়া সনে আর নাহি হবে দেখা !
একা—একা আমি বিপুল সংসারে !
ভগবান্ ! নাহি ক্ষতি, করেছ দুর্গতি—
ধর্ম্মে যেন রহে মতি।
ছি ! ছি ! পত্নী-ঘাতী—
ধর্ম্ম কোথা মোর ?
আহা ! প্রাণের প্রতিমা !
কোথা ফে'লে আসিলাম চ'লে ?
আহা ! পড়ে মনে—রজনী-শয়নে—

পূর্ণশশী জিনি রূপছটা ;
আহা !
বয়ান বহিয়ে পড়েছে রোদন-ধারা ;
আছে রেখা রঞ্জিত বদনে ;—
আহা ! প্রাণেশ্বরী আমা হারা উন্মাদিনী !

(বৃদ্ধার প্রবেশ)

পথ নাহি জানি,
কোন্ পথে অযোধ্যা যাইব ?
মাতা, কৃপা করি, বলিবেন মোরে—
কোন্ পথ অযোধ্যা যাইতে ?
বৃদ্ধা। ও মা ! কে তুমি ?
নল। আমি, আমি—
বৃদ্ধা। বাবা গো ! মলুম গো ! গেলুম গো !
বন থেকে বেরুল আঁই আঁই ক'রে গো !
নল। ছি ! ছি ! ধিক্ প্রাণে—
সবাকার ঘৃণার ভাজন আমি।

(একজন লোকের প্রবেশ)

লোক। কি গো ? কি গো ?
বৃদ্ধা। দেখ গো, তালগাছ যেন মিন্‌সে—
খোনা খোনা রা—বাঁকা দুটো পা,
বলে—আঁয়্ না, আঁয়্ না,
বঁনের ভিঁতর আঁয়্ না, ঘাঁড় ভাঙ্গি।
লোক। কে তুমি ?
নল। আমি বনবাসী।
লোক। বাসী আছ বাসীই আছ,—বনে
লোককে কেন ভয় দেখাও ?
নল। মাত্র জিজ্ঞাসিনু,
কোন্ পথ অযোধ্যা যাইতে ?
নাহি জানি বৃদ্ধা কেন পেলে ভয়।
লোক। কেন পেলে ভয় ? যে বর্ণের ঘটা—
পাঁশকুড়ী চেহারা ! চল গো চল, ঐ একটা
তুষোনাদ, বলে বাসী ; বাসী আমরা জানি
না,—বাসী অমন কিছু করে ?—ঝাঁটা হবে,
নখ হবে।

[বৃদ্ধা ও লোকের প্রস্থান।

নল। ভাল হ'ল—
নল ব'লে কেহ না জানিবে আর ;
সখা ! সখা ! তোমার কৃপায়
নল নাম ডুবিল ধরায় ;—
অধীন হইতে আর নাহি হয় ভয় ;
আর নাহি লজ্জা ভয় ;—
কেহ না চিনিবে।
আহা ! প্রাণেশ্বরি !—
আর কোথা দেখা পাব ?

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চেদিনগর—রাজবাটীর সম্মুখ।

নাগরিকগণ ও দময়ন্তী।

দম। ব'লে দাও—রাখ মোর প্রাণ—
এ পথে কি গেছে পতি ?
১ম না। আরে পাগ্‌লি ! এ জানে।
দম। বল, বল—রাখ গো মিনতি,
জান যদি,
বল—কোন্ পথে গেছে মোর পতি ?
আয়ত-লোচন—
বর্ণ যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন—
গুণধাম, সর্ব্বসুলক্ষণঠাম ;
ব'লে দাও, কোন্ পথে যাব,
কোথা তাঁর দেখা পাব ?
আহা ! কোথা তুমি, প্রাণেশ্বর ?

বনে ভ্রমি হয়েছ কাতর ?
এসো নাথ দাসীর নিকটে।

(ছাদের উপর রাজমাতা ও ধাত্রী)

রাজ-মা। ধাত্রি দেখ, পাগলিনী-প্রায়
কে রমণী যায়,
অৰ্দ্ধবাসে—মিমলিন-বেশে,
তবু যেন কাঞ্চন মৃত্তিকা-মাঝে।
আন, অভাগীরে আন, পরিচয় জান ;—
কেন বামা কাঙ্গালিনী ?
আহা ! ভুজঙ্গিনীশ্রেণী
কেশ-গুচ্ছ ধূলা-বিলুণ্ঠিত।
দম। প্রাণেশ্বর ! নিশ্চয় বলে হে, প্রাণ,
পাব পুনঃ দরশন।
তবে কেন রয়েছ অন্তর
অন্তরের অন্তর আমার ?

(ধাত্রীর দ্বারে আগমন)

ধাত্রী। কে তুমি গো পাগলিনীপ্রায়,
কর কার অন্বেষণ ?
দম। সুভাষিণি ! পতিহারা পাগলিনী আমি ;
পার ব'লে দিতে—কোথা গেছে স্বামী ?
ধাত্রী। এসো রাজমাতা ডাকিছে তোমায়।
দম। মা গো, যাব আমি পতি-অন্বেষণে ;
বিলম্ব করিতে নারি।
ধাত্রী। একা নারী, ধরামাঝে,
পতি কোথা খুঁজে পাবে ?
রাজমাতা, বড় কৃপাময়ী,
লহ আসি আশ্রয় তাঁহার,—
উপায় হইবে তাহে।
দেখ, রাজমাতা দাঁড়ায়ে দুয়ারে
আদরে গো ডাকেন তোমারে।
দম। মা গো, দেবে কি গো
পতিরে আনিয়ে মোর ?

রাজ-মা। শান্ত হও, শুনি আগে বিবরণ ;—
দম। বৈদর্ভি আমার পরিচয়—
ছিল পতি মম বহুগুণাধার ;
হায় ! বঞ্চনা ধাতার
দ্যুত-পণে সকলি হারিল ;
বনে গেল আমা ছাড়ি।
মা গো ! বহুক্লেশে খুঁজি দেশে দেশে—
প্রাণেশে কোথায় পাব ?
হয়েছি হতাশ—দে গো মা আশ্বাস—
পতিরে আনিয়ে দিবে।
ও মা ! রাখ প্রাণ—প্রাণনাথে হারায়েছি।
রাজ-মা। শুন সুলোচনে ! রহ এ ভবনে,
ক্লেশ কিছু নাহি হবে ;
পূজা হেতু কুসুম তুলিবে—
অন্য ভার নাহি দিব ;
বলিও লক্ষণ,
দেশে দেশে পাঠাব ব্রাহ্মণ,
তব পতি-অন্বেষণ হেতু ;
কন্যাসম থাকিবে হেথায়।
কেঁদো না মা, অভাগিনী,
ও মা। পতিপ্রাণা ! কতই [illegible]ছ !
দম। মা, মা আমার কৃপাময়ি !
তনয়ায় রাখ দায়ে ;
রেখো মা দাসীর প্রাণ—
ও মা ! জান ত নারীর ব্যথা।

[সকলের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদু। অলপ্পেয়ে পুরুষে যে রাখ্‌লে ধ'রে—
তা না হ'লে কি রাজা হাতছাড়া হয় ?
সাতদিন গেল কারাগার থেকে বেরুতে,
এখন কোন্ পথে কোথায় গে ধরবো ?
বাবা ! ভাঙ্গা জান্‌লা ভগবান্ দেখিয়ে

দিবে। বামুনের ছেলে বাতেন চালে যে মারবে! আর খুঁজবো কোথায়? বাপের জন্মে যে নাম শুনি নি—এমন মুলুক বেড়িয়ে এলুম। আবার এর নাম শুন্‌ছি—চেদি। রাজবাড়ী কি সাধে যে'থে যাই?—পাঁকে ব্যাঙ থাকে! ফোয়া পাখী—গিরিশৃঙ্গেই বসে।

(দুই জন লোকের প্রবেশ)

১ম। লো। দেখ, দেখ, তখন সেই পাগ্‌লী "স্বামী কোথা ব'লে দাও" বল্‌ছিল আর এখন এ পাগ্‌লা বামুণ আপনা আপনি কি বকছে!

বিদু। বকছি—তোমার বাড়ী আদ্যশ্রাদ্ধ খাব। বলি পাগ্‌লী কে? কি বলে—"পতি কোথা বলে দাও মোরে?"

২য় লো। দেখ, দেখ, এও খেপ্‌লো—

বিদু। বলি—এ কি পাগল করা দেশ? সাদা কথা বল্‌ছি, তবু পাগল বল্‌ছিস্ আমায়? দাঁড়া, দাঁড়া—আমিও শিখ্‌লুম দেখ, দেখ্—পাগ্‌লা বেটা হাস্‌ছে দেখ্।

১ম লো। বাঃ! এ রঙের বামুণ!

বিদু। বাঃ! এ সঙের মিন্‌সে।

২য় লো। বামুণ পাগল নয়, ধূর্ত্ত।

বিদু। চ'টে চ'লে যাও কেন বাবা? আপসে দু কথা হয়ে গেল—এখন চল—তোমার বাড়ী ভোজন করি গে।

১ম লো। রসের সাগর!

বিদু। না, না—উদরটা বড় ডাগর! তাই ভাব্‌ছিলাম, তোমায় কৃতার্থ করব। তার আর কাজ নাই, এ পাগ্‌লী কোথা গেল বল দেখি?

[দুইজন লোকের প্রস্থান।

(একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

স্ত্রী। আহা! পাগ্‌লীকে খুঁজ্‌চ? পাগ্‌লী তোমার কে গা? আহা! কোন্ অভাগী—স্বামী হারিয়ে পাগল হয়েছে; আদর ক'রে রাজমাতা তারে রাখি নিয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

বিদু। বুঝি, দময়ন্তী বেঁচে আছে; নইলে পাগল হয়ে স্বামী খুঁজে বেড়াবে কে? রাজাটা চিরকাল জানি—এক বগ্‌গা—কোথা চ'লে গেছে, রাণী কেঁদে কেঁদে পথে বেড়াচ্ছে। দেখ, আমার বুদ্ধি আছে; গুরুমশাই শালা যে কাণ ম'লে দিলে, নইলে ক খ শিখ্‌তেম। আজ এখানে থাকন, পাগ্‌লী দেখন, তবে গমন; যদি ঠিক জান্‌তে পারি—তবে ধরি; সন্ধান নিই।

[বিদূষকের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

সুনন্দা ও দময়ন্তী।

সুনন্দার গীত।

মালকোষ বাহার—কাওয়ালী।

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি তারে।
কোথা রবে?— দেখা দেবে
ভালবেসে সে আমারে॥
কাঁদে প্রাণ তারি তরে, সেও তা বুঝে অন্তরে
জেনে শুনে কোমল প্রাণে।
বেদনা সে দিতে নারে॥

সুন। আহা!
হেথা তুমি সখি, নীরবে রোদন কর?
কর নি শয়ন? ক্লান্ত তুমি অতিশয়।
দম। রাজবালা! সুধাময় সঙ্গীত তোমার!
শু'নে গান উন্মাদিনী প্রাণে
আশা পুনঃ হয় বিকশিত।
সুন। সখি! কেন লো নিরাশ হ'বি?
ভালবাসি যারে—
সে আমারে কোথা ফে'লে রবে?
দম। সখি! যত্ন বিনা হারাই রতন;
কাল-নিদ্রা এলো গো আমার,
হায়! কেন পুনঃ জাগিনু কাঁদিতে?
কাল-নিদ্রা এলো সখি,
তাই ত হারানু নাথে।
সুন। আহা, বিস্তর সয়েছ, সখি!
কথা কও, মনোব্যথা রেখো না লুকায়ে।
আমি ভগ্নীসম;—
কাঁদ সখি! প্রাণ খুলে কাঁদ মোর কাছে।
সংজ্ঞা-হীনা বনপথে ছিলে যবে প'ড়ে—
না জানি গো, কি হ'ল তোমার মনে।
সখি!
বল মোরে কে তোমারে করিল চেতন?
আহা!
কাঙ্গালিনী পতি-হারা, কতই সয়েছ!—
বল তব দুখ-কথা;
অশ্রুজল দিব বিনিময়ে।
দম। মূর্চ্ছাগত বন-পথে ছিলাম পড়িয়ে,
সংজ্ঞা-লাভ করি এক তাপস-কৃপায়।
তেজঃপুঞ্জ উদাসীন কহিলা আমায়;
"যাও বৎসে!—পশ্চিম প্রদেশে,
পূরিবে গো, মনোরথ,"
আচম্বিতে তপাচারী হ'ল অদর্শন।
নাথ বিনা সব শূন্য হেরি,
চলি ধীরি ধীরি—
পথে দেখা বণিকের সনে।
দলবদ্ধ যায়, দেখিয়া আমায়
এক জন কৃপায় করিল সাথী;
পথে হেরি রম্যস্থল, বণিক-সকল
বিশ্রামের হেতু রহে;
হেনকালে দৈব-বিড়ম্বন,
মত্ত করী আইল তথায়;—
চরণের ঘায় হত হ'ল কত জন।
প্রাণ-ভয়ে পলায়ে আইনু;
রাজ-মাতা দেখিয়ে আমায়
কৃপায় আনিল পুরে।
সুন। আহা!
ফেটে যায় বুক দু'খ-কথা শু'নে তব।
সাধ্বী তুমি, পতিব্রতা গুণবতী,—
সখি! এ দিন না রবে তোর।
বরাননে!
মলিন-বসনে কেন গো রহিতে সাধ?
কেন নাহি পর বেশ ভূষা?
দম। নাহি জানি, সুবদনি!—
কোথা প্রাণেশ্বর,—
কি দশায় আছেন কোথায়;
অর্দ্ধবাসে গিয়েছেন ফে'লে;
ভাগ্য-ফলে যদি দেখা পাই—
অর্দ্ধবাস ত্যজিব তখন;
নহে, ভিখারিণী পতি-কাঙালিনী আমি—
অর্দ্ধবাস, যোগ্য পরিচ্ছদ মম।
সুন। আহা! সতি, পতিভক্তি, শিখি
তোর কাছে।
দম। নৃপতি-নন্দিনি! আমি, অভাগিনী,
পতিভক্তি যদি গো জানিব—
কেন তবে প্রাণধনে রাখিতে নারিব?
যুগপ্রায় দিন বয়ে যায়,—
কোথায় আমার নাথ।
বজ্রাঘাত ক'রেছ বিদিনে

চ'লে গেল—আর ত এলো না ;
কাল-নিদ্রা আসিল আবার,—
প্রাণনাথে হারাইনু।

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী। ওগো! একজন গণৎকার এসেছে ;
সব ঠিক্ ঠাক্ বলছে।

সুন। কোথা? ডাক্ না?

ধাত্রী। এই যে আস্চে।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। কাগা আয়, কাগা আয়,
বড়াননের একই রায়,—
তুই বড় কাঁচা মোগ্তার।
(স্বগত) এই ত মাগী,
মড়াঞ্চে পোয়াতির ঝী ;
আর লুকাবে? ধরেছি।

দম। দ্বিজবরে কোথা কি দেখেছি?

বিদূ। ঐ যে শুঁটকো মাগী মাটীমাথা—
ওর ছিল অনেক টাকা ;
ওর স্বামী বড় একগুঁয়ে—
উড়িয়ে দিলে এক ফুঁয়ে।

দম। পরিচিত স্বর ;
কে তুমি হে দ্বিজ?

বিদূ। সোজা বোঝো,
পরিচয় দাও—
বাপের বাড়ী চ'লে যাও।
এখন রাজা, কোথা বল ;
ল'তে এসেছি, বাপের বাড়ী চল।
(কৃত্রিম দাড়ি পরিত্যাগ করিয়া)
এই দাড়িতে আগুন,—
আমি সেই ঢেঁটা বামুন।

দম। এ কি! রাজসখা হেথা?
জান যদি বল, ওহে কোথা নলরাজ?

বিদূ। তুমি চল, তার পর তাঁর সন্ধানে
বুঝেছি, যাবে কোথা? ছিল তুই ছিলে
ধরছি।

সুন। সখি! অয়ি! দময়ন্তি!
তোর হেন দশা!

(রাজমাতার প্রবেশ)

রাজ-মা। দময়ন্তি! বাছা,
দাও নাই পরিচয়,—
এই সে জড়ুল চিহ্ন!
ও মা, তুই মোর ভগ্নীর ঝিয়ারী!
বিদর্ভনগরে আজি পত্র পাঠাইব,—
পিতা মাতা উদ্বিগ্ন তোমার।
আয়, মা সুনন্দা! তোর ভগ্নীরে লইয়ে—
স্বহস্তে করেছি পাক—দেখ সে কেমন।

[বিদূষক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিদূ। ওরা ত পাক করেছে ;
আ-র যে পাক পাচ্চে।
দেখি কোথা ভাঁড়ারী খুড়ো—
মিল্বেই পেটের মত এক গুঁড়ো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ঋতুপর্ণ রাজার বাড়ী—প্রাঙ্গন।

বিদূষক ও ছদ্মবেশী নল।

বিদূ। (স্বগত) বাহুক ত বাহুক—আমি ঢের
বাঁকা হুক দেখেছি ;—বিনা আগুনে

বাঁধ্‌তে হয় না। এই—নল; কিন্তু, সন্ধ্যা হচ্ছে, পুস্কুরে রত্নটা কোথা গেলে?

নল। (স্বগত) জীবনের অলঙ্কার
ছিল রে আমার,—
স্বেচ্ছায় ফেলিনু জলে;
ভুলিব কেমনে? ভোলা কি সে যায়?
অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী,—
পলে পলে দেখা দেয়।
আমার—আমার জীবন আঁধার
তারে কি ভুলিতে পারি?
আহা! প্রাণের এ কালী কি দিয়ে ধুইব,
প্রিয়া, আমা বিনা নাহি জানে।
গহনে আইনু ফেলে—
তবু সে ত দোষে নি আমায়;
সে তেমন নয়; কেঁদেছিল উন্মাদিনী।
হায়! বারেক না দেখিলে আমায়—
স্বর্ণ-পদ্ম তখনি শুকায়;
এত দিনে আছে কি আমার প্রিয়া?
হায়! বলা নাহি হ'ল—
কত কথা মনে ছিল;
প্রাণের জ্বালায় পলায়ে এসেছি, প্রিয়ে!
ওহো! জ্বালা নিভিবার নয়;
বুক ফাটে—অর্দ্ধবাসা—
অরণ্যের দশা মনে হ'লে!

বিদূ। (স্বগত) এই যে—সেই হাত-পা-চালা, ওপর-চাউনি; আমি ও চিনি—আমার ঠিক মনে আছে; সে বার ধরেছিলেন রাজহাঁস—এবার কাট্‌চেন ঘোড়ার ঘাস। (প্রকাশ্যে) বলি মশাই, আজ অতিথ হেথায়।

নল। শুভদিন মম,
প্রভু! করুন্ বিশ্রাম।

বিদূ। (স্বগত) সেই স্বর,—নল না হ'য়ে আর যায় কোথায়? (প্রকাশ্যে) বলি মশাই, আপনাকেই হয় ত যেতে হবে।

নল। কোথা?

বিদূ। বিদর্ভ-নগরে।

নল। কোথা?

বিদূ। বিদর্ভ-নগরে;—দময়ন্তী—

নল। দময়ন্তী! কোথা? কে সে?

বিদূ। (স্বগত) হুঁ হুঁ, গলা যে কাঁপে!
(প্রকাশ্যে) দময়ন্তী হবে স্বয়ম্বরা—
আসিয়াছি নিমন্ত্রণ দিতে,
রাজ-দরশন সহজে না পাওয়া যায়,
ভাব্‌লেম—আছেন বাহুক মশাই,
অতিথ গে হই সেথা।

নল। দময়ন্তী—স্বয়ম্বরা—বিদর্ভ-নগরে!
এ কোন্ বিদর্ভ-নগর?

বিদূ। মশায়ের জন্য আবার ক'টা বিদর্ভ তয়ের হবে?

নল। দময়ন্তী—স্বয়ম্বরা!

বিদূ। তা হ'লে তাড়ান না কি?

নল। না—না, শুনিয়াছি—
দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হয়েছিল একবার।

বিদূ। বলি, মশাই, রাজারাজড়ার কারখানা—
তার ঠিকানা কি? সব সখের উপর কাজ;
সখ ক'রে দেখুন—নলরাজা গেল ছেড়ে—

নল। আঃ!

বিদূ। মশাই কি ব্যাজার হলেন?

নল। ভাল, মহাশয়!
দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা?
নিশ্চয় জানেন সমাচার?

বিদূ! মশাই, হলপ না নিলে কি বিশ্বাস কর্‌বেন না নাকি? না মশাই, স্বয়ম্বর নয়;—
চলুন ঘরে—ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ!

নল। প্রভু!
ক্ষমুন আমায়,

ভু'লে আছি কথায় কথায় ;
আয়োজন কি করিবে দাস ?

বিদূ। ভাল রকম এসে না রন্ধন,
যোগাড় পারি বিলক্ষণ !

নল। মিষ্টান্ন প্রস্তুত এখানে !

বিদূ। দিন এনে।

(নলের মিষ্টান্ন দান ও ব্রাহ্মণের বন্ধন)

নল। মহাশয় ! ক্ষুধার্ত্ত আপনি,
করুন্ ভক্ষণ ;
আরো দিব মিষ্টান্ন আনিয়ে,
যত ইচ্ছা যাবেন লইয়া।

বিদূ। দেন আরও—বেঁধে লব ; কি জানেন, রাজার বাড়ী একটু চাপাচাপি হয়েছে ; তিল ধরলে তালটা খেতুম ; কিন্তু সে যোগাড় আর নেই— মহারাজ দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালে।

নল। বলিলেন,—হয় নাই রাজ-দরশন।

বিদূ। বল্লুমই বা ; বল্লুম ব'লে কি আর— রাজাকে খাওয়াতে নাই ? (স্বগত) না মন, যোগাড়ের লোভ সামলাও ; ধরা প'ড়ে যাবে ; রাজা ত দু'হাতে বদনে ফেলা দেখেছে।

নল। (স্বগত) এ কি বাতুল ব্রাহ্মণ ?
মহাশয়, দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা হবে ?

বিদূ। নইলে কি মশাই, ছেলে-খেলার পথ ? কড়া পা,—নইলে হাঁটু অবধি ক্ষয়ে যেতো ! বাবা ! ভর বেভর দেশ, প্রাণ পুরে হাঁট।

নল। পুনঃ স্বয়ম্বরা ?—
হেন কথা শুনি নাই কভু।

বিদূ। মা'র পেট থেকে প'ড়েই কি শোনে ? ক্রমে:থাক্‌তে থাক্‌তে শুন্‌তে হয়। আগে কি কেউ শুনেছে যে, আধখানা শাড়ী পরিয়ে, বনে স্ত্রী ফেলে যায় ? পুণ্যশ্লোক নলরাজা পথ দেখালেন !

নল। (স্বগত) তিরস্কার উপযুক্ত মোর ;
দেশে দেশে গাবে এই যশ !
দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা ?
না, না,—পতিপ্রাণা,
মিথ্যা কহে দ্বিজ ;
কিম্বা কে বুঝে নারীর প্রাণ ?
দময়ন্তী—আমার সে ধন, আমি তার ;—
স্বচক্ষে না দে'খে এ বিশ্বাস না হারাব।
হায় ! আশা হায়—
বুঝি পাইতে আমায়,
সরলা, এ প্রেমের ছলনা করে।
(প্রকাশ্যে) মহাশয় ! এ সত্য স্বয়ম্বর ?

বিদূ। আর কথায় কাজ নাই,—আপনি তাঁবা তুলসী আসুন।

নল। (স্বগত) এও কি কলির ছল ?
ছল—নিশ্চয় এ ছল।
প্রণয়িনী সে আমার—
সে ত নয় দ্বিচারিণী ;
বুঝি এত দিন বেঁচে নাই ;
আমা বিনা সে রহিতে নারে।
দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা ?
জানিলাম—তবে ধরায় রমণী নাই,—
ধর্ম্মপত্নী, জীবনসঙ্গিনী,
পতিপ্রাণা নারী নাই।
এইবার সৃষ্টিলোপ হবে,
সে আমার প্রাণের প্রতিমা,—
সে আমায় ভুলে গেছে ?—
এ কথায় নল না প্রত্যয় করে।

(ঋতুপর্ণের প্রবেশ)

ঋতু। শুন হে বাহুক,
বিদ্যার পরীক্ষা দেহ !

সখি, অর্দ্ধশাড়া
তপাচারী তুমি পতির সাধনে;
এ সাধন বিফল না হয়।
পতি-ভক্তি উঠিবে ধরায়,
পতিব্রতা পতি যদি নাহি পায়;
সতীর বাসনা পূর্ণ করে নারায়ণ।
যার তরে ঝরে আঁখি-নীর—
সে কি আছে স্থির?
দিয়ে অর্দ্ধচীর ছেড়ে গেছে বনমাঝে—
নিশি দিনে শেল সম বাজে তাঁর প্রাণে।
আসিলে যামিনী,
চক্রবাক চক্রবাকী যথা
কাঁদে দোঁহে দুই পারে,
তেমতি তোমরা সই!
পোহায় রজনী
আসে দিন,—হবে লো! মিলন।

দম। রাজরাণী ছিলাম, স্বজনি!
প্রাণনাথে শত শত কিঙ্কর সেবিত;
ভেবেছিনু—বনে থাকি নাথ সনে
রাজ্যসুখ ভুলাইব সেবা করি;
ছি! ছি! বিড়ম্বনা, রহিল বাসনা;—
হায় পতিহারা কত দিন রব আর?

সখী। সখি! চল যাই রাণীর আগারে;
শুনি গিয়ে—
কোথা হ'তে কিবা আসে সমাচার।

দম। চল যাই;
যত দিন রব
আশা কভু না ছাড়িব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নগর-প্রান্ত।

বিদূষক।

বিদূ। আমার তবু অভ্যাস আছে,—ঋতুপর্ণ বুঝি মরণাপন্ন! আজ রিশের উপর রথ চালান! রাজা আজ ঘুমুবে—ওর রঙটা আমি ধুয়ে ফেলছি। বাবা! এ খোস্‌খত্‌ রঙের মসলা পেলে কোথা? কি—ঘেঁটু পাতা ফাতা মেড়ে বুঝি করেছে। আমার সন্দ হয়, ছটাক খানেক পুকুরে ঘাম আছে। এই রইলেন গোঁপ্‌—আর এই রইলেন দাড়ি; বাবা! সারারাত্‌ কুট্‌-কুটিয়ে মরি। এইবার পাড়ি দি রাজসভায়। ঋতুপর্ণটা কি করবে? খানিক আম্‌তা আম্‌তা করবে, আর কি।

[প্রস্থান।

(নল ও ঋতুপর্ণের প্রবেশ)

নল। মহারাজ! আশ্চর্য্য গণনা-বিদ্যা তব,
দৃষ্টিমাত্র গণিলে রাজন্‌!
দেখিলাম ন্যূনাধিক এক পত্র নয়;
কৃপা করি, দেহ বিদ্যা মোরে।

ঋতু। গুণবান্‌ তুমি হে বাহুক!
যোগ্য পাত্র এ বিদ্যা লইতে;
চিত্ত-স্থৈর্য্য এ বিদ্যার মূল;
মনের নয়ন—সদা উন্মীলন,
নিমেষে সংসার হেরে;
সদা সচঞ্চল—ধারণা না রহে তার।
দীক্ষা নাহি দিব—সমযোগ্য তুমি মম;
বৃক্ষপত্রে মন্ত্র লিখে দিই।

নল। মহারাজ! দাস আমি—অধীন তোমার।

ঋতু। হে বাহুক!
কভু তুমি নহ সাধারণ।
হেন অশ্ব-সঞ্চালন সামান্যে কে জানে?
ভাণ্ডা'ও না মোরে ;—
চিরদিন গুণের গৌরব রাখি ;
লহ বিদ্যা।

(পত্র প্রদান)

নল। অশ্ব-বিদ্যা কৃপা করি লন যদি প্রভু!
কৃতার্থ হইবে দাস।
ঋতু। তুমি—সখা মম ;
সখা, লব বিদ্যা তব ঠাঁই।
ভাল কোথা গেল সে ব্রাহ্মণ?

(ছদ্ম-শ্মশ্রু পতিত দেখিয়া)

হের ছদ্ম-শ্মশ্রু কার হেথা।
নল। ছদ্ম-বেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয় ;
আছে বুঝি রথে।
ঋতু। কর মন্ত্র পরীক্ষা বিরলে,
ততক্ষণ দেখি বন-শোভা ;
পশ্চাৎ আনিহ রথ।
নল। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

[ঋতুপর্ণের প্রস্থান।

এ কি! অন্ধ চক্ষু কোথা ছিল এত দিন?
এই বৃক্ষ কোটি পত্র ধরে!

(কলির প্রবেশ)

কলি। মহারাজ! রক্ষা কর মোরে ;
তুমি দয়াময়—কৃপা কর, আমি কলি ;
ছলিয়া তোমায় —
কি কহিব কত দুঃখ সহিয়াছি, নররায়!
একে তব পুণ্য-তাপে তনু দহে,
দময়ন্তী-দীর্ঘশ্বাসে সন্তাপিত প্রাণ,
তাহে কর্কট-গরলে,
দেহ মম অহরহ জলে ;—
আর শান্তি নাহি দেহ রাজা।
নল। যাও কলি, দিলাম অভয়।
কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমায়—
নির্দোষেরে ছলি কিবা ফল?
কলি। অধিক না বল রাজা ;
অপকীর্ত্তি রহিল আমার,
গৌরব বাড়িল তব।
সত্য করি সম্মুখে তোমার,—
যেবা তব নাম লবে—
মম অধিকার
তার' পরে না রহিবে আর।
নল। মম দুঃখে ঘুচে যদি মানব-যন্ত্রণা—
ছল নহে - বর তব কলি!
যাও নিজ স্থানে, করেছি মার্জ্জনা ;
নহ তুমি দোষী—
ভুঞ্জিলাম নিজ কর্ম্ম-ফল।
কৃপায় তোমার ;
কীর্ত্তি মম রহিল ধরণী-তলে।
কলি। আজ্ঞা কর—যাই নিজ স্থানে।

[কলির প্রস্থান।

নল। অদূরে নগর ; —
কিন্তু মহোৎসব-ধ্বনি কিছু নাহি শুনি।
মিথ্যা স্বয়ম্বর ;
ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ নিশ্চয়!
স্বর যেন পরিচিত!
নহে কার শ্মশ্রু হেথা?
সে আমারে ভুলিতে কি পারে?
পিত্রালয়ে থাকিত যতনে—
কেন তবে আসিবে গহনে?
ইন্দ্রাণী হইত, কেন বা বরিবে মোরে?
মিথ্যা স্বয়ম্বর।

ভুলেছে আমায় ?—
এ সংসার দৈত্যের রচনা তবে।
হেন ধরা—আর প্রয়োজন,
যথা সতী নিজ পতি ছাড়ে।
হায়! জানি সে আমার—
তবু কেন যন্ত্রণা ঘোচে না ?
কর্কটে না করিব স্মরণ ;—
ছদ্ম-বেশে দেখিব এ স্বয়ম্বর।
ছাড়িয়াছে কলি—তবু কেন প্রাণে জলি ?

(ঋতুপর্ণের প্রবেশ)

ঋতু। দেখিলে কি মন্ত্র মোর পরীক্ষা করিয়া ?

নল। বিদ্যা তব অদ্ভুত সংসারে।
ফুটিয়াছে নূতন নয়ন মন।
মহারাজ! আসিছেন বিদর্ভ-ঈশ্বর,
তব অভ্যর্থনা হেতু।
আসিয়াছি নগরের দ্বারে—
সমাচার দেছে বুঝি ব্রাহ্মণ যাইয়ে!

(ভীমসেনের প্রবেশ)

ঋতু। (নলের প্রতি) এই মহারাজ ভীম ?

ভীম। অযোধ্যা-ঈশ্বর! বড় কৃপা তব।
পবিত্র বিদর্ভ-পুরী তব আগমনে।
করুন্ আপন —
কোন্ প্রয়োজনে পদার্পণ মমাগারে ?

ঋতু। (স্বগত) কোন্ প্রয়োজন ?
(প্রকাশ্যে) মহাশয়! গৌরব তোমার,
প্রচার ভুবনময় ;
আসিয়াছি সৌহার্দ্দ্য কারণ।

ভীম। পরম সৌভাগ্য মম ;
হেথা আর বিলম্বে কি কাজ ?
কৃতার্থ করুন মোরে হয়ে অগ্রসর।

[ভীমসেন ও ঋতুপর্ণের প্রস্থান।

নল। কুহকে আকুল প্রাণ মোর,
কিছু না বুঝিতে পারি।
মিথ্যা স্বয়ম্বর!
কে বা সে ব্রাহ্মণ ? যেন পরিচিত স্বর,
সখা মম!
কি আশ্চর্য্য! কলির ছলনে
নারিলাম সখারে চিনিতে ?
রথ লয়ে যাই পাছু পাছু।

[প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। বাবা! দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েই পেচ কাটিয়েছি। ঋতুপর্ণ কিছু বিস্ময়াপন্ন। এখন ত বাহুক মশাইকে না মেজে নিলে নয়! যদি রাজা রাণীতে জোট খায়—আমিও ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বামণীর আঁচল ধরি। সৎসঙ্গে কাশীবাস ; দেখ না গরীব বামুণের ছেলে—আমাদের পীরিতে বাবা বিচ্ছেদ কেন ? পীরিতটে কিছু ছোঁয়াচে রোগ ;—রাজার ছোঁচ্ লেগেছে—বামণীটাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। কিন্তু, পীরিত অত গড়ায় নি ; নিমপাতা বেটে মুখে মাখ্‌তে হয় নি! দেখ, কেমন আমোদ হচ্ছে, যদি সে দিন হয়—রাজা যদি সিংহাসনে বসে, তা হলে পুষ্করে-কেও আশীর্ব্বাদ করি, আর লোককে গাল-মন্দ দেওয়া ছেড়ে দি। তা নয়—স্বভাব যায় না মলে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

দময়ন্তী ও সখী।

দম। দেখ সখি! অদ্ভুত সারথি—
যার করে বায়ুভরে অশ্বগণ ধায়!
সখি! প্রাণ যায়—লহ পরিচয়,
বল গিয়ে—ছদ্মবেশ সাজে নাক আর।
সই! লোকলাজে কহিতে না পারি,
কত মনে করি;
ভাবি পুনঃ—অদৃষ্ট প্রসন্ন নয়।
শুনি রথধ্বনি কত কাঁদি আমি উন্মাদিনী,
প্রাণসই! বিধি কি প্রসন্ন হবে?

সখী। রাণি! এত দিনে দুঃখ অবসান তোর;
রাজপুরে যে কথা শুনিনু—
মম মনে ঘুচেছে সংশয়।
অন্য কেহ নয়—নল মহাশয়
উদয় সারথি-বেশে।
অগ্নি বিনা করেন রন্ধন,
দৃষ্টিমাত্র সিক্ত নীরে শূন্য কুম্ভ ভরে,
নীরস কুসুম সরস কর-মর্দ্দনে;
ক্ষুদ্র দ্বার হয় দীর্ঘাকার
সারথিরে দিতে পথ।
বল, এ লক্ষণ নহে আর কার?
ভাব যদি মলিন বরণ—
দেখ চেয়ে আপন বদন,
নিজ অঙ্গ হের হেমাঙ্গিনি!

দম। সখি! এ লক্ষণে
প্রত্যয় না মানে মন।
যাও তুমি, কথায় কথায়
জানাইও দুঃখের বারতা মম,
ব'লো আসি—কি পাও উত্তর।
পার যদি বুঝিও অন্তর।
ব'লো ব'লো—শুন কথা তারি,
পড়ি মনে পশি বন-মাঝে,
একাকিনী নিদ্রিতা কামিনী
ছাড়ি কোথা গেল স্বামী।
দেখো দেখো—এ কাহিনী শুনি
আসে বা না আসে চক্ষে জল।
ব'লো যত পেয়েছি যন্ত্রণা,
দীর্ঘশ্বাস করিও গণনা,—
দেখো—কোন বেদনা
আছে কি প্রাণে তার।
পার যদি কথায় কথায়,
আছি যে দশায়,
ব'লো সখি! অশ্বরথিরে।
প্রাণে প্রাণে জানিলে লক্ষণ—
মম প্রাণধন তবে ত জানিব, সই!

(রাজরাণীর প্রবেশ)

রাণী। শুন সুকেশিনি! লোকমুখে শুনি,
বাহুক সারথি অদ্ভুত-প্রকৃতি নয়!
কার্য্য তার লোকাতীত সব,
নল-রাজসম সকলি লক্ষণ তার।

সখী। দেবি! নিশ্চয় এ নল রাজা।

রাণী। দময়ন্তী বিনা,
সত্য মিথ্যা কে বুঝিবে?

সখী। দেবি, আদেশ দেছেন মোরে
ল'তে পরিচয়।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

তোরণ।

নল।

নল। (স্বগত) ছিল দিন—চতুরঙ্গ-দলে
এসেছিনু বিদর্ভ নগরে,
প্রতিবাদী ইন্দ্র স্বয়ম্বরে!
আজি—বাহুক সারথি।
দময়ন্তী আছে সুখে—
আর কিছু নাহি প্রয়োজন,
লোকালয়ে আর নাহি রব।
ছি! ছি! কেন হব ঘৃণার ভাজন?
সকলি রহিল—আশা ফুরাইল—
প্রাণ যেন তরঙ্গে তরঙ্গে দোলে।
মনে হয়—সে যেন জেনেছে—
সে যেন চিনেছে,
পলে পলে জ্ঞান হয়—আসে,
কহে সকাতর-ভাষে,—
কেন নাথ! ভুলে ছিলে?
বিড়ম্বনা! বিড়ম্বনা!
ছি! ছি! পুনঃ স্বয়ম্বর?—
দেখ নর সকলে জেনেছে।
সত্য—মিত্র কর্কট আমার;
যদি প্রাণ যায়—নাহি দিব পরিচয়।

(সখীর প্রবেশ)

সখী। মহাশয়! রাজকন্যা প্রেরিলেন মোরে
মহামতি, আছিলেন নলের সারথি;—
জান যদি বল সূতবর!
বনবাসে অর্দ্ধবাসে ত্যজি বামা,
কোথা গেছে মহারাজ!
করো না চাতুরী—কহ সত্য করি;—
কিবা অপরাধে,
প্রমদায় ফেলিয়ে প্রমাদে
পলাইল নৃপবর?
ছি! ছি! নিদ্রাগতা—
হেরিয়ে বয়ান কাঁদিল না প্রাণ?
ইন্দ্র ছাড়ি বরে যারে—
হায়! হায়! কেমনে সে গেল ছেড়ে?
বলেছেন রাজবালা মোরে
সমিনতি জানাতে তোমারে—
যদি কভু রাজারে দেখিতে পাও,
ব'লো তাঁরে কৃপা করি,
নিদ্রা পরিহরি, হেরে বামা শূন্য পাশ,
স্বামী নাই কাছে;
উন্মাদিনী ধনী—
উন্মাদ রোদনধ্বনি
জাগাইল প্রতিধ্বনি বনে;
বামারে নিরখি,
অশ্রুজল বরষিল পাখী—
বনশাখী ম্রিয়মাণ তাপে।
শূন্যপ্রাণা শূন্য-মনে ধায়,
যথা পদ যায়—কভু ওঠে, কভু পড়ে;
যদি দেখা পাও, বলো-নলরাজে—
হেন কাজ তাঁহারে কি সাজে?
নল। মিছা তিরস্কার কর তাঁরে, সুলোচনে!
দৈব-বিড়ম্বনে, কলির ছলনে
আচ্ছন্ন আছিল নল,
রাজ্যধন হারাইল গ্রহকোপে;
কলির ছলনে,
ভার্য্যা ত্যজি, গিয়েছে কাননে—
নল তাহে নহে দোষী।
শুন হে রূপসি!
যেই নারী পতি-পরায়ণা
সদা করে পতিরে মার্জ্জনা;
পুনঃ স্বয়ম্বরা সে ত কভু নাহি হয়।
কি ভাবে কোথায় [illegible]

অগোচর কথা ;
সে বারতা কহিব কেমনে ?
কিন্তু জানি পুরুষের মন ;
নারীর যেমন পলে পলে বিচঞ্চল,
পুরুষের নহে তাহা,—
নহে জল—রেখা—তখনি মিলায়—
প্রস্তরে অঙ্কিত ছবি চিরদিন রয় !
নলরাজ আছে কি দশায়,
কেমনে হে বলিব তোমায় ?
পরে কি পরের কথা বুঝে ?
যার ব্যথা আছে মনে, শুন, চন্দ্রাননে।
অন্য জনে সে ত নাহি বলে।
নারী বিনা শূন্য ধরা যার,
এমন বিকার,
সে নাহি প্রকাশে ভাবে—
পাছে লোকে হাসে ;
কাল-সর্প হৃদয়ে সে পোষে ;
অধীর দংশনে, তবু রাখে সে যতনে।

সখী। সত্য মহাশয় !
পুরুষ [illegible] না বুঝিতে পারে।
সখা বলে [illegible] জীবন যৌবন স'পি,'

নল। সখা যে [illegible] হবে দোষী ?

সখী। [illegible] প্রাণের আশ্রয়,—
পতি বিনা সব শূন্যময় ;
এ কথা ত পুরুষ বুঝিতে নারে !
কঠিন অন্তর—
নানা রসে বঞ্চি নিরন্তর,
ভালবেসে দেয় নাই দেহ প্রাণ,—
তারে কে বুঝাতে পারে ;
ভালবাসা নারীর প্রাণের সাধ ;
প্রাণপতি অন্বেষণ তরে
কলঙ্কে না ডরে,—
পুরুষ অন্তরে এ বোধ না পশে কভু।
দেশে দেশে পাগলিনীবেশে
প্রাণেশে খুঁজিয়ে ধায় ;—
কঠিন পুরুষ জাতি,
অনায়াসে ভার্য্যা ত্যাগ করে—
সে অন্তরে প্রত্যয় কি হয় কথা ?
প্রাণ ছলময় !
তাই ভাবে নারীর প্রণয়—ছল।
আত্ম-বিসর্জ্জন পুরুষ শিখে নি কভু,—
কথায় কথায় প্রয়োজন গেছি ভুলে ;—
কোথা নলরাজ গোচর নহেক তব ?
বলুন আমায়, কি বলি সখীরে গিয়ে।

নল। ধরামাঝে চাহে কেহ নলের সংবাদ,
জানিলে এ কথা—
সমাচার আসিতাম জেনে।
আসিয়াছি স্বয়ম্বরে রাজারে লইয়ে,
বল, কি উত্তর দিব ?

সখী। ভাল! শুনিলাম অগ্নি বিনা করেন রন্ধন,
দৃষ্টিমাত্র পূর্ণ হয় ঘট—
সত্য কি এ কথা ?
অদ্ভুত এ বিদ্যা—কোথা পেলে [illegible]

নল। শুন, সুবদনি !
বিদেশী সারথি আমি,
লোকে মন্দ কবে,
হেথা তব রহিতে উচিত নয়।
বিদ্যা মোরে দিয়েছেন নলরাজ ;
যাও, সুলোচনে ! যাব আমি অশ্বশালে।

[নলের প্রস্থান।

সখী। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস—নয়নের নীর—
আর কি ভুলাতে পার ?
অভিমানে নাহি দেয় পরিচয়।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ। হেঁ গা ঠাকরুণ !
বাহুক মশাই কোথায় ?

রাণী। গিয়েছেন অশ্বশালে।

বিদূ। বলি ঝামেলা কিছু বেশী করেছিলেন কি? আপনাদের ত রোগ আছে। তা বলুন তাড়াতাড়ি ধরি; একবার ঘোড়-সোয়ার হলেই পগার পার। রাণী ঠাক্‌রুণকে বলুন—বদলী চল্‌বে না, স্বয়ং আসরে নাব্‌তে হবে। রঙ্‌ ধুনো দিয়ে চিটে ধরিয়েছে—জলে দোবার কাজ নয়; চক্ষের জলে ধুতে হবে। চান ক'ত্তে যাচ্চে, আমি বলি ভাণ কচ্চে;—পেছু নিলুম—জল থেকে উঠ্‌লো, থানকে থান রঙ্‌ বজায়। বাবা! এ আঁতের কালী, মুখে ফুটে বেরিয়েছে! চল, আমরা যাই। রাণীকে পাঠিয়ে দাও;—আমি হেথা নিয়ে আসছি।

[সকলের প্রস্থান।

(নলের পুনঃ প্রবেশ)

নল। ... জান হয়—আসে,

... পূর্ব্বকান্তি কর্কট ফিরায়ে দিল;

বলে গেল উপযুক্ত এ সময়।

আত্ম-পরিচয়,

গোপন কেমনে রাখি আর?

(দময়ন্তীর প্রবেশ)

দম। নাথ! কেন নাহি দেহ পরিচয়?

ভাব—ভুলাইয়ে যাবে?

প্রাণেশ্বর! আর না পারিবে—

কাল নিদ্রা আর না আসিবে চক্ষে;

আর ছেড়ে নাহি দিব।

নল। শুন প্রিয়ে! নহি অপরাধী,

কলির তাড়নে বরাননে!

বনে ফেলে পলাইনু;

জান তুমি—

স্বেচ্ছায় কি যেতে পারি তোমা ছেড়ে?

সারথির বেশে এসেছি এ দেশে

তোমারে দেখিতে প্রিয়ে

কার গলে পুনঃ দেহ মালা—

রাজবালা! দেখিতে হইল সাধ।

কোন্ ভাগ্যধর

আদরে ধরিবে পুনঃ কর!

দেখে গেছি মলিন বদন,

চাঁদ মুখে দেখে যাব হাসি!

হে প্রেয়সি! এই হেতু এসেছি এ স্থানে।

দম। নলরাজ-আশে হয়েছিনু স্বয়ম্বরা;

নলরাজ আশে পুনঃ স্বয়ম্বরা ভাণ!

হের বেশ—

পুষ্পহার করে নাহি সাজে আর!

নয়ন-আসারে গেঁথে মালা দিব গলে।

সাক্ষ্য হও, জগত-প্রাণ সমীরণ!

বল কার তরে প্রাণবায়ু বহে মোর?

প্রভু! নলরাজ অভিলাষী,

নলে ভালবাসি,

অন্য দোষে নহি দোষী—

শত্যপ্রাণা শুশ্রূ... ...

কভু নল বিনা অন্য ... ... পড়ে;

যদি হই সতী,

দেবগণ! করি হে মিনতি—

প্রাণপতি দেহ মোরে;

নহে প্রাণে কাজ কি আমার!

দৈববাণী। সংশয় না ভাব তুমি,

পুণ্যশ্লোক নল!

সাধ্বী সতী পত্নী তব।

(পুষ্পবৃষ্টি)

নল। একি! দৈববাণী?

পুষ্পবৃষ্টি করিছেন দেবগণে?

কিঙ্কর চরণে তব—

ক্ষমা কর প্রাণেশ্বরি!

দম। প্রাণেশ্বর!

দাসীরে মিনতি ... ...।

(ঋতুপর্ণ, ভীমরাজা ও রাণীর প্রবেশ)

ভীম। বৎস!

যে আনন্দে পূর্ণ আজি হৃদয় আমার,
করি আশীর্ব্বাদ—
সে আনন্দে বদ্ধ চিরদিন।

রাণী। বৎস!

এত দিন কোথা ছিলে ভুলে?

নল। মাতা! কর আশীর্ব্বাদ,
সকলি গো দৈব বিড়ম্বনা।

ঋতু। মহারাজ! ভুলে আছ
সখারে কেমনে?
(দময়ন্তীর প্রতি) দেবি! সুধাও
স্বামীরে তব,
সখী তুমি মম।

দম। অযোধ্যা-ঈশ্বর! চিরঋণী আমি তব।

(বিদূষকের প্রবেশ)

[illegible]।

বিদূ। [illegible]। [illegible]-নগরে—
সত্য মি[illegible] ল্যাখ, বাহুক মশাই!
রাজা! [illegible]।
সখা বলে [illegible] আস্ক দেগে।

নল। সখা যে! [illegible] কি রে ব্যাটা,
[illegible]।
নাহি হবে প্রতিশোধ।

(পুষ্কর, কলি ও অনুচরের প্রবেশ)

কলি। মহারাজ! এই সহোদর তব,
কিঙ্কর আমার,
আজি হ'তে কিঙ্কর তোমার—
আমি তব অনুগত।

পুষ্ক। কেন? কেন? কিঙ্কর কি হেতু?
পাশায় জিনেছি,
রাজ্য ফিরে নাহি দিব,
মৃত্যু পণ মম।

নল। যুদ্ধ কিম্বা পাশক্রীড়া যেবা তব মন—
করহ পুষ্কর ত্বরা।

কলি। ত্যজ আশা;—
দ্বাপর না সহায় হইবে আর!
জানু পাতি যাচহ মার্জ্জনা—
পুণ্যশ্লোক নলরাজা ক্ষমিবেন তোরে।
নহে সত্য কহি,
ধন প্রাণ কিছু না রহিবে তোর।

পুষ্ক। না বুঝে করেছি কাজ—
ক্ষমা কর নৃপবর!

নল। ওঠ, চিন্তা কর দূর;
নাহি ভয় করিনু মার্জ্জনা।

বিদূ। বলি, পুষ্কর মশাই! দেখে শুনে শিখ্তে হয়। বাগে পেলেই ধানে চাবি দিতে হয়—এমন নয়। মহারাজ! এখন নয়—যখন রাজ্যে গিয়ে বস্‌বেন—রঙের মস্‌লা গুলো আমায় বল্‌বেন। বলি পুষ্কর মশাই! বল্লে না প্রত্যয় যাবেন—আপনার উপর এক পোঁচ্!

(সখীগণের প্রবেশ ও গীত)

পরজ বাহার—কাওয়ালী।

কে এল—কি ভাবে রণে করে?
ওলো এ কি খেলা!—সরলা রাজবালা,
বুঝি ভুলায়ে বিরে[illegible]নে যায় ধরে।
জানে নানা ছল,
ছুটি আঁখি করে ছল ছল,—
হেরে মুখশশী, হয় প্রাণ বিকল,
ফুটে নলিনী কুমুদিনী
হেরি নিশাকরে।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাঠশালা।

গুরুমহাশয় ও বালকগণ।

গুরু। ল্যাথ্‌—ল্যাথ্‌—ল্যাথ্‌—
শক্তি লিখ্‌বি ঘোড়ার ডিম,
তামাক আন্‌বি ক' ছিলিম?

১ম, বা। তিন ছিলিম।

গুরু। ল্যাথ্‌—একে চন্দ্র এক—
গায়ে কাপড় নাই ল্যাথ্‌।

২য়, বা। গুরুমশায়, সরস্বতী পূজোয়
কাপড় দেব।

গুরু। দুয়েকে দুই।
পড়ে পড়ে সব ল্যাথ্‌,
আমি একটু শুই।

১ম, বা। গুরুমশায়, আঙ্ক দেখে দাও।

গুরু। কি রে ব্যাটা,—কি রে ব্যাটা,—আঙ্ক?
বাক্সো ভ'রে টাকা চাই।

২য়, বা। গুরুমশাই—
ক কিয়োর দাগা—

গুরু। ব্যাটা ক কিয়োর দাগা চায়!
সোজা কর্‌ব এক ঘায়।
ব্যাটা মাইনে কোথা রে?
ঐ যে আস্‌ছেন ব্যাটা
ছিরে দত্ত;
ভেড়ের ভেড়ে ঘরে বসে পুরাণ পড়ে।

(শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। গুরুদেব! প্রণাম চরণে,
শাস্ত্রের বচনে,
সন্দেহ উঠেছে মনে;
সূর্পণখা আত্মদান করিল শ্রীরামে,
আত্মদান দানের প্রধান,
তবে,
নাক কাণ কি হেতু কাটিল ভগবান?
গরল মাখায়ে স্তনে পুতনা রাক্ষসী,
দিতে এল কৃষ্ণের বদনে,—
চড়িয়া বিমানে পুলকে গোলকে গেল!

গুরু। হাঁ! হাঁ! সাধুর পো
ঠিক্‌ বল্‌ছো, ঠিক্‌ বল্‌ছো;
পুতনা বধ হ'য়েছিল,—
পুতনা বধ হ'য়েছিল।

শ্রীমন্ত। উচ্চগতি পাপমতি পুতনা পাইল,—
সূর্পণখা হ'ল অপমান,
এ কোন্‌ বিধান?
মীমাংসা না পাই গুরুদেব।

গুরু। ওর মীমাংসা ওতেই,
কেষ্ট লীলার কথা তাতেই,
যেমন ঘটায় কর্পূরায়,
ক্ষুর দিয়ে মাথা কামায়—
দা দিয়ে নয়।

শ্রীমন্ত। কহ ব্যাখ্যা করি গুরুদেব!
অবোধ অজ্ঞান আমি,
মীমাংসা তোমার
বুঝিতে না পারি কিছু।

গুরু। কি জান দত্তের পো!
মীমাংসাটা কিছু কঠিন।
ওরে খুঁজ্‌তে হবে—
খুঁজতে হবে—
ওরে ভাগ কর্‌তে হবে—
ভাগ কর্‌তে হবে,
তবে কতক বোঝা যাবে;
যেমন—

তিনটি পেলেই তালটি সইতে হয়,
যেমন—
তামাক্ না আন্‌লে বেত খেতে হয়,
তেমি
একটু জ্ঞান হ'লে তবে বুঝ্‌তে পারবে।

শ্রীমন্ত। অজ্ঞান অবোধ আমি
তাই ত সুধাই,
শাস্ত্রের বচনে সন্দ উঠে মনে
ব্যাকুল হয়েছি বড়।

গুরু। দেখ শ্রীমন্ত!
অত তদন্ত কেন ক'চ্চ বল ত?
এই যে দেড় বুড়ি বুঝ্‌লুম;
বাবা!
শাস্ত্র বোঝা কি বেণের ছেলের কাজ?

শ্রীমন্ত। কি বুঝালে বল আর বার।

গুরু। হতচ্ছাড়া ব্যাটা—
কি বুঝুলেম?
ব'কে ব'কে ফেকো উঠে গেল!

শ্রীমন্ত। বুঝিতে না পারি,
তাই ত জিজ্ঞাসি পুনঃ পুনঃ।
ভ্রান্তমতি—
ধর্ম্মের কি গতি বুঝিতে না পারি;
তাই ত সুধাই বার বার,
অবিচারে কটু নাহি কহ, গুরু!

গুরু। কটু—
বেটা হয়েছেন চাণক্য বটু;
বেটা কড়ি গুন্‌বেন
শাস্ত্র নিয়ে মাথা ধরিয়ে দিলে!
বেটা ঘরের কথা মীমাংসা কর্ গে যা।
বেটার বাপ গিয়েছে ম'রে
ওঁর মার পরণে কালাপেড়ে!
তু' সতীনে মাছ খাবার কুমীর!
পুত্‌লো ম'ল ম'ল
তোর বাবার কি যে হারামজাদা!
ওর বাপ গিয়েছে সদাগরীতে,
ওর মা বিউলেন ছেলে!
ঘরে তোর মা'র নাক কাণ সাম্‌লা।
তার পর,
তোর সূর্পণখার নাক কাণ সাম্‌লাস্!
জারজ ব্যাটা, বাদাই ব্যাটা—
বেল্লিক ব্যাটা!
ব্যাটার যত ডিঙী মেরে চাল!
দেখ না—
কোথায় পুত্‌লো
আর কোথায় সূর্পণখা!

শ্রীমন্ত। শুন গুরু! নাহি কহ কুবচন,
জারজ নহিক আমি;
পিতা মোর আছেন সিংহলে।

গুরু। তোমার বাপ আছেন সিংহলে;
আর তোমার জন্ম হ'ল কলে কৌশলে;
জারজ ব্যাটা!

শ্রীমন্ত। গুরু তুমি, কি কব অধিক!
নহে বধিতাম প্রাণ।

গুরু। কি বল্লি? কি বল্লি?
তালের মতন কিল খেলি!
ব্যাটা যেন বিদ্যের দিগ্‌গী হ'য়েছেন,
বাপ মা'র গুণে এক গুণ,
খালি মায়ের গুণে তিন গুণ;
বেণের ঘর নইলে
তোর মুখে নুন টিপে দিতেম।

শ্রীমন্ত। গুরুদেব! প্রণাম চরণে,
ভাল শিক্ষা শিখালে আমায়।

[প্রস্থান।

গুরু। কলসী না জোটে ত
এক দামড়ি আমার ঠেঁয়ে নিয়ে যাস্!
ব্যাটা বেণের ছেলে
ভারি তিলিয়ে উঠেছে

ব্যাটাকে এই কন্‌তে শেখালেন,
ব্যাটা লোকের কাছে
আমার মাথা কাটে ?
জিজ্ঞেস্ করগে যা
তোর সূর্পণখা মাকে,—
আর পুত্‌নো বড় মাকে।
ঝালা-ফালা করলে রে,
ঝালা-ফালা করলে !
ঐ আস্‌ছেন দুর্ব্বলা—

(দুর্ব্বলার প্রবেশ)

দুর্ব্বলা। বলি, হ্যাঁগা মশাই,
মোদের খোকা কোথা গা ?
আজ ল্যাখ্‌তে আসে নি ?
গুরু। ল্যাখ্‌তে আসে নি ত আসে নি ;
য,— তুই বল্‌গে যা।
আঃ ! পুরাণের টীকে এনে পড়্‌তে হবে !
বেণের ছেলে পুরাণের টীকা বুঝ্‌বেন।
দুর্ব্বলা। বলি, হ্যাঁগা মশাই !
মশাই ব'লে কি মুখ-ঝাম্‌টা দিতে হয় ?
নেই বা ছেলে লেখ্‌তে আস্‌বে,
কড়ি দিলে
ঢের তোমার মতন রোজা আস্‌বে ;
মুখ-ঝাম্‌টা দিতে এসেছে !
গুরু। নারাণে ! ধর্‌ত বেটীকে ?
দুর্ব্বলা। ছেলে কি ক'র্‌লে বল ?
তার গায়ে গহনা গাঁটী ছিল।
গুরু। আরে বেটী, বলে কি গো !
ওরে বেটী তোর ছিরে ছেলে—
ঘরে গিয়েছে চ'লে।
দুর্ব্বলা। ঘরে চলে গেছে, ঘরকে নেই—
গুরু। মাগী বাজার ক'রে আস্‌ছিস্,
ঘরে গিয়ে দেখ্ গে যা।
দুর্ব্বলা। হাটারে বাজারে তোর ঘরে,
ছেলে কি করলি বল্ ?
নইলে গলা ধরব,
কোটালীতে নিয়ে যাব।
নারাণে, ধর্ না !
গুরু। ওরে বাপু ! তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি !
আর চেঁচামেচি করিস্ নে।"
দুর্ব্বলা। ও মা ! মিন্‌সে বলে কি গো !
ছেলে কোথা তার ঠিক্ নাই,
বলে, "পায়ে পড়ি চুপ চুপ ;
আর ও কথা বলিস্ নে।"
গুরু। আঁ্যা,
ছোঁড়াটা প্রাণ রাখ্‌বে না বলেছিল যে।
দুর্ব্বলা। ও মা ! প্রাণে রাখ নি !
ওগো, খোকা কোথা গেল গো !
গুরু। আরে চুপ চুপ, তোর পায়ে পড়ি !
দুর্ব্বলা। ওগো, মুখ চেপে ধরে গো !
খোকা কোথা গেল গো ?

(গুরুমহাশয় পলায়নোদ্যত)

সকলে। ও গুরুমশাই ! কোথা যাও ?
ও গুরুমশাই, কোথা যাও ?
গুরু। ওরে ধর্‌লে রে ! ধর্‌লে রে !

[প্রস্থান।

দুর্ব্বলা। ও আবাগের ব্যাটা গুরু,
ছেলে লেখ্‌তে এলো, কোথা গেল ?
ও আবাগের ব্যাটা গুরু,
ছেলে লেখ্‌তে এল কোথা গেল ?

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

খুল্লনা।

খুল্লনার গৃহ।

খুল্লনা। গিয়ে নাথ পারাবার-পারে,
ভুলেছ কি ভুলেছ আমারে ;
ভুলিবে না ব'লে গেছ, বার বার।
কেবা কি মোহিনী ফাঁদে
রেখেছে হে বেঁধে ?
কি রতন আকিঞ্চনে ভ্রম ?
রমণীর মন করিতে হরণ
জান নাথ বিধিমতে।
বুঝি কার চুরী করি মন,
প্রেমের বন্ধন আপনি প'রেছ প্রভু !
পাবে নাথ, বহু রত্ন ধন,
পাবে বহু সুন্দরী রমণী,
কিন্তু গুণমণি !
হেন প্রেম কোথাও না পাবে।
দিন গেল ব'সে কত আছি স'য়ে,
কথায় প্রত্যয় ক'রে,—
ব'লে গেছ এসে দিব দেখা,
রয়েছি হে আশাপথ চেয়ে।
দিয়ে গেছ' সন্তান রতনে,
রেখেছি যতনে দেখ এসে প্রাণেশ্বর।
হ'য়ে প্রভু তব প্রেমাধীন
কেঁদে গেল দিন।
স্বপনে তোমারে পড়ে মনে ;
রজনীতে
আশার ছলনে চমকিয়া উঠি।
ভাবি,
তুমি দাঁড়ায়ে শিয়রে নাথ।
বহে যদি প্রবল পবন,
কাঁপে প্রাণ মন,
ভাবি বুঝি প্রাণধন [illegible] পারাবারে।
ভাসাইয়ে অকূল পা[illegible],
ভেসে গেছ' অকূল পা[illegible] ;
কারে কব প্রাণের এ [illegible]লা !
যদি পাই দেখা,
ধরি গলা কাঁদিয়ে [illegible]র দুখ !

(লহনার [illegible])

লহনা। ওরে, তুই ক[illegible] দিনই কি কাঁদবি ?
গেছে সাগর ব'য়ে
অমনি কথায় কথায় কি ধেয়ে আস্‌বে ?
যখন মোটা মোটা গহনা পরবি,
তখন বলবি,
আর দিন কতক থাকলে হ'ত ভাল ;
ভাতার ! ভাতার ! ভাতার !
ভাতার নিয়ে কি করবি আর,
সোণার চাঁদ ছেলে পেয়েছিস্ কোলে,
এখন ত কেঁদে মরছিস্, তখন দেখ্‌ব,
সোণা দানা বেছে নিস্ কি না ?
আমার জন্যে
ভারি ক'রে আনবেই গহনা।
আমি ত আর প'রব না,
তোকেই দেব।

খুল্লনা। পতি বিনা রমণীর
কিবা আছে অলঙ্কার !
রত্ন ধন ছার,
পতি প্রাণ, পতি মম ধ্যান জ্ঞান,
সে রতন পারাবার পারে ;
কাঁদিতে ক'র না মানা,
সংবাদ না পাই, কারে বা সুধাই—
উড়ে যাই হয় সাধ।

লহনা। আবার উড়্‌বি কি লো ?
ভাতার আর যেন কারো
বিদেশে যায় না !
আমি যেন ছেড়ে দিয়েছি,

নইলে ভাতার
তোর ত একলার নয়,
আমার কি প্রাণ কাঁদে না ?
কিন্তু আমরা সেকেলে মেয়ে ;
আমাদের উড়ে পুড়ে যেতে
সাধ হয় না !
তোর কথা শুনে বাঁচি নি।
সাত ডিঙ্গা সাজিয়ে দেব নাকি ?
সদাগরীতে বেরোবি।
বেটাছেলে রোজ্‌গারে গেছে,
তার জন্ত এত কান্না কিসের ?
ওমা ! তাকি এই ক'বচ্ছরে
এক দিনের তরে কান্না গেল না !—
এখন ভাতার যদি
ছুটো বিয়েই ক'রে আনে ঘরে,
তা কি করবি ?
সোণার চাঁদ ছেলে,
ছেলে মানুষ কর, ঘর ঘরকন্না দ্যাখ্।

খুল্লনা। দিদি মনে হয়—
সে কখন ভুলে নাই মোরে ;
জ্ঞান হয় কি বিপদ ফেরে
প্রবাসে রক্ষেন নাথ।
নাহি সমাচার, প্রাণ আমার
কোন মতে বুঝাইতে নারি।
আছি গো ছিরের মুখ চেয়ে,—
ছিরে নিত্য সুধায় আমার,
আঁখি বারি সঘনে অবনি,
নিত্য কত বুঝাই তাহারে।
বিদায়ের দিন,
নিত্য নিত্য পড়ে মনে ;
এ যন্ত্রণা কত দিন সব আর !

লহনা। ও বোন ! আমাদের যেমন,
ওদের কি তেমি মন ?
এই দেখ্ না—
কস্ ক'রে তোরে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলো,
ওরা কি অত বাচে,—
কোথায় কারে নিয়ে আছে ;
ওঠ্ আর কাঁদিস্ নে,
বেলা হ'ল, ছিরে এখনও আসে নি।

(দুর্ব্বলার প্রবেশ)

দুর্ব্বলা। বলি বড় মা, ছোট মা,
দুজনেই রয়েছে,
খোকা দেখ্তে গিয়েছিল,
পাঠশালে দেখ্তে পেলেম না ;
মশাইকে সুধুলেম,
মিন্‌সে মুখ নাড়া দিয়ে ব'লে,
'কোথা তোর খোকা ?'
ওমা !
এক গা গহনা শুদ্ধ পাঠশালে
দিয়ে এনু—
আমি যেই কাঁদতে লাগনু,
রোজা মিন্‌সে দৌড়,—
ওমা !
পোড়ারমুখে লাজ লাগে না গা !

খুল্লনা। কি রে ! কি রে !
ছিরে নেই পাঠশালে ?

দুর্ব্বলা। ওমা !
রোজা মিন্‌সে কেমন হয়েছে,
এতক্ষণ হয় ত পালিয়েছে ;
ওমা ! খোকা কোথা গেল মা !

খুল্লনা। কি রে কি বলিস্ !—
ছিরে নাই পাঠশালে ?
ও মা চণ্ডি !
কত আর আছে তোর মনে।

[প্রস্থান।

লহনা। পাড়া-বেড়ানী,

পাড়া বেড়াতে গেছেন !
ছেলে রয়েছে ঘরে,
ঘোর দে ঘুমিয়ে,
দুরন্ত ছেলে—
রোজ পাঠশালে যেতে চায় না ;
উনি গেলেন,
পাড়ায় পাড়ায় ডোক্‌লা সাধতে ;
একটু ছল ছুতো-পেলে হয়,
দুখানা পাখা পায় ত উড়ে যায়।
অমন সর্ব্বনাশী নইলে কি
ছাগল চরাতে দিই।

দুর্ব্বলা। খোকা ঘরকে—
ওমা কেঁদে মনু, রোজাকে কত গাল দিনু।
দ্যাখ’ বড় মা—
তোমরা কিন্তু ও রোজা রাখ্‌তে পাবে নি,
গতর-খেকো মারাণে ধ’র্‌লে,
আর ছপর ছপর করে বেত মার্‌লে—
আমি ভাল দেখে রোজা এনে দিব,
চার বিদ্যের কারকুন !

লহনা। ক্যান্ লা,
হতচ্ছাড়া মিন্‌সে তোকে মার্‌লে—
ছিরেকেও বুঝি মেরেছে !
তাই ঘোর দে আছে ;
আহা !
তাই বটে !
বাছা চুপি চুপি গিয়ে ঘোর দিলে ;
চ’ ত চ’ ত, জিজ্ঞাসা করি,
যদি ছিরের গায় হাত তুলে থাকে,
মাকে বামা ধরে দেব।
শুক মিন্‌সে, গতর-খেগো মিন্‌সে !
তুই দেখ্‌ গে যা ত—খুল্‌না ছুঁড়ি
মাগী কোথা গেল ?
ও মা—
আমার খান,
আর রক্তের তেজে দেখ্‌তে পান না,
আমার ছেলেকেই মারেন !

[প্রস্থান।

দুর্ব্বলা। দেখ্‌ব তোর রোজাগিরি !—
আমার দোকানি পশারি জয় করে,
গাঁয়ের লোকটা শুদ্ধ জয় করে ;
উনি এলেন বেত মাত্তে !
ও মা ! গতর-খেগো মিন্‌সে মরে না গা !
বড় মা রাঙী হয়েছে,
দেখি গে—
গেল কোথা ছোট মা ;
আজ নূতন রোজা এনে তবে আর কাজ !

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত। পিতৃ-লোক উদ্ধার কারণ,
ভগীরথ এনেছিল সুরধুনী ;
পঞ্চম বর্ষীয় শিশু গেল তপস্যায়
পিতৃভক্তি অসীম তাহার ;
পবিত্র জনমে পবিত্র হইল ধরা,
কত শত মহাপাপী পাইল পরিত্রাণ।
আমি অধম সন্তান,
নিরুদ্দেশ পিতা—
তত্ত্ব নাহি লই তাঁর ;
নরাধম, কুক্ষণে জনম মম—
জনকে না করি মনে।
ভাগ্যহীন,
পিতা না দেখিনু,

পিতৃ-স্নেহে মা হইনু অধিকারী—
পিতার প্রসাদে,
ধন জন বৈভব আমার,
কিন্তু কোথা পিতা—
ভ্রমেও না আসি মনে ;
কে করিবে পুত্রের কামনা আর!
বংশের গৌরব হেতু পুত্র প্রয়োজন,
ভাল খ্যাতি রহিল বংশেতে—
জারজ হইল নাম!
নাহি বুঝি জননীর এ কি রীতি,
নিরুদ্দেশ পতি,
সংবাদ না লন তাঁর।

(খুল্লনার প্রবেশ)

খুল্লনা। ছিরে! রোষাগারে—
কি হেতু রে বাপধন ?
কে তোরে কি বলেছে রে বল্ ?
কেন রে চঞ্চল,
অবিরল জলধারা বহে চ'খে ?
বল, বাছা বল,
ত্যজি অন্নজল কেন আছ ধরাসনে ?
কার প্রাণ পাষাণ এমন!
দুঃখিনীর ধনে বলেছে রে কুবচন ?

শ্রীমন্ত। কহ মাতা!
কোথা মম পিতা ?
নরাধম, বিফল জনম মম—
উপহাসভাজন সমাজে,—
লাজে নারি দেখাইতে মুখ,
মনোদুখ কব কি তোমারে ;—
জারজ কহিল গুরু!
মা গো, বুঝিতে না পারি
কেমন কঠিন তুমি!
নাহি পতির সংবাদ,
কি সাধে মা রাখ প্রাণ ?—
কত লোকে কত কথা কয়,
নাহি প্রাণে সয়,
ছার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন!
শুনি তব মুখে,
পিতা মম আছেন সিংহলে—
কিন্তু,
কোন কালে তত্ত্ব নাহি পাই ;
তাই মা সুধাই,
অন্ন-পানি কেমনে গো দাও মুখে!
পিতার কৃপায় অতুল সম্পদ ;
তাঁরে কভু নাহি কর মনে ?

খুল্লনা। বাছা!
আমি নারী, অর্ণবে ভাসিতে নারি,
সংবাদ কেমনে আনি ?
বলে গেল আসিব ত্বরায়,
আছি প্রতীক্ষায়,
কি উপায় করি বল ?
দুর্গম সাগরে
ডরে কেহ নাহি যেতে চায়,
তত্ত্ব বল কেমনে পাইব ?

শ্রীমন্ত। মা গো! আমি যাব পিতৃ-অন্বেষণে।

খুল্লনা। একি কথা বল যাদুমণি!
সঙ্কটে কেমনে আমি পাঠাইব তোরে ?
ধরি প্রাণ তোর মুখ চেয়ে,
কেমনে বিদায় দিব বল্ ?
তুই মোর দরিদ্রের ধন!
সিন্ধুমাঝে কেমনে ফেলিব,
কার মুখ চাব,
কেমনে বাঁধিব প্রাণ ;—
ফেলিয়ে অকূলে, সে গেছে অকূলে
ভুলে আছি তোরে লয়ে কোলে।
আমি রে দুখিনী,
যাদুমণি! তোমা বিনে নাহি আর,
কিসের সংসার ?

বন জন কিবা ছার,
চাঁদমুখ যাবেক না হেরিলে তোমার,
অন্ধকার হেরি সব।

শ্রীমন্ত। ভাণ্ডাইও না—
সত্য বল জননী আমার,
পিতা মম আছেন সিংহলে?
মা গো!
শুনি লোক-মুখে
গুরুগৃহে পরীক্ষা দিয়েছ।
পতি-পদে রাখি মতি,
এবে তাঁরে কেমনে ভুলেছ?
কি কারণ,
যত্নে মোরে কর মা পালন—
যদি নাহি হই মাতা, পিতা অনুগামী?
বহুক্লেশে অসীম সাহসে
ভ্রমি দেশে দেশে—
কীর্ত্তি রাখিলেন পিতা।
নাহি ধাম,
ধনপতি নাম নিত্য যথা নাহি হয়।
পুত্র তাঁর,
জারজ সকলে বলে;
প্রথম বয়সে
জান কৈছু নামের ব্যাসাদ!
গৃহে বসি না করি সঞ্চয়,
সঞ্চিত রতন করি ক্ষয়;
কুলাচার এ ত নহে মম।
মা গো! দেবতা ব্রাহ্মণ
করিয়ে অর্চ্চন,
করে লোকে পুত্রের কামনা,
কেন বল জননী আমার?
পুত্র যেই পিতারে সেবিবে,
নিরুদ্দেশে উদ্দেশ করিবে,
পিতৃ নাম করিবে উজ্জ্বল।
মম রীত সব বিপরীত,
কদাচিৎ পিতারে না করি মনে।
না জানি গো কোথা অবতলে
কেমনে করেন বাস;
যদ্যপি সিংহলে আছেন কুশলে,—
সন্দেশ না আসে কি কারণ?
ভাবি তাই,
যদি কোন বিপদে পতিত,
বন্ধুহীন জনার্ণব মাঝে,
কে তাঁরে দেখে মা বল?
শুনি দুরন্ত সাগর,
নিত্য গ্রাসে কত শত নর;
কি জানি জনক কোথা আর,
পুত্র হয়ে পিতৃকার্য্য না করিব,
উদ্দেশ না লব,
হেন উপদেশ না দেহ জননী, আর।

খুল্লনা। ছিরে! কি বলিস্ শঙ্কা হয় মনে,
তুই যাবি সাগর বাহিয়ে,
তুলে খেতে শেখ নি এখনও;
ঘুমাইলে একা নাহি রেখে যাই।
মনে হয়,
পাছে পাও ভয়;
মনে হয়,
চলে গেলে পায়ে ব্যথা লাগে তোর;
ননীর পুতলী তুই,
প্রাণ ধরে তোরে ছেড়ে দিব—
হেন কথা নাহি আন মুখে।

শ্রীমন্ত। নিশ্চয় যাইব,
নহে দেহ—ভার না বহিব।
আজি হ'তে রহিলাম অনশনে,
জানিলাম মাতার আমার,
কলঙ্কিনী নামে নাহি ডর।

খুল্লনা। বৎস! গঞ্জনা দিও না আর,
শঙ্করীর পায়ে মেগে নিছি তোমা ধনে,
কে বলে জারজ তোরে?

বলুক যে বলে, নাহি করি ভয়,
পতিময় প্রাণ মম,
পালি তোরে, পতি অনুরূপ হেরি,
কল্যাণ-করম আলী !
যেও বাছা পিতৃ-অন্বেষণে —
সার্থক সন্তান তুমি,
পিতৃভক্তি আর না বাধিব তব ;
আমি অভাগিনী,
কাঁদিতে জনম মম।

(দুর্ব্বলার প্রবেশ)

দুর্ব্বলা। ওমা ! এমন ত দেখিনে গা,
ব্যাটা উয় করেছে—
পায়ে খানিক জল থাব্‌ড়ে দেবে,
মুখে চখে জল দেবে,
টেনে নিয়ে খাওয়াতে বসাবে ;
ওমা ! একি বিড়ির বিড়ির গো।
খোকা আয়্ রে—আয়্,
তোকে জলপান কিনে দি ;
এরা ভাত দিবিনি ক ?
বলি বড় মা, হেথা রং দেখসে,
মায়ে পোয়ে মুখোমুখী করে ব'সে আছে।

(লহনার প্রবেশ)

লহনা। ওমা সত্যি রং !
এখনও ছেলেকে খাওয়াস্ নে ?
খুল্লনা। দিদি !
ছিরে যাবে পিতৃ-অন্বেষণে,
অনুমতি বিনে নাহি ছোঁবে অন্নপানি ;
দিছি অনুমতি,
যাবে, রবে না শ্রীমন্ত আর।
লহনা। ওমা !
তোরা মায়ে পোয়ে খেপ্‌লি ?
ওমা দুধের ছেলে কোথা যাবে গো,
তোর বাপ গিয়েছে—গিয়েছে,
এমন কি কেউ যায় না ?
শ্রীমন্ত। বড় মাতা !
মানা নাহি কর আর ;
যাইব সিংহলে,
কোন মতে র'ব না হেথায়—
আমা বিনে কেবা আছে তাঁর
উদ্দেশ লইতে বল ?
যত দিন নাহি পাই পিতৃ দরশন,
তত দিন না আসিব ফিরি।
লহনা। ভাল যাস্ যাবি,
এখন খাবি দাবি আয়্ ডিঙ্গে সাজিয়ে
তুই যাবি, তোর মা যাবে,
আমি যাব, দুর্ব্বলা যাবে।
শ্রীমন্ত। মাতা ! পরিহাস কথা এত নয়,
মা গো, কেমন কঠিন তুমি,
স্বামী গেছে দেশান্তরে,
বারেক না মনে কর !
পিতার যে দশা, সে দশা আমার হবে।
অন্য মম নাহি আকিঞ্চন,
যাঁর হ তে হেরিনু সংসার,
শ্রীমুখ তাঁহার নিশ্চয় দেখিব,—
নহে মম জনম বিফল।
শুনি জননীর মুখে,
বরপুত্র ভবানীর আমি।
অপকীর্ত্তি কেন না রাখিব,
পিতৃ-কার্য্য কেন না করিব,
জননীর কলঙ্ক ঘুচাব—
যাব মাতা ! অন্যথা না হবে।
খুল্লনা। যাস বাছা দিছি অনুমতি ;
গেল বেলা কর'সে ভোজন।

[খুল্লনা ও শ্রীমন্তের প্রস্থান

লহনা। দেখ্‌লি দুর্ব্বলা ?
মাগী ছেলে ভুলুতে জানে না।
দুর্ব্বলা। হাঁগা বড় মা !
খোকা যদি গো যায়,

খোকাকে না দেখে থাক্‌তে নারব বাছা।
বড় মা! তুমি খেতে দিও নি।

লহনা। তুই মাসীও খেলুনি নাকি?
দুধের ছেলে কোথায় যাবে,
বায়না নিয়েছে—
খেলে দেলেই ভুলে যাবে।

দুর্ব্বলা। বড় মা!
ঐ মিন্‌সে যত কয়েছে গো,
মোজা মিন্‌সে যত ক'রেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সওদাগরের বাটীর সম্মুখ।

পদ্মা, হনুমান, বিশ্বকর্ম্মা, ব্রহ্মা ও মারুত।

পদ্মা। রাজপুরে শ্রীমন্ত গিয়েছে—
ফিরে গৃহে আসিবে এখনি ;
শুন হে মারুতি!
ভার তোমা প্রতি ভবানীর,
চরে দিবে ডিঙ্গা নির্ম্মাণের তরু,
পত্র পুত্রে বিশ্বকর্ম্মা—
করিবে গঠন।
সিংহলে নাহিক পূজা যার,
গিয়ে শ্রীমন্ত তথায়,
পূজা তাঁর করিবে প্রকাশ।
ডিঙ্গা গড়ে হেন যন্ত্রী নাহি হেথা।

হনু। ব'লো পদ্মা, ব'লো জননীরে,
যথা সাধ্য দেবী-কার্য্য করিব উদ্ধার।

বিশ্ব। মা'র কার্য্যে নাহি হবে ত্রুটী।

পদ্মা। রাতারাতি সাত ডিঙ্গা করহ নির্ম্মাণ।

বিশ্ব। দেবীর আদেশ কভু না করিব আন ;
কালি প্রাতে সাত ডিঙ্গা ভাসাইব জলে।

পদ্মা। যাই শঙ্করীরে দিই সমাচার।

[পদ্মার প্রস্থান।

হনু। ঐ বুঝি শ্রীমন্ত আসিছে,
ভক্তের লক্ষণ সব হেরি।

(শ্রীমন্ত ও কারিকরের প্রবেশ)

কারি। কর্ত্তা!
যদি সাত শয় কারিকর দিতি পার,
তবে দিন রাত খাটিয়ে,
এক বচ্ছরে গড়ি দিতি পারি
তা' যে গড়ন গড়্‌বো—
তা' আর দেখ্‌তি হবে না।

শ্রীমন্ত। হেথা কত আছে কারিকর?

কারি। মোরা পাঁচ ঘর আছি,
কুমারখালিতে তিন ঘর আছে,
চাখ্‌দায় দু' ঘর,
আর কোথায় কেটা আছে—
মুই ক'তি পারি নি।

শ্রীমন্ত। বৃথা আকিঞ্চন!
বৎসরেক কেমনে রহিব ঘরে!

বিশ্ব। বলি হাদে ও ভাল মান্‌সের ছাবাল
শোন্‌লাম, তোমার কি কাজ পড়েছে,
যদি মোদের দাও ত করি!

কারি। হাদে' কি কাজ কর্‌বার চাও?
ডিঙ্গা গড়তি হবে, পার্‌বা?

বিশ্ব। হোঃ!
মোরা ডিঙ্গা গড়্‌তি পিছু পাও করে?

শ্রীমন্ত। সাত ডিঙ্গা,
কত দিনে পার গড়ে দিতে?

বিশ্ব। যদি মনে করি—
তো রাতারাতি সাত ডিঙ্গা গড়ি।

কারি। হাদে!
এ খ্যাপা গুলোন্ কন থেকে আঁইছে?

ওরে ডিঙ্গা, ডিঙ্গা, ডিঙ্গা—
ঢোকা গড়বার সময় না,
কর্ত্তা !
কারিকর তোমার কড়ি হয় যদি লাগবে ;
সাত শর কারিকর !

শ্রীমন্ত। রাতারাতি সাত তরী পার নির্ম্মাইতে ?

বিশ্ব। নইলে আসবো কেন ?
এ ত উজানির কারিকর নয়,
যে ঢোঁপোর ঢোঁপোর ঢোঁপোর দুখ দিইছো।

কারি। হাদে বুড়ো, কে পারে ?

শ্রীমন্ত। কেবা বৃদ্ধ বটী তিন জন,
বেশধারী হয় অনুমান,
জরাজীর্ণ দেখিতে দুর্ব্বল,
তবু জ্ঞান হয়, অগ্নি যেন ভস্ম মাঝে ;
বুঝি কোন দেবতা প্রসন্ন মম প্রতি,
বুঝি,
দাসের মিনতি শুনেছেন কৃপাময়ী—
বিশ্বকর্ম্মা বিনা,
রজনীতে সাত ডিঙ্গা কেবা গড়ে ?
দিব বহু অর্থ চাহ,
নির্ম্মাণ করহ তরী

কারি। কর্ত্তা, তুমি হাওয়াল—
এরা জুয়োচ্চোর।

বিশ্ব। আগুড়ি মোরা ধন কড়ি কিছু চাই নে,
কাল বিহানে,
তোমরার জলে সাত ডিঙ্গা না ভাসাই—
তো' যা বল্‌বার বলো,
আর খুসি করতি পারি,
বকসিস ল্যাব।

শ্রীমন্ত। কালি গড়ে দিবে তরি ?

বিশ্ব। বলি দেখ্‌তি চাও না শুন্‌তি চাও ?
মোরা গড়্‌তি চল্লাম।

[বিশ্বকর্ম্মা, হনুমান, গরুড় ও ব্রহ্মার প্রস্থান।

কারি। হাদে,
খ্যাপাগুলান্‌ কদ্দুর যেতে পারে।

শ্রীমন্ত। দেবলীলা কে বুঝিতে পারে,
দেখি, কি আছে মায়ের মনে।

কারি। ডিঙ্গা চান্‌ তো কারিকর আয়োজন করেন,
কল্‌যে জুয়াচ্চোর আলো,
মোরে দেখে পিট্টান দাল্যে,
আর বলতো দুই জাব্‌তে থাকি।

শ্রীমন্ত। দেখা হয়, ক'র কালি প্রাতে।

[শ্রীমন্তের প্রস্থান।

কারি। ছেলেটা ক্ষেপো ক্ষ্যাপা,
ঐ যে ছন্নছো বুড়ো গুলো বল্লে,
যে কালি ডিঙ্গা আন্‌বে,
ঐতি ভরসা বেঁধে বল্লো ;
নিচু ছেলে, কাজের কি জান্‌বে,
মস্ত কাজটা, হাতে আগ্‌লি হয় !

[কারিকরের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

খুল্লনা ও লহনা।

খুল্লনা। ওমা চণ্ডি !
হবে যে যা আছে তোর মনে।
মা গো ! পতিহারা আছি প্রাণ ধোরে,
নয়নের তারা ছিলে মোর,
তারে মা গো ! কেমনে বিদায় দিব ?
এস নাথ, ফিরে এস ঘরে,
হেরিলে তোমারে,
শান্ত হবে শ্রীমন্ত তোমার,

হৃদয়ের তনয়,
যেতে চায় অর্ণবে ভাসিয়ে !
বল, গৃহে কেমনে রহিব ?
মোর্ মাত্র একটী রতন,
সে রতনে বঞ্চনা কি হেতু কর ?
বহিলে হে দক্ষিণ অনিল,
নীরবে সুধাই,
সংবাদ যদ্যপি তব পাই ;
বহে বায়ু কিছু নাহি বলে,
আঁখি বারি নিবারি দুকূলে।
পথিক যে আসে,
তব তত্ত্ব আশে করি কত উপাসনা,
জান না,—জান না,
ললনায় রেখেছ হে কি অসুখে !
ছিরে যেতে চায়, মরি হে শঙ্কায়,
ভয় দূর কর আসি।
ছলে লোকে কলঙ্কিনী বলে,
দাসীর কলঙ্ক নাশ !
বজ্রাঘাত ক'রে প্রাণনাথ—
কোথায় রয়েছ ভুলে ?

লহনা। ওলো ! কাঁদিস্ নে,
লোকের মুখে শুনি,
সাত শ' কারিকর লাগ্‌বে,
তবে,
এক বচ্ছরে সাত ডিঙ্গা তোয়ের হবে ;
অমনি কি মুখের কথা ?
সাত শ' কারিকর কোথা ?
বচ্ছরের ভিতর ছিরের বে দিব,
বৌ আন্‌ব, ভুলে যাবে।
ও মা ঘুমিয়ে থেকে ডরিয়ে ওঠে,
এমন দস্যি কথাও ত শুনি নি,
সমুদ্রে ভেসে যাবে !

খুল্লনা। নাথ। কত দিন আর—
কত দিন রবে ভুলে ?

লহনা। আ মর্, তোর কেবলি ভাতার !
তোমার ব'য়্ ! [illegible] নয়, ছেলেও নয়,
ভাতারের জন্তে মনটি পড়ে আছে ;
ছেলে এসে ঘরে শুয়েছে, ছুটো ভুলো—
তা নয়,
ভাতার—ভাতার ক'রে কাঁদ্‌তে বস্‌লো।

খুল্লনা। দিদি ! প্রাণনাথ থাকিলে আগারে—
যেতে কি চাহিত ছিরে ?
কু-কথা কি বলিত কু-লোকে ?
হায় !
ফাটে প্রাণ, মনে হ'লে বি[illegible] দিন !
কেন নাহি রাখিলেম [illegible]
কারে আর জানাব যন্ত্রণা,
পতি বিনা সব অন্ধকার মোর।

(দুর্ব্বলার প্রবেশ)

দুর্ব্বলা। হ্যাঁ গা বড় মা ! হ্যাঁ গা ছোট মা !
শুন্‌লুম নাকি পুরন্দরপুরে,
তিন মিন্‌সে বুড়ো থুড়থুড়ে,
রাতারাতি ডিঙ্গে গ'ড়ে দিবে।
দ্যাখ, খোকাকে সে ডিঙ্গে চড়্‌তে দিও নি,
সে মন্তরের ডিঙ্গে জলে টিঁক্‌বে নি ;
বুঝি ঐ রোজা পোড়ারমুখো,
তিন্‌টে উপদেবতা ধরে এনেছে ;
আমি সাধে বলি,
ও রোজা ঘরে রেখ নি,—রেখ নি,
ও মা ! হতচ্ছাড়া মিন্‌সে সব কত্তে পারে

লহনা। অ্যাঁ কি বল্লি !
রাতারাতি ডিঙ্গে গড়্‌বে ?

দুর্ব্বলা। ওমা ! তিন মিন্‌সে বুড়ো,
কেমন কেমন চলে,
কেমন কেমন বলে !

লহনা। রাতারাতি আর ডিঙ্গে গড়্‌তে হয় না,
মুখের কথা, বিশ্বকর্ম্মা আর কি !

দুর্ব্বলা। ক্যানে গো, ভূতে পারবে নি ক্যানে?
গাছ ঝাঁকাড় করে ভূয়ে,
নোখে করে কাড়ুলে,
মড়্ মড়্ করে ডিঙ্গা গড়ে ফেলে—
ওমা ভূতে আর পারে নি?
ঐ রোজা মিন্‌সে কোত্থেকে
ভূত ধরে এনেছে;
আর ছেলে লেখানয়ে কাজ নেই বাপু।

খুল্লনা। শুন লো দুর্ব্বলা!
আজ নিশা থাকি জাগরণে,
প্রভাতে করিব চণ্ডীপূজা,
এনে দিও ফুল বিল্বদল;
দুর্গা বিনা দুঃখিনীর পানে কেবা চায়!
কি কহিলে,
সাত ডিঙ্গা গড়ে দিবে যেতে?

দুর্ব্বলা। ওগো হেঁগো!
হাটে বাজারে রা পড়েছে পারা—
ঐ বন বিথে হলো,
একটা ধূলো উড়্‌লো,
আর—
সন্‌-সনিয়ে তিন মিন্‌সে চলে গেলো।
রাজাকে ব'লে,
ঐ রোজা মিন্‌সেকে বাঁধিয়ে দাও,
নইলে ভূতের দৌরাত্মিতে
ঘরে টিক্‌তে নারবে!
আজ দেবে ডিঙ্গে গোড়ে
কাল যাবে কড়িকাঠ নে উড়ে—
ওমা! শুনেছি,
ভূতের ডিঙ্গে নাকি জলে টিক্ সয় না।

লহনা। ওলো!
এখানে বসে ভাবলে কি হবে,
ছেলের কাছে যা—
ভূতের বাবার সাধ্য নাই ডিঙ্গে গড়ে।

খুল্লনা। মা গো!
দাসীকে ভুল না—
তোমা বিনা ভরসা নাহিক আর।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

শ্রীমন্তের শয়নাগার।

শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত। (স্বপ্ন) মা গো—কোথায় আনিলে!
জলধি-কল্লোলে বধির শ্রবণ মম!
আহা! আহা! কিবা পুরী মনোহর,
কেবা ভাগ্যধর অধিকারী,
বল মাতা হেমাঙ্গিনি!
একি অন্ধকার ঘোর কারাগার।
কোথায় আনিলে মা গো—
পিতা! পিতা! হেথা তুমি!
কোল দেহ অভাগা সন্তানে।

(জাগরিত হইয়া)

দুর্গা! দুর্গা!
বিচিত্র স্বপ্নের খেলা,
সত্য কি স্বপন?
কারাগারে বদ্ধ পিতা মোর!

(দুর্ব্বলার প্রবেশ)

দুর্ব্বলা। ওগো খোকা, দ্যাখ—
এই ন্যাখন একজন দিয়ে গেল।

[পত্র দিয়া দুর্ব্বলার প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। (পত্রপাঠ)
"বিশ্বকর্ম্মা, নারদ, ব্রহ্মা আর হনুমান,
চণ্ডীর আজ্ঞায় গড়ে ডিঙ্গে সাতখান;

ভাসিছে সুন্দর তরী প্রেমময়ীর জলে,
দুর্গা বলে কুতূহলে চল রে সিংহলে।"

(দুর্ব্বলার প্রবেশ)

দুর্ব্বলা। হ্যাগা মাঝিদিগে কি আসতে বলেছিলে?
সকাল থেকে কঁাচ ম্যাচ কচ্ছে—
যেন কিস্কিন্ধ্যে পুরী করেছে।
শ্রীমন্ত। কে মাঝা?
দুর্ব্বলা। নেয়ে মাঝা গো, নেয়ে মাঝা।
শ্রীমন্ত। এখানে ডাক না।

[দুর্ব্বলার প্রস্থান।

কি কব মা কতই করুণা তব,
নিজ গুণে রেখ মা, চরণে—
ভজন-সাধন-হীন আমি,
আশা দিয়ে ভাসায়ে সলিলে,
ভুল না অধমে মাতা!
ল'য়ে তব নাম করিব পয়ান,
পূর্ণ মনস্কাম কর গো জননি মম।

(মাঝিগণের প্রবেশ)

১ম মাঝি। হৈ কর্ত্তা! ডিঙ্গা ত বাইতে হবে,
তিনটে বুড়ো কারিকর
মোদের খবর দিলে—
দ্যাখ্‌লাম আ্যারোল ডিঙ্গে বেনিয়েছে,
জলে ভাস্‌তিছে যেন সোণার চাঁপা।
শ্রীমন্ত। কোথা ডিঙ্গা?
১ম মাঝি। ডিঙ্গা তোমার নয়,
বল্লে যে শ্রীপতি সদাগরের।
শ্রীমন্ত। চলো দেখি গিয়ে কোথায় তরণী।
১ম মাঝি। হায়ে, এ ক্যাবন্ সদাগর!
আপনারে ডিঙ্গা কবে?
মোদের দেখিয়ে দিতি হবে;
কয়বল্ ছেলাটা—
ওকি সদাগরীতে যাতি পারবে?

(গণৎকারের প্রবেশ)

গণ। খুড়ো!
তোমার ডিঙ্গে সাত খান ভাসছে জলে,
বৌ-ঠাকরুণ বল্লে যাবে সিংহলে,
বড় লগ্ন ছিল,
আজ বৈকেলে যাত্রা করলে,
বায়ু বইবে ঈশান কোণে,
ভোরে যেত ধনে ধনে,
দক্ষিণে কেতু, রাহু বাম;
পূর্ণ করেন মনস্কাম।
শ্রীমন্ত। এস যাই দেখি গিয়ে তরী।
গণ। বড় ভাগ্যিমান এ সাধুর পো;
বেড়ে উঠ্‌বে শোঁ শোঁ।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

পূজাগৃহ।

খুল্লনা।

ভূপ খাম্বাজ—একতালা।

জয় নীলবসনা, পদ্মাসনা
বিমল-উজ্জ্বল-বরণে।
মধুর হাস তমোবিনাশ,
মন বিকাশ স্মরণে॥
নগবালা নব মল্লিকামাল,
নব নীরদ কেশজাল,
নব নিশাকর শোভিত ভাল,
তড়িত জড়িত চরণে॥

ভয়হরী তারা ত্রিতাপতারিণী,
শরণাগত-শমন-বারিণী,
পরমা প্রকৃতি প্রমথ-চারিণী,
দুর্গা দুখহরণে ॥

ুল্ল। হেমাঙ্গিনী, হেমঘটে হও অধিষ্ঠান,
পদছায়া দেহ গো অভয়া,
পূজা ধর মহামায়া !
কৃপা করি ইচ্ছায় মা গড়িয়াছ তরী,
পদতরী শুভঙ্করী ! দিও মা, ছিরেরে,
দেখা দিয়ে বলেছ দাসীরে,
পূজা লবে দয়াময়ি !
হও মা সদয়,
কিঙ্করীর ঘুচাও গো ভয়,
ইচ্ছাময়ি ! ইচ্ছায় তোমার
ছিরে যাবে পারাবার পার,
দেখ, যেন থাকে মনে গণেশজননি,
দুরিতনাশিনি !
দুর্গমে দিও মা দরশন।
ছিরে তোর, দিয়েছ আমায়,
তোর দাসে, সঁপি তোর পায়,
স্থান দিও, ভুল না ভৈরবি !
পাথার দুস্তার,
নিস্তারিণি ! কর মা নিস্তার ;
মা ! আমার ছিরে এনে দিও ঘরে,
মহেশমহিষি !
দাসীর মিনতি রেখো,
দেখ, দেখ দুখিনীর ধনে।

খম্বাজ ছায়ানট—যৎ।

কিঙ্করীরে কৃপাময়ি ! ভুলেছ কি আছে মনে,
পূজিতে রাজীবপদ বারি করে দু'নয়নে ॥
পরাণ শিহরে তারা, ভাসাব নয়ন-তারা,
অভাগিনী পতিহারা, সন্তানে সঁপি চরণে।

(শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। শুভদিন আজি,
আজি যাত্রা করিব জননি।
খুল্লনা। শোন্ ছিরে, পূজ অভয়ারে,
মাগ' মনোমত বর,
কর ধ্যান এক মনে মায়ের চরণ—
ইচ্ছাময়ী প্রসন্ন হইবে,
সুফল ফলিবে,
বিফল সকলি মায়ের করুণা বিনা।
নিলে মার নাম, পূর্ণ সর্ব্বকাম,
গভীর সাগরে, উচ্চ গিরিশিরে,
রণে, বনে, শ্মশানে, নাহিক ভয়।
দয়াময়ী মা আমার,
কর সার পদযুগ তাঁর,
পারাবার তরিবে গো-ক্ষুর সম।

শ্রীমন্ত।—

কেদারা কামোদ—একতালা।

দেখ মা আমারে, অকূল পাথারে,
গিরিশ-মানস-আসনা।
পিতা পরবাসে, যাব বড় আশে,
শবাসনা পুর বাসনা ॥
শঙ্করি শঙ্করি ! সভয়ে, দেখো দেখো ওমা অভয়ে,
ভুল না ভুল মা ভবেশ-ললনা,
করো না দাসে ছলনা ॥

দাসে দয়া কর কালি ! ঘুচাও মনের কালী,
মুণ্ডমালী মহেশমোহিনী।
হর-রমা দুখ হর, কলঙ্ক ভঞ্জন কর,
অপাঙ্গে মা শশাঙ্কধারিণী।
গৃহবাস পরিহরি, অকূলে ভাসাব তরী,
শুভঙ্করি তুমি মা ভরসা।
যাব মা গো বড় আশে, নিরাশ ক'র না দাসে,
হর দুর্গে দীনের দুর্দ্দশা।

সহে না মা অপমান, রাঙা পদে দেহ স্থান,
দেখ তারা সন্তান তোমার।
তুমি অনাথের গতি, দেখ দেখ হৈমবতি,
ভুল না মা সন্তানের ভার।

বেহাগ খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মা ব'লে ডাকিলে তোরে,
আশার হৃদয় পূরে।
ভেসে যাব পারাবারে,
থেকো না থেকো না দূরে॥
কৃপা কর হৈমবতি,
পদে যেন রহে মতি,
তব নামে ভগবতি, অন্তর ভাসে মধুরে॥

(গণকের প্রবেশ)

গণ। থামাও এখন পুজোর কিল্‌কিলি;
যাত্রা ক'ত্তে হবে বেলাবেলি।
শ্রীমন্ত। মা গো! হয়েছে সময়,
বিদায় কর মা মোরে;
মঙ্গলার কর মা অর্চ্চনা—
কর মা মঙ্গল-গান।
শুভ লগ্নে করি মা পয়ান,
আসিব মা ধরিয়ে পিতার কর।
খুল্লনা। লহ এ অঙ্গুরী—
পেলে পিতৃ-দরশন দিও নিদর্শন।
"অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা তুলি
দিই মা, ছেলের হাতে,
দেখ চণ্ডি! ভুল না কো,
থেকো সাথে সাথে॥
তোমার ছিরে এল ঘরে অধিক কব কি।
সঙ্কটে সাগরে দেখ হিমালয়ের ঝি॥"
শুন বাছা! রেখ মনে মায়ের বচন,
দুর্গা নাম ভুল না কখন;
যথা যেরূপে রহিবে, দুর্গা নাম লবে,
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে তোর;
যেবা নিত্য দুর্গা নাম লয়,
বিপদ না রয়,
ভব-ভয় ঘুচে অনায়াসে!
পূর্ণ কাম, ভুল না সে নাম,
দেখ রে, ভুল না কথা,—
যাত্রা কর "দুর্গা—দুর্গা" বলে।

আড়ান খাম্বাজ—একতালা।

দুর্গে দীনদুখহারিণী,
শিবরাণী ভবভয়বারিণী।
জাগো, মাগো হৃদয়ে—
জয়দে জগজ্জননী॥
অপারে দূরে, বিপদ-সাগরে,
দুর্গা নাম বল অবিরাম,
দয়াময়ী হর-ঘরণী॥
রঞ্জিত রাঙা চরণকমলে,
মধুসাগর সতত উথলে,
প্রাণ সদা পিও কুতূহলে,
দূরে যাবে দুখরজনী॥

শ্রীমন্ত। বড় মাতা! বিদায় যাচি গো পদে—
লহনা। বাছা! তোর চাঁদ মুখ—
আর কদ্দিনে দেখ্‌তে পাব?
ছিরে!
তো বিনে আমার পুরী
অন্ধকার হবে।
শ্রীমন্ত। দুর্ব্বলা, কর গো আশীর্ব্বাদ।
দুর্ব্বলা। মনের সুখে থেক;
বাপ-পোয়ে ঘরকে এস।
গণ। এই ব্যালা ডান পা বাড়াও।—
সকলে। দুর্গা! দুর্গা!—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মগরার মোহানা।

শ্রীমন্ত ও নাবিকগণ।

নাবিকগণ।

মঙ্গল-বিভাস—খেম্‌টা।

ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠাছে,
কত্তিছে গোঁ গোঁ—
ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থো।
হ্যাদে দ্যাখ্‌ চাক্‌চিকুনি,
দ্যাখ্‌বি হ্যানে জলের ঘানি,
ঝোড়ো দাদা উগ্র ক'রে আস্‌তিছে সোঁ সোঁ—
শেষে সামাল দিতে নারবা ডিঙ্গা,
ডাকবে বুড়ো কোঁকোর কোঁ॥

শ্রীমন্ত। যিনি মেঘের গর্জ্জন,
একি ভীম জল-নাদ!—
জল, জল চারিদিকে,
স্থল নাহি দেখি আর,
উঠে—ফোটে—ছোটে,—
স্থির কোথা দর্পণ যেমন,
কোথা মহারোলে পাকে পাকে ঘুরে;
এই কি সমুদ্র, কর্ণধার?

মাজি। এ মগ্‌রার মোহানা গো।
ডিঙ্গে বেঁধে থোব ভাব্‌ছি;
ওরে, ডান পারের টেক্‌ ভেগ্যা বা—
ম্যাঘ্‌টা উঠ্‌ছেছে ধাঁ ধাঁ!

শ্রীমন্ত। দেখ দেখ কর্ণধার!
অকস্মাৎ ঘোর মেঘ উঠিছে ঈশানে;
বুঝি দ্রুত ইরম্মদ বাহনে ছুটিছে,
গগন ঘেরিছে,
চারিদিক্‌ এখনি ঘেরিবে,
যেন কালের দর্পণ।
কাল জল দেখে কাঁপে কায়,
দেখ উল্কাপ্রায় ধায় মেঘরাশি,
দলকে দামিনী,
গর্জ্জনাদে বিদারিয়া দিশা।
একি ঘোর নিবিড় তমসা,
যেন কোটি দৈত্যের ফুৎকার,
ঘোর হুহুঙ্কার,
এলো এলো এলো মহা বায়।

মাজি। হ্যাদে বাদামওয়ালা!

সকলে। আরে গেল-গেল-গেল—

১ম না। হ্যাদে টান দে—

২য় না। দিতি হয় টান এসে দে;
হাঁপানে নাকানি চোপানি খাওয়াচ্ছে।

৩য় না। হ্যাদে! ডিঙ্গা দুল খায়।

২য় না। সাহুর পোলা, দেবতার নাম নে—
এ হাঁপানে ডিঙ্গা রাখ্‌তি পারে—
কেটার দাদা?

শ্রীমন্ত। বুঝি আর নাহিক নিস্তার,
আশাশূন্য অকূল পাথার,
একি ভয়ঙ্কর জলধারা—
জ্ঞান হয়, একাকার হবে পুন।
ঘোরনাদী তরঙ্গ বিশাল,
তাল তরু সম তোলে শির;
ডিঙ্গা লয়ে খেলিছে ভৈরবী খেলা।
তোলে ফেলে, গেল বুঝি গেল তরী,
বিষম সঙ্কটে কে আসিবে তটে;
শঙ্করি! রাখ গো পায়
রক্ষ রণাঙ্গনা, আঁধার বরণা,
এ ঘোর আঁধারে নাহি দেখি দিশা;
করি-করাকার ধারা অনিবার,

রাখ দাসে করীন্দ্রনাশিনি!
বিদ্যুৎবরণি!
আকুল পরাণী দারুণ যামিনী হেরি;
ঘন ঘোর ছাদে গগন নিনাদে,
কাঁদে প্রাণ রাখ কৃপাময়ি!
মত্তরূপে তরঙ্গ ধাইছে,
কল্যাণি! শ্রীপদে রাখ;
রাঙা পদ ভবার্ণবে তরী
আইলাম স্মরি,
ক্ষুদ্র জলে কেন তবে ডুবে মরি?

জয়জয়ন্তী মল্লার—ঝাঁপতাল।

তুমি মা রয়েছ কাছে, মা আমারে বলে দেছে
ছেলে বলে নে মা কোলে,
ভয়ে মরি ডুবি পাছে॥
কাঁদিলে মা এস ধেয়ে, কেন মা না দেখ চেয়ে,
মা কি তুমি নও মা তারা,
মা তুমি ত মা বলেছে॥

সকলে। গেল গো! গেল গো!
শ্রীমন্ত। এখনি ডুবিবে তরী,
দুর্গে! তার দুস্তারে দীনেরে।

[ঝম্প প্রদান।

সকলে। ওরে চর চর!
বজি গাড়, বজি গাড়।
শ্রীমন্ত। একি অকস্মাৎ দিনমণি ভাতে,
বারি বিন্দু নাহি আর—
নাহি সমীরণ সন্‌সনি;
স্থির শান্ত জল,
যেন মরুস্থল, জলধারা,
হয় নাই কোন কালে।
নির্মল গগন!
বোম্বেটে ঘরে ঘরে দিয়ে,
প্রতিবিম্ব নীরে,
দিক্‌ হাসে, হাসে ধরা সর্ব্বাঙ্গ পরি;
কি কুহক বুঝিতে না পারি।
২য় নাবিক। ছাদে এই পাঁচগণ্ডা—
আর এই দু বছর ডাঁড় ধর্‌তেছি,
মগরার এমনটা ত দেখি নি;
হেথা আঁধি এলে,
তিন দিনের কম ত ছাড়ে না,
মোর মেজ তালুই বল্‌ত—
এই মগ্‌রাটা আঁধির জড়।
ছাদে আর জলে ডাঁড়িয়ে কেন—
ও সাধুর পোলা?
শ্রীমন্ত। সকলি মা করুণা তোমার,
সারাৎসারা পরাৎপরা ভবদারা,
দীনে দয়াময়ী বিনে, দুর্গম অরণ্যে,
জলে, স্থলে, অনলে, গরলে,
রণে, বনে, বিপদ-সাগরে
কে তারে মা তারা!

সাহানা খাম্বাজ—তাল-ফের্‌তা

শরণাগত দীনে, কে রাখে
জননী বিনে।
আকিঞ্চন, যেন রহে মন,
নিরত রাঙা চরণে॥
ভীত তাপিত শঙ্কিত জন,
যে চাহে রাঙা পদ শরণ,
প্রসন্নময়ি! প্রবীন তখনি,
দুর্গমে রণে গহনে॥
ডাক মা বলি বদন ভরি,
দিনকর শশী ভ্রমে যারে ডরি,
যার মহিমা প্রকাশে পবন,
ভুল না ভুল না, মা ব'লে ডাক না,
কিবা ডর আর শমনে॥

চল, যাও, আর দণ্ডা কিবা—
দয়াময়ী করেছেন দয়া ;
দেখ ধ্বজা—
পশ্চাতে আসিছে ছয় ডিঙ্গা।

(নাবিকগণের গীত।)

আবে ! দ্যাখ্ উঠ্‌ল রে ফুরফুরে বা,
কেমন কেমন করে গা।
বদন তুলে বৌ সোনা তুই কিরে চা।
চাঁদের কোণা খাইছ হাঁচি পান ;
কও না কথা, দিস্ নে ব্যথা;
রাখ্ না ম্যানে মান,
তোর গোসা ভারি, সইতে নারি,
দ্যাখ্‌নারে তোর ধরি পা ॥

[প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

(শূন্যে চণ্ডী ও পদ্মা)

চণ্ডী। দ্যাখ্ পদ্মা !
ছিরে মোরে তোলে নি সঙ্কটে।
পদ্মা। মা গো ! মনোভ্রান্তি ঘুচাও মা মোর,
বুঝিতে না পারি,
কি ভাবে গো ভবেশ্বরী !—
অনায়াসে বলে দিতে পারি,
কোথা সাগর-জঠরে, প্রস্তর-পিঞ্জরে,
ক্ষুদ্র কীট কিবা করে ;
কিবা ব্রহ্মলোকে পরম পুলকে,
চতুর্ম্মুখ কি ভাবে মগন ;
মা গো !
তোর চরণ-কৃপায় সকলি ত জানি,
কিন্তু মা গো বুঝিতে না পারি,
ভক্ত সনে খেলা তোর।
এই ত মা আজ্ঞায় তোমার,
যেন তীর পারাবার,
জল খেয়ে শতমুখী হ'য়ে—
নদ নদী অগণন।
ভূতগণ গগনে বাধিল,
পলকে অমনি হাসে দিনমণি ;
কেন গো জননি !
কি কাজে এ কাজ তোর ?
চণ্ডী। শোন্ পদ্মা !
মোহে অন্ধ ভবে ভ্রমে নর—
পাছে মৃত্যু দণ্ড লয়ে ধায়,
ফিরিয়ে না চায়,
মদগর্ব্বে উন্মত্ত বেড়ায় ;
রিপুর বন্ধনে,
আগু পাছু যাইতে না পারে।
এক চক্রে ঘোরে,
বার বার মজে, বুঝেও না বুঝে,—
জড় প্রকৃতি জড়িত।
জড় ইন্দ্রিয় চালিত,
জড়তায় চৈতন্য লুকায়,
সুখ-লিপ্সা সহজে প্রবল,
তাহে আশা করে ছল।
ওঠে নাবে অর্ণবে যেমন,
হিংসি পরস্পরে মহাপাপ ঘোরে ;
ডুবায় নরকে তোবে।
আহা !
জীবের এ দশা দেখিতে না পারি আমি,
হায় ! হায় ! কাঁদিতে না চায়,
জড়তা কেমনে যাবে ?
জলপর না হ'লে বিমল,
কোল দিলে সে ত না জানিবে,
মম প্রেম সে ত না বুঝিবে ;
না ঝরিলে নয়নের জল,

না ফোটে কমল,
প্রেমে কমলিনী পাজে—
নাচায় চৈতন্ত রবি।
সে আলোক বিনা কল না কেমনে,
ভক্ত মম রবে মম কোলে ;
জ্যোতির্ম্ময়ী আমি, ক্লেশ তার হবে তায়।
ছিরে মা বলে আমায়—
হৃদয় জুড়ায় শুনে,
পদাশ্রয় দিব তারে।
তাই তারে করিব ছলনা,
ভক্তি যাহে পায় উত্তেজনা ;
ভক্ত মোরে ভক্তিপাশে ফেলে।

পদ্মা। মা গো!
তত্ত্ব কে বুঝিবে তোর,
পঞ্চানন ধ্যানে নাহি পায় ;
কি কাজ করিব মাতা!

চণ্ডী। চল কালীদহে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সেতুবন্ধ।

নাবিকগণ ও শ্রীমন্ত।

মাঝি। হে কর্ত্তা!
রামায়ণ মুই শুন্‌ছাম ;
সীতার গাদের কাছে কিছু ঘাট ঠেকে ?

শ্রীমন্ত। শুন কর্ণধার, অপূর্ব্ব কথন,
কপিগণ বেঁধেছিল এ জাঙ্গাল ;
ঐ দেখ শিবের মন্দির,
রামের রামেশ্বর নামে—
তারে সর্ব্ব-নারায়ণ জগৎ-দেবতা।

২য় না। হাদে কর্ত্তা!
তবে নাকি শুন্‌ছি—
হনুমালটা সাগর লেপিয়েল ?

মাঝি। ওরে! টান্ দে—টান্ দে—

শ্রীমন্ত। বলেছি তোমারে সাগর-লঙ্ঘন কথা।

মাঝি। হাদে! পাল ছেড়ে দে—
খুঁজ্‌তে গিয়েল কারে ?

২য় না। মনে রাখ্‌তি পারে না ;
ঐ হনুমালটা হেরিয়েল।

শ্রীমন্ত। হরেছিল সীতারে রাবণ।

৩য় না। ওই শুন্‌চিস্ ?
যেটার নাক কেটে দিয়ে
হাদে বাইতে জানে না ;
কও কর্ত্তা কও ?

মাঝি। রামটা জুয়ান কেমন ছিল গো ?

২য় না। বড্ডি—
দশটা মাথা কড়্‌মড়িয়ে খায়!

৩য় না। বুঝি গর্দানটা খুব জবর ছ্যাল।

শ্রীমন্ত। ভূতপতি ভব, ভব-ভয়-বার,
রামেশ্বর হর দুঃখ তার ;
পিণাক পণ্ডিত পবিত্র পাতা,
পিতা নিরুদ্দেশ উদ্দেশ দাতা ;
কাতর কিঙ্কর চরণ মাগে,
আরজ পানি হৃদয়ে জাগে—
ভাসি ভাসি নমি পাথার মাঝে ;
স্থান দিও পদে রাজীবরাজে।

২য় না। হাদে দেখ্—
কর্ত্তা মোকের মন্দির দেখ্‌লিই
বিড়্‌বিড় বিড়্‌বিড় বক্তি থাকে ;
প্যাঁচের মান দে—
হাদে ও কর্ত্তা কি বল্‌তেছিলে ?
হা, রাবণটার নাক কেটে দিল ;
রাবণটা বল ছিল কার ?
ওর ভাইরে না বল্‌তি পেল ?

১ম মা। হাঁ চুপ দে বয়ের খোকা!

শ্রীমন্ত। জয় কর্ণধার,
রামেশ্বর মহাদেব পূজে,
রামচন্দ্র পেয়েছিল সীতা,
আহা! মনোবাঞ্ছা পূরিবে কি মোর?

মাজি। তুই তেড়্যা, বজি হনুমানটা হেরিয়েল,
হেরিয়েলো সীতে, শোন!

শ্রীমন্ত। আহা! কিবা নীলচক্র মনোহর,
তমালনীলিমা জিনি
কিবা নীলিমা বিশাল,
নীল ধীর তরঙ্গ উথাল,
নীল বক্ষে নীলাকাশ ছবি ধরে,
আহা!
ঊর্দ্ধে নিয়ে তাতে দিনকর;
কিরণ নিকর জড়িত তরঙ্গ খেলে,
মম হৃদি-স্থলে দে মা দুর্গা, আসি দেখা,
তব পদ স্মরি ভাসি এ অকূল মাঝে;
ভুল না মা হৈমবতি!
মা গো, নিলে তোর নাম,
আশায় হৃদয় নাচে!
নিলে তোর নাম কলঙ্ক পলায় দূরে,
কালি! হৃদয়ের কালী কর দূর,
হায়! কোথায় জনক মম,
কবে পিতা বলে পুলকে পূরিবে প্রাণ,
হবে মম সার্থক জীবন,
পবিত্রা সাবিত্রী সম জননী আমার,
দাসী তোর মহেশমহিষি;
দেখ মা মা, কলঙ্ক আছয় নাহে।

২য় মা। বেশ কর্তা!
বলি হনুমানটা পেলিই এলো
তো লেজে আগুন দিলে কার?
তাল বলতি পারিস,
হাবে ত বাছিরে রামায়ণ ত জানিস,—

মাজি। লে, টান দে,—টান দে,

২য় মা। টান দিচ্চি,—
তুই কইতে পারিস?

মাজি। পুছ কর সাধুর পোলারে,
মোরে পুছ কর, ভটচাজ্জি পেইচ?
ছলটা ধরা তোর কেমন বাই,
শুনলি লেজে আগুন দিলে,—বস!

২য় মা। কথাটা পড়লিই শুনিয়ে বুক ঢুকে হয়।

মাজি। লে, রাখ তোর খোজাখুজি,
সোজাসুজি ডাঁড় বেয়ে চল্।
ঐ বজি না দেখিয়ে,
সাধুর পোলা এক গোল জুড়ে,
বলি ও কর্তা!
এ হাল যে কেউ টানতি চায় না,
তুমি ত রামায়ণ গান কচ্চ,
পুছ্‌বে এনে ন্যাজির কথা।

শ্রীমন্ত। বাহ তরী দিব পুরস্কার,
পাব কি পিতার দরশন?
সীমাশূন্য সলিল প্রান্তর,
কোথা পাব, কোথায় খুঁজিব;
এতদিন সিংহলে কি হেতু পিতা মোর,
বুঝি বিধি বাম,
না পাইব পিতৃ-দরশন;
নিরুপায়ে উপায় মা তুমি,
ভরসা মা চরণ দু'খানি—
নহে কি গো ভাসি এ অর্ণবে;
মা গো!
তীর সম বেগে তরী যায়—
তবু প্রাণ ধায় আগে আগে,
যত দিন যয়, তত মন ব্যাকুল হয়;
কোথায় আমার পিতা,
আমি অভাজন, চরণ-বর্জিত,
কখন কি পাব!
উঠে কোলে,
পিতা বোলে শীতল হবো।

কর্ণধার! কতদূর আর,
কত পথ সিংহল যাইতে?

মাঝি। কর্ত্তা! এ তোমার রামায়ণ নয়,
পট্ পট্ কল্তি থাক্বে,
এ পানী টাল্তি মাল্তি হবে!
মোরা কি কসুর কত্তি লেগেছি,
দিন রাত বাইতিছি।

শ্রীমন্ত। মম হৃদি-বেগ নাহি জান কর্ণধার,
মনে লয় পক্ষভরে যাই উড়ে,
মনে হয়,
অকূল পাথার সাঁতারিয়ে হই পার।

মাঝি। হাদে, সাধুর পোলা,
কিড়িক্ কিড়িক্ বক্তিছ, বক,
সাঁতার দিবার চাও কলে,
দেখ্তেছ—
মহাসাটার বিগে,
গোঁ গুঁইরে জল ঢুক্তেছে,
এরিয়ে বলে লঙ্কার মহানা।

২য় না। হাদে, এটা কোন লঙ্কা গো?
যেতা খুব আম খেয়ে এলো!

মাঝি। আম খেয়েলো পেয়েলো—
তু-সুমুন্দি কি,
যেন্ন রামায়ণ খুচিয়ে তোলচেন,
তুই বড় খোট ধরিয়েওয়ালা,
বলদিনি?
গিন্নির পালায় তোরে একটা জিজ্ঞাসি?
"মাঠে বসি খেলতি ছিল—
মসলমানের ছেলে"
কহিনিই?

২য় না। হাদে মাঝি, পুছ্ কর্তেছে ব্যাখ।

মাঝি। পুছ্ কর্তেছে ব্যাখ,
উনি নাকের কথা পুছ্ কর্বার পারেন,
আর কেউ পুছ্ কর্বার পারে না;
[illegible]
চ তুই চ;
তোরে ফের মুই পুছ কর্বো।

২য় না। চ দেখি কেটা—
পুছ্ কর্বার মত পুছ্ করে,
বল দেখি কোকিল ডাহে কেন?

মাঝি। হেরে, তোরা টান্বি? না,
বকর্ বকর্ কত্তি দিবি?
কোয়েল ডাহে কেন?
কোয়েল ডাহে তোর ব'নেরে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কালীদহ।

নাবিকগণ ও শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত। আহা! হেথা কোথা শুনি পিকরব,
সীমাশূন্য সলিল মাঝারে,
ভ্রমর গুঞ্জন কিবা হেতু?
আহা! মৃদু মধু কুসুম সৌরভ,
কোথা হতে বহিছে অনিল?
দেখ চেয়ে, দেখ দেখ চেয়ে,
অসীম সাগরে কি সুন্দর উপবন!
থরে থরে স্তবকে স্তবকে,
নানাবর্ণ ফুটিয়াছে শতদল!
কুমুদ কহলার কোকনদ নানারাগে,
অনুরাগে উড়ে বসে অলি,
হংস হংসী সুখে করে কেলি,
প্রেমরণে মৃণাল ধরিয়া টানে।
চক্রবাক চক্রবাকী খেলিতেছে সুখে,
মুখে মুখে খঞ্জনী খঞ্জনে ধরে,
ডাহুকী ডাহুকে [illegible]

পদ্মবনে আনন্দ উৎসব!
ষড়্ ঋতু বিরাজে এ স্থানে;
কুহুতান মন্দ মন্দ,
মেঘের গর্জন সনে,
কার এই কুসুম-ভাণ্ডার?

মাজি। হাদে ও কর্ত্তা,
জলের মাঝে ভাঁড়ার পালে কমনে?

শ্রীমন্ত। দেখ দেখ কর্ণধার,
কুসুম রতন কত,
হাসে ভাসে স্থির কালীদহে।

পঞ্চম বাহার—একতালা।

সাগর ধরে আদরে হৃদয়ে,
অসীম কুসুম প্রান্তর।
ধীর সলিল ঢল ঢল,
মৃদু অনিল তর তর॥
শতদল কত দোলে দলে দলে,
যেন শত শশী ভাসে কাল জলে,
আমোদিনী ভাতে কুমুদিনী,
তরুণ তপন যেন মণিশ্রেণী,
রক্ত পীত সিত রাগে,
কহ্লারমালা হাসে অনুরাগে,
অলি-ছোটে, মধু লোটে—
বিহঙ্গ গীত উথলে কত,
কুহু কুহু পিক স্বর॥

ক্রোড় অঙ্ক।

শ্রীমন্ত নাবিকগণ

শ্রীমন্ত। দেখ দেখ কর্ণধার!

বেশ বেহাগ—কাওয়ালী।

চাঁচর চিকুর কাল-কাদম্বিনী।
কে বামা নবীনা নলিনী-বাসিনী?
ধীরে কত চাঁদ নখরে ফিরে,
দোলে রাঙা পদ কত কমলকুঞ্জে,
মধু আশে কত ভ্রমর গুঞ্জে;
মরি মরি, কিবা মাধুরী নেহারি,
হেমজড়িত দামিনী॥
গ্রাসে রমণী করি ধরি করে,
উগারে পুন প্রাণ শিহরে,
হাসে, তম নাশে,
কত রবি ছবি কিরণে ঠিকরে,
পল্লব জিনি নবীন অধরে,
করী ধরে কে রে ভামিনী॥

মাজি। হাদে এটা খেপা নাকি?
বল্‌তিছে কি?
হাদে কর্ত্তা, কি গো!

শ্রীমন্ত। হের মনোহর কমল কাননে,
ভয়ঙ্করী সুন্দরী বিহরে,
এলাইত বেণী, জিনি কাদম্বিনী,
গ্রাসে করী ধরি বিকটদশনা,
দেখ না ললনা
শতদলে বসিয়াছে জলে,
ভুবনমোহিনী,
নাহি জানি কেবা কুহকিনী,
নীরে নারী ভয়ঙ্করী,
রূপা নিরুপমা, পদতলে লোটে রবি।

মাজি। হাদে কর্ত্তা কই গো?

শ্রীমন্ত। দেখ দেখ কালীদহে,
তরঙ্গে না জানি,
কমলিনী কেমনে ফুটিল ?
কমলে কামিনী কোথা হতে এলো ?
করী ধরে করে—
কমল মৃণালে ভার নাহি লাগে তায়।
কাঁপে প্রাণ ত্রাসে,
অনায়াসে বারণ গ্রাসিছে
দেখ দেখ সুন্দরী ভাসিছে,
কালীদহে কমল আসনে ;
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়,
পিয়ে মধু কমল আধারে,
গুঞ্জি ভৃঙ্গ কমল-চরণে লোটে।
ওঠে ধ্বনি মধুর কিঙ্কণী জিনি,
জলে মহোৎসব, শুনি পিকরব,
ভয়ে পবন না চলে,
বসি শতদলে,
দেখ ! বামা খেলিছে ভৈরবী খেলা।
৩য় না। হাদে কনে কর্ত্তা !
২য় না। আরে চুপ দে হালা,
দেখ্‌তিছিস্ নি,
বিড়্বির বিড়্বির বকি থাকে,
জলে ঝাঁপ দিতে চায় !
জলের বিচ্ খালে বলে কোহেল ডাহে,
আর দেখ্ না,
বল্‌তেছে মেয়ে ছেলেটা, নাহি,
হাতী গিল্‌তে পারে।
শ্রীমন্ত। আহা ! জুড়াল এ প্রাণ,
হেরি রাঙা চরণ দু'খানি ;
সাধ হয় ধরি হৃদে,
প্রাণ চায় বিকাইতে পায়,
মা বলিতে রসনা ব্যাকুল,
ভয়ে কাঁপে কায়, তবু আঁখি ধায়,
হেরিবারে বারণবদনী।
৩য় না। হাদে এহানে চর পালি হয়,
এ পাগ্‌লারে নি,—
কোন্ সুবুদ্দি বাইতি পারে !
২য় না। চর পালি মুই মর্‌বো,
ছেরেগিরি কর্‌তি ত
আর জান দিতি আসি নি ?
গোলুইয়ে চল্‌তিছি,
ডাঁর গে ধত্তেছি,
ধেকা মেরে কি
দরিয়ার বিচে ফেলায় দিবে ?
জান দিতে কি চাট্‌গা থেকে আইচি ?
শ্রীমন্ত। দেখি দেখি, দেখিতে না পাই,
পুন হাসে কমলবাসিনী,
পুন করী গ্রাসে, উগারে ভামিনী পুনঃ—
দেখ দেখ কর্ণধার !
মাজি। বিয়ানথে দেখ্‌তেছি,
গণ্ডার ধত্তেছে, হাতী ধত্তেছে,
একটা বাগ পালি ধর্‌বে ন্যানে ?
শ্রীমন্ত। ভাগ্যবান্ !
এ সাগরে কেবা অধিকারী,
এ অসীম প্রসূনভাণ্ডার বল কার ?
অধিষ্ঠাত্রী কে দেবতা রাখে বন ;
হের কিবা অপূর্ব্ব এ লীলা,
করী সদা দলে মৃণালিনী,
হের ! নবীনা রমণী,
নিবারিছে প্রমত্ত বারণে ;
যথা মানব হৃদয় মৃণালিনীময়,
গর্ব্বমত্ত করী তাহে দলে,
করুণায় গর্ব্ব পরাজয়,
চিত-শতদলে, দলিতে না পারে,
শতদলপরে,
করুণাপ্রতিমা আনন্দে বিহরে,
হের আজি নীরে সেই খেলা !
২য় না। হাদে বলতিছে,

ছাতীর উপর হাতী চালায় দিবে!
ছাদে মামু সেঁতরে পালিয়ে যাই,
চয়ে গেলি আর জান থাক্‌বে না,
হাতী নিয়ে ছাতির উপর চাপাবে।

মাজি। আরে চুপ্ দে,
যা বলে তা শুনে যা,
তোরে আমি বলতেছিলুম্,
রামায়ণের কথা ভুলিস্ না।

শ্রীমন্ত। সাক্ষী হও ওহে কর্ণধার,
নৃপতিরে দিব সমাচার,
কালীদহে দেখিলাম কিবা ছবি।

মাজি। ভাব্‌চ কেন কর্ত্তা,
মোরা ঠিক্ ঠাক্ বল্‌বো,
জলের বিচে কমলকলি ফুলতিছে,
হাতীটা ধরতিছে আর গিলতিছে!

ক্রোড় অঙ্ক।

শ্রীমন্ত ও কর্ণধার।

শ্রীমন্ত। ধন্য কর্ণধার!
ধন্য তব তরী-সঞ্চালন
তীর বেগে বারি মাঝে ধায়;
দেখিতে দেখিতে কালীদহ লুকাইল!

পরজ ভৈঁরো—কাওয়ালী।

কুস্বপ্ন সুখ স্বপন।
কমলবাসিনী, লুকাল কামিনী,
লুকাল করী কমল-বন॥
মরি কি মাধুরী, ভুলিতে কি পারি,
বিমল বারি কুসুম সারি,
অমলিনী নারী, গ্রাসে করী ধরি,
নিয়ত নেহারে মন।
রাঙা পদ ঝলকে, দামিনী খেলে পুলকে
একি একি একি, দেখি দেখি দেখি,
ভুলিতে নারে নয়ন॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাজা ও সভাসদ্‌গণ।

সভা। মহারাজ!
যে সখের কালীদহ পেয়েছেন,
কত লোকের কপালে যে দ' পড়্‌বে,
তার ঠিকানা নাই!

রাজা। হা হা! মিথ্যা কথা কয় কেন সব!—
কিন্তু আর অনেক দিন হলো,
সওদাগর এলে নাই।

সভা। মহারাজের কাজটা অনেক দিন
চলে আস্‌ছে,
দেশে বিদেশে ধ্বজা উঠেছে;
আর মহারাজের যে কারাগারের্ভাণ্ডার,
তার বাহারি এক,—
যেন পশুশালা,—
তর বেতর জানোয়ার
দাড়ি গোঁপ নিয়ে বাহার দিচ্ছেন!

মন্ত্রী। কেন কেন? মহারাজের দোষ কি?
এসে সব মিথ্যা কথা বলে কেন?

সভা। বলে কেন?— নইলে সর্ব্বনাশ হবে
কেন?

রাজা। সর্ব্বনাশ কি, কয়েদীদের
খেতে দিতে কত পড়ে জান?
কেউ সাত ডিঙ্গা ধন আনুক,
কেউ দশ ডিঙ্গা ধন আনুক,
কেউ পনের ডিঙ্গা ধন আনুক,
তেমন পনের বৎসর খাবে।

সভা। আহা! যেমন কালীদহ অগাধ,
মহারাজের বুদ্ধিও তেমনি অগাধ!

রাজা। কই, কারুকে ত কেউ খালাস
কর্‌তে এলো না,
যারা পুরাণ কয়েদী,
খোরাক বন্ধ করে দাও।

সভা। মন্ত্রী মহাশয়ের শলা কি?
আমি ত বলি, এক দম মশানে নিয়ে
সাবাড় কর!
কালীদহ রয়েছে,
আবার কারাগার ভর্ত্তি হবে।

রাজা। বড় মন্দ ব'লছ না,
এই দেখ না,
কেউ সাত ডিঙ্গা ধন নিয়ে এসেছেন,
তারে চৌদ্দ বৎসর বসে খাওয়াও;
তবে কি জান,—
নাম লিখিয়ে সব হাড়গুলো রাখা চাই;
কারুর যদি ছেলে পুলে এল,
যদি অস্থি গঙ্গায় নিতে চায়।

ত্রী। সব হাড় রেখে আর কি হবে,
দুটো থাক্‌বে,
যদি নিতে আসে, একখানা খসিয়ে দেওয়া
যাবে।

ভা। আহা মন্ত্রী ম'শায়! আপনি মলে
রাজাকে সদুপদেশ কে দেবে?

জা। দেখ মন্ত্রি!
দিন কতক আর দেখা যাক্,
মানুষের যা দর হবে, হাড়ে তা হবে না,
সব হিসাব করে রাখ, কার কত খোরাক্
পড়ে।

সভা। তা' ত চাই, তা' ত চাই,
যে হিসাবী খোরাক দেবেন না মহারাজ,

(নেপথ্যে দামামা ধ্বনি)

মহারাজ! বুঝি প'ড়েছে,—প'ড়েছে!

রাজা। হাঁ, হাঁ, দামামার শব্দ শুনা যাচ্ছে,
কে এল, কারুকে তত্ত্ব নিতে পাঠাও না।

সভা। মহারাজ! সতর্ক কোটাল আছে,
ধর্‌তে বল্লে বেঁধে আনে,
হয় ত কালীদহ অবধি
মহারাজের কষ্ট কর্‌তে হবে না;
চোর বল্লেই বেঁধে আন্‌বে এখন।
অনেক দিন কিছু পড়ে নি,
হন্নে হয়ে আছে সব।

রাজা। ভাল মন্ত্রি! কিছু বল্‌তে পার?
সকলেই যে কালীদহে
কমলে কামিনী দেখে,
ব্যাপারটা কি?

সভা। মহারাজ! যার যেমন বরু,
কারু দিন ফুরালে কাল দেখে,
আর কপাল ভাঙ্‌লে কালীদহ দেখে
আর কারাগারে হাড় কালী হয়।

(শ্রীমন্ত ও কোটালের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। মহারাজের জয় হোক!

কোটাল। মহারাজ!
পরিচয় দিচ্ছে সওদাগর;
কিন্তু চোর কি, কি? বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

সভা। এক রকম বুঝে
বেঁধে আন্‌লেই হ'তো,
তা' এনেছ এনেছ,

এখানে সুবিচারের ত্রুটি হবে না ;
মন্ত্রী মহাশয় আছেন।
রাজা। কে তুমি ?
আহা ! অতি সুন্দর বালক !
সভা। মহারাজ ! ভাবিত হবেন না,
দিন কতক থাকলেই জলে মিশে যাবে।
রাজা। কে তুমি ?
শ্রীমন্ত। বাণিজ্যের আশে সাজাইয়া তরী,
এসেছি এ দেশে ভূপ।
দেশে দেশে ঘোষে তব যশ,
তাই আইনু তোমার আশ্রয়।
সভা। দিন কতক থাকলে চক্ষু কর্ণের
বিবাদ ঘুচবে ;
কি সব সামগ্রী এনেছ ?
শ্রীমন্ত। আনিয়াছি দ্রব্য নানাজাতি,—
বিনিময় হেতু ;
সুলভ যে দ্রব্য পাব, কিনে লব হেথা।
সভা। যদি সুলভ বল্লে—
তা অন্ধকার ঘরের চেয়ে,
এ দেশে আর সুলভ কিছুই নাই।
রাজা। দেখ দিব্যি ছেলেটি !
কোতোয়াল, এ সওদাগর।
মন্ত্রী। কিন্তু নজর রেখো,
কে কি রকমে আসে,
তাতো বুঝা যায় না।
শ্রীমন্ত। আনিয়াছি উপহার
নৃপতির তরে,
পেলে অনুমতি,—
রাজপদে করি সমর্পণ।
সভা। বলি, কিছু দেবে ত ?
তাতে রাজার অবারিত দ্বার,
কিছু মানা নাই।
[শ্রীমন্ত]। আনিয়াছি,—
অমূল্য মাণিক নৃপবর তরে ;
আর আর এনেছি রতন,
যোগ্যজনে বিতরণ হেতু।
সভা। বা—বা—বা !
এমন মানিক আর কটি তোমার আছে ?
শ্রীমন্ত। ইহা সম নাহি রত্ন আর,
শুনি,
যুধিষ্ঠির সিংহাসনে ছিল এ রতন।
রাজা। ভাল ভাল, তুমি ভাল সওদাগর ;
বলি নানান্ দেশ বেড়িয়ে এলে,
কোথাও কিছু কি দেখলে ?
শ্রীমন্ত। কত গ্রাম, কত দেশ হেরিনু নয়নে
গণনা কে করে তার ?
সভা। বলি সে কথা নয়, সে কথা নয়,
কালীদহে কিছু দেখ্‌লে ?
শ্রীমন্ত। মহাশয় !
অপরূপ দেখিয়াছি কালীদহে।
সভা। ও বাপু ! আমার কথা ছেড়ে দাও,
আজ্ পঁচিশ বৎসর দেখ্‌ছি।
মন্ত্রী। কালীদহে কি অপরূপ দেখ্‌লে ?
শ্রীমন্ত। জিনি নন্দন কানন,
হেরিলাম শতদলবন ;
পিক গায়, অলি গুঞ্জি ধায়,
কুতূহলে খঞ্জন খঞ্জনী খেলে।
সভা। মহারাজ !
এই ত সব ভূত মত হয়ে আস্‌ছে,
কোটাল গেল কোথা ?
বাপু ! তোমার ক'খান ডিঙ্গে ?
শ্রীমন্ত। সাত তরী সাগরে এনেছি।
রাজা। পদ্মবন কালীদহে দেখেছ নিশ্চয় ?
শ্রীমন্ত। কথা মিথ্যা নয়,
সাক্ষী আছে নাবিক সকল।
রাজা। বাপু !
জিজ্ঞাসা করি,
সদাগরী কি মিথ্যা না হলে হয় না ?

দেখ, তুমি বালক,
মিথ্যা কথার আবশ্যক কি ?
সভা। ওর তাদৃশ আবশ্যক নাই,
মহারাজের যৎকিঞ্চিৎ
আবশ্যক আছে কিনা।
বলে যাও, বলে যাও,—
জলে ত খুব পদ্মফুল দেখ্‌লে,—তারপর ?
রাজা। শোন, রাজা আমি,—
সাবধানে কথা কও,
যদি মিথ্যা হয়, ধনে প্রাণে যাবে।
সভা। তোফা বুক্‌ড়ি চাল খাবে,
আর ধোবা নাপতের খরচ নাই,
মজা মেরে থাক্‌বে।
শ্রীমন্ত। মিথ্যা নাহি বলি নরনাথ !
কালীদহে দেখিয়াছি কমলকানন,
শতদলে দেখেছি সুন্দরী,
করী ধরি গিলে—
উগারে কামিনী পুনঃ।
সভা। মহারাজ কোটালকে ডাকি।
রাজা। দেখ, তুমি বালক,—দেখে দয়া হয় ;—
রাজসভায় এসে কেন প্রতারণা ক'চ্ছ ?
শ্রীমন্ত। নাহি করি প্রতারণা,
দেখিলে ত প্রত্যয় হইবে ভূপ ?
রাজা। আর যদি না দেখাতে পার ?
শ্রীমন্ত। মহারাজ ! স্বচক্ষে দেখেছি,
দেখিয়াছে নাবিক সকল,
যদি মম কথা মিথ্যা হয়,
দণ্ড লব মহীপাল !
আছে সপ্ত তরী যাব পরিহরি।
রাজা। যদি মিথ্যা হয়,
তোমার তরী কেড়ে লব,
মশানে প্রাণবধ করবো।
সভা। হাঁ মহারাজ !
বধটা এই ছোক্‌রা দিয়েই সুরু হোক্।
শ্রীমন্ত। কিন্তু যদি কথা সত্য হয়,—
রাজা। তোমার সহিত কন্যার বিবাহ দিব,
আর অর্দ্ধেক রাজ্য দিব ;
কিন্তু এখনও ক্ষমা চাও,
পথে কি কেউ বলে যে—
এ কথায় আমি বড় সন্তুষ্ট হই ?
শ্রীমন্ত। মহারাজ ! প্রত্যক্ষ ঘটনা,
করেছি বর্ণনা,
হেরিয়াছি কমলেকামিনী।
সভা। হাঁ হাঁ, দেখেছ বই কি !
না দেখ্‌লে আর যমে ডাকবে কেন ?
রন্ধ্রগত শনি
না হলে কি আর সিংহলে এসেছ ?
শ্রীমন্ত। মহারাজ !
মিথ্যা নাহি কহি,
তরী মম রয়েছে প্রস্তুত,
দেখাইব কামিনী গিলিছে করী।
সভা। আজ এক দিন তোমারি কি রাজার,
বলি নেহাত রাজকন্যা বে করবে ?
শ্রীমন্ত। মহাশয় ! বাক্যব্যয় হেথা অকারণ,
রাজসভা পরিহাস স্থান নহে।
সভা। বলি বাপু ! যদি এত বোঝ,
জলে হাঙ্গর-কুমীর আছে বল্লে না কেন ?
বল্‌তে হয়,
মাচ ওড়ে, পাখী জাহাজ গেলে,
সে বরং দেখ্‌তে দেরী হতো,
না হয় উড়ে গেছে বল্লেই পারতে ;—
এ কমলে কামিনীর ফল
হাতে হাতে ফলে ;
সত্য মিথ্যা,
কালীদহ বেড়িয়ে এলেই বুঝ্‌তে পারবে।
শ্রীমন্ত। একি ! অবিশ্বাস কিবা হেতু ?
স্বচক্ষে দেখেছি,
দেখিয়াছে নাবিক সকল,

প্রাণ হয়েছে শীতল,
কমলে সুন্দরী হেরি।

সভা। আবার—
একবার বেড়িয়ে এলে ছিমাজ হবে।

রাজা। চল দেখি গিয়ে কোথা পদ্মবন?

সভা। মহারাজ! কোটালদেরও পেছনে পেছনে আসতে বলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

সুশীলা ও ধনপতি।

সুশীলা। কহ কারাবাসি!
কেন তুমি কথা নাহি কহ?
কেন মম খাদ্য দ্রব্য নাহি লহ?
বুঝিয়াছি অতি দুঃখী তুমি,
আমি নিত্য তব দুঃখে কাঁদি;
না দিবে উত্তর,
লহ তবে খাদ্যদ্রব্য,
আনিয়াছি তোমার কারণে।
দেখ,
চিরদিন দুঃখ আর নাহি রয়,
হইবে সময়, যাবে তুমি নিজ দেশে।

ধনপতি। রাজসুতা,
কি কারণে নিত্য এসো হেতা,
মৃত্যু বিনা শৃঙ্খল না ঘুচিবে আমার;
আর আলোক সংসার,—
এ নয়নে কভু না হেরিব;
নীলকান্তি গগন দর্শন,
আর নাহি ভাগ্যে মোর;
কে আছে, কে উদ্দেশ লইবে,
কারাগারে কোথা দেখা পাবে?
শঙ্কর বিমুখ!

সুশীলা। শুনিয়াছি আচার্য্যের মুখে,
কভু কারও প্রতি দেবতা বিমুখ নহে;
শিক্ষা হেতু মানব যন্ত্রণা সহে;
ধৈর্য্য ধর, রাখ দেবপদে আশ,
সে আশে নিরাশ নাহি হবে।

ধনপতি। আর আশা—
এত দিন আশায় রয়েছে প্রাণ;
অনাহারে শরীর করিব ত্যাগ,
কিন্তু কথায় তোমার
আশা হয় উদ্দীপন,
অন্ধকার, অন্ধকার,
আর কি স্বাধীন হব!

সুশীলা। কেহ কি আত্মীয় নাহি তব?
বল যদি পরিচয়, পত্র লিখি তথা,—
অর্থদানে তুষিয়া পিতায়,
কারামুক্ত যদি কেহ করে।

ধনপতি। শুন, পরিচয় যদি সাধ,
ধনপতি নাম, উজানিতে ধাম,
আছে দুই জায়া গৃহে
লহনা খুল্লনা নামে;
গ্রহ বাম,
গর্ভবতী জায়া রাখিয়ে এলাম ঘরে;
তত্ত্ব নাহি পাই,
বুঝি এত দিন কেহ বেঁচে নাই;
এইমাত্র পরিচয় মম।

(কারাধ্যক্ষের প্রবেশ)

কারা। কুমারি! কারাগার থেকে আসুন,
মন্ত্রী মশায়ের আসবার সময় হয়েছে,
আপনি আসুন,জান্তে পারে আমারে গর্দনা যাবে।

সুশীলা। বন্দি! কথা শক্তি করিব উপায়,
মনে মনে চিন্ত দেবতায়;
দেখি কি উপায় হয় আমা হ'তে।

কারা। কুমারি! আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

সুশীলা। যত্নে তুমি রেখ এ বন্দীরে,
পুরস্কার দিব আমি।

[সুশীলার প্রস্থান।

কারা। দ্যাখ, তোমার কথা কওয়া নিষেধ,
কেন কথা কইলে?

ধনপতি। কুমারীর অনুরোধে।

কারা। ভাল, এ অন্ধকূপেও হলো না,
অন্ধ তরে যাবার সাধ হয়েছে?

ধনপতি। মন্ত্রী এলে,
আমিই কহিব মম অপরাধ কথা,
কথা কহিয়াছি আমি রাজকন্যা সনে!

কারা। এ্যাঁ! এ্যাঁ!
ও কথায় আর কাজ নাই,
ও কথায় আর কাজ নাই,
আবার কেন,
কারাগার মারাগারে দেবে!

ধন। যাও, তবে বিরক্ত না কর মোরে।

কারা। বেটার
চোদ্দ বৎসরে চালটুকু গেল না,
টাকার লোভ সাম্‌লাতে হ'লো,
আর রাজকুমারীকে আস্‌তে দেব না।
মহাশয়! এ ভোজন সময়,
আসুন ভোজনগৃহে।

ধন। যাও, বিরক্ত না কর মোরে!

কারা। দেখুন, নিয়ম পালন কর্‌তেই হবে,
নইলে অধিক বিরক্ত হবেন।

ধন। চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাজা, শ্রীমন্ত ও সভাসদ্।

রাজা। কোতোয়াল! এ প্রতারককে দক্ষিণ
মশানে নিয়ে বধ কর।

শ্রীমন্ত। নরনাথ!
কৃপা কর অবোধ বালকে,
মিথ্যা নহে বাণী, দেখেছি কামিনী,
কমলিনী মাঝে গ্রাসিছে বারণ ধরি,
নাহি জানি কোথা গেল বন,
বুঝিতে না পারি,
কোথা গেল অপূর্ব্ব কামিনী,
কোথায় লুকাল করী।
লহ ধন,
কৃপা করি দেহ প্রাণদান।
জিজ্ঞাসহ নাবিক সকলে,
দেখেছে কমল-দল জলে।
মহারাজ ব'ধ না জীবন,
বিদেশী বণিক্‌সুত আমি,
গৃহে রেখে দুঃখিনী জননী,
আসিয়াছি পিতার উদ্দেশে।

রাজা। মিথ্যাবাদি! এখনো প্রবঞ্চনা?

মন্ত্রী। এই যে নাবিকদের আন্‌ছে,

(নাবিকের প্রবেশ)

ওরে, তোরা কি দেখেছিস্?

মাজি। হৈ কর্ত্তা! দ্যাখ্‌ছি কর্ত্তা!

মন্ত্রী। আরে কি দেখেছিস্?

১ম না। হৈ কর্ত্তা!

১ম প্র। আরে ভেড়ের ভেড়ে,
যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছে বল্ না।

মাঝি। হৈ কর্ত্তা! দেখ্‌ছি কর্ত্তা!

রাজা। তোরা যখন সিংহলে আসিস্,
কালীদহে কিছু দেখেছিস্?
২য় না। ওরে সেই কথাটা
এহানে উঠ্‌বে বুঝি।
মন্ত্রী। নাবিক, তোদের ভয় নাই,
কালীদহে কি কিছু দেখেছিস্?
মাজি। হৈ কর্ত্তা! বল্‌ছিল কর্ত্তা।
রাজা। কে বল্‌ছিল?
মাজি। ঐ খ্যাপা ছাওয়ালটান্ কর্ত্তা!
রাজা। কি বল্‌ছিল?
মাজি। জলের বিছখানে বাগটা ধর্‌ত্তিছে,
সিংশটা ধর্‌ত্তিছে,
হাতি খ্যাও না কর্ত্তা!
মোরা কি বল, বল্‌তি জানি?
শ্রীমন্ত। সত্য কহ নাবিক সকল,
ধর্ম্মসাক্ষী জিজ্ঞাসি তোমায়;
দেখ নাহি কালীদহে,
পদ্মমাঝে পদ্মমুখী বামা,
করীশির অধরে ধরিছে?
মাজি। হৈ কর্ত্তা! ঐটা কর্ত্তা!
বল্‌তিছিল কর্ত্তা!
মন্ত্রী। কে বল্‌ছিল?
মাঝি। সাধুর পো কর্ত্তা, রাজারে বল্‌তিছিল,
ঐটা বল্‌তিছিল।
মন্ত্রী। বলি, তোরা পদ্মবন দেখেছিস্?
১ম না। দেখ্‌ছি কর্ত্তা, দ্যাশে দ্যাখ্‌ছি কর্ত্তা!
মন্ত্রী। কালীদহে পদ্মবন দেখেছিস্?
মাজি। চর্‌চরিয়ে জল ভাঙ্গ্‌তিছে,
পদ্মবন দ্যাখ্‌লাম কনে;
ছাওয়ালটারে ভুলিয়ে নিয়ে এলাম,
নইলে ঝাঁপ দিতি চায়?
সভা। বলি ওহে বাপু,
সিংহলে এসে পদ্মবন বায়না নিলে কেন?
রাজা। তোরা কালীদহে পদ্মবন দেখিস্ নি?
১ম না। দোহাই কর্ত্তা!
দ্যাখ্‌তে পাই নি কর্ত্তা।
রাজা। মিথ্যাবাদি!
আর কি তোর বল্‌বার আছে?
শ্রীমন্ত। মহারাজ! ধর্ম্ম-অবতার,
করহ বিচার,
কি কাজে করিব প্রতারণা?
বুঝিতে না পারি, কে মোরে করিল ছল,
দেখেছি সাগরে শতদল;
কোথা গেল নাহি জানি,
বুঝি জলোচ্ছ্বাসে ডুবিয়াছে দল।
সভা। আর পরীটা গেছে উড়ে,
আর হাতীটা পালিয়েছে।
রাজা। এই বালক, তোর এক মিথ্যা কথা,
কোটাল দুরাচারকে বধ কর, আর
ধনসম্পত্তি রাজকোষে নিয়ে এস।
শ্রীমন্ত। কৃপা কর, কৃপা কর মহারাজ!
বড় আশে এসেছি এ দেশে;
ফিরে যাব, বড় সাধ মনে,
অবোধ ভাবিয়া দেহ প্রাণদান,
লহ ধন, ছেড়ে দাও মোরে।
রাজা। এ বর্ব্বরের মুণ্ড এনে দেখাবে।

[রাজার প্রস্থান।

সভা। বলি বাপু, যা' হবার তা' ত হলো,
এখন সত্যি কথাটা বল দেখি,
ব্যাপারটা কি?
শ্রীমন্ত। মহাশয়! সত্য কহি;
কহ মিথ্যায় কি অভীষ্ট সাধিব,
কেন ভূপে লয়ে কালীদহে যাব।
সভা। বলি, ছোক্‌রা শোন,
এর আগে কখনও আমি ভাবি নাই,—
তুমি একটু ভাবালে বাপু;
আমি তোমায় ছাড়্‌ছি না,

তোমায় কাট্‌বার সময় জিজ্ঞাসা কর্‌ব,
কি বল ?

শ্রীমন্ত। মহাশয় ! মৃত্যুকাল নিকট আমার,
শুন বিবরণ,
দেখিয়াছি অপূর্ব্ব কমল বন ;
কুমুদ কহ্লার,
কত শত ফুটিয়াছে ফুল ;
গন্ধে মুগ্ধ হ'য়ে, দেখিলাম চেয়ে ;
দেখিলাম, অমল কমলে
বিমল নবীনা বামা,
বরণ ঘটায় সাগর করেছে আলো ;
দামিনী বিকাশি, অধরে মধুর হাসি,
খেলে অবহেলে করী ধরে ;
হেরিয়া বামায়, বিমুগ্ধের প্রায়,
তত্ত্ব তাঁর না বুঝিনু ;
কুতূহল হইল প্রবল,
তাই সভাস্থলে করি উত্থাপন,
স্বচক্ষে দেখেছি,
নহে কেন মরণ করিব পণ ?

সভা। ভাল চল, মশান অব্‌ধি চল,
দেখ, এ দেশে যত সওদাগর এসে,
সবাই ঐ রকম বলেছে,
ডিঙে টিঙে গিয়েছে,
বেণীর মধ্যে তোমার মশান ;
দেখ তুমি বালক, দেখে দয়া হচ্ছে,—
সত্যি বল্লে রাজাকে গিয়ে ছুটো কথা বলি।

শ্রীমন্ত। মিথ্যা কয়ে রাখিতে
জীবন নাহি সাধ,
বলিয়াছি—সত্য যা দেখেছি।

সভা। বাবা, তর-বেতর দেশ,
তর-বেতর লোক !
জান্ ছাড়ে তবু গোঁ ছাড়ে না ;
কিন্তু কেমন কেমন ঠেক্‌ছে,
কথাটা সত্যি সত্যি লাগ্‌ছে,
সাত ডিঙে খাই তো—
একবার সিংহলে সদাগরীটা কত্তে আসি ;
বলি মা কালীদহ !
এ সৃষ্টির লোকের কপালে দ পড়াও।

কোটাল। চল চল গোল ক'রে ত
সময় কাটালে,
আবার তোমার মাথা নিয়ে—
রাজার কাছে দেখাতে হবে।

শ্রীমন্ত। শুন হে কোটাল !
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর,
ডাকি ইষ্টদেবে।

কোটাল। আর ন্যাথ্‌রায় কাজ [illegible]ই,
ডাক্‌তে ডাক্‌তে চল,
মশানে যেতে যেতে ডা[illegible] এখন।

ক্রোড় অঙ্ক।

রাজকুমারী ও ধাত্রী।

রাজ-কু। দেখ ধাত্রি ! কেবা যুবা,
কোটাল লইয়ে যায় !

ধাত্রী। মিথ্যাবাদী একজন,
আসি রাজার সভায়,
সাধুর তনয় দিলা পরিচয়,
গল্পচ্ছলে কহিলা সভায়,
কালীদহে কামিনী গিলিছে করী।

রাজ-কু। মিথ্যাবাদী !
হেরিলে বদন, জ্ঞান হয় মহাজন,
—মিথ্যাবাদী !

ধাত্রী। বলিলাম, শুনেছি যেমন।

রাজ-কু। কোথা লয়ে যায় ?

ধাত্রী। মশানে বধিতে প্রাণ।

সভাসদ, শ্রীমন্ত ও কোটাল ইত্যাদির প্রস্থা

রাজ-কু। ধাত্রি! শুনি লোকমুখে,
আসি হেথা বণিক সকল,
কহিয়াছে কমলে কামিনী কথা;
মিথ্যা হেতু কারাগার দণ্ড সবাকার;
কি কারণে এ যায় মশানে?
দেখ ধাত্রি! যাও, ক'হ কোটালেরে,
যুবার না বধে প্রাণ,
পিতারে মিনতি করি প্রাণদান লব ওর।
ধাত্রী। বৃথা আকিঞ্চন,
রাজ-আজ্ঞা বড়ই কঠিন।
রাজ-কু। আহা! দারুণ সিংহল,
আসি হেথা লাভের আশায়,
প্রাণনাশ কার,
কেহ পরে শৃঙ্খল গলায়।
নাহি কি উপায় বাঁচাতে যুবার প্রাণ, জানিস্?

[illegible] নাই, কুটুতেও সুখ নাই—
[illegible] এ খুব কাছ্‌ড়াবে!
[illegible] একটু দাঁড়া না,
[illegible] টাকা ত দিয়েছে।

শ্রীম[illegible]

টোরী ঝিঁঝিট—একতালা।

শ্রীমন্ত
[illegible] দুস্তারে নিস্তার না দেখি মা আর,
ভরসা তোমার, তার মা আমার।
[illegible]শা দিয়ে তারা ভাসালি পাথারে,
সঙ্কট-সাগরে রাখ রাঙা পায়॥
এস মা মশানে, শ্মশানবাসিনী,
দুর্গে দুখহারা দুরিত-নাশিনী,
কৃপাণ করাল, তোলে মা কোটাল,
কপালমালিনী যায় প্রাণ যায়॥

কৃপা[illegible]
কোটাল
আহা[illegible]
দ্যাখ ব[illegible]
[illegible]

বড় ভাগ্যি—
তোমার গর্দানা কাটতে পেলুম।
আহা বেশ আংটী,
বেশ সদাগর;
দ্যাখ' আমার খুব হাত সাফাই,
শীগ্‌গির কেটে ফেল্‌ব।
শ্রীমন্ত। আঁধার অনন্তকাল ভীষণ নিকট,
নীলাম্বর শোভা,
আর নাহি নয়ন হেরিবে।
বিহঙ্গ-সঙ্গীতে,
প্রভাত না পুরিবে পরাণ আর;
মলয় মারুত, আমারি;
আর নাহি চুম্বিবে কভু বলা সুখদনী?
[illegible] স্তনে ঝরে ক্ষীর, হ'তেছি অস্থির,
ব্যাকুল সন্তান কোথা;
সন্তানের বোদন সহিতে নারি,
যে বা যে আশায় চাহে পদাশ্রয়,
এখনি তাহারে দিব।
মা বলে ডাকিলে,
দিগম্বরে যাই ভুলি কুলে,
ধেয়ে যাই কোলে নিই তারে;
বল শীঘ্র বল, হতেছি বিকল,
আঁখিজল কে ফেলে আমারে স্মরি,
ভীতভয়হরা নাম ধরি তারা!
শীঘ্র বল, রহিতে না পারি আর।
পদ্মা। আকাশ পাতাল তুমি,
বিশ্বরূপা মা গো তুমি,
আছ ঢাকা আপন মায়ায়,
মা, আমায় কি শুধাও?
চণ্ডী। শীঘ্র পদ্মা করহ গমন,
দক্ষিণ মশানে, কাঁপে ঘনে ঘন,
ভক্তের সঙ্কট অতি,
কোন' মতে প্রাণ নহে স্থির।

তোমায় কাট্‌বার সময় জিজ্ঞাসা করব,
কি বল ?

শ্রীমন্ত। মহাশয় ! মৃত্যুকাল নিকট আমার,
শুন বিবরণ,
দেখিয়াছি অপূর্ব্ব কমল বন ;
কুমুদ কহ্লার,
কত শত ফুটিয়াছে ফুল ;
গন্ধে মুগ্ধ হ'য়ে, দেখিলাম চেয়ে ;
দেখিলাম, অমল কমলে
বিমল নবীনা বামা,
বরণ ঘটায় সাগর করেছে আলো ;
দামিনী বিকাশি, অধরে মধুর হাসি,
খেলে অবহেলে করী ধরে ;
হেরিয়া বামায়, বিমুগ্ধের প্রায়,
তত্ত্ব তাঁর না বুঝিনু ;
কুতূহল হইল প্রবল,
তাই সভাস্থলে করি উত্থাপন,
স্বচক্ষে দেখেছি,
নহে কেন মরণ করিব পণ ?

সভা। ভাল চল, মশান অব্‌ধি চল,
দেখ, এ দেশে যত সওদাগর এসে,
সবাই ঐ রকম বলেছে,
ডিঙে টিঙে গিয়েছে,
বেণীর মধ্যে তোমার মশান ;
দেখ তুমি বালক, দেখে দয়া হচ্ছে,—
সত্যি বল্লে রাজাকে গিয়ে ছুটো কথা বলি।

শ্রীমন্ত। মিথ্যা কয়ে রাখিতে
জীবন নাহি সাধ,
বলিয়াছি—সত্য যা দেখেছি।

সভা। বাবা, তর-বেতর দেশ,
তর-বেতর লোক !
জান্ ছাড়ে তবু গোঁ ছাড়ে না ;
কিন্তু কেমন কেমন ঠেক্‌ছে,
কথাটা সত্যি সত্যি লাগ্‌ছে,
সাত ডিঙে পাই তো—
একবার সিংহলে সদাগরীটা কত্তে আসি;
বলি মা কালীদহ !
এ সৃষ্টির লোকের কপালে দ পড়াও !

কোটাল। চল চল গোল ক'রে ত
সময় কাটালে,
আবার তোমার মাথা নিয়ে—
রাজার কাছে দেখাতে হবে।

শ্রীমন্ত। শুন হে কোটাল !
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর,
ডাকি ইষ্টদেবে।

কোটাল। আর ন্যাথ্‌রায় কাজ নেই,
ডাক্‌তে ডাক্‌তে চল,
মশানে যেতে যেতে ডাক্‌বি এখন।

ক্রোড় অঙ্ক।

রাজকুমারী ও ধাত্রী।

রাজ-কু। দেখ ধাত্রি ! কেবা যুবা,
কোটাল লইয়ে যায় !

ধাত্রী। মিথ্যাবাদী একজন,
আসি রাজার সভায়,
সাধুর তনয় দিলা পরিচয়,
গল্পচ্ছলে কহিলা সভায়,
কালীদহে কামিনী গিলিছে করী।

রাজ-কু। মিথ্যাবাদী !
হেরিলে বদন, জ্ঞান হয় মহাজন,
— মিথ্যাবাদী !

ধাত্রী। বলিলাম, শুনেছি যেমন।

রাজ-কু। কোথা লয়ে যায় ?

ধাত্রী। মশানে বধিতে প্রাণ।

সভাসদ্, শ্রীমন্ত ও কোটাল ইত্যাদির প্রবেশ।

রাজ-কু। ধাত্রি! শুনি লোকমুখে,
আসি হেথা বণিক সকল,
কহিয়াছে কমলে কামিনী কথা;
মিথ্যা হেতু কারাগার দণ্ড সবাকার;
কি কারণে এ যায় মশানে?
দেখ ধাত্রি! যাও, ক'হ কোটালেরে,
যুবার না বধে প্রাণ,
পিতারে মিনতি করি প্রাণদান লব ওর।
ধাত্রী। বৃথা আকিঞ্চন,
রাজ-আজ্ঞা বড়ই কঠিন।
রাজ-কু। আহা! দারুণ সিংহল,
আসি হেথা লাভের আশায়,
প্রাণনাশ কার,
কেহ পরে শৃঙ্খল গলায়,
নাহি কি উপায় বাঁচাতে

বড় ভাগ্যি—
তোমার গর্দ্দানা কাটতে পেলুম।
আহা বেশ আংটী,
বেশ সদাগর;
দ্যাখ' আমার খুব হাত সাফাই,
শীগ্‌গির কেটে ফেল্‌ব।
শ্রীমন্ত। আঁধার অনন্তকাল ভীষণ নিকট,
নীলাম্বর শোভা,
আর নাহি নয়ন হেরিবে।
বিহঙ্গ-সঙ্গীতে,
প্রভাত না পূরিবে পরাণ আর;
মলয় মারুত,
আর নাহি চমি
৯

ও মা চণ্ডি !
এ বিপদে তোমারে মা আছি ভুলে ;
রক্ষা কর মহিষমর্দ্দিনি !
মশানে মা যায় প্রাণ ;
বিপদে বরদে ! রাখ পায়,
মহা ভয়ে ভুলেছি তোমায় ;
দেখা দাও দারুণ মশানে।
বিনা দোষে মরি,
দেখ গো শঙ্করি !
কোথা মা কোথায় তুমি ;
ভমি,
অন্ধকার,

রক্ষা কর, রাজীবনয়না।
রাখ পদ্মাসনা,
প্রাণ যায়, মৃত্যুঞ্জয়জায়া।
মহা ভয়ে কোথায় অভয়া ?
এস শিবে ! এখনি বধিবে,
আর ফিরে তোরে ডাকিতে নারিবে ;
দেখা দাও, দেখা দাও।
কৈ দুর্গে ? কোথায় মা তুমি।

কোটাল। দ্যাখ দ্যাখ, এ গাইবে না কি।
২য় প্র। অমন কত লোকে কত রকম করে।
কোটাল। দ্যাখ ভাই !
অনেক টাকা পাওয়া গেল,
একটু ঠাণ্ডা রকম কোপ দিতে হবে !
প। নে, নিকে ভাই !
। দ্যাখ না,
কালে।

জয় উমেশ মঙ্গিনী, অশেষ রঙ্গিনী,
উমা উলঙ্গিনী কলুষহরা;
জয় ভীমা ভয়ঙ্করী, শ্যামা ক্ষেমঙ্করী,
শ্যামা শুভঙ্করী পরাৎপরা।
জয় গভীর নাদিনী, বিমান ছাদিনী,
মঙ্গলবাদিনী মঙ্গলা মা;
জয় করাল কামিনী, বিশাল গামিনী,
ভৈরবভামিনী নিরুপমা।
জয় শিবানী শঙ্করী, ঈশানী ঈশ্বরী,
শশাঙ্কশেখরি কৃপা কর;
জয় জগত বিভাসিনী, ত্রাস বিনাশিনী
শ্মশানবাসিনী শঙ্কা হর।

৩ প্র। ও এখন কত রং করবে,
নে নিয়ে চ'ল, নিয়ে চ'ল;
কাদ্‌তে কাদ্‌তেই ত কাটতে মজা।
এর পর সুখ করবে কেমন, জানিস্?
যেন, পেঁচাটা।
কাটতেও সুখ নাই, কুটতেও সুখ নাই—
১ম প্র। দ্যাখ্, এ খুব কাছ্ড়াবে!
কোটাল। একটু দাঁড়া না,
অনেক টাকা ত দিয়েছে।

শ্রীমন্ত।—

টোরী ঝিঁঝি—একতালা।

দুস্তারে নিস্তার না দেখি মা আর,
ভরসা তোমার, তার মা আমায়।
[illegible]শা দিয়ে তারা ভাসালি পাথারে,
সঙ্কট-সাগরে রাখ রাঙা পায়॥
এস মা শ্মশানে, শ্মশানবাসিনী,
দুর্গে দুখহারা দুরিত-নাশিনী,
কৃপাণ করাল, তোলে মা কোটাল,
কপালমালিনী যায় প্রাণ যায়॥

শ্রীমন্ত
কৃপা
কোটাল
আহা
দ্যাখ ব
[illegible]

৩ প্র। কি আর মজা দেখ্‌বি,
ও গাইতেই থাক্‌বে, নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস।

চণ্ডী ও পদ্মা।

চণ্ডী। পদ্মা!
মম প্রাণ উচাটন বল কি কারণ,
কে কোথায় ডাকিছে আমায়;
কে চায় আশ্রয় কহ অভয় পদে মম?
শুনে হয়ে অধীর, হ'য়েছি অস্থির,
ব্যাকুল সন্তান কোথা;
সন্তানের রোদন সহিতে নারি,
যে বা যে আশায় চাহে পদাশ্রয়,
এখনি তাহারে দিব।
মা বলে ডাকিলে,
দিগম্বরে যাই ভুলি কুলে,
ধেয়ে যাই কোলে নিই তারে;
বল শীঘ্র বল, হয়েছি বিকল,
আঁখিজল কে ফেলে আমারে স্মরি,
ভীতভয়হরা নাম স্মরি তারা!
শীঘ্র বল, রহিতে না পারি আর।
পদ্মা। আকাশ পাতাল তুমি,
বিশ্বরূপা মা গো তুমি,
আছ মম আপন মায়ায়,
মা, আমায় কি সুধাও?
চণ্ডী। শীঘ্র পদ্মা করহ গমন,
দক্ষিণ নয়ন, কাঁপে ঘনে ঘন,
ভক্তের সঙ্কট মম,
কোন' মতে প্রাণ নহে স্থির।

পদ্মা। (স্বগত) জাগ মন, খুল রে নয়ন,
ব্রহ্মাণ্ড করহ বিচরণ ;
হের স্বর্ণ পদ্মে ঝলিতেছে ব্রহ্মলোক,
পুলক ! পুলক !
হের, শোক নাহি হেথা ;
পরম আলোকে নেহার গোলোকে,
আনন্দেতে নাচে গায় ;
সুরপুরে মিলিয়া অমরে,
সুখে করে সুধাপান ;
মা'র কৃপাবলে, আঁধার পাতালে,
আনন্দ উৎসব সদা ;
হের মর্ত্ত্যে,
বাসনা জড়িত, মানব পীড়িত।
মা গো ! ছিরে তোরে সঙ্কটে ডাকিছে,
আজ্ঞায় তোমার,
পদ্মবন সাজিল যোগিনী !
করি-রূপ ধরিছ জননি,
কালীদহে দেখা দেছ শ্রীমন্তেরে ;
এ সংবাদ দিল সে সিংহলে,
নৃপতি সদলে,
এসেছিল দেখিতে কৌতুক,
কে তোমার বোঝে মা ছলনা,—
বিপদে পড়েছে ছিরে,
মশানে কোটাল তারে বধে।
ভী। কে কোথায় সাজরে সত্বর,
কেবা ছার সিংহল-ঈশ্বর !
নাহি ডর, ভক্তেরে মশানে বধে ?
পুনঃ আজি হব রণাঙ্গনা,
রুধিরে মগনা করিব ধরণীতল,
রসাতল করিব সিংহল ;
বরপুত্র ছিরে, পীড়ন তাহারে,
কে আমারে জগতে ডাকিবে আর ?
মম ভক্তে করেছে পীড়ন,
যদি ত্রিভুবন, রাখিতে নারিবে তারে।
সাজিলে শঙ্কর করিব সমর,
ভক্ত মম প্রাণের অধিক।
জ্বলে,—প্রাণ জ্বলে,
আহা ! ছিরে কত কেঁদেছে মা বলে,
যথা পড়িয়াছে অশ্রু বিন্দু তার,
রুধির-পাথার বহিবে প্রবল বেগে,
শালবানে সবংশে নাশিব,
তবে পুনঃ ফিরিব কৈলাসে।

(রণবেশে ভূত, দানা ও যোগিনীগণের প্রবেশ)

সারঙ্গ—একতালা।

তাথেইয়া তাথেইয়া ধীয়া ধীয়া ধীয়া,
রণে সাজে রণরঙ্গিণী।
উগ্রচণ্ডা জয় চামুণ্ডা অট্টহাসহাসিনী॥
ভব বোম্ রণ-শিঙ্গা নিনাদে,
পিব পিব পিব রুধির সাধে,
হন হন হন ঘন ঘন ঘন, ভাষে ভীমভাষিণী॥
সাজে বিশ্বনাশী, –
কেশরাশি লট্ পট্ বেগে দুলিছে,
বিষম উজ্জ্বল প্রলয় অনল,—
ধিকি ধিকি ভালে জ্বলিছে ;
সন্ সন্ সন্ প্রলয় পবন,
প্রলয় চপলা চমকে ঘন,
ত্রিনয়নে ঝরে কোটি অক্ষ,
ঘূর্ণিত মহারুদ্র চক্র,
উদয় প্রলয় যামিনী॥

(নারদের প্রবেশ)

নারদ।—

পলাশী বারোঁয়া—চপক।

জয় যোগমায়া জগদীশ্বরী যজ্ঞেশ্বরী যোগিনী।
মনসিজ পদ পঙ্কজ রজ, মহেশ্বর মোহিনী॥ ন।

বরবন্দিনী বরদে, শশিশেখরা সারদে,
করুণা কুরু হে কলুষহরণী,
কামরূপা তুঁহি কারণকারিণী,
জন জীবন নারায়ণী, নম নগেন্দ্রনন্দিনী,।
সুর সম্পদ নব নীরদ,
সর্ব্বাণী শিব মোহিনী ॥

নারদ। কি কাজে মা, সেজেছ সংহার-সাজে?
অকালে প্রলয় উদয় করো না তারা!
ছার শালবানে নিধন কারণে,
এ সাজ সাজে না তোর;
হেরি অট্টহাস, সুরবৃন্দ পেয়েছে তরাস,
দিক্‌বাস অঙ্গনা শুন মা!
হের, ঘোরতম আচ্ছাদিছে দিবা,—
সূর্য্য হীনপ্রভা,
বাসুকি ব্যাকুল মহী ধরি,
সম্বর, সম্বর, সর্ব্বনাশ এখনি হইবে।

চণ্ডী। দেখ আচরণ,
ছিরে মোর অঞ্চলের ধন,
তারে দুঃখ দিতেছে সিংহলে।
কাঁদে বাছা কাঁদে অসহায়,
কেহ নাহি চায়,
আহা!
কত সয়, বালকের প্রাণে?
শালবানে এখনি নাশিব,
সিংহাসনে ছিরেরে বসাব;
বহাব রুধিরে নদী।

নারদ। ছার কাজে এত সজ্জা তোর!
ত্রৈলোক্য সভয়, হবে বিশ্বক্ষয়,
রণসজ্জা দেখে তোর।
ছিরে ডাকে, দোষার ভেঙ্গে যায়!

(ধাক্কা দেওন—বৃন্দার হুঙ্কার ও পদ্মার আবির্ভাব)

বৃন্দা। একি! রকম যাচ্ছে যে?
ক'র রণ রণাঙ্গনা;
দেবগণ সভয় সকল।

চণ্ডী। ভাল যাব, অন্ত বেশে,
কহ গিয়ে দেবগণে;
সাবধানে রহ সবে রণসাজে,
হবে যবে মশানে হুঙ্কার,
আগুসার হয়ে দিবে হানা;
আয় পদ্মা! যাই দুই জনে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মশান।

শ্রীমন্ত, কোটাল ও প্রহরিগণ।

শ্রীমন্ত।

টোরী ঝিঁঝিট—একতালা।

চরম সময়, হও মা উদয়,
দেখে মরি তারা শ্রীপদ-নলিনী।
ডাকি দুর্গা বলে, কেন আছ ভুলে,
দুর্গমে দে দেখা দানবদলনী ॥
শ্রীপদ স্মরিয়ে, সাগর বাহিয়ে,
মশানে মা মরি দেখ না আসিয়ে,
ও মা শবাসনা, কর মা করুণা,
কাতর কিঙ্কর, কেশরি-বাহিনী ॥

কোটাল। হ্যাঁ রে এ গান, না ভূতের মন্ত্র?
আমার প্রাণটা কেমন ছম্ ছম্ করছে,
তাহ এত দুঃখ দেছ মরামরি!
মা, মা আমার,
দয়াময়ী বিনে,
দীনে কে চরণে দেয় স্থান।

১ম প্র। পা বাঁধ, হাত বাঁধ,
নে আর্ ক'নে।

শ্রীমন্ত। কোত্যোয়াল!
রাখ প্রাণ ক্ষণকাল আর,
বারেক ডাকিব মা'রে;
প্রাণ যাবে, এখনি ত সকলি ফুরাবে,
এ জনমে আর না ডাকিব মাকে।

কোটাল। ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্‌লো,
ও পুরুলো হয়ে গেল,
কোপ্ খেলেই সব সেরে যাবে,
এক কোপেই নিকাশ করবো,
ডাকিস্ নে।

শ্রীমন্ত। হায়! মরণ নিকট,
কিবা ভয় আর—
ছই অগ্রজ, দুর্গা ব'লে,
কর্মফলে দুঃখ পাই তারা,
অন্তে দিও শ্রীচরণ!
পিতা নিরুদ্দেশ,
অভাগিনী জননী রহিল একা;
বৃথা খেদ, খেদ কার মেটে এ সংসারে?
দুর্গা বলে ত্যজি প্রাণ।
হও প্রস্তুত কোটাল,
জঞ্জাল করহ দূর।
এ সময় কোথা মা শঙ্করি!

৩ প্র। তোরে বল্লুম তখন,
কাঁদতে কাঁদতে কোপ নে,
এই পেঁচামুখ হয়ে দাঁড়াল,
ক্যাটিস্ নি, ক্যাটিস্ নি, করতো,—
কোপ দিতে কেমন মজা ছিল;
তোদের নিয়ে আমোদ হবার যো নেই।

... হরে, পীড়ন তাহারে,
কে আমারে জগতে ডাকিবে আর?
মম ভক্তে করেছে পীড়ন,
মিলি ত্রিভুবন, রাখিতে নারিবে তারে।
বাসনা ছলনা করে, মায়া মোহ রাখে ঘরে,
তাতে ত শমন-করে, পাবে না নিস্তার॥
দুখ পেলে কর্মফলে, ডাক দুর্গা দুর্গা বলে,
অন্তিমে মোহের ছলে, ভুলো না রে আর॥

কোটাল। নে, নে, বাঁধ্ বাঁধ্।

(সভাসদের প্রবেশ)

সভা। বলি, কাট্‌বার সময়
একবার জিজ্ঞাসা করি,
হ্যাঁ বাপু, কমলে-কামিনী দেখেছিলে?

শ্রীমন্ত। সত্য কথা, কমলে কামিনী।

কোটাল। মশাই!
কাট্‌বার সময় হয়েছে।

সভা। সত্য কথা?
বলি, একটা সাফ কথা বলেই মারা যাও না।
ছি! প্রাণে ভারি ধোকা দিয়ে চল্লে।

(বৃদ্ধার প্রবেশ)

বৃদ্ধা। ওরে ও বাপু!
আমার অন্ধের নড়ি,
শিবরাত্রির সোলতে—
আমার শ্রীমন্তেরে কেউ দেখেছ?
আহা! এই যে, আমার শ্রীমন্ত,
দুধের বাছারে বেঁধেছ কেন গা?
তোমাদের মিনতি করি,
বাছারে খুলে দাও।
ও গো!
ছিরে বই আর আমার কেউ নাই।

সভা। না, ছোঁড়াটা একটা বেগড়্।

পলাশী বারোঁয়া—চপক।

জয় যোগমায়া জগদীশ্বরী যজ্ঞেশ্বরী যোগিনী।
মনসিজ পদ পঙ্কজ রজ, মহেশ্বর মোহিনী॥ নং

...ও গো! আমার বাছারে বড় লেগেছে;
ছেড়ে দাও।
কোটাল। ইস্! বুড়ীর দাঁত দেখেছ!
বৃদ্ধা। ও বাছা! আমায় ভিক্ষা দে,
আমার ছেলেটি ভিক্ষা দে;
আমার আর কেউ নাই।
কোটাল। আরে বুড়ি!
রাজার হুকুম জানিস্ নে,
এখানে ঘ্যান ঘ্যান করতে এলি!
বৃদ্ধা। ও বাপ সকল ছেড়ে দে,
আমার আর কেউ নাই;
ও বাপ সকল ছেড়ে দে।
সভা। উ হুঁ,
কাজটা কেমন কেমন ঠেকছে!
বুড়ী নয়! আগুন যেন ছাই চাপা।
বৃদ্ধা। ও বাবা শ্রীমন্ত! কোলে আয়।
শ্রীমন্ত। মা! মা!
কোটাল। আরে বুড়ী করে কি?
বৃদ্ধা। ও বাবা! নিয়ে যাস্ নি,
ও বাবা!
কোথা ধরে নিয়ে যাস্,—
ও বাবা! কোথা ধরে নিয়ে যাস্?
ওয় প্র। কোপ দে।

(অস্ত্রাঘাত ও অস্ত্রভঙ্গ হওন)

কোটাল। এঁ্যা। এ কি রে?
সভা। না, তামাসা বড় নয়।
ওয় প্র। অলক্ষণে বুড়ীকে তাড়িয়ে দে ত।
বলুম তোরে, গান নয়, ও ভূতের মন্তর!
অলক্ষণে বুড়ী—
আমার তলোয়ার ভেঙ্গে যায়!

(ধাক্কা দেওন—বৃদ্ধার হুঙ্কার ও সভার আবির্ভাব)

সভা। একি! রকম থাড়ে যে?
বুড়ী একলা ছিল, দোক্লা হ'ল;
বাবা! এ গুম্‌গুমনি শব্দ
কোন্ দিক্ থেকে?
ইস্! কিল-কিলানী বাড়্‌ল যে!
কমলে কামিনী বুঝি ওন্টায়;
সাত ডিঙ্গা ধন নিয়ে বুঝি দিলে পোঁকায়!
না বাবা! আমি ত চলুম।

[প্রস্থান।

(হুঙ্কার)

কোটাল। বাপ রে! বাপ রে!
পেত্নী নাকি,—
মারে রে!

[প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। মা গো! চল যাই পলাইয়ে,
দুরন্ত কোটাল—
অস্ত্র লয়ে এখনি ফিরিবে;
কে তুমি মা! প্রাণরক্ষা করিলে মশানে?
বৃদ্ধা। চণ্ডী আমি, দেখ, ফিরে দেখ্!

(বৃদ্ধার চণ্ডীর বেশধারণ)

চণ্ডী। এস, অভয়ে অভয় কোলে,
আজি খিদি রুধিরে ভাসাব।
শ্রীমন্ত। অকিঞ্চনে আর মা ভুল না,
মা গো! ভোলা মন,
তোমার চরণ নিরত না করে ধ্যান;
মা গো! কৃপা কর,
আর যেন না থাকি তোমারে ভুলে!
মা গো! দাসীর তনয়,
তাই এত দুঃখ দেহ দয়াময়ি!
মা, মা আমার,
দয়াময়ী বিনে,
দীনে কে চরণে দেয় স্থান।

ছুরে যাক্ শুন কোলাহল,
কাঁপিছে মশান, দুষ্ট বীর পদভরে।
বুঝি আসিছে সমরে,
শালবান্ নরশক্তি;
দেখ মা! দেখ মা—
অস্ত্র আভা লাগিছে গগনে।
বড়ই কঠিন ভূপ
যদি কভু, পায় সে আমায়,
তখনি বধিবে।

চণ্ডী। আয়্! আয়্!
আশ্রয়ে আমার,
ত্রি-সংসারে কার নাহি অধিকার,
আয়্! আয়্!
কে কোথায় রুধিরপ্রিয়।

(গান করিতে করিতে ভূতগণ ও যোগিনীগণের প্রবেশ)

সারঙ্গ—একতালা।

হা হা হু হু হু হু হি হি হি হুম্ হুম্ হুম্ হুম্
সন্ সন্ সন্ হন্ হন্ হন্,
ধবক্ ধবক্ ধবক্ লক্ লক্ লক্,
চক্ চক্ চক্, চাকুম্ চাকুম্ চুম্॥
মার মার মার মার,
থর থর থর তর তর তর,
পিব পিব পিব হি হি হি,
ঠক্ ঠক্ ঠক্ বাজে করতালে,
ধবক্ ধবক্ ধবক্ কপালে কপালে;
চিকি চিকি চিকি, ধিকি ধিকি ধিকি,
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝুম॥

(কোটাল ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈ-গ। মার! কাট্! বাঁধ!

চণ্ডী। আয় ফিরে!
আয় অস্ত্র ধরে,
হেথায় বাধিবে রণ।

[চণ্ডী ও শ্রীমন্তের প্রস্থান।

(উভয় দলের যুদ্ধ)

সৈ-গ। ওরে পালা, পালা,
কারুর প্রাণ থাক্‌বে না।

(সৈন্যগণের পতন)

পদ্মা। রহ সবে অদৃশ্য বিমানে,
আজ্ঞামত করিবে পশ্চাৎ।

ভূত-গ। রণ! রণ! রণ!

[প্রস্থান।

(রাজা, সভাসদ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজ। আরে বল কি?

সভা। আর বল কি?
উল্টো কমলে কামিনী!
এবারে কালীদহ না,
সিংহল দ' পড়লো!

রাজা। অঁ্যা! বল কি?
সব সৈন্য মারা গেছে।
কৈ? কেউ ত নাই!
কে সেনা বধ করলে?
অদ্ভুত! অদ্ভুত!
মন্ত্রি! কিছু বুঝ্‌তে পার?

মন্ত্রী। তাই ত, তাই ত—

সভা। আর বুঝ্‌বেন কি?
কালীদহে দ' না পড়ে,
সিংহলে দ, পড়েছে মহারাজ!
এবারে কমলে কামিনী,
কিছু গর সুবিধা;

[illegible] মহারাজ !
আমি কখন কিছু ভাবি নি—
কিন্তু প্রাণের হাঁক্ পাকুনিতে,
ছোড়ার সঙ্গে মশান পর্য্যন্ত এসেছি।
মহারাজ ! দাঁড়ান তার,
গুম্ গুমানি শব্দ শুন্ছেন ?

রাজা। শুন্ছি,
কিন্তু কই কিছুই ত দেখ্তে পাই নে।

সভা। না বাবা !
যে যেখানে কোরে ঝাড়ে আছ,
অমনি থাক ;
আর দেখা দিয়ে কাজ নেই।

রাজা। এ কি কোনও দেবমায়া ?

(দৈববাণী)

পদ্মা। চণ্ডী সনে বাদ কর আরে রে অজ্ঞান !
ছিরে তাঁর দাসীর সন্তান ;
মশানে পাঠাও তারে ?

রাজা। আমি দেবদেব মহাদেবে জানি,
চণ্ডী কে, আমি জানি না ;
দেবী দেখা দিন,
আমি বিধিমতে পূজা দেব ;
কিন্তু আমি অপরাধি নই,
আমার এ দণ্ড কেন ?
মিথ্যার দণ্ড করা রাজার কার্য্য ;
আমি সেই কার্য্য করেছি।
কই ? কমলে কামিনী ত।—
দেবীর বরপুত্র আমায় দেখায় নি ;
দেবী কি মিথ্যার প্রশ্রয় দেন ?

(শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। মিথ্যা নহে,
সত্য হের কমলে কামিনী।

(পট পরিবর্ত্তন)

হের স্রোতস্বতী বেগবতী,
সীমাশূন্য কালীদহ সহ,
হের কমল-কানন,
দেখ ! দেখ ! নলিনীবাসিনী,
কামিনী গিলিছে করী।

টোড়ী মিশ্র—একতালা।

হের রক্তোৎপল চরণ যুগল দুলিছে।
তরুণ তপন আদরে নখরে খেলিছে ॥
কিবা উজ্জ্বল ছবি, জিনি কোটি রবি,
ভৈরবী বামা নবীনা,
শশী বিকাশি, অধরে হাসি,
কুন্দকুসুমদশনা।
ভালে কিবা সিন্দুর জ্বলে,
এলোকেশী করী গ্রাসিছে ॥

রাজা। বল বল হে বণিক !
তুমি মার প্রধান সন্তান,
কি দিয়ে পূজিব মাকে ?
দে মা ! ভক্তি দে মা !
দিব তোরে উপহার।
অজ্ঞানতা-তমঃ হলো দূর,
আহা ! কি মাধুরী নেহার নয়ন !
পিও মন !—কমলচরণে মধু।

সভা। যা থাকে কপালে,
মা ব'লে দু'বার ডাকি,—মা ! মা !
বলি বাপু ছোক্‌রা !
তুমি ত যেমন তেমন নও,
তোমার মাকে বল,
এই সৈন্যগুলোকে বাঁচিয়ে দেন।
আহা ! আহা !
না হয় একবার দেখে মরবে এখন।

শ্রীমন্ত। বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে সবার,
ভক্তাধীন মা আমার,
উঠ সেনা অমৃত পরশে।

সৈন্য-গণ। ওরে! ধরে রে! মারে রে!
আহা! আহা!

(পট পরিবর্ত্তন)

রাজা। আহা! কি হ'ল কি হ'ল,
দেখিতে দেখিতে কামিনী লুকালো!
মা গো! কোথা গেলে কমলবাসিনী!
বৎস। ত্যজ রোষ,
না জেনে করেছি দোষ,
সত্যবাদী তুমি,
নিরবধি জননীর পদে মতি।
আমি অভাজন,
নারিলাম চিনিতে তোমারে,
কিন্তু নহি মিথ্যাবাদী,
করিয়াছ প্রতিজ্ঞা পূরণ,
দেখায়েছ কমলে কামিনী,
মম বাণী মিথ্যা না হইবে,
অৰ্দ্ধ রাজ্য তব,
তনয়ায় অর্পিব তোমায়,
এস বৎস! এস সভাতলে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর।

সুশীলা।

সুশীলা। বুঝি এতক্ষণ বধেছে যুবার প্রাণ।
আহা! কে অভাগা,
এসেছিল দারুণ সিংহলে?
মিথ্যাবাদী যুবা প্রত্যয় না হয় মোর;
বিধি-বিড়ম্বনে প্রাণে মরে পরবাসে;
আহা! প্রাণে না মারিয়ে,
যদি তারে রাখিত গো পিতা,
নিত্য গিয়ে দেখিতাম তারে,
অভাগারে করিতাম যতনে সান্ত্বনা;
আহা!
কি কঠিন অপরাধ, প্রাণদণ্ড তার!

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী। শুন মা সুশীলা! অদ্ভুত দেবের লীলা,
যে যুবারে দেখেছিলে বেঁধেছে কোটাল,
শ্মশানে বধিতে প্রাণ,—
তারে সমাদরে নগরে এনেছে রাজা;
দেখায়েছে না কি কমলে কামিনী,
সমরে সবারে,
একা যুবা করিয়াছে পরাভব।
অসম্ভব বার্ত্তা রাজপুরে,
যারা পড়িল সমরে,
পুনঃ প্রাণ পাইল যুবার গুণে।
সুশীলা। ধাত্রি! সত্য কি জীবিত যুবা?
কিম্বা তুমি ভুলাও আমায়!
আহা! কত আমি সাধিনু জনকে,
রোষ না পড়িল তাঁর,
বল ধাত্রি! কিবা এ বারতা?
ধাত্রী। দেবাশ্রিত বিদেশী বালক
কে তারে বধিতে পারে?
সুশীলা। ধাত্রি! চল যাই দেখি গে যুবারে,
আহা! বিরস বদনে,
ধীরে ধীরে চলেছে মশানে,
দেখে কত নয়নে ঝরিল জল,
চল ধাত্রি! বিলম্ব না কর।
ধাত্রী। শুনি বন্দিগণে দিতে মুক্তিদান
গেছে যুবা কারাগারে;
উজানিতে ধাম,
পিতৃ-অন্বেষণে না কি এসেছে সিংহলে

সুশীলা। উত্তলিছে প্রাণ।
বুঝেছি, বুঝেছি, কেবা পিতা তার,
আমি যাব কারাগারে।

[প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

শ্রীমন্ত, রাজা ও সভাসদগণ।

শ্রীমন্ত। কি আশ্চর্য!
কেহ নাহি দেয় পরিচয়;
বুঝি মম পিতা বেঁচে নাই,
হেরিয়ে আমায়,
বিকল অন্তর অবশ্য হইত তাঁর।
মহারাজ!
বন্দিগণে দিয়াছেন মুক্তিদান?
রাজা। মুক্ত সবে তোমার কৃপায়।
ভাঁড়। বাবা! তুমি ভাল ছেলে!
আজ পঞ্চাশ বৎসরের পালা উলটে দিলে;
আহা—মন্ত্রী মহাশয়ের দুঃখ দেখে
আমার বুক ফেটে যায়;
বলি মন্ত্রী মশাই,
জুয়ান পুত্‌ মলেও এমন দুঃখ হয় না।
শ্রীমন্ত। মহারাজ! নাহি কি বন্দীর নাম?
ভাঁড়। বাপ! তুমি কচি ছেলে,
এই সবে এসেছ সিংহলে—
এ কারাগারে নাম-ধাম নাই।
বন্দী নাম, অন্ধকার গোত্র,
আর নিবাস এই শ্রীবাস।
পুরাণো কাগজ অনেক উলটালে,
যদি নাম ধাম পাওয়া যায়!

রাজা। মন্ত্রি! আছে কি স্মরণ—
এসেছিল কেহ কি হে ধনপতি নামে?
মন্ত্রী। হালে ত কেউ নয়।

(সুশীলা, ধাত্রী ও ধনপতির প্রবেশ)

সুশীলা। পিতা! এসেছিল উজানি হইতে,
ধনপতি নামে সাধু!
গর্ভবতী জায়া রেখে ঘরে,
ভাসি পারাবারে,
কারাগারে সিংহলে করিছে বাস;
এই বন্দি! কথা মিথ্যা নয়,
তোমার তনয়,
বধূ ল'তে এসেছে সিংহলে,
পুত্র! পিতৃপদে করহ বন্দনা।
শ্রীমন্ত। সুহাসিনি! কে তুমি গো বলি?
পিতা! পিতা! কর আশীর্বাদ,
হের নিদর্শন!
কোলেতে লও আপন নন্দন।
ধন। নিধিধন!
এত দিনে ভাগ্যে কি সদয় হ'লে?
আহা! জুড়াল তাপিত প্রাণ।
এস পুত্র কোলে মম।
প্রসাদে তোমার,
কারাগারে হইনু উদ্ধার।
শ্রীমন্ত। পিতা! চণ্ডীর শ্রীচরণ প্রসাদে,
কারাগারে উদ্ধার তোমার,
মাতার প্রসাদে আর তব আশীর্বাদে,
গৌরব বাড়িল মোর,
আমি মাত্র নিমিত্ত কেবল,
পিতা! মায়ে কেন আছ ভুলে?
দুর্গা ব'লে ডাক কুতূহলে।
ধন। মা গো! এত ছলা জানতি জননে!
মা গো! তোমার ছলনে,
ভব ঘট আইলাম পরে ঠেলে,

সন্তানের অপরাধ,
কেমনে নিলি মা, বল?
দুর্গে! দয়া কি মা করিবি আমারে?
ধন্য পুত্র! ধন্য তুমি!
ধন্য বলি মানি আমা।

(সুশীলার প্রতি)

মা! মা!
কে মা তুমি অরিপুরে মঙ্গলরূপিণী?
রাজবালা!
ভাবিতাম বালিকা তোমারে।

রাজা। বৈবাহিক! ক্ষম অপরাধ,
সত্যবাদী তুমি!
কমলে কামিনী নহে প্রবঞ্চনা কথা,
ত্যজ রোষ,
পুত্রে দেহ কন্যা বিনিময়ে।

ধন। মা গো, কুললক্ষ্মী মা আমার।

রাজা। এ হ'তে অধিক রত্ন নাহিক আমার,
লহ বৎস নিজ গুণে।

ধন। বৎস!
কারাগারে সুখস্বপ্ন সম,
মা আসিত দেখিতে আমায়;
অমূল্য এ ধন,
ঘর মম হবে আলো।

শ্রীমন্ত। মহারাজ!
দেহ সাজাইয়ে তরী,
আজই যাত্রা করি,
দুঃখিনী জননী আছে ঘরে
ধরি পিতৃকরে,
বন্দিব গো চরণ দু'খানি।

রাজা। বৈবাহিক।
রহিতে না করি অনুরোধ,
ভাগ্যবতী রমণী তোমার
ভগবতী বাঁধা যার ভক্তিপণে,
হেথা আর বিলম্বে কি কাজ?
চ'ল যাই সভাতলে,
আনন্দ ঘোষণা দেহ মন্ত্রি, রাজ্যময়।

সভা। ছোক্‌রা! সবই তোমার
তুরিৎ রকম,
তুরিৎ একটু ভক্তি দিতে পার?
আহা! মা, মা;—
কি রূপেই দেখা দিলি মা!

সকলে।

রাজবিজয়—ঝাঁপতাল।

জয় চণ্ডিকে ভবানী।
জয় জগদ্ধাত্রী উমা ঈশ্বরী ঈশানী॥
জয় জয় জয়, গেল ভবভয়,
মহেশ মোহিনী, মহীতে উদয়,
অভয়া সদয়া, দেন পদছায়া,
মহামায়া হররাণী॥

যবনিকা পতন

...ল ঝরিল জল,
! বিলম্ব না কর।
...শুনি বন্দিগণে দিতে মুক্তিদান
...ছে যুবা কারাগারে;
...নিতে যায়,
...কু-অন্বেষণে না কি এসেছে সিংহলে